কাজী আনোয়ার হোসেন

দংশন

প্রথম খণ্ড

মাসুদ রানা

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

দংশন

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সোনা মেয়েদের অলংকার বা এমনকি অহংকারও হতে পারে।
কিন্তু পুরুষদের জন্যে হয়ে উঠতে পারে ভয়ংকর এক নেশা।
অন্তত মাসুদ রানাকে এবার সেই নেশাতেই পেয়ে বসেছে।

বিশ্বাস হয়, আফ্রিকায় পাহাড় ঘেরা ছোট্ট এক গ্রামে মাইনারদের
সাথে বক্সিং লড়ছে রানা, প্রতিদ্বন্দ্বী ধাওয়া করায় দৌড়ে পালাচ্ছে

চার্লি উডকক এমন একটি চরিত্র, রানার মতো
আপনাদেরও তাকে ভালো লাগবে—তবে সাবধান,
তাকে যেন আবার খুব বেশি ভালোবেসে ফেলবেন না।
নিজেকে একজন রাজা বা সম্রাট বানাবার কাজে ব্যস্ত সে।
বরং আসুন তার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করে চোখ ফেরাই
সুফিয়ার দিকে। সুন্দরী মেয়েটা ভালোবাসে...
কিন্তু তার ভালোবাসার পরিণতি কি?
আর তার ভালোবাসার পাত্রটিই বা কে?

সেবা বই

এক

লিমপোপো সীমান্ত থেকে দক্ষিণের পথ ধরলো ঘোড়সওয়ার। শুরু হলো ঢাল। ক্রমশ উঁচু হয়ে পাথুরে পর্বতশ্রেণীর গোড়ায় গিয়ে মিশেছে মাটি, ঢালটা ঘাসবনে ঢাকা। তিন দিনের দিন সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার দেখা পেলো ওরা, আকাশের গায়ে কালো ও তীক্ষ্ণ চূড়াবহুল একটা রেখা, যেন প্রাচীন কোনো হাঙরের এক সারি দাঁত।

রোদের আঁচে পুড়ে যাচ্ছে চামড়া, খালি গায়ে অনেকটা পিছিয়ে থেকে ঘোড়সওয়ারকে অনুসরণ করছে ডমরু। লিমপোপো নদীর কিনারা ত্যাগ করার পর প্রায় কোনো কথাই হয়নি ওদের মধ্যে—প্রেয়সীর মধুর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বিরহ ব্যথায় এখনও কাতর হয়ে আছে ঘোড়সওয়ার, আর পরিবারের সবাইকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছে ডমরু।

ডমরুর দৃষ্টিতে ঘোড়সওয়ার অরণ্যদেব, ঈশ্বরপ্রেরিত উদ্ধারকর্তা। জীবনের পরম স্বস্তিকর অথচ অবিশ্বাস্য মুহূর্তটির কথা বারবার মনে পড়ছে তার। আর মাত্র এক ঘন্টা পরই ভীতিকর সন্ধ্যা নামতো গভীর অরণ্যে, সেই সাথে আসতো সিংহ বা হায়েনার পাল, ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতো তাকে।

উপজাতীয় কোন্দলের শিকার ডমরু। নিরীহ একজন মানুষ, বউ আর অক্ষম মা-বাবাকে নিয়ে জঙ্গলে ঘর তুলে বেঁচে থাকার সংগ্রাম তার।

আরো সাতে-পাঁচে নেই। তবু হটেনটট উপজাতির অচেনা একদল লোক দুপুরবেলা এসে আগুন লাগিয়ে দিলো ঘরে, তিনজনকে ভেতরে রেখে। ঠিক সেই সময় বর্শা হাতে শিকার থেকে ফিরলো ডমরু, প্রিয়জনদের লাশ দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো। তাকে ঘিরে নাচলো হটেনটটরা, হাস্য-কৌতুকে মেতে উঠলো। পরিবারের আর সবার মতো ওখানেই তাকে হত্যা করা হলো না, লুঠ করা তিন মন বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো তাকে। নিজেদের গ্রামের কাছাকাছি এসে একটা গাছের সাথে তাকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধলো হটেনটটরা। যাবার সময় ব্যঙ্গ করে বলে গেল, 'এই রইলো তোমার বর্শা, অরণ্যদেব তোমাকে উদ্ধার করার পর আবার শিকারে বেরিয়ো।'

ঘোড়ায় চেপে সত্যি সত্যি এলো অরণ্যদেব। চোখে দেখেও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি ডমরু।

তাকে দেখে কোনো প্রশ্ন করেনি ঘোড়সওয়ার। ডমরুর চোখদুটো তার ভালো লেগে গেল, সাদা অংশটুকু দুধের মতো, হলুদ বা লাল দাগ নেই কোথাও। গায়ের রঙ চকচকে আলকাতরা। তাকে মুক্ত করলো ঘোড়সওয়ার, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা হারিয়ে তখনও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ডমরু। চেহারাই বলে দেয় ডমরু জুলু উপজাতির লোক। জুলু ভাষায় 'ধন্যবাদ' জানাবার কোনো শব্দ নেই, যেমন নেই 'দুঃখিত' বলার কোনো শব্দ। ঘোড়সওয়ার তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি?'

'ডমরু,' বললো সে। ঘোড়সওয়ারকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরলো। 'আপনার ঘোড়া পানি খাবে,' বলে বনভূমির ভেতর দিয়ে হাঁটা ধরলো নালার দিকে। ঘোড়সওয়ার বুঝলো, উপকারের প্রতিদান দিতে চাইছে লোকটা। শুধু পানিই খাওয়ালো না, ঘোড়ার জন্যে

ঘাসও কেটে আনলো সে, হাতের বর্শা দেখিয়ে বললো, 'বলেন তো রাতের জন্যে খাবার যোগাড় করে আনি।'

তাড়া আছে ঘোড়সওয়ারের। নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য তার নেই বটে, তবে শহর বা লোকবসতি থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে তাকে, নদী–মাঠ–পাহাড়–জঙ্গল পেরিয়ে এমন কোথাও পৌঁছুতে হবে যেখানে আইন ও সভ্যতার লম্বা হাত সহজে তার নাগাল পাবে না। শ্বাপদ সংকুল জিম্বাবুই ও মোজাম্বিক থেকে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে এসেছে সে, কিন্তু জানে দক্ষিণ আফ্রিকাও তার জন্যে নিরাপদ জায়গা নয়। ডমরুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঘোড়সওয়ার জানতে চাইলো, তার আর কোনো সাহায্য লাগবে কিনা। উত্তরে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে মাথা নাড়লো ডমরু, তারপর ঘোড়সওয়ারের দিকে আঙুল তাক করে ওপর–নিচে মাথা দোলালো, অর্থাৎ তার ধারণা ঘোড়সওয়ারের সাহায্য দরকার হবে। মৃদু হেসে মাথা নাড়লো ঘোড়সওয়ার, বিদায় জানিয়ে চড়ে বসলো নিজের ঘোড়ায়। ডমরু সম্পর্কে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি সে, জানতে চায়নি কে বা কারা তাকে গাছের সাথে বেঁধে রেখেছিল—যেচে পড়ে কিছু জানতে চাওয়া ভালো চোখে দেখে না আফ্রিকান উপজাতির লোকজন।

বনভূমির ভেতর দিয়ে মাইলখানেক আসার পর ঘোড়সওয়ার লক্ষ্য করলো, ডমরু তার পিছু পিছু আসছে। ঘোড়া থামিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করলো সে; কাছে আসতে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছো তুমি? বলো তো পৌঁছে দিই।'

মাথা হেঁট করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো ডমরু, নিজের অসহায় অবস্থা তাকে আড়ষ্ট করে তুলেছে। তারপর বিড়বিড় করে জানালো, 'আমার তো যাবার কোনো জায়গা নেই।'

কি যেন চিন্তা করলো ঘোড়সওয়ার। 'আমার সাথে যেতে চাও?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো ডমরু। তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলো ঘোড়সওয়ার।

সেই থেকে ঘোড়সওয়ারের সাথেই আছে ডমরু। হটেনটটদের গ্রামগুলোকে পাশ কাটিয়ে আসতে সাহায্য করেছে সে, ঘোড়ার যত্ন নিয়েছে, রাতের নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করেছে। 'হাড়ে মরচে ধরে যাবে,' এই অজুহাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে এক সময় নেমে পড়ে সে, তারপর আর অনেক সেধেও তাকে তুলতে পারেনি ঘোড়সওয়ার। তবে হাঁটেও লোকটা বাতাসের বেগে, ঘোড়ার সাথে তাল মেলাতে তার কোনো অসুবিধেই হয় না। ঘোড়সওয়ারও অবশ্য তার ঘোড়াটাকে দৌড় খাটায়নি একবারও।

নেংটির কোঁচড় থেকে ছোট্ট একটা টিনের কৌটো বের করে দু'আঙুলে সামান্য নস্যি নিলো ডমরু, আঙুল দুটো নাকের সামনে তুলে জোরে শ্বাস টানলো । হাঁচি দেয়ার পরও নাকের চারপাশে মাংস কুঁচকে থাকলো তার, তাকালো পাহাড়ের দিকে। বেলাশেষের রোদে চকচক করছে চূড়ার পাথর, আর খানিক পরেই ক্যাম্প ফেলতে হবে ওদেরকে।

কিন্তু না, সন্ধের পরও ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলো না ঘোড়সওয়ার। ঘাসঢাকা জমিন অকস্মাৎ ভাঁজ খেয়ে আরো এক ধাপ উঁচু হয়েছে, কিনারা ধরে চলে গেছে রাস্তাটা, নিচের উপত্যকায় আলো দেখতে পেলো ওরা।

বড় শহরগুলোকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে ঘোড়সওয়ার, নিরাপত্তার অভাববোধটা এখন আর আগের মতো বিরক্ত করছে না তাকে। তার চারদিক এখন পাঁচ-সাতশো মাইল পর্যন্ত শুধু গভীর অরণ্য, ফাঁকা মাঠ, পাহাড় ও খুদে আদিবাসীর গ্রাম। লুকিয়ে না বেড়িয়ে এবার কোথাও থামতে পারলে মন্দ হয় না। ঢাল বেয়ে আলোটার দিকে নামতে শুরু

করলো সে।

নেমে আসছে ওরা, বাতাস থেকে গন্ধ পেয়ে ঘোড়সওয়ার বুঝলো আশপাশে কোথাও কয়লার খনি আছে। তারমানে আদিবাসীদের গ্রাম নয়, ছোটোখাটো একটা শহর দেখতে পাবে ওরা। দক্ষিণ আফ্রিকায় এখনও শ্বেতাঙ্গ সরকার ক্ষমতায়, সমস্ত কল-কারখানা, খনি ও ব্যবসা-বাণিজ্য বেশিরভাগই তাদের কব্জায়। ছোট্ট শহরটার প্রধান রাস্তায় উঠে এসে যা আশঙ্কা করেছিল তাই দেখতে পেলো ঘোড়সওয়ার। নিগ্রোরাও আছে বটে, তাদের চেহারা ও বেশভূষা মলিন, খনি শ্রমিকদের যেমন হয়ে থাকে। শ্বেতাঙ্গরা হাসিখুশি, চেহারায় রগচটা ভাব, আচার-আচরণে রাজকীয় দম্ভ।

সিদ্ধান্ত পাল্টালো ঘোড়সওয়ার। এখানে থামবে না সে। শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নির্জন কোথাও ক্যাম্প ফেলবে। কিন্তু হোটেলটার কাছে এসে ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল তার মধ্যে। হোটেল মানে গোসল করার পানি, চার দেয়ালের ভেতর নরম বিছানা, গরম খাবারদাবার। হঠাৎ নিজেকে খুব ক্লান্ত লাগলো ঘোড়সওয়ারের। কিন্তু না, হোটেলে রাত কাটাবার চিন্তাটা বাতিল করে দিলো সে। তবে, বার-এ একবার বসা যেতে পারে, ভাবলো সে। 'ডমরু, ঘোড়া নিয়ে শহরের বাইরে চলে যাও। আগুন জ্বেলো, তা না হলে অন্ধকারে ক্যাম্পটা আমি চিনতে পারবো না।'

ঘোড়া থেকে নেমে বার-এ ঢুকলো ঘোড়সওয়ার। কামরাটা লোকজনের ভিড়ে উপচে পড়ছে। বেশিরভাগই মাইনার, চামড়ায় কালো ধুলো লেগে আছে। সবাই ওরা শ্বেতাঙ্গ, দেখে অবাকই হলো আগন্তুক। তবে বারম্যান কালো, মনে হলো ভারতীয়। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলো না সে—শ্বেতাঙ্গরা এখানে কালোদের ঢুকতে দেয় না, নাকি কালোরা ভয়ে ঢোকে না? কোনো গোলমালে জড়াবার ইচ্ছে নেই তার, ভাবলো বেরিয়ে যায়। কিন্তু তাকে দেখে এরই মধ্যে সমস্ত কথাবার্তা থেমে গেছে

মাইনারদের, এক কোণ থেকে কে যেন বিড়ালের মিউ মিউ ডাক অনুকরণ করলো। ব্যস, চারপাশ থেকে শুরু হয়ে গেল কুকুর, বিড়াল ও ছাগলের ডাক। এখনও সময় আছে, নিজেকে সাবধান করলো আগন্তুক, অপমানটা গায়ে না মেখে বেরিয়ে যেতে পারে সে। কিন্তু না, এখন আর বেরিয়ে যাওয়া যায় না। মানুষ হিসেবে নিজের মর্যাদাকে অনেক বড় করে দেখে আগন্তুক, এখন বেরিয়ে গেলে সেটা হবে পালিয়ে যাওয়া, নিজেকে অপমান করা। শান্তভাবে এগোলো সে, কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, বিস্মিত বারম্যানকে বললো, 'বিয়ার।'

বারম্যানের কালো চেহারায় উদ্বেগ, আগন্তুককে কি যেন বলতে গিয়েও বললো না। পিছন ফিরলো সে, একটা বিয়ারের ক্যান খুলে গ্লাসে ঢাললো, কয়েক টুকরো বরফ সহযোগে পরিবেশন করলো আগন্তুককে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'আপ কাঁহাসা আয়ে, সাব?' মাথা নিচু করে গ্লাসে চুমুক দিলো আগন্তুক, কথা বললো না।

কুকুর-বিড়ালের ডাক থেমে গেছে। বার-এর ভেতর পিন-পতন নিস্তব্ধতা। শ্বেতাঙ্গ মাইনাররা ভাবতেও পারেনি তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উপেক্ষা করবে আগন্তুক। এর আগেও দু'একজন কালো ঢুকে পড়েছে বার-এ, নিজেদের ভুল বুঝতে পারার সাথে সাথে পালাতে দিশে পায়নি তারা। কিন্তু এ লোকটা কোন্ সাহসে কাউন্টারে এসে দাঁড়ালো?

প্রথমে এগিয়ে এলো বেঁটেখাটো একজন মাইনার। বেঁটে, তবে ড্রাম-এর মতো গোল ও নিরেট, ওজন হবে কম করেও আড়াই মন। আগন্তুকের গলা জড়িয়ে ধরার জন্যে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিতে হলো তাকে। তার নিঃশ্বাস থেকে ভুর ভুর করে হুইস্কির গন্ধ বেরুচ্ছে। নেশায় চুর হয়ে আছে লোকটা। 'বিয়ার? ছো! ভান করবে তুমি একজন সত্যিকার পুরুষমানুষ অথচ বিয়ার খাবে, তা কি হয়? এসো, বীরপুরুষ, আমার সাথে

পাল্লা দিয়ে হুইস্কি খাও। যে জিতবে, সব খরচ তার।'

'না, ধন্যবাদ,' নরম সুরে বললো আগন্তুক।

'আরে ব্যাটা, আয়,' আদর করার ঢঙে আগন্তুকের কোমর জড়িয়ে ধরে টান দিলো মাতাল লোকটা। 'তোর চোদ্দ পুরুষ কখনো এ-সুযোগ পায়নি। একজন সাদাকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে হিরো বনে যাবি। আয়, আয়!' টানাটানিতে আগন্তুকের হাতে গ্লাসটা ঝাঁকি খেলো, ছলকে পড়লো খানিকটা বিয়ার।

'আমাকে বিরক্ত করো না।' গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলো আগন্তুক।

'আমার বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিযোগ আছে?' কোমরে হাত রেখে মারমুখো হলো শ্বেতাঙ্গ মাতাল।

'না। একা বিয়ার খেতেই ভালো লাগছে আমার।'

'ও বুঝেছি, আমার রঙ তোমার পছন্দ হয়নি। তুমি আমাকে ঘৃণা করো! আমার এই সাদা মুখ তোমার পছন্দ নয়!' চিবুকটা আগন্তুকের মুখের সামনে তুলে ঘষে দেয়ার চেষ্টা করলো মাতাল।

নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাখলো আগন্তুক। 'সরে যাও,' মৃদুকণ্ঠে বললো সে। 'আমার সাথে লাগতে এসো না।'

কাউন্টারের ওপর সজোরে চাপড় মারলো মাতাল। 'কৈরালা, লড়াকু ষাঁড়টাকে দুই আউন্স হুইস্কি দাও। না, চার আউন্স। ব্যাটা যদি না খায়, আমি ওর গলায় জোর করে ঢেলে দেবো।'

কৈরালার হাত কাঁপছে, তার বাড়িয়ে দেয়া গ্লাসটা নিঃশব্দে প্রত্যাখ্যান করলো আগন্তুক। নিজের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করলো সে, কাউন্টারের ওপর টাকা রাখলো, তারপর ঘুরে পা বাড়ালো দরজার দিকে। কৈরালার হাত থেকে গ্লাসটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো মাতাল গরিলা, হুইস্কিটুকু ছুঁড়ে

মারলো আগন্তুকের মুখে। চোখে লাগতেই জ্বালা করে উঠলো, পরমুহূর্তে মাতালের পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারলো আগন্তুক। মাতালের মাথা নিচু হচ্ছে, আবার তাকে আঘাত করলো সে, এবার মুখে। চরকির মতো এক পাক ঘুরে গেল মাতাল, তারপর ধপাস করে পড়লো পায়ের সামনে, থেঁতলানো নাক থেকে রক্ত বেরুচ্ছে।

'ওকে তুমি মারলে কেন?' আরেকজন মাইনার মাতালটাকে বসাবার চেষ্টা করছে।

'তোমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য, ও তোমাকে হুইস্কি খেতে সেধেছিল—মারলে কেন?' টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বিশাল-বপু আরেকজন।

'শালা গোলমাল পাকাতে চায়!'

'ধর ব্যাটাকে, মেরে তক্তা বানিয়ে দে!'

'আয় সবাই, ওর জিভ টেনে ছিঁড়ে আনি!'

'কালো কুত্তাটাকে দুর্বল মনে কোরো না, গায়ে জোর আছে। কিন্তু বেজন্মাটা জানে না বলবান কুত্তাদের সিধে করার জন্যেই আছি আমরা।'

কামরার ভেতর সবাই এখন আগন্তুকের পরম শত্রু। সবাইকে ওর বিরুদ্ধে জড়ো হতে দেখে অদ্ভুত একটা স্বস্তি বোধ করলো সে। মনের বিষণ্ন এবং কাতর ভাবটা এক নিমেষে উধাও হয়ে গেল। ঠিক যেন এই রকম একটা কিছুরই দরকার ছিল তার।

একজোট হয়ে ছয়জন এগিয়ে আসছে ওরা। সবারই নিরেট চেহারা, পেশীবহুল শরীর। একজনের হাতে একটা বোতল দেখলো আগন্তুক। গলা চড়িয়ে কথা বলছে লোকগুলো, নিজেদের উৎসাহ জোগাচ্ছে, অপেক্ষা করছে সঙ্গীদের কেউ একজন শুরু করবে ভেবে।

চোখের কোণ দিয়ে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখলো আগন্তুক। ঠিক সময়ে পিছন দিকে লাফ দিয়ে সরে এলো সে, হাত দুটো আক্রমণের

ভঙ্গিতে সামনে বাড়ালো, লড়াইয়ের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

'একটু সবুর করো,' বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় বলা হলো কথাটা। 'সামান্য অবদান রাখার প্রস্তাব দিচ্ছি আমি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তোমার শত্রুর সংখ্যা কম নয়—দু' একজন হাতছাড়া হলে কি তুমি অভিমান করবে?' আগন্তুকের পিছনের একটা টেবিল ছেড়ে সিধে হলো ইংরেজ যুবক। দীর্ঘদেহী সে, ঠোঁটে বাঁকা হাসি লেগে রয়েছে, পরনে বাদামি রঙের স্যুট।

'উঁহুঁ, সব ক'টাকে আমি চাই,' বললো আগন্তুক।

'খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তির নিদারুণ অভাব!' ইংরেজ যুবক মাথা নাড়লো। 'দরদামে পোষালে তোমার বাম দিকের তিনজনকে কিনতে চাই আমি। তুমি যদি পুরো মজাটা একা পেতে চাও, আমার হৃদয়ে সত্যিই চোট লাগবে।'

'দু'জনকে উপহার হিসেবে পেতে পারো, তার বেশি একটাও নয়।' ইংরেজ যুবকের দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসলো আগন্তুক, উত্তরে অপরজনও হাসলো। এভাবে পরিচয় হবার আনন্দে দুজনেই ওরা বার-এর উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কথা যেন ভুলেই গেছে। প্রতিপক্ষের লোকজনও কেমন যেন থতমত খেয়ে গেছে। কেউ তারা নড়ছে না, ওদের কথাবার্তা শুনছে।

'ভেরি ডিসেন্ট অভ ইউ। এবার তাহলে নিজের পরিচয়টা দিতে হয়—চার্লি উডকক। শুধু চার্লি বা কক-ও বলতে পারো।' হাতের ছড়িটা পিছন থেকে সামনে আনলো সে, ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিলো সেটা, তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো আগন্তুকের দিকে।

'মাসুদ রানা,' করমর্দন করলো আগন্তুক। 'মোরগের মতো কক-কক করতে পারবো না, তোমাকে আমি চার্লি বলে ডাকবো।'

'এই যে, তোমরা সত্যি সত্যি লড়বে কিনা বলো।' ধৈর্য হারিয়ে জানতে চাইলো একজন মাইনার। টেবিলে বসে আছে সে, দর্শকের আসনে।

'লড়বো না মানে? দুই সদস্যের এই বাহিনী তাহলে গড়ে তুললাম কেন?' নাচের ভঙ্গিতে এগোলো চার্লি উডকক। রূপোর পাত দিয়ে মোড়া ছড়িটা মাথার ওপর ঘোরালো বার কয়েক। পিছিয়ে গেল সামনের ছ'জনের দলটা। দলের সর্বডানে রয়েছে একজন হোঁৎকা চেহারার মাইনার, ছড়ি দিয়ে তাকে মারার ভঙ্গি করলো চার্লি, কিন্তু মারলো মাঝখানের লোকটার মাথায়। খটাস করে বাড়ি পড়লো খুলিতে। পরমুহূর্তে ছড়িটাকে তলোয়ারের মতো ব্যবহার করলো সে, সবেগে বাড়িয়ে দিলো ডানপ্রান্তের লোকটার গলা লক্ষ্য করে। মাঝখানের লোকটা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ছে দেখে চিৎকার করলো চার্লি, 'রইলো বাকি পাঁচ!' পড়ে গেল দ্বিতীয় লোকটাও, দু'হাতে গলা চেপে ধরে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে সে। 'রইলো বাকি চার! বাকিগুলো তোমার, মিস্টার মাসুদ রানা,' তার গলায় খেদ।

নিচের দিকে ডাইভ দিলো রানা, দু'পাশে লম্বা করে দিলো হাত দুটো, একই সাথে চার জোড়া পা এক করার চেষ্টায়। হাড় ও মাংস স্তূপের ওপর চড়ে ইচ্ছেমতো ঘুসি আর লাথি চালালো।

'দোস্ত আমাদের সার্কাস দেখাচ্ছে,' হাততালি দিলো চার্লি উডকক। কাতর চিৎকার ও গোঙানির আওয়াজ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলো, সিধে হয়ে দাঁড়ালো রানা। ওর ঠোঁট থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, ছিঁড়ে গেছে জ্যাকেটের কলার। 'ড্রিঙ্ক?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'ব্র্যাণ্ডি, প্লীজ।' সুদর্শন চার্লির আপাদমস্তকে চোখ বুলালো রানা। 'একই দিনে দু'বার এ-ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

যার যার গ্লাস নিয়ে চার্লির টেবিলে চলে এলো ওরা। আসার পথে মেঝেতে পড়ে থাকা শরীরগুলোকে টপকাতে হলো। বার-এর ভেতর চাপা গুঞ্জন, আক্রোশে ভরপুর দু'একটা মন্তব্য শুনেও না শোনার ভান করলো ওরা।

'কালোদের পক্ষ নেয়, ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক!'

'আমি হাজার র‍্যাণ্ড বাজি রাখতে পারি, ওই কেলেভূতটার নিশ্চয়ই এক হালি সোমত্ত বোন আছে—ওই ব্যাটা ইংরেজ সব ক'টা টোপ গিলে বসে আছে!'

'সত্যি?' সকৌতুকে বললো একজন দর্শক। 'তাহলে আমিও গিলবো!'

'শালাদের চোখে থুথু মারো!'

বিপুল আগ্রহ নিয়ে পরস্পরকে দেখছে ওরা দু'জন। ওদের চারপাশে জঞ্জাল অপসারণ অভিযান শুরু হয়েছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। 'তুমি বেড়াতে বেরিয়েছো?' জানতে চাইলো চার্লি।

'হ্যাঁ। তুমি?'

'আমার ভাগ্যে বেড়ানো নেই। মাণ্ডি কোলিয়ারি লিমিটেডে চাকরি করি।'

'এখানে তুমি কাজ করো? বিস্মিত হলো রানা। ওর মনে হয়েছে, চার্লি উডকক প্লেবয় টাইপের যুবক, দিলখোলা ও হাসিখুশি, এখানকার পরিবেশে একবারেই তাকে মানায় না।'

'অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার।' মাথা ঝাঁকালো চার্লি। 'তবে বেশিদিন থাকছি না, কয়লার ধুলো আমার গলায় জমাট বেঁধে গেছে।'

'ধুয়ে ফেলার জন্যে কিছু অফার করতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো রানা, ওদের ব্র্যাণ্ডির গ্লাস ইতিমধ্যে খালি হয়ে গেছে।

'চমৎকার আইডিয়া,' সম্মতি জানালো চার্লি। 'হুইস্কি হলে ভালো হয়।'

উঠে গিয়ে কাউন্টার থেকে গ্লাস দুটো ভরে আনলো রানা।

'কোথায় যাচ্ছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'দক্ষিণ দিকে মুখ করে রওনা হই,' কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'সেদিকেই যাচ্ছিলাম।'

'কোত্থেকে রওনা হও?'

'উত্তর,' সংক্ষেপে বললো রানা।

'দুঃখিত, ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাইনি। এরপর আবার ব্র্যাণ্ডি, কেমন?'

কাউন্টারের পিছন থেকে ওদের দিকে এগিয়ে এলো বারম্যান।

'হ্যালো, কৈরালা,' বললো চার্লি। রানার দিকে ফিরলো সে। 'বিশ্বনাথ কৈরালা, নেপালী। ভাগ্য ফেরাবার ধান্দায় এসেছিল জিম্বাবুইয়ে, সেখান থেকে তাড়া খেয়ে চলে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এদিকে তুমি দুনিয়ার সব জায়গার লোককে দেখতে পাবে—হীরা বা সোনার খনিতে কাজ করে ভাগ্য ফেরাতে এসেছে। স্থানীয় নিগ্রোদের চেয়ে ভাগ্যবান ওরা।'

'কি রকম?'

'শ্বেতাঙ্গরা স্থানীয় নিগ্রোদের দু'চোখে দেখতে পারে না। যে কাজ নিজেরা করবে না সেগুলো বহিরাগতদের দিয়ে করাবে। কৈরালার কথাই ধরো। বারটা চালাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। সে-ই একমাত্র কালো চামড়ার লোক যে এই বারে ঢুকতে পারে।'

'না, আরো কয়েকজন আছে, মি. চার্লি। দু'জন ফিলিপাইনের লোক, তিনজন ভারতীয়, একজন পাকিস্তানী—সবাই তারা আমাদের হোটেলে

কাজ করে।'

বার-এর চারদিকে চোখ বুলালো রানা। এখনও ফিসফাস করছে শ্বেতাঙ্গরা, চোখে আক্রোশ নিয়ে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। 'হুঁম!' বললো রানা।

'তুমি চাও, এ-ব্যাপারে কিছু একটা করা হোক?' জানতে চাইলো চার্লি।

কোনো রকম বিবাদে জড়িয়ে পড়া ইচ্ছে নয় রানার। চুপ করে থাকলো ও।

গলা চড়ালো চার্লি, বললো, 'আজ থেকে নিয়মটা পাল্টে গেল- কালোরাও তাদের ইচ্ছেমতো এই বার ও হোটেলে ঢুকতে পারবে।'

শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ হাসলো, বুঝিয়ে দিলো এ-ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি নেই। দু'একজন টেবিল ছেড়ে উঠলো, আড়ষ্ট হয়ে আছে পিঠ, বেরিয়ে গেল বার ছেড়ে। বাকি কয়েকজন হিংস্র হায়েনার মতো তাকিয়ে থাকলো ওদের দিকে।

বিশ্বনাথ কৈরালার দিকে ফিরলো চার্লি। 'তোমার গ্লাস আর ফার্নিচার ভেঙেছি আমরা। কি রকম ক্ষতিপূরণ দিতে হবে?'

বৈরি শ্বেতাঙ্গরা কি ভাবলো কে জানে, সবাই একযোগে দরজার দিকে পা বাড়ালো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রায় খালি হয়ে গেল বার। 'আমি ক্ষতিপূরণ চাইতে আসিনি, মি. চার্লি,' বারম্যান বললো। 'ক্ষতি হয়েছে ওদের,' ইঙ্গিতে দরজার দিকটা দেখিয়ে দিলো সে। 'ওরাই এ-সব কিনে দিয়েছিল আমাকে। একটা অন্যায় আইন বাতিল করা গেছে, তাতেই আমি খুশি। আমি এসেছি...।'

তাকে বাধা দিয়ে রানা জানতে চাইলো, 'কিন্তু ওরা কি ব্যাপারটাকে সহজভাবে নেবে?'

'অর্থাৎ তুমি জানতে চাইছো ওরা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে কিনা?' বললো চার্লি। 'মনে হয় না। ওদের নিজেদের কোনো সংগঠন নেই, দলেও যে খুব ভারি তা–ও নয়, স্রেফ হুজুগ আর খেয়ালের বশে আইনটা চালু করেছিল। রাজধানী কেপটাউন ও প্রিটোরিয়ায় এ–ধরনের অন্যায় আইন অচল হয়ে পড়েছে, এখানে তা চলবে কেন? তাছাড়া, ওরা জানে যে আমি মাণ্ডি কোলিয়ারির লোক—ওখানে শ্রমিকরা সবাই কালো, আমার বস্ তাদেরকে অত্যন্ত পছন্দ করে। যদি লাগতে আসে, মার খেয়ে মরবে।' বিশ্বনাথ কৈরালার দিকে ফিরলো সে। 'কি যেন বলছিলে তুমি?'

'মি. চার্লি,' বললো কৈরালা। 'আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই আমি। আপনি তো মাইনিং–এর সাথে জড়িত, তাই।'

'এসো, দোস্ত। কৈরালা আমাদেরকে সম্ভবত বড় একটা হীরের টুকরো দেখাতে চায়। নাকি সুন্দরী কোনো মেয়ে?'

'দুটোর কোনোটাই নয়, স্যার,' বললো কৈরালা। পথ দেখিয়ে পিছনের একটা কামরায় নিয়ে এলো ওদেরকে। শেলফ থেকে পাথরের একটা টুকরো নামালো সে, বাড়িয়ে ধরলো চার্লির দিকে। 'দেখে কি মনে হয়, বলুন তো!'

পাথরটা হাতে নিয়ে ওজন অনুভব করলো চার্লি, বেশ কিছুক্ষণ খুটিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো। জিনিসটা ঘষা কাঁচের মতো, ছাই রঙা, গাঢ় লাল ও সাদা ফুটকি আছে গায়ে, মাঝখানে কালো চওড়া দাগ। 'এক ধরনের কংলোমেরেট,' বললো চার্লি। খুব একটা উৎসাহী হলো না। 'রহস্যটা কি?'

'পাহাড়ের ওদিক থেকে আমার এক বন্ধু নিয়ে এসেছে,' বললো বিশ্বনাথ কৈরালা। 'তার ধারণা, এটার মধ্যে সোনার সন্ধান আছে। ওদিকে নাকি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে লোকজন, গুজব রটেছে মাটি খুঁড়লেই

সোনার খনি পাওয়া যাবে। যদিও এ-সব গুজবে কান দেয়ার কোনো মানে হয় না। দু'বছর হলো এসেছি, এরকম কতো গুজবই তো শুনলাম—সোনার খনি, হীরের খনি!'

হেসে উঠে রুমালে মুখ মুছলো চার্লি।

'তবে আমার বন্ধু বলে গেল, যে যার ইচ্ছেমতো খুঁটি পুঁতে সরকারী ও বেসরকারী জায়গা দখল করে নিচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসকও নাকি ঘুষ খেয়ে মাইনিং লাইসেন্স দিচ্ছে। ভাবলাম, আপনাকে একবার দেখাই জিনিসটা।'

'এটা আমার কাছেই থাক, কৈরালা। এতে সোনা আছে কিনা দেখার জন্যে কাল সকালে ছাঁকবো। এই মুহূর্তে আমি আমার দোস্তের সাথে একটু নেশা করছি।'

দুই

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর চোখে-মুখে কড়া রোদ অনুভব করলো রানা, দেখলো বিছানার ওপর জানালাটা খোলা। ব্যস্ত হাতে সেটা বন্ধ করলো ও, স্মরণ করার চেষ্টা করলো কোথায় রয়েছে। মাথার ব্যথা, ও সেই সাথে একটা বিরক্তিকর শব্দ বাধা সৃষ্টি করলো ওর চিন্তায়।আওয়াজটা অত্যন্ত কর্কশ, যেন মুমূর্ষু কোনো রোগী গোঙাচ্ছে। মাথাটা ধীরে ধীরে ঘোরালো ও। কামরার আরেক প্রান্তে দ্বিতীয় বিছানায় কে যেন শুয়ে

রয়েছে। মেঝে হাতড়ে একটা বুট পেলো রানা, সেটাই ছুঁড়ে মারলো। থেমে গেল শব্দটা, চাদরের তলা থেকে মাথা বের করে ওর দিকে তাকালো চার্লি উডকক। এক সেকেণ্ডের জন্যে অস্তগামী লাল সূর্যের মতো চোখ মেলে রানাকে দেখলো সে, তারপর আবার চাদরের তলায় মুখ ঢাকলো।

'এভাবে নাক ডাকলে বিয়ের পর দু'দিনও টিকবে না সংসার,' বললো রানা। 'ডিভোর্স হয়ে যাবে।'

আরো অনেকক্ষণ পর একজন নিগ্রো চাকর কফি নিয়ে এলো।

'আমার অফিসে খবর পাঠাও, বলো আমি অসুস্থ,' নির্দেশ দিলো চার্লি।

'আপনাকে বলতে হবে না, স্যার,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসলো চাকরটা। 'আগেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।' মনিবকে বোঝে সে। 'আপনার বন্ধুর জন্যে বাইরে এক লোক অপেক্ষা করছে।' রানার দিকে তাকালো সে। 'খুব চিন্তিত মনে হলো।'

'ডমরু,' বললো রানা। 'দাঁড়াতে বলো।'

বিছানার কিনারায় বসে কফি খেলো ওরা।

'এখানে এলাম কিভাবে?' জানতে চাইলো রানা।

'তুমি যদি না জানো, দোস্ত, তাহলে কেউ জানে না।' বিছানা থেকে নামলো চার্লি, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, কাপড় পরার জন্যে কামরার এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালো। রানা লক্ষ্য করলো, একহারা হলেও, দেহটার পেশীগুলো সুগঠিত। 'ঈশ্বরই জানে কৈরালা আমার গ্লাসে কি মিশিয়েছিল! মাথার ভেতর কি সব কিলবিল করছে।' জ্যাকেট পরলো সে।

পকেট থেকে পাথরের টুকরোটা বের করলো চার্লি, কাঠের একটা বাক্স লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলো। ওটাকেই টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাপড় পরা শেষ করে কামরার আরেক কোণে চলে এলো সে, একগাদা

জঞ্জালের মাঝখান থেকে লোহার হামানদিস্তা ও কালো একটা তোবড়ানো গোল্ড প্যান তুলে নিলো।

'সকালবেলাই নিজেকে আমার বুড়ো লাগছে,' বললো সে। হামানদিস্তার সাহায্যে পাথরটাকে গুঁড়ো করলো। পাথরের মিহি গুঁড়ো প্যানে ঢাললো, প্যান নিয়ে এগোলো সদর দরজার দিকে। দরজার পাশেই পানির ট্যাংক, ট্যাপ খুলে প্যানটা ভরলো সে।

কামরা থেকে বেরিয়ে এলো রানাও, দু'জনে বসলো সিঁড়ির ধাপে। অভ্যস্ত হাতে প্যানটা ঘন ঘন নাড়লো চার্লি, প্যানের ভেতর ঘুরতে শুরু করলো পানি, ঘোরার সময় প্রতিবার প্যানের কিনারা থেকে খানিকটা করে পানি ছলকে পড়লো সিঁড়ির ধাপে। প্যানটা আবার ভরে নিলো সে।

রানা অনুভব করলো, হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল চার্লির পেশী। তার মুখের দিকে তাকালো ও। মদ্যপানজনিত আচ্ছন্ন ভাবটা দূর হয়ে গেছে চার্লির, পরস্পরের সাথে শক্তভাবে চেপে রয়েছে ঠোঁট জোড়া, রক্তলাল চোখ দুটো প্যানের ভেতর স্থির।

দেখাদেখি রানাও তাকালো। পানির নিচে চকচকে ভাব, লক্ষ্য করে অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলো ও, খুলির পিছনে খাড়া হয়ে গেল চুল। ব্যস্ত হাতে আবার প্যানে পরিষ্কার পানি ঢাললো চার্লি। তিন–চার বার এভাবে নতুন পানি ভরা হলো প্যানে। অনড় বসে থাকলো ওরা, মুখে কোনো কথা নেই, তাকিয়ে আছে প্যানের তলায় সদ্য তৈরি মাছের লেজের মতো সোনালি দাগটার দিকে।

'তোমার কাছে কি রকম টাকা আছে?' মুখ না তুলে জানতে চাইলো চার্লি।

'র‍্যাণ্ড খুব বেশি নেই, হাজার খানেক হবে,' বললো রানা। 'তবে মার্কিন ডলার আছে—তিন হাজার।'

'এতো! চমৎকার! আমি সম্ভবত হাজার তিনেক র‍্যাণ্ড যোগাড় করতে পারবো, তবে এর সাথে পুঁজি হিসেবে যোগ হবে আমার মাইনিং অভিজ্ঞতা। সমান অংশীদার, রাজি আছো তো, দোস্ত?'

'কিন্তু, কি ব্যাপার বলো তো?' ইতস্তত করছে রানা।

'আমাকে বিরাট ধনী হতে হবে, বুঝলে! আমাকে সাহায্য করছো তুমি। কোটি কোটি টাকা কামাতে না পারলে প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব হবে না।'

'প্রলাপ বকছো নাকি? কিসের প্রতিশোধ?'

'সে–সব পরে শুনো, দোস্ত। সমান অংশীদার—রাজি আছো কিনা বলো।'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'রাজি।'

'তাহলে এখানে আমরা বসে আছি কি করতে? শোনো, ব্যাংকে যাচ্ছি আমি। আধঘন্টার মধ্যে শহরের কিনারায় দেখা করো আমার সাথে।'

'কিন্তু তোমার চাকরি?'

'কয়লার গন্ধ আমি ঘৃণা করি—লাথি মারো চাকরিকে।'

'আর কৈরালা?'

'কৈরালার হাতে কিছু গুঁজে দিলেই হবে, এটা তো সে বিক্রি করতেই চায়। টাকা কোথায় তার যে অংশীদার হবে? তাছাড়া, লোকটা আমার গ্লাসে নিয়মিত বিষ মেশায়—তার কথাও ভুলে যাও।'

রাতে গিরিখাদের মুখে ক্যাম্প ফেললো ওরা, ওদের সামনে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। দুপুর থেকে বিরতিহীন ছুটেছে ওরা, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো।

ঝুলন্ত একটা লালচে পাথরের নিচে আগুন জ্বালা হয়েছে, আগুনের

পাশে বসে কফির কাপে চুমুক দিলো রানা ও চার্লি। খাওয়া-দাওয়ার পাট আগেই শেষ হয়েছে, আগুনের ধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে ডমরু, ভোর না হওয়া পর্যন্ত নড়বে না সে।

'আর কতোদূর?' জানতে চাইলো রানা।

'ঠিক জানা নেই,' জবাব দিলো চার্লি। 'গিরিখাদ পেরুবো কাল সকালে—পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পঞ্চাশ বা ষাট মাইল—বেরুবো উঁচু উপত্যকায়। তারপর সম্ভবত এক হপ্তা ঘোড়া ছোটাতে হবে।'

'মরীচিকার পেছনে ছুটছি না তো?' মগ দুটোয় আরও খানিকটা কফি ঢাললো রানা।

'ওখানে পৌঁছে বলতে পারবো,' নিজের মগটা তুলে নিলো চার্লি। 'একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, নমুনাটায় প্রচুর সোনা রয়েছে। ওই পাথর যদি বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়, কেউ না কেউ নির্ঘাৎ বিরাট ধনী বনে যাবে।'

'সম্ভবত আমরা?'

'আগেও আমি সোনা নামের এই হরিণের পিছু ছুটেছি। এ এক অদ্ভুত নেশা, যে ছোটেনি তার পক্ষে এর ভয়ংকর ও রোমাঞ্চকর দিকগুলো উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। প্রথমে যারা পৌঁছুবে তাদেরই ঘুটি লাল। গিয়ে হয়তো দেখবো পঞ্চাশ-ষাট মাইল দখল হয়ে গেছে, খুঁটি পুঁতে রেখেছে লোকজন।' সশব্দে মগে চুমুক দিলো চার্লি। 'তবে, আমাদের তবু কিছু টাকা আছে। বেশিরভাগ লোকের তা নেই। সুবিধে কি জানো, এদিকে ধনী লোকদের সংখ্যা খুবই কম। খুঁটি পোতার একটু জায়গা পেলেই হয়, কাজ শুরু করার পুঁজি আছে আমাদের। আর জায়গা যদি না পাই, ব্রোকারদের কাছ থেকে ক্লেইম কেনার চেষ্টা করবো। তা-যদি সম্ভব না হয়,' কাঁধ ঝাঁকালো চার্লি। 'সোনা হাতাবার আরও রাস্তা খোলা আছে—আমরা

দোকান দিতে পারি। পরিবহন ব্যবসাতে ভালো লাভ। কিংবা একটা সেলুন খুললাম।'

'তোমার সত্যি অনেক টাকা দরকার?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলো রানা।

মগের অবশিষ্ট কফি মাটিতে ঢাললো চার্লি। 'পকেটে টাকা থাকলে, তবেই তুমি একজন মানুষ। টাকা না থাকলে, যে-কেউ তোমার মুখে লাথি মারতে পারে।' পকেট থেকে চুরুট বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলো সে, কিন্তু মাথা নাড়লো রানা। চুরুটের ডগা দাঁত দিয়ে কাটলো চার্লি, টুকরোটা ছুঁড়ে মারলো আগুনে। জ্বলন্ত একটা ডাল তুলে চুরুট ধরালো সে।

'মাইনিং তুমি শিখলে কোথায়?' জানতে চাইলো রানা।

'কানাডায়।' চুরুটে ঘন ঘন টান দিলো চার্লি, বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল নীল ধোঁয়া।

'তুমি কানাডায় ছিলে?'

'এক দোস্ত আরেক দোস্তের জখমগুলো দেখতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক,' বিষণ্ন হেসে বললো চার্লি। 'খুব ঠাণ্ডাও পড়েছে, ঘুম আসবে না—তোমাকে আমি গল্পটা শোনাতে পারি, অর্থাৎ জখমগুলো ব্যাখ্যা করতে পারি, তবে শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'তুমিও তোমার সব দুঃখ খুলে বলবে আমাকে।'

'ভাগ্যিস সব দুঃখের কথা বলেছো, সব ঘটনার কথা বলোনি। তুমিও স্বীকার করবে, কিছু কিছু ঘটনার কথা কখনোই বলা যায় না, দোস্তি বজায় রাখার স্বার্থেই।'

মাথা ঝাঁকালো চার্লি। 'মানলাম। যদিও গোপন করার মতো কোনো ঘটনা আমার অন্তত নেই। বেশ, তুমি শুধু তোমার দুঃখের কথাগুলোই

শোনাবে আমাকে। আমি তোমাকে আমার সব কথা শোনাবো। আমার গল্পটা ইন্টারেস্টিং উপন্যাসের মতো, তাই শোনাবার বিনিময়ে একশো র‍্যাণ্ড দাবি করছি। রাজি?'

'আগে শোনাও,' হেসে উঠে বললো রানা। 'দেখি একশো র‍্যাণ্ড দাম হয় কিনা।' গায়ে চাদরটা টেনে নিয়ে অপেক্ষায় থাকলো ও। বেশ ভালো ঠাণ্ডাই পড়েছে।

'বাকি দিয়ে তোমাকে বিশ্বাস করা যায়,' রাজি হলো চার্লি। শুরু করার আগে নাটকীয় ভঙ্গিতে বিরতি নিলো সে। 'একত্রিশ বছর আগে জন্ম হয় অধমের, ষোড়শ ব্যারন কন্সবির চতুর্থ সন্তান হিসেবে। চতুর্থ সন্তান বলছি, অর্থাৎ জন্মদাতার অবৈধ সন্তানগুলোকে গোণায় ধরছি না।'

'ব্লু ব্লাড,' বললো রানা।

'অবশ্যই, দেখছো না আমার নাকটা কেমন খাড়া। তবে প্লীজ, বাধা দিয়ো না। ষোড়শ ব্যারন মহোদয়, অর্থাৎ আমার জন্মদাতা, কারণে-অকারণে আমাদেরকে চাবকাতেন। তিনটে নেশা ছিলো তার। এক, শিশু নির্যাতন। দুই, ঘোড়ায় চড়া। তিন, মেয়েমানুষ। জীবনে কখনও কাছে ডেকে আদর করেছেন বলে মনে পড়ে না। তাঁর নির্যাতনের প্রধান লক্ষ্য ছিলো নিগ্রো শিশুরা। আমরাও রেহাই পাইনি। আমরা চার ভাইই তাকে দেখে লুকিয়ে পড়তাম। আমাদেরকে দেখতে না পেয়ে তিনিও যেন স্বস্তিবোধ করতেন। এক ধরনের সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল আমাদের মধ্যে—তাঁর সামনে না পড়লে তিনি কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করবেন না।

'প্রিয় পিতার সর্বশেষ শিকার ছিলো আমার পনেরো বছরের এক কাজিন। তাঁর বয়স তখন ষাট। কাজিনকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা যদিও সফল হয়নি তাঁর। রোজ তিনি তাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাতে নিয়ে যেতেন, শেখাবার ছলে হাত দিতেন যেখানে-সেখানে। কাজিনই এ-সব কথা ফাঁস

করে দেয়, আমার বড় দুই ভাইয়ের কাছে। আমার ওই দুই বড় ভাই ষোড়শ ব্যারনের সমস্ত গুণাবলী আয়ত্ত করার জন্যে তখন কঠোর সাধনা করছিল। পরে তাদের শিকারে পরিণত হয় কাজিনটি। তবে বলা কঠিন, কাজিন তাদের শিকার হয়, নাকি তারাই কাজিনের শিকার হয়।

'যাই হোক, ব্যারনের প্রিয় ঘোড়াটি, হোক অবলা জানোয়ার, তাঁর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করে সম্ভবত প্রচণ্ড ঈর্ষাবোধে জর্জরিত হয়েছিল। একদিন সুযোগ পেয়ে ঝেড়ে একটা লাথি মারে সে, সরাসরি ব্যারনের সবচেয়ে নাজুক জায়গায়। বেচারা ব্যারন সেই যে তাঁর স্বাভাবিক ক্ষমতা হারালেন, আর তা ফিরে পাননি। এতোটাই বদলে গেলেন তিনি যে কিছু দিন পর সবাইকে স্বস্তির সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে শেষবারের মতো চোখ বুজলেন। সবচেয়ে বেশি খুশি হলো নিগ্রো চাকরবাকররা, এবং যাদের ঘরে যুবতী মেয়ে ছিলো।'

সামনের দিকে ঝুঁকে শুকনো একটা ডাল দিয়ে আগুনটা উস্কে দিলো চার্লি।

'আমি তখনও ছোটো। এরপর শুরু হলো বড় দুই ভাইয়ের কাছ থেকে আমার পালিয়ে বেড়ানো। কিছুদিন পর সেজো ভাইটিও যমদূত হয়ে উঠলো আমার জন্যে। মা ক্যানসারের রোগী, শয্যাশায়ী, তাঁর কাছে আশ্রয় নেয়ারও উপায় ছিলো না—কারণ, প্রায় সব সময়ই তিন ভাইয়ের যে-কোনো একজন ছোরা অথবা রিভলভার নিয়ে তাঁর কামরায় উপস্থিত থাকতো, চেক লিখিয়ে নেয়ার জন্যে অথবা জমির দলিল হাতাবার উদ্দেশ্যে। দোস্ত, তোমাকে বিরক্ত করছি না তো?'

'না, বলে যাও। পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড এরইমধ্যে তোমার পাওনা হয়ে গেছে।'

'ষোড়শ ব্যারনের তিরোধানে আমার কোনো লাভ হলো না। সপ্তদশ ব্যারন, ব্রাদার টমাস, লোককে জানালো আমার ভাগের কয়েক মিলিয়ন

পাউণ্ড শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেছে। কিছুদিন পর আবার জানালো সে, শেয়ার বাজার পড়ে যাওয়ায় সব টাকা খুইয়েছি আমি এবং ফ্যামিলি ও পারিবারিক সূত্র থেকে আর একটি পয়সাও আমি পাবো না। তখন আমার বয়স হয়েছে উনিশ। মাসিক যে অ্যালাউন্স বরাদ্দ করা হলো আমার জন্যে তা উল্লেখ করার মতো নয়। তিন মাসের অগ্রিম চাইলাম আমি, উদ্দেশ্য লণ্ডনে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা। সলিসিটার্স ফার্ম ঠিক এক শর্তে তিন মাসের অ্যালাউন্স অগ্রিম দিতে রাজি হলো—আমি টাকার জন্যে কোনো চিঠি লিখতে পারবো না।'

'সবাই তখন কানাডায় যাচ্ছিলো, আমিও গেলাম। ভালোই টাকা রোজগার করলাম ওখানে, কিন্তু রাখতে পারলাম না। কিছু মেয়েকে জুটিয়ে, কিন্তু তারাও এক সময় কেটে পড়লো। ভয়ানক ঠাণ্ডা জায়গা, ভালো লাগলো না। কোথায় যাই ভাবছিলাম, হঠাৎ কানে এলো দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনা পাওয়া যাচ্ছে, সাধারণ পাবলিক ইচ্ছে করলে সোনার খনির মালিক হতে পারে—ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়। কাজেই চলে এলাম।' হাতের চুরুটটা নিভে গেছে, আবার সেটা ধরালো চার্লি।

'দুঃখজনক গল্প,' মন্তব্য করলো রানা।

'সবটা বলিনি, দু'একটা ঘটনা বাদ দিয়ে গেছি,' জানালো চার্লি। 'পরে এক সময় শুনো। এবার তোমার পালা, দোস্ত।'

মুখের হাসি ম্লান হয়ে এলো রানার। 'খুবই গরীব একটা দেশে জন্ম। একাত্তর সালে যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছি আমরা। ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী শোনাবার মতো আকর্ষণীয় কিছু নয়। জিম্বাবুইয়ে একটা কনসার্ন চালু করেছিলাম। রেনামো ও ফ্রেলিমোদের যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে যাই আমরা, সাথে একটা আমেরিকান মেয়ে ছিলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে এসেছি। এখানে আমাকে একজন শরণার্থী বলতে পারো। সাথে জিম্বাবুইয়ে

পাসপোর্ট আছে।' ডিক ফিদারহোপের কথা মনে পড়লো রানার, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর সিক্রেট এজেন্ট ভদ্রলোক। জিম্বাবুই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে আসতে রানা এবং ওর ছোট্ট দলটাকে সাহায্য করেছেন তিনি। একটা পুমা হেলিকপ্টার নিয়ে ডিক ফিদারহোপ নিজেই সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসেন জিম্বাবুইয়ে। রানাকে তিনি জানান, ওর দলের পেনডুলা, মনিকা বা অন্যান্যদের জন্যে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া কোনো সমস্যা নয়; সমস্যা দেখা দিতে পারে রানাকে নিয়ে। তার পরামর্শ ছিলো, দক্ষিণ আফ্রিকার গভীর অরণ্যে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকুক রানা, তারপর সময় ও সুযোগ বুঝে কেপটাউনে এসে তার সাথে দেখা করলে তিনি ওকে শরণার্থী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে নেয়ার ব্যবস্থা করবেন। লিমপোপো নদীর কিনারায়, বনভূমিতে নামিয়ে দেয়া হলো রানাকে, ওখানে আগেই এক লোককে ঘোড়া রাইফেল ও নগদ কিছু টাকা সহ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিলেন ডিক ফিদারহোপ। তার কাছ থেকেই জানতে পারে রানা, মেজর জেনারেল রাহাত খান ওকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য গা-ঢাকা দিয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

'মেয়েটাকে হারিয়েছো?' জানতে চাইলো চার্লি।

'হ্যাঁ, তবে আমার জন্যে কোথাও না কোথাও অপেক্ষা করে আছে সে, অপেক্ষা করে থাকবে। তবে মুশকিল হলো, বলা কঠিন আবার কবে তার সাথে দেখা হবে আমার—রাজনৈতিক কিছু অসুবিধে আছে। তোমাকে এটুকু বলতে পারি, জটিল একটা বিপদের মধ্যে আছি আমি।'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো চার্লি, তারপর বললো, 'যে-কোনও বিপদে আমাকে তুমি পাশে পাবে, দোস্ত। চেহারা দেখে মানুষ চিনতে পারি বলে একটা অহংকার আছে আমার। তুমি কোনো অন্যায় কাজে থাকতে পারো বলে বিশ্বাস করি না আমি।'

'না, অন্যায় কোনো কাজে আমি নেই,' বললো রানা। 'কিন্তু চার্লি, বলছো কোটি কোটি টাকার দরকার তোমার, কেন দরকার তা তো বললে না।'

'দুটো কারণে দরকার। সপ্তদশ ব্যারন টমাসকে একটা শিক্ষা দিতে চাই আমি। তার সাথে লাগতে হলে প্রথমে তার সমান ধনী হতে হবে আমাকে। আরেকটা কারণ হলো, কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে আমাদের এলাকার নিগ্রোদের আমি কথা দিয়েছিলাম আমার ভাগের টাকা দিয়ে আমি তাদের জন্যে ভালো কিছু একটা করবো। ওরা খুবই দুঃসহ জীবনযাপন করে, প্রায় ক্রীতদাসের মতো।'

'তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু ধনী হবার সহজ কোনো পথ তো নেই, চার্লি।'

'আছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে,' বললো চার্লি। 'দরকার শুধু ইলেকট্রনিক ব্রেন। সেটা আমি তোমার কাছ থেকে ধার করবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

হেসে উঠলো রানা। 'আমার ওপর এতোটা আস্থা রাখলে তোমাকে ঠকতে হতে পারে।'

রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি চার্লি, বললো, 'আর দরকার খানিকটা কুবুদ্ধি। সেটা আমার আছে, পৈতৃকসূত্রে খুব কম পাইনি।'

পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে গিরিখাদ, খাদের দু'পাশে পর্বতপ্রাচীর খাড়া ও কালো। সারাটা দিন ছায়ার ভেতর দিয়ে এগোলো ওরা, দুপুরের দিকে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে রোদ দেখা গেল। তারপর ক্রমশ নিচু হলো পর্বতশ্রেণী, খোলা প্রান্তরে বেরিয়ে এলো ঘোড়সওয়াররা।

ধু-ধু মাঠ, দূর প্রান্তের ম্লান দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, শুধু ঘাস ছাড়া আর [illegible]

কিছু চোখে পড়ে না। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এলো ওরা, যতই এগোলো ততোই শুকিয়ে গেল চার্লির মুখ। কারণটা জিজ্ঞেস করার দরকার হলো না, ঘাস ও ধুলোর ওপর চাকার তাজা দাগ দেখে যা বোঝার নিজেই বুঝে নিলো রানা। ওদের আগেই প্রচুর লোকজন পৌঁছে গেছে সামনে।

দিগন্তের ওপর আবার নিচু পাহাড়ের মাথা দেখতে পেলো ওরা। চব্বিশ ঘন্টা পর পাহাড়ের মাথা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল গাড়িগুলোকে। নিচে চার মাইল চওড়া খোলা মাঠ, দু'দিকে নিচু পাহাড়। নিচের উপত্যকায় চোখ পড়তেই গুঙিয়ে উঠলো চার্লি। 'সর্বনাশ!' উপত্যকা জুড়ে শুধু তাঁবু আর গরুর গাড়ি, কয়েক শো-র কম নয়। ঘাসবনের ভেতর ক্ষতচিহ্নের মতো ট্রেঞ্চ দেখা গেল, উপত্যকার মাঝখানের রেখা বরাবর। 'অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা। এমন কোনো জায়গা বাকি নেই যেখানে খুঁটি পোঁতা হয়নি।'

'চলো, নিচে নেমে দেখি,' বললো রানা। 'এখনও হয়তো কিছু জায়গা পড়ে আছে।'

'অসম্ভব, ওদের তুমি চেনো না,' বললো চার্লি। 'চলো, তোমাকে দেখাচ্ছি—এক ইঞ্চি জায়গাও খালি পাবে না।' বুট দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতো মারলো সে, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ওরা। 'ঝর্ণার দিকটায় তাকাও, কি দেখছো? ওরা সময় নষ্ট করছে না। এরইমধ্যে মিল চালু করে দিয়েছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওটা একটা ফোর-স্ট্যাম্প রিগ।'

ঘোড়া ছুটিয়ে বড়সড় একটা ক্যাম্পের ভেতর চলে এলো ওরা। চারদিকে অনেকগুলো তাঁবু ও গরুর গাড়ি। আগুনের ধারে মেয়েরা কাজ করছে। খাবারের গন্ধে জিভে জল এসে গেল রানার। পুরুষরা গাড়ির আশপাশে অপেক্ষা করছে বৈকালিক নাস্তার জন্যে। 'ওদের জিজ্ঞেস করে দেখি কি ঘটছে এদিকে,' বললো রানা। ঘোড়া থেকে নেমে পাশাপাশি

ডমরুর দিকে ছুঁড়ে দিলো ও। এক লোকের কাছ থেকে আরেক লোকের দিকে হেঁটে গেল রানা, ঘোড়ার পিঠে বসে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো চার্লি, ক্লান্ত চেহারায় বিষণ্ন হাসি। এক এক করে চারজনের সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলো রানা। প্রতিবারই ওর প্রতিপক্ষ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকালো, যেন ওদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে ফিরে এলো রানা ঘোড়াগুলোর কাছে। 'কি ব্যাপার বলো তো?' চার্লিকে জিজ্ঞেস করলো। 'আমি কালো বলেই কি...?'

'সেটা একটা কারণ হলেও হতে পারে,' বললো চার্লি। 'তবে আসল কারণ, ওরা গোল্ড সিকনেস-এ ভুগছে। তুমি একজন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরতে বসেছো তুমি, কেউ ওরা তোমার ওপর থুথুও ছিটাবে না, কারণ তাতে যদি হামাগুড়ি দেয়ার শক্তি ফিরে পেয়ে ওদের চোখে পড়েনি এমন কোথাও খুঁটি পুঁতে ফেলো তুমি।'

অবাক হয়ে চার্লির দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। পরিস্থিতিটা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে ও।

'শুধু শুধু সময় নষ্ট করার মানে হয় না,' বললো চার্লি। 'সন্ধে হতে এখনও এক ঘন্টা বাকি আছে, চলো নিজেরাই ঘুরেফিরে দেখি।'

গর্ত ও ক্ষত-বিক্ষত মাটিকে পাশ কাটিয়ে এগোলো ওদের ঘোড়া। শাবল ও কোদাল নিয়ে টেঞ্চে কাজ করছে লোকজন, বেশিরভাগই শ্বেতাঙ্গ, তবে সবার সাথেই আট-দশজন করে কালো শ্রমিক আছে। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে একহারা, পেশীবহুল, মোটাসোটা, সব ধরনের মানুষই আছে। দুর্বল ও ভঙ্গুর চেহারার কিছু লোককে দেখা গেল, বোঝাই যায় জীবনে কখনও কায়িক পরিশ্রম করেনি। দু'চারদিনেই রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে তাদের চেহারা, হাতের তালুতে ফোস্কা পড়েছে। কেউই তারা ওদেরকে ভালোভাবে গ্রহণ করলো না। কথা তো বললোই না, এমনভাবে তাকালো

যেন পরম শত্রু।

ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগোলো ওরা। প্রতিটি দল একশো বর্গগজ জায়গা দখল করেছে, নিজেদের জায়গা চিহ্নিত করে রেখেছে খুঁটি পুঁতে। কোথাও কোথাও খুঁটি নেই, সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে পাথরের স্তূপ দিয়ে। পাথরের গায়ে টিনের সাইনবোর্ডও দেখা গেল, মালিকের নাম ও লাইসেন্স নম্বর লেখা রয়েছে।

এমন অনেক ক্লেইম দেখা গেল যেখানে এখনও কাজ শুরু হয়নি। এ-ধরনের কয়েকটা জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে ঘাসের ভেতর থেকে পাথর তুলে পরীক্ষা করলো চার্লি। তার চেহারা থেকে হতাশ ভাবটা দূর হলো না। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আবার ঘোড়ায় চড়ে এগোলো ওরা। সন্ধ্যার পর খোলা রিজ-এ ক্যাম্প ফেলা হলো। আগুন জ্বেলে কফি বানালো ডমরু। নিজেদের মধ্যে কথা বললো রানা ও চার্লি।

'পৌঁছুতে দেরি করে ফেলেছি আমরা,' বললো রানা। তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে।

'আমাদের টাকা আছে, দোস্ত। শুধু এই কথাটা মনে রাখো। আশপাশে যাদের দেখলে, বেশিরভাগেরই পকেট খালি—বেঁচে আছে শুধু আশা নিয়ে—মাংস বা আলু বহুদিন চোখে দেখেনি। চেহারাগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এরইমধ্যে হতাশার কালো ছায়া পড়তে শুরু করেছে। মাটি খুঁড়ে সোনা বের করতে টাকা লাগে। মেশিনারি দরকার, দরকার শ্রমিকদের বেতন দেয়ার মতো পুঁজি। পানি আনার জন্যে পাইপ বসাতে হবে, গরুর গাড়ি দরকার হবে।'

'ক্লেইমই নেই যেখানে, টাকা দিয়ে কি হবে!'

'লেগে থাকো আমার সাথে, দেখো না কি করি,' রানাকে উৎসাহ দিলো চার্লি। 'লক্ষ্য করেছো কি, কতোগুলো ক্লেইমে এখনও কাজ শুরু

হয়নি? আমার ধারণা, ওগুলো বিক্রির জন্যে রাখা হয়েছে। কয়েক হপ্তার ভেতর আনাড়ি ও সর্বহারার দল অদৃশ্য হয়ে যাবে, তাদের জায়গা দখল করবে অভিজ্ঞ পুঁজিপতিরা…।'

হয় কোনো অভিযান নয়তো কোনো উত্তেজনাকর কাজের ভেতর জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিলো রানার, মনটা সেজন্যেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। 'যতো যাই বলো, ঠিক এ-ধরনের কিছু আশা করিনি আমি। বরং চলো, অন্য কোনদিকে চলে যাই।'

'আরে, বসো, এতো অধৈর্য হলে হয় নাকি! আসলে তুমি ক্লান্ত, আজ রাতটা ভালো করে ঘুমাও, কাল সকালে তোমাকে আমি আশাবাদী হয়ে উঠতে সাহায্য করবো। রীফটা কতোদূর গেছে, দেখতে হবে। তারপর নিজেদের প্ল্যান তৈরি করবো আমরা।'

একটা চুরুট ধরালো চার্লি, আগুনের আলোয় রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো লাগছে তাকে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলো ওরা, তারপর জানতে চাইলো রানা, 'কিসের শব্দ ওটা?' দূর থেকে ভেসে আসছে ড্রাম পেটানোর মতো আওয়াজটা।

'কিছুদিন থাকো এখানে, অভ্যস্ত হয়ে যাবে,' বললো চার্লি। 'উঁচু জমিন থেকে যে মিলটা দেখেছিলাম, সেখান থেকে আসছে, স্ট্যাম্প-এর শব্দ। আরও মাইলখানেক সামনে ওটা, কাল সকালে পাশ কাটাবো।'

সূর্য ওঠার আগেই রওনা হলো ওরা, ভোরের অনিশ্চিত আলোয় পৌঁছে গেল মিলটার কাছে। রিজ-এর মসৃণ বাঁকে কালো ও কুৎসিত লাগলো কাঠামোটা। ইস্পাতের চোয়াল কান-ফাটানো ধাতব শব্দে অনবরত পাথর চিবাচ্ছে, নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসছে বাষ্প।

'এতো বড় হবে বলে ধারণা করিনি,' বললো রানা।

'শুধু বড় নয়,' বললো চার্লি। 'দামীও। এ-ধরনের একটা মিলের

মালিক হওয়ার সামর্থ্য এখানকার খুব কম লোকেরই আছে।'

মিলের চারধারে ব্যস্তভাবে কাজ করছে লোকজন। মিলের খোরাক পাথর, বিরতিহীন যোগান দেয়া হচ্ছে। কপার টেবিলের ওপর জমা হচ্ছে সোনা মেশানো গুঁড়ো পাথর। একজন শ্বেতাঙ্গ, থমথমে চেহারা, ওদের দিকে এগিয়ে এলো। 'এটা প্রাইভেট গ্রাউণ্ড। আমরা চাই না বাইরের কোনো লোক আশপাশে ঘুর-ঘুর করুক। আপনারা চলে যান।'

লোকটা ছোটোখাটো, মুখটা গোল। কান দুটো হ্যাটে ঢাকা। গোঁফের পশমগুলো শক্ত, শজারুর কাঁটার মতো।

'শোনো, আঁদ্রে—তুমি একটা নর্দমার কেঁচো। আমার সাথে এভাবে কথা বললে, মাথা কামিয়ে টাকের ওপর গরম আলকাতরা ঢেলে দেবো,' ঠাণ্ডা সুরে বললো চার্লি। ছোটোখাটো লোকটার চেহারায় দ্বিধার ভাব ফুটলো, আরও কাছে এসে চার্লির দিকে ভালো করে তাকালো সে। চোখ মিটমিট করলো বার কয়েক। তারপর বাকি সবার দিকে তাকালো।

'কারা তোমরা? তোমাদের আমি চিনি?'

হ্যাটটা মাথার পিছনে ঠেলে দিলো চার্লি, লোকটা যাতে তার চেহারা দেখতে পায়।

'চার্লি!' আনন্দে নেচে উঠলো লোকটা। 'চার্লি, তুমি!' চার্লি ঘোড়া থেকে নামছে, তার দিকে ছুটে এলো করমর্দনের জন্যে। সকৌতুকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। করমর্দন, কুশলাদি বিনিময় ইত্যাদি শেষ হলে লোকটাকে নিয়ে রানার দিকে এগোলো চার্লি।

'দোস্ত, এ হলো আঁদ্রে জিদ। আমার বন্ধু, কিমবারলি ডায়মণ্ড ফিল্ডে কিছুদিন একসাথে কাজ করেছি আমরা। নামটা ফ্রেঞ্চ হলেও, তিন পুরুষ ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা ওরা।'

রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক করলো আঁদ্রে জিদ, এক সেকেণ্ড বিরতি

দেয়ার পর আবার নতুন করে আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করে বললো সে, 'ওহ্ গড, চার্লি, তুমি! আবার দেখা হওয়ায় কী যে ভালো লাগছে আমার!' নাচের ভঙ্গিতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দ্রুত সরে যাবার চার্লির প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তার পিঠে বার কয়েক কষে চাপড় মারলো সে। আবেগের লাগাম টেনে ধরে স্বাভাবিক হতে কয়েক মিনিট সময় লাগলো তার। তারপর বললো, 'শোনো, চার্লি। আমি অ্যামালগাম টেবিল পরিষ্কার করছি। তোমার দোস্তকে নিয়ে আমার তাঁবুতে চলে যাও। ঠিক আছে? আধ ঘন্টার ভেতর আসছি আমি। আমার চাকর ব্যাটাকে নাস্তা দিতে বলবে। যাচ্ছো তো?'

'তোমার পুরানো ভক্ত?' ওরা একা হতে জিজ্ঞেস করলো রানা।

হেসে উঠলো চার্লি। 'ডায়মণ্ড ফিল্ডে একসাথে কাজ করেছি। ওর একটা উপকার করার সুযোগ ঘটে একবার। পাথর ধসে চাপা পড়েছিল, সময় মতো পৌঁছে টেনে বের করেছিলাম বলেই বেঁচে যায়। ভালো লোক, সাদাসিধে। ওকে এখানে পাবার অর্থ হলো প্রার্থনায় সাড়া পাওয়া গেছে। এখানকার গোল্ড ফিল্ড সম্পর্কে ও যদি কিছু না জানে তাহলে আর কেউ কিছু জানে না।'

আধ ঘন্টার আগেই ঝড়ের বেগে তাঁবুর ভেতর ঢুকলো আঁন্দ্রে জিদ, সবেমাত্র নাস্তা সামনে নিয়ে বসেছে ওরা। চার্লি ও জিদের আলোচনায় রানার অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলো না। ওদের প্রতিটি প্রসঙ্গের সূত্রপাত ঘটলো এভাবে, 'তোমার মনে পড়ে—?' অথবা 'অমুকের খবর কি?'

তারপর, নাস্তা শেষে, কফি ভর্তি মগ হাতে নিয়ে, চার্লি জানতে চাইলো, 'তাহলে, জিদ? এখানে কি করছো তুমি? এটা কি তোমার নিজের আউটফিট?'

'আরে না! এখনও আমি কোম্পানীর সাথেই আছি।'

'সে-সে-সেই বা-বা-র্ক-লি ম-ম-য়-নি-হা-হানের সাথে?' চার্লিকে হঠাৎ তোতলাতে দেখে বিস্মিত হলো রানা। কিন্তু আঁন্দ্রে জিদ কি এক যন্ত্রণায় যেন কুঁকড়ে গেল।

'অমন করো না, চার্লি!' বিড়বিড় করলো আঁন্দ্রে জিদ, নার্ভাস দেখালো তাকে। 'তুমি কি আমার চাকরিটা খাবে?'

ব্যাখ্যা করার জন্যে রানার দিকে ফিরলো চার্লি। 'বার্কলি ময়নিহান আর ঈশ্বর সমান শক্তিধর, তবে এদিকটায় ঈশ্বরই তার নির্দেশ মতো চলে।'

আঁতকে উঠলো আঁন্দ্রে জিদ। 'তুমি থামবে, চার্লি?'

'বার্কলি ময়নিহানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম দ্য সাউথ আফ্রিকান মাইনিং অ্যাণ্ড ল্যাণ্ডস কোম্পানী। শুধু কোম্পানী বললেই হয়, সবাই বুঝে নেবে কার কথা বলা হচ্ছে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর বেজন্মা, লোকটা তোতলায়।'

চার্লির প্রতিটি শব্দ যেন চাবুকের মতো আঘাত করলো আঁন্দ্রে জিদকে। সামনের দিকে ঝুঁকে চার্লির কনুই চেপে ধরলো সে, বললো, 'প্লীজ, ম্যান! আমার কাজের লোকগুলো ইংরেজি বোঝে! দোহাই লাগে, এবার থামো!'

'কোম্পানী তাহলে এদিকটাতেও খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছে, কেমন? বেশ, বেশ। তারমানে মাটির তলায় জিনিস আছে। বেশ অনেকটা জায়গা জুড়েই আছে।'

চার্লি প্রসঙ্গ পাল্টাতে আঁন্দ্রে জিদের চেহারায় স্বস্তি ফুটে উঠলো। 'জিনিস আছে মানে? প্রচুর, চার্লি, প্রচুর! ক'টা দিন অপেক্ষা করো, এটার তুলনায় ডায়মণ্ড ফিল্ডকে মনে হবে নস্যি।'

'সব কথা শোনাও দেখি আমাকে,' আহ্বান জানালো চার্লি, আয়েশ করে চুমুক দিলো কফির মগে।

'নাম দেয়া হয়েছে রটেন রীফ ওরফে বাস্কেট-রীফ ওরফে হাইডেল

বার্গ রীফ। কিন্তু আসলে রীফ একটা নয়, তিনটে। একটার নিচে আরেকটা লম্বা হয়ে আছে।'

'তিনটে থেকেই সোনা পাওয়া যাবে?' দ্রুত জানতে চাইলো চার্লি।

মাথা নাড়লো আঁন্দ্রে জিদ। তার চোখ জোড়া চকচক করছে। সোনা ও খনি নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে তার। 'না। আউটার রীফের কথা ভুলে যেতে পারো তুমি। ওখানেও সোনা আছে, তবে ছিটেফোঁটা মাত্র। তারপর মেইন রীফের কথা ধরো। এটা ভালো, তবে আহামরি কিছু নয়। কোথাও কোথাও ছ'ফুট পুরু, ও-সব জায়গায় ভালো সোনা পাওয়া যাবে। কিন্তু খুব কঠিন আর শক্ত।'

'বলে যাও,' তাগাদা দিলো চার্লি।

'সোনা আছে তলার রীফটায়, ওটাকে আমরা লিডার রীফ বলি। মাত্র কয়েক ইঞ্চি পর, কোথাও কোথাও একেবারে মিলিয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, অত্যন্ত রিচ। ওখানে সোনা আছে, ঠিক যেমন পিঠের ভেতর নারকেলের পুর থাকে, তেমনি। তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করছো না...।'

'বিশ্বাস করবো না কেন,' বললো চার্লি। 'তুমি কি আমাকে মিথ্যে বলবে? এবার বলো, আমার নিজের জন্যে খানিকটা লিডার রীফ পাবার উপায় কি।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল আঁন্দ্রে জিদের, নিভে গেল চোখের উজ্জ্বল আলোটুকু। 'আর তো নেই, চার্লি! সবই দখল হয়ে গেছে। অনেক দেরি করে ফেলেছো তুমি।'

'ও, আচ্ছা, না থাকলে আর কি করা,' বললো চার্লি। তাঁবুর ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। টুলের ওপর বসে উসখুস করছে আঁন্দ্রে জিদ, গোঁফের প্রান্ত মুখের ভেতর পুরে চুষছে, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মগের ভেতর। শান্তভাবে অপেক্ষা করছে রানা ও চার্লি, যেন কিছু একটা ঘটছে

বলে জানে ওরা। একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেল, নিজের সাথে যুদ্ধ করছে আঁন্দ্রে জিদ। পরস্পরের শত্রু দুই ব্যক্তির প্রতি—চার্লি উডরুক ও বার্কলি ময়নিহানের প্রতি—সমান আনুগত্য অনুভব করছে সে, উভয়সংকটে পড়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। কিছু বলার জন্যে একবার মুখ খুললো, কোনো শব্দ বেরুবার আগে আবার বন্ধ হয়ে গেল সেটা। কফি ঠাণ্ডা করার জন্যে মগের ভেতর ফুঁ দিলো সে, গরম বাষ্প উঠলো ভেতর থেকে।

'তোমার কাছে টাকা আছে?' অকস্মাৎ প্রায় মারমুখো হয়ে জানতে চাইলো সে।

'আছে,' বললো চার্লি।

'মি. ময়নিহান টাকা আনার জন্যে কেপটাউনে গেছেন। ফিরে এসে একশো চল্লিশটা ক্লেইম কেনার প্ল্যান আছে তাঁর।' আঁন্দ্রের চেহারায় অপরাধী ভাব। 'এ-সব কথা বলছি, কারণ তোমার প্রতি আমি ঋণী।'

'হ্যাঁ, বুঝি আমি,' নরম সুরে বললো চার্লি।

বুক ভরে বাতাস টানলো আঁন্দ্রে জিদ। 'ওই একশো চল্লিশটা ছাড়াও আরও কিছু ক্লেইম আছে। সেগুলোর মালিক একজন মহিলা—মহিলা না বলে মেয়ে বলাই ভালো। ক্লেইমগুলো বিক্রি করবে সে। গোটা মাঠে তার জমিগুলোই সবচেয়ে সম্ভাবনাময়, আমার ধারণা।'

'বলে যাও,' উৎসাহ দিলো চার্লি।

'নদীর ধারে, এখান থেকে মাইল দুয়েক, একটা হোটেল চালায় মিসেস সোফিয়া পিপারকর্ন। ভালোই রাঁধে মেয়েটা। খেয়ে দেখলেই বুঝবে।'

'মিসেস?' ভুরু কোঁচকালো চার্লি। 'মিসেস আবার মেয়ে হয় কি করে?'

'মেয়েই, খুবই কম বয়েস—বোধহয় বিশও পেরোয়নি।'

'ও। ধন্যবাদ, জিদ।'

'সামান্য প্রতিদান,' গম্ভীরমুখে বললো আঁন্দ্রে জিদ। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চেহারা। 'মেয়েটাকে তোমার পছন্দ হবে, চার্লি। দেখতে খুবই সুন্দরী।'

রানাকে নিয়ে মিসেস সোফিয়ার হোটেলে খেতে এলো চার্লি। কাঠামোটা কাঠের, দেয়ালগুলো করোগেটেড টিনের। হোটেলের সামনে লাল ও সোনালি হরফে লেখা রয়েছেঃ 'সোফিয়া'স হোটেল। মুখরোচক খাবার পাওয়া যায়। বিনামূল্যে টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন। ঘোড়া ও মাতালদের ঢুকতে দেয়া হয় না। মালিকঃ মিসেস সোফিয়া পিপারকর্ন।'

বারান্দাতেই ওয়াশ বেসিন পাওয়া গেল। হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছলো ওরা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুণী চালালো। 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'লেডি কিলার,' বললো রানা। 'তবে গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। শেষ কবে গোসল করেছো?'

ডাইনিং রুমে ঢুকে দেখলো, প্রায় ভরে গেছে। পিছনের দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবিল খালি পাওয়া গেল। সিগারেট ও পাইপের ধোঁয়ায় গুমোট হয়ে আছে কামরার পরিবেশ। টেবিলে বসতে না বসতেই কালো একটা মেয়ে ছুটে এলো। 'ইয়েস?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো সে। চেহারা দেখে ভারতীয় বলেই মনে হলো রানার। পরনে স্কার্ট ও শার্ট, বগলের কাছে ঘামে ভিজে আছে শার্টটা।

'মেনুটা দেখতে পারি?'

মেয়েটার চোখে কৌতুক চিকচিক করে উঠলো। 'আজ আমরা স্টেক, আলু ভাজি আর পুডিং পরিবেশন করছি,' বললো সে।

'তাই দাও তাহলে,' অর্ডার দিলো চার্লি।

হন হন করে কিচেনের দিকে চলে গেল মেয়েটা।

রানার দিকে ফিরলো চার্লি। 'সার্ভিসের মান দেখে রীতিমতো উৎসাহবোধ করছি আমি। এখন শুধু খাবার ও হোটেলকর্ত্রীর মান একই রকম উঁচু হলেই হয়।'

মাংসটা নরম ও সুস্বাদু, কফিটাও যথেষ্ট কড়া ও মিষ্টি। চুমুক দেবে রানা, কিচেনের দিকে মুখ করে আছে ও, কাপটা মুখে তুলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল। হঠাৎ জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এলো কামরার ভেতর। বিড়বিড় করলো রানা, 'মেয়েটা আসছে।'

সোফিয়া পিপারকর্ন লম্বা একটা মেয়ে, এবং মেয়েই বটে। তার চুল কালো মখমল। রঙ দুধে-আলতা। চামড়ায় কোনো ভাঁজ বা দাগ নেই, রোদ লেগে কোনো ছাপও পড়েনি। লম্বা আর একহারা হলেও, তার ব্লাউজের সামনের দিক ও স্কার্টের পিছন দিক বেশ ভারি ও ভরাট হয়ে আছে। চোখ ও মুখের হাবভাব দেখেই বোঝা যায়, নিজের এ-সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন সে, জানে কামরার সবার দৃষ্টিই বিশেষ করে ওই দুই জায়গার ওপর নিবদ্ধ, অথচ তার আচরণে কোনো রকম জড়তা নেই। হাতে ছোট্ট একটা ছড়ি রয়েছে, স্কার্টের পিছন দিকটায় কেউ হাত দেয়ার চেষ্টা করলে বাড়ি খেতে হবে তাকে। হাত দেবে সে সাহস কারো নেই, তবে দু'একজন হাত দেয়ার ভঙ্গি করলো—ছড়ি দিয়ে মারলো না সোফিয়া, মারার ভান করলো শুধু। মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তার চেহারা। টেবিলগুলোর মাঝখান দিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে সে, এখানে-সেখানে থেমে খদ্দেরদের কুশলাদি জানতে চাইছে—বোঝা গেল, সবাই এখানে শুধু খাবার লোভেই আসে না। তৃপ্তির হাসি লেগে রয়েছে খদ্দেরদের মুখে, সোফিয়া কথা বললে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে

করছে। ওদের টেবিলের কাছে চলে এলো সে, রানা ও চার্লি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'সিট ডাউন, প্লীজ।' দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছে মেয়েটা। 'আপনারা এখানে নতুন বুঝি?' চোখে আগ্রহ, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'কাল এসেছি।' মিষ্টি করে হাসলো চার্লি। 'আপনার হাতের রান্না খেয়ে মনে হলো অনেকদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছি।'

'কোত্থেকে এসেছেন আপনারা?' রানাকেই জিজ্ঞেস করলো সোফিয়া। ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো সে, যেন মনে করার কারণ আছে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থই তার, একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।

'আমি এসেছি ইংল্যাণ্ড থেকে,' এবারও জবাব দিলো চার্লি। 'উনি মি. মাসুদ রানা, আরবের একজন শেখ। পুঁজি খাটাবার জন্যে নতুন ব্যবসা খুঁজছেন, ভাবছেন এদিকের গোল্ড ফিল্ডে তাঁর পুঁজির কিছুটা বিনিয়োগ করা যেতে পারে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ছিল রানার, শেষমুহূর্তে কোনো রকমে সামলে নিলো নিজেকে। চেহারায় ধনীসুলভ একটা ভাব আনার চেষ্টা করলো।

'আমার নাম চার্লি উডকক। আমি শেখ মাসুদের মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।'

'আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমি সোফিয়া পিপারকর্ন।' মেয়েটা প্রভাবিত হয়েছে।

'দু'এক মিনিট আমাদের সাথে বসবেন না, মিসেস পিপারকর্ন?' খালি একটা চেয়ার টেনে নিজেদের টেবিলে নিয়ে এলো চার্লি।

ইতস্তত করলো সোফিয়া। 'কিচেনে আমার কাজ পড়ে রয়েছে। সম্ভবত পরে এক সময়, কেমন?'

'তুমি কি সব সময় এমন অবলীলায় মিথ্যে বলতে পারো?' সোফিয়া

চলে যাবার পর জিজ্ঞেস করলো রানা।

'মিথ্যে বলছো কেন? বলো অর্ধসত্য।' আত্মপক্ষ সমর্থন করলো চার্লি।

'ও, আচ্ছা, অর্ধসত্য! কিন্তু এই ভূমিকায় আমি অভিনয় করবো কিভাবে?'

'প্রথম প্রথম হয়তো একটু কষ্ট হবে, তারপর অভ্যেস হয়ে যাবে, দেখো। কি করতে হবে বলে দিচ্ছি। চেহারায় এমন ভাব ফুটিয়ে রাখবে যেন তুমি খুব জ্ঞানী মানুষ, আর কথা বলবে খুব কম। ভালো কথা, মেয়েটাকে দেখে কি মনে হলো তোমার?'

'সুন্দর।'

'সুন্দর তো বটেই, বলো উপাদেয় কিনা?'

'মেয়েদেরকে ঠিক ওভাবে আমি বিচার করি না,' বললো রানা।

একটু যেন থতমত খেয়ে গেল চার্লি। 'না, আমি বলতে চাইছিলাম...।'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো রানা। 'দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি মিলতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, চার্লি।' অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও, নিজের নীতি ও রুচি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে সুন্দর একটা সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মানুষে মানুষে রুচির অমিল থাকবেই, থাকবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য; একটা পর্যায় পর্যন্ত সব কিছু মেনে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

খানিক পর আবার থেমে গেল সমস্ত গুঞ্জন, কামরা আলো করে ফিরে এলো সোফিয়া পিপারকর্ন। সরাসরি ওদের টেবিলে এসে বসলো সে। কিছুক্ষণ হালকা বিষয় নিয়ে আলাপ করলো চার্লি। তারপর একের পর এক তীক্ষ্ণ সব প্রশ্ন আসতে শুরু করলো, বুঝতে বাকি থাকলো না ওদের,

জিওলজি ও মাইনিং সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে মেয়েটা। এ-ব্যাপারে মন্তব্যও করলো চার্লি।

'হ্যাঁ, আমার স্বামী এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এ-সব আমি তাঁর কাছেই শিখেছি।' নীল ও সাদা ডোরাকাটা স্কার্টের পকেটে হাত ভরলো সোফিয়া, মুঠো ভর্তি পাথর বের করে টেবিলের ওপর রাখলো। 'এগুলোর নাম বলতে পারেন?' চার্লিকে জিজ্ঞেস করলো সে। এ একেবারে সরাসরি পরীক্ষা।

'কিম্বারলাইট সার্পেন্টাইন। ফেল্ডস্পার।' একটা করে পাথর ধরে টেবিলের ওপর গড়িয়ে দিলো চার্লি।

সোফিয়ার আড়ষ্ট পেশীতে ঢিল পড়লো। 'ঘটনা হলো, হাইডেলবার্গ রীফে আমার কিছু জমি আছে। মি. শেখ মাসুদ ইচ্ছে করলে ওগুলো একবার দেখতে পারেন। আসলে জমিগুলো নিয়ে সাউথ আফ্রিকান মাইনিং অ্যাণ্ড ল্যাণ্ডস কোম্পানীর সাথে কথাবার্তা চলছে আমার। ওঁদের তো খুবই আগ্রহ।'

একবারই মাত্র মুখ খুললো রানা, উচ্চারণ করলো মাত্র দু'চারটে শব্দ, তবে মন্তব্যটা মূল্যবান অবদান রাখলো ওদের আলোচনায়। 'আহ্ ইয়েস,' ওপর-নিচে মাথা দোলালো ও। 'গুড ওল্ড বার্কলি!'

রীতিমতো নাড়া খেলো সোফিয়া পিপারকর্ন। খুব কম মানুষই বার্কলি ময়নিহানকে শুধু বার্কলি বলে ডাকে। 'কাল সকালে আপনাদের সময় হবে কি?' জানতে চাইলো সে।

তিন

আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চায়, কিন্তু গাড়ি ভাড়া নেই, এমন এক লোকের কাছ থেকে একটা তাঁবু কিনলো চার্লি। বিকেলের দিকে হোটেলের কাছাকাছি আস্তানা গাড়লো ওরা, তারপর গোসল করে এলো নদী থেকে। রাতে নিজের ব্যাগ থেকে ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল বের করলো চার্লি, যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনা করে পান করলো ওরা। পরদিন সকালে সোফিয়া পিপারকর্ন ওদেরকে ক্লেইম দেখাতে নিয়ে গেল।

বাক্কেট বরাবর বিশটা ক্লেইম, প্রতিটির সীমানা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা আছে। পথ দেখিয়ে বিশেষ একটা জায়গায় ওদেরকে নিয়ে এলো সে, রীফের পাথর এখানটায় মাটি ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

'আপনাদের রেখে গেলাম,' বললো সোফিয়া। 'ঘুরেফিরে ভালো করে দেখুন। যদি পছন্দ হয়, পরে আলোচনা করা যাবে।'

'কিন্তু আপনি?' হতাশ ভাবটা গোপন করে জানতে চাইলো চার্লি।

'আমি এখানে সময় নষ্ট করলে ক্ষুধার্তদের মুখে অন্ন দেবে কে?'

সোফিয়ার সাথে ঘোড়ার দিকে এগোলো চার্লি, উঁচু-নিচু মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে সাহায্য করলো তাকে, সাহায্য করলো ঘোড়ায় চড়তে। তার

সাহায্য করার ভঙ্গি দেখে রানার মনে হলো, কায়দাটা নিশ্চয়ই ষোড়শ ব্যারনের কাছ থেকেই শিখেছে চার্লি। ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সোফিয়া, রানার কাছে ফিরে এলো সে।আনন্দে চকচক করছে মুখ। 'খুব সন্তর্পণে পা ফেলুন, শেখ সাহেব, কারণ আপনার পায়ের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের ঐশ্বর্য।'

গোটা মাঠ চষে বেড়ালো ওরা। কি খুঁজতে হবে বা কি দেখতে হবে, রানার কোনো ধারণাই নেই। জিওলজি বা মাইনিং সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সে। চার্লির সাথে সাথে ঘুরে বেড়ালো, তবে যাতে আনাড়ি বলে মনে না হয়, চেহারায় ধরে রাখলো কর্তৃত্বসুলভ গাম্ভীর্য। মাঝে মধ্যে মৃদু তিরস্কারের সুরে নির্দেশও দিলো চার্লিকে। 'বাম দিকটা বাদ পড়ে যাচ্ছে। আরও একটু দক্ষিণে যাই চলো।'

চার্লির আচরণ টাইগার শার্ক-এর মতো, গোটা মাঠ বৃত্তাকারে চক্কর দিলো বার কয়েক। ক্লেইম নোটিসগুলো পড়লো সে। লম্বা পা ফেলে সীমানা মাপলো। পকেটে ভরলো পাথরের নমুনা। তাঁবু থেকে প্যান ও হামানদিস্তা নিয়ে নদীর পারে চলে এলো ওরা, সারাটা বিকেল পাথর গুঁড়ো করে প্যানের ভেতর সোনার চকচকে ভাব খুঁজলো। শেষ নমুনাটা যাচাই করার পর সিদ্ধান্ত দিলো চার্লি।

'হ্যাঁ, সোনা আছে—ভালো সোনাই আছে। তবে কৈরালার নমুনা দেখে যেরকম মনে হয়েছিল, আমরা রাতারাতি ধনী হয়ে যাবো, এখানে সেরকম কিছু ঘটবে না। ওটা নিশ্চয়ই লিডার রীফের বাছাই করা একটা টুকরো ছিলো।' রানার দিকে গম্ভীর মুখে তাকালো চার্লি। 'আমার মনে হয়, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। নিচে যদি লিডার রীফ থাকে, আমরা সেটা পাবো। না থাকলে, মেইন রীফ থেকে যে-টুকু সোনা পাওয়া যাবে, তাতে লাভ খুব একটা বেশি না হলেও, লোকসান হবে না।'

একটা নুড়ি তুলে নিয়ে নদীর পানিতে ফেললো রানা। গোল্ড ফিভার কাকে বলে এই প্রথম উপলব্ধি করছে ও। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, রোমাঞ্চ ও গভীর হতাশা পালা করে আসে—এই তুমি বিদ্যুৎচমকের পিঠে চড়ছো, পরমুহূর্তে তলিয়ে যাচ্ছো অতল গহ্বরে। প্যানের তলায় লেজসদৃশ স্বর্ণ ভাবটাকে নিতান্তই পাতলা ও সরু বলে মনে হলো ওর, যেন অপুষ্টির শিকার।

'ধরো তোমার কথা ঠিক, আরও ধরা যাক কথার প্যাঁচে ফেলে সুফিয়াকে ক্লেইমগুলো বিক্রি করাতেও রাজি করা গেল, কিন্তু তারপর আমরা কাজ শুরু করবো কিভাবে? ফোর-স্ট্যাম্প মিল অত্যন্ত জটিল লাগলো আমার, নিশ্চয়ই খুব দামিও হবে, এক দেড়শো মাইলের মধ্যে ওরকম একটা মিল কিনতে পাওয়া যাবে বলেও তো মনে হয় না।'

'সুফিয়া নয়,' রানার ভুলটা সংশোধন করার জন্যে বললো চার্লি 'সোফিয়া।'

হাসলো রানা। 'সুফিয়াই, আমাদের দেশে এভাবেই আমরা উচ্চারণ করি।'

কাঁধ ঝাঁকালো চার্লি। 'মেয়েটা যদি আপত্তি না করে, আমি আপত্তি করার কে?'

'তুমি কি প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যেতে চাইছো?' জানতে চাইলো রানা।

রানার কাঁধে ঘুসি মারলো চার্লি, ঠোঁট বাঁকা করে হাসলো একটু। 'বন্ধুবর চার্লি থাকতে তোমার কোনো চিন্তা নেই।'

'ব্যাখ্যা করো,' আহ্বান জানালো রানা।

'সোফিয়া...সুফিয়া তার ক্লেইমগুলো অবশ্যই আমাদের কাছে বিক্রি করবে, ওটা কোনো সমস্যাই নয়। আমার ছোঁয়া পেয়ে তাকে আমি কাঁপতে দেখেছি। আর দু'একদিন পর আমার হাতে খেতে দেখবে ওকে তুমি।'

'আর মিল?'

'দক্ষিণ আফ্রিকায় পা দেয়ার পর কেপটাউনে এক ধনী চাষীর সাথে পরিচয় হয়েছিল আমার। তার সারাজীবনের স্বপ্ন নিজের একটা গোল্ড মাইন। লোকটা আঙুর ফলায়, খনি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। একটা রিজ দেখে মনে ধরে তার, সেটাকে খনি বানাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। আমাকে ভাড়া করে সে, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেট থেকে পুরানো একটা মিল কেনে, তারপর মানসিকভাবে প্রস্তুত হয় বাজারে সোনার বন্যা বইয়ে দেয়ার জন্যে। ছ'মাসের অমানুষিক পরিশ্রমে সোনা পাই আমরা—একটা ইঁদুরের কানের গর্ত ভরার মতোও যথেষ্ট নয়। প্রজেক্টটা বাতিল করা হয়, আমি চাকরিচ্যুত হই। ওখান থেকে আমি ডায়মণ্ড ফিল্ডে চলে যাই। তবে যতোদূর জানি, মিলটা এখনও সেখানেই পড়ে আছে—হাজার তিনেক ডলার পেলেই ছেড়ে দেবে চাষী ভায়া। ডলারের প্রতি তার খুব লোভ।' দাঁড়ালো চার্লি, অলস পায়ে তাঁবুর দিকে হাঁটা ধরলো ওরা। 'তবে আগের কাজ আগে। সুফিয়ার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাই আমি, তোমার আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি কিসের,' বললো রানা। আবার উৎসাহ বোধ করছে ও। 'কিন্তু ঠিক জানো কি, সুফিয়ার প্রতি তোমার আগ্রহ পুরোটাই ব্যবসায়িক কিনা?'

আহত দেখালো চার্লিকে। 'আমাদের যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখছি আমি, দোস্ত। ভুলেও ভেবো না পশুসুলভ খিদেটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলবো আমি।'

'আশা করি নিজেকে তুমি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে,' হাসি চেপে বললো রানা।

হেসে উঠলো চার্লি। 'প্রসঙ্গটা যখন উঠলোই, আলোচনাটা শেষ হওয়া দরকার। আমার মনে হয়, এখন যদি তোমার পেট ব্যথা করে বা পেট

ফাঁপে, সংশ্লিষ্ট সবার জন্যেই সেটা ভালো হবে। তুমি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছো। যতোদিন না সুফিয়ার সাথে একটা চুক্তিতে সই করছি, তোমার উচিত হবে নিজের রমণীমোহন চেহারাটা লুকিয়ে রাখা। সুফিয়া যদি দুটো নমুনাই পায় সে, নির্ঘাৎ উৎকৃষ্টটাই বেছে নেবে। রানার জন্যে সেটা শুভ হবে বলে মনে করি না। সুফিয়াকে আমি বলবো, তুমি আমাকে আলোচনা চালিয়ে যাবার অধিকার দিয়েছো।'

তাঁবুতে ফিরে চুল আঁচড়ালো চার্লি। ডমরুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ইস্ত্রি করা কাপড় পরলো। সুফিয়ার হোটেলের উদ্দেশে রওনা হবার আগে রানার দিকে ফিরে নিঃশব্দে চোখ মটকালো সে।

চার্লি চলে যাবার পর ডমরুর সাথে কিছুক্ষণ গল্প করলো রানা। ক্ষুদে লোকটার করুণ কাহিনী শুনে বুকটা টন টন করে উঠলো ওর। অনেকক্ষণ পর শুধু বললো, 'নিয়তির সাথে যুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই, ডমরু। তবে এ-ও সত্যি, দুনিয়ার বুকে দুর্বল মানুষের ঠাঁই নেই। যদি সুযোগ পাই, আত্মরক্ষার কিছু কৌশল তোমাকে আমি শিখিয়ে দেবো।'

তাঁবুতে ফিরে হ্যারিকেনের আলোয় চার্লির কয়েকটা বই নিয়ে বিছানায় শুলো রানা। কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারলো না। কিছুক্ষণ পর ক্যানভাসের দরজায় আঁচড়ের শব্দ পেলো ও। 'কে?'

সাড়া দিলো নারীকণ্ঠ, ভাষাটা হিন্দী। 'আমি অনুপমা।'

সুফিয়ার হোটেলের সেই ওয়েট্রেস মেয়েটা। বেণী দুলিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকলো সে, চকচকে কালো মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'কি ব্যাপার?' বিছানায় উঠে বসলো রানা।

'ম্যাডাম আপনার অসুস্থতার খবর শুনে অস্থির হয়েছেন,' বললো অনুপমা। 'এটা থেকে দু'চামচ খেতে বলেছেন আপনাকে।' ক্যাস্টর অয়েল-এর একটা শিশি রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

'তোমার ম্যাডামকে আমার ধন্যবাদ জানাবে।'

পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছিলো রানা, মেয়েটা বললো, 'ম্যাডাম বলে দিয়েছেন, আমি যেন দাঁড়িয়ে থেকে পুরো দু'চামচ খেতে দেখি আপনাকে। আপনি কতোটুকু খেয়েছেন দেখার জন্যে শিশিটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাকে।'

মোচড় দিয়ে উঠলো রানার পেট। অটল একটা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, নির্দেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চার্লির কথা মনে পড়লো ওর, সে-ও তো কঠিন সব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছে। আঠালো, ঘন, দুর্গন্ধময় তরল পদার্থটুকু চোখ বুজে গিলে ফেললো রানা। বমির ভাবটা দূর করার জন্যেই মেয়েটার সাথে আলাপ জুড়ে দিলো, 'তোমার দেশ কোথায়?'

'ভারত। আমি কেরালার মেয়ে।'

'কার সাথে, কবে এসেছো?'

'চাকরি দেবে, বিয়ে করবে, এ-কথা বলে এক আদমবেপারী নিয়ে আসে আমাকে, সাব। কিন্তু শালা আমাকে একা ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। ম্যাডাম আমাকে আশ্রয় না দিলে...।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

অনুপমা চলে যাবার পর ঘুমিয়ে পড়লো রানা। ওষুধের প্রভাবে রাত দুটোয় ঘুম ভাঙলো ওর, ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে বাইরে বেরুতে হলো ওকে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে। তাঁবুর দ্বিতীয় বিছানাটা খালিই পড়ে আছে, লক্ষ্য করলো ও। বাইরে, আগুনের ধারে, কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে ডমরু, সরে যাওয়া চাদরটা তার গায়ে টেনে দিলো রানা। জঙ্গলের দিক থেকে ভেসে এলো শিয়ালের ডাক, ওর নগ্ন নিতম্বে হুল ফোটালো ঝাঁক ঝাঁক মশা।

চার্লি ফিরলো ভোর রাতে। জেগেই রয়েছে রানা।

'কি ঘটলো?' জানতে চাইলো ও।

মুঠো করা হাত মুখের সামনে ধরে হাই তুললো চার্লি। 'একটা পর্যায়ে আমার সন্দেহ হতে শুরু করে কে কাকে নিয়ে খেলছে—আমি সুফিয়াকে, না সুফিয়া আমাকে। তবে, সংশ্লিষ্ট সবার জন্যে সন্তোষজনক একটা সমাধান পাওয়া গেছে। হ্যাঁ বাবা, মেয়ে বটে একটা!'

'তোমাকে ক্যাস্টর অয়েল খেতে দেয়নি?' তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ব্যাপারটার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।' রানার দিকে ফিরে সাহানুভূতি দেখিয়ে হাসলো চার্লি। 'ওকে আমি ক্ষান্ত করার কম চেষ্টা করিনি, বিশ্বাস করো। ওর ভেতর মাতৃসুলভ স্নেহ-মমতা খুব বেশি। তোমার পেট ফাঁপা নিয়ে ভয়ানক দুশ্চিন্তা করছিল। যেন আমি নই, তুমিই ওর প্রেমে পড়েছো!'

'তুমি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি। ক্লেইমগুলো কেনার কোনো ব্যবস্থা করতে পেরেছো?'

'ও, ওটা...।' বিছানায় শুয়ে চাদরে বুক ঢাকলো চার্লি। 'সাক্ষাতের প্রথম পর্বেই ঝামেলাটা সেরে ফেলি আমরা। প্রতিটি ক্লেইমের দাম ধরা হয়েছে দশ হাজার র‍্যাণ্ড—সব মিলিয়ে দু'লাখ র‍্যাণ্ড দিতে হবে ওকে।'

'দু'লাখ র‍্যাণ্ড? কিন্তু অতো টাকা কোথায় আমাদের?'

'নেই,' বললো চার্লি। 'হবে। টাকাটা শোধ করতে হবে দু'বছরের মধ্যে। প্রথমে ক্লেইম প্রতি একশো র‍্যাণ্ড নিতে রাজি করাই। ডিনারে বসে এই টাকাটাও বাকি রাখতে রাজি করিয়েছি। আপাতত ক্লেইম প্রতি দশ র‍্যাণ্ড করে দেবো আমরা।'

'সন্ধের দিকে আলোচনা শেষ করেছো, তারপর কি করলে? ফিরতে

এতো দেরি হলো কেন?'

'বাকি সময়টা কাটলো, চুক্তি সম্পাদনের আনন্দে হ্যাণ্ডশেক করে। আজ দুপুরের দিকে আমাকে নিয়ে কাছের ছোটো শহরটায় যাচ্ছো তুমি, একজন উকিলকে দিয়ে চুক্তিপত্রটা লেখাতে। আজই ওটা সুফিয়াকে দিয়ে সই করাতে হবে। এখন আমি ঘুমাবো, লাঞ্চের সময় তুলে দিয়ো। শুভরাত্রি, দোস্ত।'

লিখিত চুক্তিপত্র নিয়ে সন্ধ্যার দিকে শহর থেকে ফিরলো ওরা, ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিজের বেডরুমে নিয়ে এলো সুফিয়া। চেহারায় ব্যাকুল ভাব, অপেক্ষা করছে দু'জন, পরপর দু'বার চুক্তিপত্রটা পড়লো সে। অবশেষে মুখ তুলে তাকালো ওদের দিকে। 'মনে হচ্ছে ঠিকই আছে—শুধু একটা ব্যাপার...।' বুকটা ধ্বক করে উঠলো রানার, এমন কি চার্লির হাসিও আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এ-পর্যন্ত খুব সহজেই সব কিছু সারা গেছে।

ইতস্তত করছে সুফিয়া। তার চেহারা লালচে হয়ে উঠছে দেখে সামান্য বিস্মিত হলো রানা। মসৃণ, নিষ্কলুষ, ফর্সা চামড়া রাঙা হয়ে উঠতে দেখা আনন্দময় একটা অভিজ্ঞতা, ধীরে ধীরে উত্তেজনা কমতে শুরু করলো ওদের। 'আমি চাই,' বললো সুফিয়া। 'খনিটার নাম রাখা হোক আমার নামে।'

পরম স্বস্তিতে দু'জনেই প্রায় একযোগে চিৎকার করে উঠলো ওরা। 'চমৎকার আইডিয়া!'

তারপর চার্লি বললো, 'পিপারকর্ন রীফ মাইন রাখলে কেমন হয়?'

মাথা নাড়লো সুফিয়া। 'যে গেছে—গেছে । তাকে টানা-হ্যাঁচড়া করে লাভ কি, বিশেষ করে তাকে যখন আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করছি! না, এ-সবের সাথে তাকে আমরা জড়াবো না।'

'ঠিক আছে,' বললো চার্লি। 'সুফিয়া ডীপ কেমন? জানি, গাছে কাঁঠাল

দেখে গোঁফে তেল দেয়া হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে এখনও যখন আমরা গ্রাউণ্ড লেভেলেই রয়েছি—তবে এ-কথাও ঠিক যে হতাশা নামক পেত্নীটা কিছুই প্রসব করে না।'

'বাহ্, চমৎকার!' প্রস্তাবটা লুফে নিলো সুফিয়া। 'আবার সামান্য রাঙা হলো তার চেহারা, তবে এবার আনন্দে। চুক্তিপত্রের নিচের দিকে নিজের নাম লিখলো সে, ওদিকে বোতল খুলে গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালতে শুরু করেছে চার্লি।

তিনটে গ্লাস মুহূর্তের জন্যে এক হলো। চার্লি বললো, 'সুফিয়া এবং সুফিয়া ডীপ-এর শুভ কামনায় পান করছি আমরা—একজন প্রতিদিন আরও মিষ্টিমধুর হয়ে উঠুক, অপরটা হোক গভীর থেকে গভীরতর।'

'শ্রমিক লাগবে আমাদের, শুরুতে দশ-বারোজন হলেই চলবে। এটা তোমার সমস্যা,' রানাকে বললো চার্লি। পরদিন সকাল, তাঁবুর সামনে বসে নাস্তা খাচ্ছে ওরা।

মাথা ঝাঁকালো রানা, মুখ ভর্তি সেদ্ধ ডিম না গিলে জবাব দিলো না। 'ডমরুকে বললেই কয়েকজন জুলুকে ডেকে আনবে সে।'

'কেনাকাটা করতে আবার একবার শহরে যেতে হবে আমাদের। শাবল, কোদাল, ডিনামাইট, ছোটোখাটো এ-ধরনের জিনিসগুলো এখনই কিনে ফেলা দরকার।' মুখ মুছে কাপে কফি ঢাললো চার্লি। কিভাবে স্তূপ করতে হয় ওর (ORE), তোমাকে আমি দেখিয়ে দেবো। মিল-এর জন্যে একটা জায়গা বাছবো আমরা, তারপর তোমাকে কাজে নামিয়ে দিয়ে কেপটাউনে চলে যাবো আমি চাষী ভাইয়ের সাথে দেখা করতে। খোদা চাহে তো আমাদেরটাই দ্বিতীয় মিল হিসেবে চালু হবে এদিকের ফিল্ডে।'

গরুর গাড়িতে চড়ে শহর থেকে ফিরে এলো ওরা, ছোটোখাটো সব

জিনিসই কেনা হয়েছে। ডমরুও বসে থাকেনি, বারোজন জুলুকে ডেকে এনেছে সে। এক এক করে তাদের সাথে পরিচিত হলো রানা ও চার্লি। 'মালাবি,' তাদের নেতাকে বললো রানা, 'মাসে তিনশো র‍্যাণ্ড করে বেতন পাবে তোমরা, খাওয়াদাওয়া ফ্রি। রাজি তো?'

খুশিতে হেসে উঠলো সরল লোকগুলো।

তাঁবুটা মাইনের কাছে তুলে আনলো ওরা। প্রথম ট্রেঞ্চটা কিভাবে খুঁড়তে হবে, রানাকে বুঝিয়ে দিলো চার্লি। ডিনামাইট ফাটাবার অভিজ্ঞতা আছে রানার, শুনে একটুও অবাক হলো না সে, বললো, 'তোমার গুণের যে কোনো শেষ নেই, এ আমি আগেই সন্দেহ করেছি।' রোজ বারো ঘন্টা করে কঠোর পরিশ্রম করলো ওরা, রাতে খেতে গেল সুফিয়ার হোটেলে, ঘোড়ায় চড়ে তাঁবুতে একা ফিরে এলো রানা। যতোই পরিশ্রম হোক, হাসি ও কাজের উৎসাহে ভাটা পড়েনি চার্লির। সন্দেহ নেই, সুফিয়া আর তার বিছানা প্রেরণা যোগাচ্ছে তাকে।

সাতদিন পর চার্লি বললো, 'ইতিমধ্যে তুমি যা শিখেছো কাজ চালাতে অসুবিধে হবে না। এবার আমাকে চাষী ভাইয়ের সাথে আলাপ করতে যেতে হয়। যাবার সময় তোমার পাসপোর্টটা দেবে আমাকে।' নিজেদের তাঁবুর সামনে বসে কথা বলছে ওরা, উপত্যকার প্রায় পুরোটাই এখান থেকে দেখা যায়। এক হপ্তা আগে সুফিয়ার হোটেলের আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকতো মাত্র আট–দশটা গরুর গাড়ি, সংখ্যা বেড়ে এখন হয়েছে দুশোর ওপর। আগে এখান থেকে কোনো তাঁবু দেখা যেতো না, এখন পনেরো বিশটা দেখা যায়, কিছুক্ষণ পরপর শোনা যায় ডিনামাইট বিস্ফোরণের শব্দ। গরুর গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ সারা রাত শুনতে পায় ওরা। গোটা পরিবেশে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, সবার চোখে–মুখে প্রত্যাশার আলো।

'কাল ভোরে রওনা হবো আমি,' সিদ্ধান্ত নিলো চার্লি। 'ঘোড়ায় চড়ে

জোহানেসবার্গে পৌঁছুতে লাগবে দশ দিন, রেল ও সড়ক পথে লাগবে আরও চারদিন। কিন্তু কেপটাউন থেকে ফিরতে হবে আমাকে গরুর গাড়িতে চড়ে। এদিকে রাস্তা-ঘাট নেই, ট্রাক আসবে না। ভাগ্য ভালো হলে মাস দেড়েকের মধ্যে ফিরে আসবো।' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো সে, তারপর সরাসরি রানার দিকে তাকালো। 'সুফিয়াকে সামান্য কিছু টাকা দিলেও, কেনাকাটার পর আমার কাছে প্রায় কিছুই নেই। কেপটাউনে পৌঁছে মিলটা কিনতে হবে, ভাড়া করতে হবে বিশ থেকে ত্রিশটা গরুর গাড়ি। তোমার ডলারগুলো সবই লাগবে আমার। ভাবছি তোমার কাছে শ পাঁচেক রেখে র‍্যাণ্ডগুলোও নিয়ে যাবো কিনা।'

চার্লির দিকে তাকালো রানা। মাত্র কয়েক হপ্তা আগে ওর সাথে পরিচয়। তিন হাজার ডলার রোজগার করতে কারো কারো তিন বছর লেগে যায়। আফ্রিকা বিরাট মহাদেশ, ইচ্ছে করলে যে-কোনো লোক সহজেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলো রানা। ডলারগুলো টেবিলে রাখলো। 'গুণে নাও,' বললো ও।

'ধন্যবাদ,' বললো চার্লি, যদিও টাকা প্রসঙ্গে নয়। এতো সরল ভঙ্গিতে বিশ্বাস করতে বলা হলো, এবং এতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়াও পাওয়া গেল যে ওদের বন্ধুত্বের সম্পর্কে ক্ষীণ যে আড়ষ্ট ভাবটুকু ছিলো তার আর কোনো অস্তিত্বই থাকলো না।

•

চার্লি চলে যাবার পর জুলু শ্রমিকদের নির্দয়ের মতো খাটালো রানা, সবার চেয়ে বেশি খাটলো নিজে। ঝোপ-ঝাড় মুড়িয়ে সুফিয়ার ক্লেইমগুলোকে ন্যাড়া করে ফেললো ওরা। তারপর শুরু হলো মাটি খুঁড়ে পাথর বের করার কাজ। পাথরগুলো মিলের জন্যে বাছাই করা জায়গার পাশে স্তূপ করা হলো। রোজ বারো ঘন্টা করে কাজ করছে ওরা, দেখতে দেখতে পাহাড়ের

মতো উঁচু হয়ে উঠলো স্তূপটা। এখনও যদিও লিডার রীফের দেখা পায়নি, তবু দুশ্চিন্তা করার মতো সময় খুব কমই পেলো রানা। সারা দিন কাজ করার পর মড়ার মতো ঘুমায় ও, ভোরে ঘুম ভাঙার পর আবার ডুবে যায় কাজে। শুধু রোববারে ঘোড়ায় চড়ে আঁন্দ্রে জিদের তাঁবুতে আসে ও, তার সাথে খনি ও ওষুধ নিয়ে আলোচনা করে। আঁন্দ্রে জিদের কাছে ওষুধের বিরাট একটা ভাণ্ডার আছে, আর আছে একটা ডাক্তারী বই। স্বাস্থ্য-সচেতনতা তার একটা নেশার মতো, এবং একই সাথে নিজের তিনটে প্রধান রোগের চিকিৎসা করছে সে। তার তিনটে অসুখের মধ্যে অন্তত একটা যে কি হতে পারে, আন্দাজ করতে পারলো রানা। ডাক্তারী বইটার একটা পরিচ্ছেদে ডায়াবেটিস সম্পর্কে লেখা হয়েছে, বহুকাল ধরে ঘন ঘন হাত পড়ায় পাতাগুলো ক্ষয়ে পাতলা হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে কোথাও কোথাও। প্রশ্ন করায় জানা গেল, রোগের লক্ষণগুলো সবই মুখস্থ বলতে পারে আঁন্দ্রে জিদ, এবং প্রতিটি লক্ষণই তার ভেতর আছে। তার আরেকটা প্রিয় বিষয় হলো বোন টিবি। এই রোগটাও আছে তার। এটার বৈশিষ্ট্য হলো—দ্রুতগতি। জিদের নিতম্ব থেকে কব্জিতে উঠে আসতে ওটা নাকি মাত্র এক হপ্তা সময় নেয়। দিনে দিনে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলেও, খনি সংক্রান্ত বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে লোকটার, তার সেই জ্ঞানে নির্লজ্জের মতো ভাগ বসাচ্ছে রানা। ডায়াবেটিসের রোগী হলে কি হবে, ব্র্যাণ্ডির প্রতি নিজের দুর্বলতার কথা রানার কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি সে। তথ্য ও জ্ঞানের বিনিময়ে প্রতি রোববারে তাকে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি উপহার দেয় রানা।

সুফিয়ার হোটেল থেকে নিজেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখে রানা। মেয়েটা অসাধারণ সুন্দরী, ঘন ঘন দেখা হলে কি থেকে কি ঘটে যায়, তাই ওর এই সাবধানতা। কোনো আলোচনা ব্যতিরেকেই একরকম

ঠিক হয়ে গেছে, সুফিয়ার সাথে মন দেয়া-নেয়ার ভূমিকাটা চার্লিই পালন করবে। ওদের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়াবার কোনো ইচ্ছে রানার নেই, কোনো রকম ঈর্ষাবোধও ওকে পীড়িত করে না। মনিকার স্মৃতি এখনও অম্লান হয়ে আছে ওর মনে। বিচ্ছেদ ব্যথায় আগের মতো হয়তো কাতর নয়, তবে মেয়েটার কথা মনে পড়লেই নিজের অজান্তে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক চিরে।

রোববারে আরেকটা কাজ করে রানা, ডমরু ও জুলু শ্রমিকদের খালি হাতে আত্মরক্ষার কৌশলগুলো শেখায়।

দেখতে দেখতে এক মাস পার হয়ে গেল। শ্রমিকদের বেতন বাকি রাখা গেলেও, এতোগুলো লোকের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতেই হাতের টাকা শেষ হয়ে গেছে রানার। আর দু'দিন কোনোরকমে চলতে পারে, তারপর উপোস থাকা ছাড়া উপায় নেই। কি করা যায় ভাবছে ও। খেতে না পেলে শ্রমিকরা পালাবে। একবার ভাবলো, সুফিয়ার সাথে দেখা করে ওর সমস্যার কথা জানায়। পরমুহূর্তে চিন্তাটা বাতিল করে দিলো। চার্লি ফিরে এসে শুনলে রাগ করতে পারে, মেয়েটার কাছে ছোটো হতে ঘোর আপত্তি থাকার কথা তার।

পরদিন শহরে এলো রানা, পরিচিত এক দোকান থেকে বাকিতে কিছু কিনতে পাওয়া যায় কিনা দেখবে। দোকানটার সামনে পৌঁছুবার আগেই ওর পথরোধ করে দাঁড়ালো হোঁৎকা চেহারার এক লোক। 'এই যে হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা, শ্বেতাঙ্গ লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। চিনতে না পারলেও, লোকটাকে কোথায় দেখেছে আন্দাজ করতে পারলো ও। সেই বার-এ, যেখানে চার্লির সাথে পরিচয় হয়েছিল ওর। 'কি চাই?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইলো ও।

প্রকাণ্ড দেহী লোকটা হাসলো। 'না–না, আমাকে ওদের একজন মনে করো না। সেদিন বার–এ আমি স্রেফ একজন দর্শক ছিলাম। তবে তোমাদের মারামারিটা কিন্তু জমেনি। আমি জার্মান,' নিজের পরিচয় দিলো সে। 'বক্সিং ভালোবাসি, সুযোগ পেলে চর্চাও করি—ইচ্ছে হলে আমার সাথে কয়েক রাউণ্ড লড়তে পারো—বন্ধুর মতো।'

হাসলো রানা, কেন যেন অত্যন্ত লোভনীয় লাগলো প্রস্তাবটা। 'তা লড়তে চাইছো যে, দর্শক যোগাড় করতে পারবে? লড়ে লাভ হবে কিছু?'

'দর্শকের কোনো অভাব নেই, সারাদিন খাটা–খাটনির পর ক্যানটিনের সামনে জড়ো হয়েছে মাইনাররা,' বললো জার্মান বক্সার।

'সব আয়োজন তোমাকে করতে হবে,' বললো রানা। 'হারি বা জিতি, যা আয় হবে আধাআধি ভাগ করে নেবো। রাজি?'

'রাজি।'

সন্ধের খানিক আগে, খোলা মাঠে, লড়লো ওরা। প্রায় এক ঘন্টা লড়ার পর দর্শকরাই রায় দিলো, দু'জনেই ওরা সমান শক্তিধর, কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। লড়াই শেষ হলো, যদিও কেউ বিজয়ী হয়নি। নিজের ভাগের টাকা পকেট ভরে জার্মান বক্সারের কাছ থেকে বিদায় নিলো রানা। এমন দুর্দিনে ছ'শো পঁচিশ র‍্যাণ্ড অনেক টাকা!

পরের মাসে আবার হাত খালি। এতোদিনে রানার সন্দেহ হতে শুরু করেছে, ওর ডলারগুলো চার্লি সম্ভবত কেপটাউনের বার ও জুয়ার আসরে বসে শেষ করে ফেলেছে। আবার শহরে এলো ও, হয় বক্সিং লড়বে নয়তো দোকানদারের কাছে ধার চাইবে। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরতে হলো ওকে। জার্মান লোকটাকে পায়নি ও, দোকানদার প্রত্যাখ্যান করেছে।

পরদিন বিকেলে শ্রমিকদের সাথে ক্রেইমগুলোর উত্তর সীমানায় কাজ করছে রানা। লিডার রীফের দেখা পাবার আশায় পনেরো ফুট গভীর করা

হয়েছে গর্তটা। পরবর্তী ডিনামাইটগুলো কোথায় বসানো হবে, শ্রমিকদের দেখিয়ে দিচ্ছে ও। জুনুরা ওর চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে থুথু মেখে কোদাল ধরতে যাবে সবাই। এই সময় গর্তের মাথা থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'কি হচ্ছে কি এখানে, ট্রেড ইউনিয়নের মিটিং?'

ঢাল বেয়ে এক ছুটে উঠে এলো রানা, বুকে জড়িয়ে ধরলো চার্লিকে। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে সে, তার কোঁকড়ানো চুলে রাজ্যের ধুলো। তবে ঠোঁট-বাঁকা হাসিটা আগের মতোই আছে। ভাবাবেগে ভাটা পড়ার পর রানা জানতে চাইলো, 'আমার জন্যে যে উপহার আনতে গিয়েছিলে, সেটা কোথায় রেখে এসেছো?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলো চার্লি। 'উপহারই বটে, বয়ে আনতে চব্বিশটা গরুর গাড়ি লেগেছে। পিছনেই আছে, সন্ধের মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

'সত্যি তাহলে আনতে পেরেছো?' রানার উল্লাস যেন সগর্জনে বেরিয়ে এলো।

'কেন, তোমাকে বলিনি, কোনো কাজে হাত দিলে আমি ব্যর্থ হতে জানি না?' রানার হাত ধরে টানলো চার্লি। 'বিশ্বাস না হয় তো দেখবে এসো! শুধু কি তাই, পররাষ্ট্র দফতরে গিয়ে তোমার রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার ব্যবস্থাও করেছি।'

উপত্যকা বরাবর চার মাইল লম্বা কনভয় চার্লির, প্রতিটি গরুর গাড়ি ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণ বোঝা বহন করছে। সামনের একটা গাড়ি দেখালো চার্লি, মরচে ধরা প্রকাণ্ড সিলিণ্ডার বহন করছে সেটা। 'ওটা আমার সবচেয়ে প্রিয়, দুনিয়ার সবচেয়ে পাজি বয়লার। কিভাবে যে ওটাকে এতোদূর আনতে পেরেছি, লিখলে মহাকাব্য হয়ে যাবে। সতেরো বার উল্টে পড়েছে, তারমধ্যে একবার নদীর মাঝখানে।'

গরুর গাড়ির কনভয় বরাবর ঘোড়া ছোটালো ওরা। 'মাই গড! আমার

ধারণা ছিলো না মিল মানে এতো কিছু!' হঠাৎ রানার চেহারায় সন্দেহ ফুটলো। 'তুমি শিওর, এগুলো ঠিকমত জোড়া লাগাতে পারবে?'

'ও-সব তুমি বন্ধুবর চার্লির ওপর ছেড়ে দাও, দোস্ত। মিল চালু করতে খানিক সময় লাগবে, তা ঠিক। দু'বছর খোলা আকাশের নিচে পড়ে ছিল, মরচে ধরে গেছে। তবে গ্রিজ, রঙ, আর চার্লি উডককের ব্রেন ঢাললে সুফিয়া'স ডীপ প্ল্যান্ট এক মাসের মধ্যেই পাথর ভেঙে সোনা উদগীরণ করবে।' থামলো চার্লি, একজন ঘোড়সওয়ারকে ওদের দিকে ছুটে আসতে দেখে হাত নাড়লো। 'ইনি আমাদের পরিবহন ঠিকাদার, জব চার্লটন—শেখ মাসুদ রানা, আমার পার্টনার।'

রানার সাথে করমর্দন করলো লোকটা, বললো, 'এই দেড় মাস ঈশ্বর যেভাবে আমাকে খাটিয়ে নিলো, সারাজীবনের সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে। নরক যন্ত্রণা এর চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে বলে বিশ্বাস করি না আমি। মেশিনগুলো এখন শুধু ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচি!'

চার্লির হিসাবে ভুল ছিলো, মরচে ধরা মেশিনগুলো পরিষ্কার করতে এক মাসের বেশি সময় লেগে গেল। দৈনিক ষোলো ঘন্টা পরিশ্রম করলো ওরা। তারপর একদিন হঠাৎ করে যেন ভোজবাজির মতো শেষ হলো কাজটা। মিলের প্রতিটি মেশিন নতুন রঙ মেখে চকচক করছে, গায়ে ঘন হলুদ গ্রিজ, বাকি আছে শুধু জোড়া লাগাবার কাজ।

'ঠিক কতোদিন লাগলো বলো তো?' জানতে চাইলো চার্লি।

'মনে হয় একশো বছরের কম নয়।'

'একশো বছর! তাহলে ক'টা দিন ছুটি পাওনা হয়েছে আমাদের। চলো, দোস্ত, মন ভরে ফুর্তি করি।'

শুরু করলো ওরা সুফিয়ার হোটেল থেকে। কিন্তু তৃতীয় লড়াইয়ের পর

ওদেরকে তাড়িয়ে দিলো সুফিয়া। আরও দশ–বারোটা জায়গার কথা মনে পড়লো ওদের, সব ক'টাতেই একবার করে ঢুঁ মারলো। এলাকায় উপস্থিত প্রায় সবাই উৎসবে মেতে আছে, কারণ গতকাল এক ঘোষণার মাধ্যমে গোল্ডফিল্ডটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। ঘোষণায় বলা হয়েছে, এলাকার সমস্ত জমি অ্যাকোয়্যার করা হয়েছে। লীজ সিস্টেমে মাইনারদের নামে বরাদ্দ করা হবে ওগুলো। যে আগে আবেদন করবে তার নামে বরাদ্দ হবে। সাদা কাগজে, সরকারী সীল–ছাপ্পড় ছাড়াই লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল, সেগুলো বাতিল করা হয়েছে। নতুন লাইসেন্সের জন্যে ছাপানো ফর্ম সরবরাহ করা হবে। জমি হুকুম দখল করায় প্রচলিত হারে ক্ষতিপূরণ পাবে চাষীরা।

চাষীরা ছাড়া বাকি সবাই খুশি। ক্যানটিনগুলোয় উপচে পড়ছে মানুষ। তাদের সাথে মিশে গিয়ে হৈ–হল্লায় মেতে উঠলো চার্লি ও রানা। বক্সিং–এ উৎসাহ নেই কারো, কাজেই দলবেঁধে নাচানাচি করলো ওরা। উৎসবমুখর পরিবেশে ব্যবসায়ীরাও দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। ফেরিওয়ালারা রাস্তার ওপর বসে পড়েছে পসরা নিয়ে, পেইন কিলার ট্যাবলেট থেকে শুরু করে ডিনামাইট, সবই বিক্রি করছে তারা। খনি থেকে সরাসরি চলে এসেছে মাইনাররা, উদোম গায়ে, হাত–পায়ে ধুলো লেগে রয়েছে এখনও। চাষীরাও আছে, বিষণ্ন ও মলিন তাদের চেহারা।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে কেরালার মেয়ে অনুপমা রানা ও চার্লিকে খুঁজতে এলো। ড্যাফোডিল বার–এ এক বুড়ো মাইনারের সাথে নাচছে চার্লি, পঞ্চাশজন দর্শকের সাথে রানাও খালি বোতলে চামচ ঠুকে উৎসাহ দিচ্ছে ওদেরকে।

ভিড়ের ভেতর রানাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো অনুপমা। তাকে ধরার জন্যে লম্বা হলো কয়েকটা হাত, তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করলো সে, পিঠ

ধনুকের মতো বাঁকা করে নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করলো। হাঁপাতে হাঁপাতে রানার পাশে এসে দাঁড়ালো সে। 'ম্যাডাম খবর পাঠিয়েছেন, এই মুহূর্তে যেতে হবে আপনাদের—বিপদ খুব গুরুতর!' বলেই চরকির মতো ঘুরলো সে, আবার দরজার দিকে ছুটলো।

চার্লি নাচে মত্ত, অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই, তাকে প্রায় কাঁধে তুলে বের করে আনতে হলো রানার। রসভঙ্গ হওয়ায় প্রচণ্ড রেগে গেছে সে, মুঠো ও কনুই চালাচ্ছে রানার মাথায়। চিৎকার করলো রানা, 'সুফিয়া খবর পাঠিয়েছে, তার নাকি বিপদ।'

শান্ত হলো চার্লি। 'কি!' নেশা ছুটে গেছে তার।

সুফিয়াকে তার বেডরুমে পেলো ওরা। 'তোমাদের ছেলেমানুষি শেষ হয়েছে?' জানতে চাইলো মেয়েটা। পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা।

বিড় বিড় করলো চার্লি, রানাকে ছেড়ে দিয়ে কোটের সামনে থেকে ধুলো ঝাড়লো।

'আপনার চোখের ওপর ওটা কিসের দাগ?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো সুফিয়া। নরম আঙুল তুলে পরীক্ষা করলো ক্ষতটা। 'বোঝাই যাচ্ছে মারামারি করেছেন!' সামান্য গম্ভীর হলো সে, তারপর বললো, 'বিপদটাকে ছোটো করে দেখো না, চার্লি। তোমরা যদি খনির মালিক থাকতে চাও, তাহলে আজ রাতের মধ্যেই কিছু একটা করো!'

'কেন, কি হয়েছে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো চার্লি।

'দেরি করে আসায় যারা জমি পায়নি, তারা একজোট হয়ে একটা সিণ্ডিকেট গঠন করেছে। সরকারী ঘোষণা শুনে এখন তারা ক্লেইমগুলো দখল করতে আসছে। দখলে কোনো জমি নেই, কিন্তু লাইসেন্সের জন্যে এরই মধ্যে আবেদন জানিয়েছে ওরা।'

এগিয়ে এসে সুফিয়ার কপালে আলতোভাবে চুমো খেলো চার্লি, 'ধন্যবাদ, ডার্লিং!' ঘুরে আবার দরজার দিকে এগোলো সে।

'চার্লি, সাবধান!' ওদের পিছন থেকে বললো সুফিয়া। 'ওদের সাথে কিন্তু রাইফেল আছে!'

'রাইফেল বা বন্দুক চালাতে জানে, এমন কিছু লোক ভাড়া করা যায় না?' সুফিয়ার বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চাইলো রানা।

'গুড আইডিয়া! সুফিয়ার ডাইনিং রুমে দু'চারজনকে পাওয়া যেতে পারে, চলো দেখি।'

নিজেদের মাইনে ফেরার পথে আঁন্দ্রে জিদের তাঁবুর সামনে একবার থামলো ওরা। ইতিমধ্যে সন্ধে হয়ে গেছে। ইস্ত্রি করা নতুন শার্ট গায়ে চড়িয়ে কোথাও যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল আঁন্দ্রে জিদ। রানা ও চার্লির সাথে পাঁচজন সশস্ত্র লোককে দেখে ভুরু জোড়া কপালে উঠে গেল তার। 'তোমরা কি শিকারে বেরুচ্ছো?' জানতে চাইলো সে।

সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো চার্লি। ব্যাখ্যা শেষ হয়নি তখনও, রাগে ফুঁসতে লাগলো আঁন্দ্রে জিদ। 'শালারা পেয়েছে কি! ক্লেইম ছিনিয়ে নেবে!' চোখের পলকে তাঁবুর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে, বেরিয়ে এলো ডাবল-ব্যারেল শটগান নিয়ে। 'চলো তো দেখি, শালাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে দিই!'

'জিদ, শান্ত হও,' ধমকের সুরে বললো রানা। 'প্রথম কোথায় হামলা করবে ওরা, আমরা জানি না। তোমার লোকজনকে তৈরি থাকতে বলো। যদি আমাদের খনির দিক থেকে গুলির আওয়াজ পাও, সাহায্য করার জন্যে ছুটে যাবে তোমরা। তোমাদের ওপর হামলা হলে আমরাও ছুটে আসবো।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো! দারুণ আইডিয়া! শালারা পেয়েছে কি...!' নিজের লোকদের ডাকার জন্যে আরেকদিকে ছুটে গেল আঁন্দ্রে জিদ।

জুলুরা গোল হয়ে বসে আছে আগুনের ধারে, রাতের খাবার তৈরি করছে ডমরু। ঘোড়া থামিয়ে রানা বললো, 'বর্শাগুলো বের করো!' কেন, কি—কিছুই জিজ্ঞেস করলো না জুলুরা, এক ছুটে তাঁবুর ভেতর ঢুকে যে যার বর্শা নিয়ে বেরিয়ে এলো।

'হুজুর, কোথায় লড়াই হচ্ছে?' সমস্বরে জানতে চাইলো তারা।

'এসো, তোমাদের দেখাই।'

মিল মেশিনের আশপাশে পজিশন নিতে বলা হলো ভাড়াটে বন্দুকবাজদের, ওখান থেকে খনিতে আসার পথটা কাভার দিতে পারবে তারা। জুলুদের লুকিয়ে রাখা হলো একটা প্রসপেক্ট ট্রেঞ্চে। লড়াই যদি হাতাহাতি পর্যায়ে নেমে আসে, সিণ্ডিকেটের সদস্যরা বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে। ঢাল বেয়ে খানিকটা নিচে নেমে এলো রানা ও চার্লি, পরখ করে দেখলো দলের সবাই ভালোভাবে গা—ঢাকা দিয়ে আছে কিনা। 'কি পরিমাণ ডিনামাইট আছে আমাদের?' চিন্তিতভাবে জানতে চাইলো রানা।

এক সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো চার্লি, তারপর নিঃশব্দে হাসলো। 'প্রচুর!' রানার সাথে দো—চালায় এসে ঢুকলো সে। এটাকে ওরা ষ্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করছে।

পথের মাঝখানে, কয়েক শো ফুট নিচের ঢালে, পুরো এক কেস বিস্ফোরক মাটির তলায় পুঁতে রাখলো ওরা। জায়গাটা চিহ্নিত করার জন্যে পুরানো একটা টিনের ক্যান ফেলে রাখলো। দো—চালায় ফিরে এসে ঘন্টাখানেক ধরে গ্রেনেড বানালো ডিনামইট স্টিক দিয়ে। প্রতিটি গ্রেনেডের সাথে ডিটোনেটর ও খুদে ফিউজ থাকলো। তারপর ওরা ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি কোট গায়ে চড়িয়ে পজিশন নিলো। কোলের ওপর রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা করছে।

উপত্যকা জুড়ে অসংখ্য তাঁবু, তবু অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

কাছাকাছি ক্যানটিন থেকে গান ও হৈ-চৈ ভেসে আসছে অস্পষ্টভাবে। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত পথটা খালিই পড়ে থাকলো। নতুন রঙ করা বয়লারে পিঠ ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছে রানা ও চার্লি।

এক সময় রানা বললো, 'আচ্ছা, সবার আগে সুফিয়া কিভাবে জানলো খবরটা?'

'সব খবরই সবার আগে পেয়ে যায় ও। হোটেলটা গোল্ডফিল্ডের মাঝখানে তো। তাছাড়া, একা বলে অত্যন্ত সতর্ক থাকে, সব সময় খোলা রাখে কান দুটো।'

নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞেস করলো রানা, 'মেয়েটা সত্যি ভালো, কি বলো?'

'খুবই ভালো,' একমত হলো চার্লি।

'তুমি কি ওকে বিয়ে করছো, চার্লি?'

'গুড গড!' আঁতকে উঠলো চার্লি, শিরদাঁড়া এতো দ্রুত খাড়া করলো যেন কেউ তাকে ছোরা মেরেছে। 'তুমি কি পাগল হলে, দোস্ত?'

'কেন, তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস না?'

'ভালোবাসি, অবশ্যই ভালোবাসি। কিন্তু ভালোবাসা আর বিয়ে কি এক জিনিস হলো? ভালোবাসি বলেই তো ওকে আমি কোনোদিন ক্রীতদাসী বানাতে পারবো না, ওরও উচিত হবে না আমাকে ভেড়া বানাবার চেষ্টা করা। তাছাড়া, একই ভুল দু'বার করে বোকারা।'

অবাক হয়ে চার্লির দিকে তাকালো রানা। 'তোমার একবার বিয়ে হয়েছে?'

'আগুন ও বরফের সাথে। মেয়েটা হাফ নরওয়েজিয়ান হাফ স্প্যানিশ।'

'কি ঘটলো?'

'ফেলে পালিয়ে এলাম।'

'সেকি! কেন?'

'বললাম না, আগুন ও বরফ। যে ক'টা দিন একসাথে ছিলাম, প্রতিটি মুহূর্ত ঝগড়া আর হাতাহাতি হয়েছে তার সাথে আমার। হাতাহাতি মানে আমাকে মারতে এসেছে, আমি আত্মরক্ষা করেছি।'

'কেন, লাগতো কি নিয়ে?'

'সারাদিনে পাঁচশো বার তার পরীক্ষা করা চাই আমি তাকে ভালোবাসি কিনা, ভালোবাসলে কতোটুকু বাসি। তার শর্ত ছিলো সব সময় তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হবে, আঙুল নাড়লে লাফাতে হবে, রাস্তায় গাড়ি খারাপ হলে তাকে কাঁধে তুলে নিতে হবে।'

'অর্থাৎ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার,' বললো রানা। 'কিন্তু সব মেয়ে কি সমান?'

দু'হাতে কান ধরলো চার্লি। 'তওবা করেছি। ন্যাড়া দ্বিতীয়বার বেলতলায় যাবে না। আমার ভয় করছে, এসো বরং অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি। ক'টা বাজে?'

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রেখে রানা বললো, 'মাঝরাত পেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা বোধহয় আর আসবে না।'

'আসবে না মানে? এখানে সোনা রয়েছে না! আসবে, তবে প্রশ্ন হলো কখন আসবে।'

কিন্তু রাত ভোর হয়ে এলো, শত্রুর দেখা নেই। কিছুক্ষণ ঝিমিয়েছে ওরা, মাঝে মধ্যে গল্প করেছে, খানিক আগে রানাকে জেগে থাকার অনুরোধ করে বয়লারের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছে চার্লি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে দেখে দাঁড়ালো রানা, মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলো। হসপিটাল হিল–এর দিক থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠলো। তার

ডাকে সাড়া দিলো আরেকটা। হাই তুলে ফেরারি ক্যাম্প-এর দিকে তাকালো রানা, তাকাতেই দেখতে পেলো লোকগুলোকে। কালো একটা সচল রেখা, একদল ঘোড়সওয়ার। গোটা পথ জুড়ে ছুটে আসছে তারা, শিশির ভেজা পথ থেকে একটুও ধুলো উড়ছে না। অগভীর নদী পেরিয়ে এক জায়গায় জড়ো হলো শত্রুরা।

মোরগের মতো ডাক ছাড়লো রানা, 'কঁক-কঁক, কঁক-কঁক!'

'কি হলো?' চোখ মেলে তাকালো চার্লি।

'আমাদের টার্গেট পৌঁছে গেছে,' বললো রানা।

লাফ দিয়ে সিধে হলো চার্লি। 'কোথায়?' রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো সে, তারপর বললো, 'আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে গোল্ড ডাস্ট মাইনের দিকেও চলে যেতে পারে।'

'সেটা বোঝা যাবে পথের মোড়ে আসার পর। আমাদের তৈরি থাকা উচিত। ডমরু!' চিৎকার করলো রানা।

ট্রেঞ্চ থেকে কালো একটা মুখ উঁকি দিলো। 'হুজুর?'

'তোমরা জেগে আছো তো? ওরা আসছে।'

সাদা হাসি দেখা গেল কালো মুখে। 'সত্যি তাহলে লড়াই হবে, হুজুর?'

'হবে বলেই তো মনে হচ্ছে। মুখ লুকাও, আমি না বলা পর্যন্ত বের করবে না।'

ভাড়াটে বন্দুকবাজরা ঘাসের ওপর পেট দিয়ে শুয়ে আছে, প্রত্যেকের কনুইয়ের কাছে পড়ে রয়েছে সদ্য প্যাকেট খোলা কার্তুজ। ত্রস্ত পায়ে চার্লির কাছে ফিরে এলো রানা, বয়লারের পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলো ওরা। 'টিনের ক্যানটা তো পরিষ্কারই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে, গুলি লাগাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'চোখ বুজে।'

টগবগিয়ে ছুটে আসছে একটা ঘোড়া, আওয়াজটা ওদের ডান পাশ থেকে এলো। 'হল্ট'! হুঁশিয়ার করলো চার্লি।

'আমি মেসেঞ্জার,' চিৎকার করলো লোকটা। 'ফ্যালন–হবার্ট মাইন থেকে আসছি!'

রাইফেল নামিয়ে সিধে হলো চার্লি। 'কি ব্যাপার? নদী পেরুলে কিভাবে?'

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়া থেকে নামলো ফ্যালন–হবার্ট মাইনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রিকি স্যামসন। 'সিণ্ডিকেটের ওরা আমাদের মাইনে হামলা চালিয়ে তিনজন শ্রমিককে গুরুতর আহত করেছে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তাঁবুতে। পাল্টা ধাওয়া করায় এদিকে সরে আসছে তারা! মি. ফ্যালন আপনাদেরকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে পাঠালেন আমাকে।'

'ধন্যবাদ, রিকি।' রানার দিকে ফিরলো চার্লি। 'পরিস্থিতি গুরুতর, রানা। আমি ভেবেছিলাম ডিনামাইটগুলো না ফাটালেও চলবে।'

'আমি যাই, খবরটা আরও কয়েক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।' ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল রিকি স্যামসন।

'হুঁ,' বললো রানা। 'বোঝা যাচ্ছে ওরা সিরিয়াস, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বে না।'

পথের মোড়ে পৌঁছুলো সিণ্ডিকেট বাহিনী, কোনো রকম ইতস্তত না করে সুফিয়া ডীপ–এর দিকে এগিয়ে আসছে তারা। রিজ–এর ওপর ওঠার সময় গতি বেড়ে গেল তাদের। বয়লারের ওপর রাইফেলের ব্যারেল ঠেকালো রানা, রূপালি একটা চকচকে ভাব–এর ওপর লক্ষ্যস্থির করলো। ওটা সম্ভবত ধাতব একটা বোতাম, চাঁদের আলো লেগে চকচক করছে।

'আইন কি বলে, চার্লি?' ঠোঁটের কোণ ফাঁক করে জানতে চাইলো

রানা। গত হপ্তায় কেপটাউন থেকে ওর নামে কিছু কাগজ-পত্র এসেছে ডাকযোগে। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে যে আবেদন-পত্র জমা দেয়া হয়েছিল, সেটা মঞ্জুর করা হয়েছে।

'আমাদের সীমানার ভেতর ঢুকে পড়েছে ওরা, কোর্টে আমরা এটাকে বেআইনী অনুপ্রবেশ বলে প্রমাণ করতে পারবো। এখানে আসার আগে নিরীহ লোককে আহত করেছে ওরা, আগুন দিয়েছে তাঁবুতে—আমরা আত্মরক্ষার জন্যে গুলি চালাচ্ছি।'

সামনের সারির একটা ঘোড়া টিন ক্যানটায় লাথি মারলো, এক সেকেণ্ড আগে ওটা যেখানে ছিলো ঠিক সেখানটায় গুলি করলো রানা। ভোরের নিস্তব্ধতার ভেতর গুলির আওয়াজটা অস্বাভাবিক জোরালো শোনালো, সিণ্ডিকেট বাহিনীর সবাই ঝাঁকি খেয়ে রিজ-এর দিকে মুখ তুললো। পরমুহূর্তে তাদের পায়ের নিচের মাটি বাদামি ধুলোর পাহাড়ে পরিণত হয়ে লাফ দিলো আকাশ ছোঁয়ার জন্যে। ধুলো সরে যাবার পর ধরাশায়ী ঘোড়া ও লোকজনের একটা স্তূপ দেখা গেল ওখানটায়, এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছে, মোচড় খাচ্ছে অনবরত। রিজ-এর মাথা পর্যন্ত পরিষ্কার ভেসে এলো তাদের চিৎকার।

'মাই গড!' সশব্দে নিঃশ্বাস ফেললো রানা, ধ্বংসের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছে ও।

'স্যার,' ভাড়াটে বন্দুকবাজদের একজন জিজ্ঞেস করলো। 'শুরু করবো আমরা?'

'না,' দ্রুত বললো রানা। 'যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে ওদের। দেখা যাক এরপর কি করে ওরা।'

শুরু হলো পলায়ন পর্ব। প্রথমে ঝেড়ে দৌড় দিলো আরোহীহীন ঘোড়াগুলো। পিছনের সারির ঘোড়সওয়াররা তাদের ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো

উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়লো লোকজন, ছুটে পালাচ্ছে। ওরা ফেলে যাচ্ছে চার-পাঁচজন লোক ও তিন-চারটে ঘোড়া, দেখে স্বস্তিবোধ করলো রানা। 'বিনা পরিশ্রমেই দুশো র‍্যাণ্ড রোজগার করেছো তোমরা,' ভাড়াটে বন্দুকবাজদের বললো ও। 'যাও, যে-যার তাঁবুতে ফিরে নাস্তা খাও। দরকার হলে খবর পাঠাবো।'

'দাঁড়াও, রানা,' বলে পথের মোড়ের দিকে হাত তুলে দেখালো চার্লি। বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে যাওয়া লোকগুলোকে ওখানটায় আবার জড়ো করছে দু'জন ঘোড়সওয়ার। 'সম্ভবত ওরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে,' বললো সে। 'লোকগুলোকে প্ররোচিত করছে আবার হামলা চালাবার জন্যে। রেঞ্জের ভেতরই তো, দেবো নাকি খুলি উড়িয়ে?'

রানা রাজি হলো না। 'আমাদের সীমানার বাইরে রয়েছে ওরা। গলায় ফাঁস পরতে চাও নাকি?'

'ঠিক আছে, ফাঁকা গুলি করি।'

'তা করতে পারো,' সম্মতি জানালো রানা।

পর পর দুটো গুলি করলো চার্লি। সিণ্ডিকেটের কিছু সদস্য পিছন ফিরলো ওদের দিকে, ফিরতি পথ ধরলো। বাকি সবাই নিরেট ভিড় তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকলো মোড়ের মাথায়।

'সুযোগ পেয়েও হারিয়েছি আমরা,' বন্দুকবাজদের একজন অভিযোগ করলো। 'তখন যদি গুলি করে কয়েকজনকে ফেলে দিতে পারতাম, সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। এখন ওরা ফিরে আসবে আবার। দেখছেন না, ওই দুই ব্যাটা রাজনৈতিক নেতাদের মতো কেমন হাত নেড়ে লেকচার মারছে!'

ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে এগোলো ওরা, ছড়িয়ে পড়লো ঢালের ওপর, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উঠে আসছে। সুফিয়া ডীপ ক্লেইমের ঠিক নিচে

পৌঁছে ইতস্তত করলো লোকগুলো, তারপর সবাই একযোগে তীর বেগে ছুটে এলো, আসার পথে খুঁটি ও পাথরের স্তূপ ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

'সবাই একসাথে, বীরযোদ্ধারা!' নির্দেশ দিলো চার্লি, পরমুহূর্তে একসাথে গর্জে উঠলো সাতটা রাইফেল। এখনও অনেক দূরে লোকগুলো। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন লোক মাথা নিচু করে, পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ছুটে আসছে। প্রথমদিকে বুলেটগুলো কোনো কাজে এলো না। তারপর দূরত্ব কমে আসায় একজন দু'জন করে পড়তে শুরু করলো। ঢালের গায়ে সরু একটা নালা রয়েছে, ওটার কাছে পৌঁছে সিণ্ডিকেটের সদস্যরা লাফিয়ে নিচে নামলো, নালার কিনারায় রাইফেল তুলে পাল্টা গুলি করলো ওদের দিকে।

'হুজুর, অনুমতি দিন, সামনে বাড়ি আমরা!' আবেদন জানালো জুলুদের একজন।

আরেকজন বললো, 'চলো যাই, বর্শা গাঁথি শালাদের বুকে।'

'চুপ!' ধমক দিলো রানা। 'দশ পা-ও এগোতে পারবে না, গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

'রানা, কাভার দাও আমাকে,' ফিসফিস করলো চার্লি। 'চুপিসারে রিজ-এর পিছনে চলে যাচ্ছি আমি, পাশ থেকে নালার ভেতর ডিনামাইটের কয়েকটা স্টিক ফেলে দেখি কি হয়।'

খপ করে চার্লির বাহু খামচে ধরলো রানা, ব্যথায় নীল হয়ে গেল চার্লির মুখ। 'নড়লে আমি তোমার মাথায় রাইফেল ভাঙবো! গুলি করে ঠেকাবার চেষ্টা করো ওদের। চিন্তা করতে দাও আমাকে।' বয়লারের কিনারা দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করলো ও, সাথে সাথে মাথাটা আবার নামিয়ে নিলো, একটা বুলেট লাগালো বয়লারের গায়ে, ওর কানের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। নাকের সামনে নতুন রঙের দিকে তাকালো ও, কাঁধ ঠেকালো

ওখানটায়, সামান্য দুলে উঠলো বয়লার। মুখ তুলে দেখলো ওর দিকে তাকিয়ে আছে চার্লি। 'তোমার সাথে আমিও যাচ্ছি,' বললো রানা। 'আমিও ডিনামাইট ছুঁড়বো। ঘুরপথে নয়, ঢাল বেয়ে হেঁটে নামবো আমরা।'

'কি!' হতভম্ব হয়ে গেল চার্লি।

'ডমরু আর তার লোকেরা বয়লারটা আমাদের সামনে গড়িয়ে নিয়ে যাবে,' বললো রানা। 'বাকি পাঁচজন বন্দুকধারী কাভার দেবে আমাদের।' জুলুদের ডেকে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো ও। উল্লাসে রণহুঙ্কার ছাড়লো তারা, বয়লারের পিছনে দাঁড়াবার জায়গা পাবার জন্যে গুঁতোগুঁতি শুরু করলো পরস্পরের সাথে। নিজেদের শার্টের সামনেটা গ্রেনেড স্টিকে ভরে নিলো রানা ও চার্লি। দু'জনের হাতে দুটো রশি থাকলো, আলকাতরা মাখানো, নিচের প্রান্তে আগুন জ্বলছে।

ডমরুর উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালো রানা।

'হেইয়ো, হেইয়ো হো!' একযোগে কোরাস ধরলো জুলুরা, বয়লার-টাকে ঠেলছে।

একবার গড়ালো বয়লার, তারপর আর নড়তে চায় না। বয়লারের গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলা দিলো জুলুরা, বুক আর পেটের আড়ষ্ট পেশী কাঁপতে শুরু করলো থরথর করে। রণসঙ্গীত গাইছে তারা।

আরও একটা গড়ান দিলো বয়লার, তারপর আর কোনো সমস্যা হলো না। গড়াতে গড়াতে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ওটা, গতি যদিও মন্থর এখনও। নালার ভেতর থেকে গুলিবর্ষণের মাত্রা বেড়ে দ্বিগুণ হলো, ধাতব সিলিণ্ডারে লেগে তীক্ষ্ণ শব্দ করছে বুলেটগুলো। জুলুদের রণসঙ্গীতের সুরও সেই সাথে বদলে গেল। অদ্ভুত একটা ছন্দ আছে সুরটায়, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। জ্বলন্ত রশিতে গ্রেনেড ছোঁয়ালো ও, তারপর বয়লারের

ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলো নালার দিকে। নালার ওপর শূন্যে বিস্ফোরিত হলো সেটা। আরও একটা গ্রেনেড ছুঁড়লো ও। বুম, বুম! দেখাদেখি চার্লিও ছুঁড়ছে। নালার উঁচু কিনারায় বাড়ি খেয়ে থেমে গেল বয়লার, ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। ধোঁয়ার আড়াল পেয়ে বয়লারের পিছন থেকে বেরিয়ে এলো জুলুরা, হাতে উদ্যত বর্শা, মুখে রণসঙ্গীত। লাফ দিয়ে নালার ভেতর পড়লো তারা।

শ্বেতাঙ্গ শত্রুরা ছড়িয়ে পড়লো নালার ভেতর, ঢাল বেয়ে অপর পারে উঠে যাচ্ছে, পিছন থেকে তাদের পিঠে বর্শা গাঁথলো জুলুরা।

পঞ্চাশজন সশস্ত্র শ্রমিককে নিয়ে ঠিকই পৌঁছুলো আঁদ্রে জিদ, কিন্তু যুদ্ধটা ততোক্ষণে থেমে গেছে।

'তোমার লোকদের নিয়ে প্রতিটি তাঁবুতে তল্লাশি চালাও,' তাকে পরামর্শ দিলো রানা। 'আঁচড়ে বের করে আনো কালপ্রিটদের। যারা পালিয়েছে তাদের সবক'টাকে ধরা চাই।'

'ঠিক,' রানাকে সমর্থন করলো চার্লি। 'আমরা চাই গোল্ডফিল্ডে এবার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক।'

'হামলায় কারা অংশ নিয়েছে কি করে বুঝবো?' জিজ্ঞেস করলো আঁদ্রে জিদ।

'সাদা মুখ, গায়ের শার্ট ঘামে ভেজা, পায়ে ধুলো, এ-সব দেখলেই ধরে আনবে,' জবাব দিলো রানা। 'যারা আহত হয়েছে তাদেরকে তো দেখলেই চিনতে পারবে। সুফিয়ার হোটেলের সামনে জড়ো করো সবাইকে, আমরা আসছি।'

লোকজন নিয়ে চলে গেল আঁদ্রে জিদ, ঢাল থেকে জঞ্জাল সাফ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলো রানা ও চার্লি। পাথুরে ঢাল পিচ্ছিল ও নোংরা হয়ে আছে—দায়ী মূলত জুলুদের বর্শাগুলো। আহত ঘোড়াগুলোকে গুলি করে।

মেরে ফেললো ওরা। নালা ও তার নিচের ঢাল থেকে সাতটা লাশ সরানো হলো। ওগুলোর মধ্যে দুটো জুলুদের। আহতদের সংখ্যা আরও অনেক বেশি, সবাইকে তোলা হলো গরুর গাড়িতে।

সুফিয়ার হোটেলে পৌঁছুতে দুপুর হয়ে গেল। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে এগোলো ওদের গরুর গাড়ি, থামলো হোটেলের সামনে। মনে হলো এলাকার সমস্ত মানুষ জড়ো হয়েছে এখানে। হোটেলের সামনের খোলা ছোট্ট মাঠে তিল ধারণের জায়গা নেই। বন্দীদের নিয়ে আঁন্দ্রে জিদও পৌঁছে গেছে।

উত্তেজনায় প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে লোকটা। ভিড় সরাবার জন্যে হাতের শটগানটা মাথার চারদিকে বন বন করে ঘোরাচ্ছে সে, আবার পরমুহূর্তে জোড়া মাজল দিয়ে বন্দীদের পেটে গুঁতো মারতে যাচ্ছে। 'জোর যার মুল্লুক তার, অ্যাঁ? শালারা খেলা পেয়েছো, ক্লেইম দখল করবে! পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি নামিয়ে দেবো না!' হঠাৎ রানা ও চার্লির ওপর চোখ পড়লো তার। 'চার্লি, চার্লি! ব্যাটাদের ধরে এনেছি আমি! এক শালাও পালাতে পারেনি!' শটগানের বাড়ি খাওয়ার ভয়ে পিছিয়ে গেল লোকজন। শটগানটা সরাসরি রানার দিকে সিধে হলো একবার, নিজের অজান্তেই রানার শরীরটা শিউরে উঠলো একবার।

বন্দীদের গায়ে এমনভাবে রশি জড়ানো হয়েছে, মুখ বাদে গোটা শরীর ঢাকা পড়ে গেছে পুরোপুরি। অত্যন্ত শক্ত বাঁধন, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তাদের, মাংসের ভেতর ডেবে গেছে রশি। অতিরিক্ত সাবধানতা হিসেবে প্রতিটি বন্দীর সামনে একজন করে সশস্ত্র শ্রমিক দাঁড়িয়ে আছে। গরুর গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলো রানা। 'বাঁধন আরেকটু ঢিলে করলে হয় না?' আঁন্দ্রে জিদকে জিজ্ঞেস করলো ও।

'আর সেই সুযোগে পালিয়ে যাক ওরা!' প্রতিবাদ জানালো আঁন্দ্রে

জিদ।

'পালিয়ে খুব বেশি দূর যেতে পারবে কি?'

'না, তা হয়তো যেতে পারবে না...,' অপ্রতিভ দেখালো জিদকে।

'আর আধ ঘন্টা এভাবে থাকলে সারা শরীরে ঘা হয়ে যাবে, তারপর পচন ধরবে ঘায়ে।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাঁধন ঢিল করার নির্দেশ দিলো জিদ। ভিড় ঠেলে হোটেলের ধাপ বেয়ে বারান্দায় উঠলো চার্লি। ওখানে দাঁড়িয়ে হাত তুললো সে, সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিলো। সমস্ত শোরগোল থেমে গেল, মুখ তুলে চার্লির দিকে তাকালো সবাই।

'আজ বহুলোক মারা গেছে। আমরা কেউ চাই না এ-ধরনের ঘটনা আরও ঘটুক। এটা বন্ধ করার একমাত্র উপায়, দায়ী লোকদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়া।' সমর্থনসূচক ধ্বনি ও হাততালির শব্দ হলো, নেতৃত্ব দিচ্ছে আঁন্দ্রে জিদ।

'শাস্তির ব্যবস্থা আমরা নিয়ম অনুসারে করতে চাই। শুধু আজকের এই ঘটনা নয়, গোল্ডফিল্ডের যে-কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে একটা নির্বাচিত কমিটি। দশজনকে সদস্য করে একটা কমিটি গঠন করা যেতে পারে, একজন হবে চেয়ারম্যান।'

করতালি।

'কমিটির নাম রাখা হোক ডিগারস' কমিটি,' ভিড়ের মধ্যে থেকে চিৎকার করলো একজন।

'ঠিক আছে, কমিটির নাম রাখা হলো ডিগারস' কমিটি। এবার আমাদের একজন চেয়ারম্যান দরকার। কারো কোনো সাজেশন আছে?'

'মি. চার্লি উডকক,' প্রস্তাব রাখলো আঁন্দ্রে জিদ।

'হ্যাঁ, চার্লি—সে-ই উপযুক্ত।'

'চার্লি উডকককে আমরা সমর্থন করি।'

'আর কোনো সাজেশন?'

'না,' একযোগে গর্জে উঠলো জনতা।

'ধন্যবাদ, জেন্টেলমেন।' ভিড়ের ওপর চোখ বুলিয়ে হাসলো চার্লি। 'আমাকে সম্মান দেখানোয় গর্ববোধ করছি। এবার, দশজন সদস্য।'

'রবার্ট রনসন ও হেলমুট ডোবার।'

'বার্ক কেমপার।'

'আঁন্দ্রে জিদ।'

"মাসুদ রানা।'

পঞ্চাশজনের নামে প্রস্তাব এলো। একটা করে নাম উচ্চারণ করলো চার্লি, ভোটারদের বললো সমর্থন করলে হাত তোলো। যারা নির্বাচিত হলো তাদের মধ্যে আঁন্দ্রে জিদ ও রানাও থাকলো। দশটা চেয়ার ও একটা টেবিল আনা হলো বারান্দায়, আসন গ্রহণ করলো চার্লি। হাতুড়ি হিসেবে পানির একটা জগ ব্যবহার করলো সে, টেবিলের ওপর সেটা বার কয়েক ঠুকে হৈ-চৈ থামালো, ঘোষণা করলো ডিগারস' কমিটির প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে। অধিবেশনের শুরুতেই ভিড়ের ভেতর দাঁড়ানো তিনজন বন্দুকধারীকে পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড করে জরিমানা করলো সে, অধিবেশন চলাকালে রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করার অপরাধে। সাথে সাথে জরিমানার টাকা আদায় করা হলো। পরিবেশটা হয়ে উঠলো থমথমে।

'অপরাধের ফিরিস্তি দেয়ার জন্যে মি. মাসুদ রানাকে আহ্বান জানাচ্ছি আমি।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো রানা, যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলো, তারপর বললো, 'আপনি ওখানে উপস্থিত ছিলেন, ইওর অনার, কাজেই কি ঘটেছে সবই আপনি জানেন।'

'হ্যাঁ, আমি ছিলাম,' বললো চার্লি। 'ধন্যবাদ, মি. রানা। আপনি

অত্যন্ত পরিষ্কার একটা ছবি তুলে ধরেছেন। এবার,' বন্দীদের দিকে তাকালো সে, 'তোমাদের হয়ে কে কথা বলবে?'

নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করলো বন্দীরা, তারপর একজনকে ঠেলে দিলো সামনের দিকে। মাথা নামিয়ে হ্যাটটা হাতে নিলো লোকটা, চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে। 'মহামান্য বিচারক,' শুরু করলো সে। তারপর কি বলবে খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল।

সবাই অপেক্ষা করছে।

'মহামান্য বিচারক।'

'আগেই একবার বলেছো।'

'ঠিক কোথা থেকে শুরু করতে হবে আমি জানি না, মি. চার্লি উডকক—মানে মহামান্য বিচারক, স্যার।'

আবার বন্দীদের দিকে তাকালো চার্লি। 'প্রতিনিধি হিসেবে তোমাদের বোধহয় নতুন কাউকে পাঠানো উচিত।'

প্রথম লোকটা মাথা নিচু করে ফিরে গেল, তার জায়গায় এসে দাঁড়ালো নতুন একজন। তার তেজ এখনও কমেনি। শুরু করলো এভাবে, 'বেজন্মা কুত্তাদের কোনো অধিকার নেই বিচারের নামে প্রহসন…।'

সাথে সাথে পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড জরিমানা করলো চার্লি। আগের চেয়ে নরম হলো লোকটা।

'ইওর অনার, এভাবে আপনারা আমাদের বিচার করতে পারেন না। সরকারই ঘোষণা করেছে, আগে আসলে আগে পাওয়া যাবে। আমরা সবার আগে আবেদনপত্র জমা দিয়েছি, কাজেই জমির দখল পাবার অধিকার রয়েছে আমাদের। আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে জমি দখল করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমরা বেজন্মার দল…মানে আপনারা, ইওর অনার, ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমাদের বহু লোককে মেরে ফেলেছেন।

বিচার হওয়া উচিত খুনীদের…।'

'নিজেদের পক্ষ সমর্থনে চমৎকার বলেছো তুমি,' তার প্রশংসা করলো চার্লি। 'তোমার সঙ্গীরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে বলেই আমার ধারণা।' কমিটির সদস্যদের দিকে তাকালো সে। 'গিল্টি অর নট গিল্টি?'

'গিল্টি!' একযোগে চিৎকার করলো কমিটির সদস্যরা।

'এবার আমরা রায় বিবেচনা করবো।'

'শালাদের লটকে দাও!' ভিড় থেকে চিৎকার করলো একজন। মুহূর্তে বদলে গেল পরিস্থিতি। আক্রোশে যেন খেপে উঠলো লোকগুলো।

'আমি কাঠমিস্ত্রী, এক ঘন্টার মধ্যে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে দিতে পারি।'

'মূল্যবান কাঠ খরচ করে লাভ কি, শালাদের গাছের সাথে ঝোলাও!'

'এই, রশি আনো!'

'ফাঁসিতে ঝোলাও ব্যাটাদের!'

সামনে বাড়ছে উন্মত্ত জনতা। ছোঁ দিয়ে আঁন্দ্রে জিদের শটগানটা নিলো রানা, লাফ দিয়ে টেবিলের ওপর দাঁড়ালো। 'বন্দীদের কেউ ছুঁয়ে দেখো, আমি তার খুলি উড়িয়ে দেবো!' থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো লোকগুলো। 'এই রেঞ্জ থেকে আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হবে না। বিশ্বাস না হলে সামনে এগিয়ে দেখো।' ভিড়ের দিকে শটগান তুললো ও। পিছিয়ে গেল লোকগুলো। 'তোমরা বোধহয় ভুলে গেছো যে আজ যদি আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কাউকে ফাঁসিতে ঝোলাও, কাল সেই ফাঁস তোমাদের গলায় পরানো হবে।'

'আপনি ঠিক বলেছেন, মি. রানা,' বন্দীদের প্রতিনিধি সমর্থন করলো ওকে। 'আমরা এমন কোনো অপরাধ করিনি যে ফাঁসির মতো চরম শাস্তি পেতে হবে।'

'শাট আপ, ইউ ব্লাডি ফুল!' খেঁকিয়ে উঠলো চার্লি, ভিড় থেকে হেসে উঠলো কে যেন। হাসিটা সংক্রামিত হলো ভিড়ের ভেতর, নিঃশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো চার্লি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো।

'মাথা কামিয়ে খুলিতে গরম আলকাতরা ঢেলে দাও, মুখে চুন-কালি মাখিয়ে গোটা এলাকায় ঘোরানো হোক,' প্রস্তাব করলো একজন।

হাসলো চার্লি। 'এতোক্ষণে একটা কথার কথা বলেছো। বিক্রি করার মতো এক ব্যারেল আলকাতরা আছে কারো?' চারদিকে তাকালো সে। 'কি, নেই? সেক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমার কাছে দশ ড্রাম লাল রঙ আছে—প্রতিটি ড্রাম চারশো র‍্যাণ্ড,' বললো একজন ফেরিওয়ালা, চার্লি তাকে চেনে।

'মি. ক্রোক্তি রঙ মাখাবার প্রস্তাব দিচ্ছেন। কারো কিছু বলার আছে?'

'রঙ দিয়ে হবে না। ধুলেই উঠে যাবে।'

'না, রঙ দিয়ে হবে না।'

'গরুর গাড়ির চাকায় বেঁধে ঘোরাও ওদেরকে,' আরেকজন চিৎকার করলো, ভিড়ের ভেতর থেকে একাধিক লোক সমর্থন জানালো তাকে।

তারপর সবাই চিৎকার জুড়ে দিলো। কারো আপত্তি নেই।

মুখভর্তি দাড়ি নিয়ে এক বুড়ো মাইনার সুর করে গেয়ে উঠলো, 'রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড শী গোজ—হোয়্যার শী স্টপস নোবডি নোজ!' রাস্তার ওপারে একটা দোচালার মাথায় বসে আছে সে।

উত্তেজিত, উৎফুল্ল জনতা একযোগে গাইতে শুরু করলো, 'রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড শী গোজ—হোয়্যার শী স্টপস নোবডি নোজ!'

চার্লির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে রানা। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, পরিস্থিতিটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছে সে। আবার যদি জনতাকে বাধা দেয়া হয়, বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে তারা, তখন হয়তো শটগানকে ভয়

পারে না। সে-ধরনের কোনো ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। 'ঠিক আছে, আপনারা সবাই যখন চাইছেন।' বন্দীদের দিকে তাকালো চার্লি। 'রায় হলো, চাকার সাথে এক ঘন্টা ঘোরানো হবে তোমাদের। আহতদের রেহাই দেয়া হলো, এরইমধ্যে যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করেছে তারা। এক ঘন্টা পর তোমরা সবাই গোল্ডফিল্ড ছেড়ে চলে যাবে, আর কোনোদিন এদিকে ফিরে আসবে না। শাস্তির আয়োজন তদারক করবেন মি. আঁন্দ্রে জিদ।'

'আমরা রঙটাই বেছে নিতে চাই, মি. চার্লি উডকক,' অনুরোধ জানালো বন্দীদের প্রতিনিধি।

'তা তো চাইবেই,' নরম সুরে বললো চার্লি। কারো কিছু করার নেই আর, উত্তেজিত জনতা এরইমধ্যে বন্দীদের নিয়ে রওনা হয়ে গেছে।

টেবিল থেকে নামলো রানা, তার হাত ধরে চার্লি বললো, 'চলো, বার-এ গিয়ে বসি। গলাটা শুকিয়ে গেছে।'

'কেন, দেখতে যাবে না?' জানতে চাইলো রানা।

'অনেকবার দেখেছি, আর শখ নেই,' জানালো চার্লি।

'কি করে ওরা?'

'গিয়ে দেখে এসো। ড্যাফোডিল-এ তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো আমি। পুরো এক ঘন্টা ওখানে তুমি থাকতে পারবে বলে বিশ্বাস করি না।'

ভিড়ের ভেতর ঢুকে রানা দেখলো, এরইমধ্যে এক লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে গরুহীন গাড়িগুলোকে। প্রতিটি গাড়িকে ঘিরে রয়েছে লোকজন, দুই চাকার মধ্যবর্তী লোহার বার জ্যাক-এর সাহায্যে উঁচু করা হচ্ছে, চাকাগুলো যাতে মাটি থেকে শূন্যে উঠে আসে। এরপর বন্দীদের টেনে আনা হলো, প্রত্যেককে একটা করে চাকার দিকে। একাধিক ব্যগ্র হাত সাহায্য করলো, শূন্যে তুলে চাকার গায়ে চেপে ধরা হলো বন্দীদের। চাকার কিনারায় বাঁধা হলো তাদের হাত ও পা, শিরদাঁড়া ঠেকে থাকলো

চাকার মাঝখানে। চাকার গায়ে ইংরেজি এক্স হরফের আকৃতি পেলো প্রতিটি বন্দী। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে গেল আন্দ্রে জিদ, বন্দীদের হাত-পায়ের বাঁধন পরীক্ষা করলো, প্রতিটি চাকার সামনে দাঁড় করালো চারজন করে শ্রমিককে—প্রথম দু'জন ঘোরাতে শুরু করবে, তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে বাকি দু'জন হাত লাগাবে। শেষ প্রান্তে পৌঁছুলো সে, আবার ফিরে এলো মাঝখানে, পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখলো, তারপর বললো, 'নাও, শুরু করো!'

ঘুরতে শুরু করলো চাকা। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর গতি বাড়লো। এক সময় চাকার সাথে বাঁধা শরীর ঝাপসা লাগলো চোখে, দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠলো।

'রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড শী গোজ, রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড শী গোজ,' উৎফুল্ল দর্শকরা গাইতে শুরু করলো।

হাসি আর উল্লাসের হররা বয়ে গেল, বন্দীদের একজন বমি করছে। ব্যাধিটা সংক্রামক হয়ে উঠলো, প্রতিটি বন্দীর নাক-মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসছে বিভিন্ন রকম তরল পদার্থ। এরপর পাকস্থলী খালি হতে শুরু করলো। রুমালে নাক চেপে সরে এলো রানা, হন হন করে এগোলো ড্যাফ্রোডিল অভিমুখে।

'কেমন লাগলো?' ওকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'আমার জন্যে ব্র্যাণ্ডি আনাও,' জবাব দিলো রানা।

চার

ডিগারস' কমিটি কঠিন শাস্তি দেয়ায় গোল্ডফিল্ডে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলো। দেশের দুর্গম প্রান্তে কি ঘটছে না ঘটছে সেদিকে বিশেষ খেয়াল দিলো না দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ধারণা মাস ছয়েকের মধ্যে আবার খালি হয়ে যাবে উপত্যকা। তাদের বিশ্বাস, ওখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সোনা পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এখন পর্যন্ত শুধু-গোল্ড ডাস্ট মাইন সোনা প্রসব করছে, কতোটুকু তা একমাত্র বার্কলি ময়নিহান ও আঁন্দ্রে জিদ জানে। টাকা যোগাড়ের ধান্দায় এখনও কেপটাউনে রয়েছে বার্কলি ময়নিহান, আর আঁন্দ্রে জিদ মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। এমন কি চার্লিকেও কিছু জানাতে রাজি নয় সে।

নিত্য নতুন গুজব তৈরি হচ্ছে, ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। একদিন শোনা গেল, সারফেস থেকে পঞ্চাশ ফুট নিচে রীফ-এর কোনো অস্তিত্বই নেই। পরদিন ক্যানটিনে উপস্থিত সবার মুখেই এক কথা, সুইটস মাইনের হেলমুট ব্রাদাররা একশো ফুট নিচে নামার পর পাথরের যে টুকরো পেয়েছে তাতে নাকি খালি চোখেই সোনা দেখা গেছে। আসল তথ্য কারুরই জানা নেই, তবে গুজবে কান দিতেও আপত্তি নেই কারো।

সুফিয়া ডীপ-এ হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করছে রানা ও চার্লি। অবশেষে

কংক্রীট প্ল্যাটফর্মে আকৃতি পেলো মিলটা, পাথরে কামড় বসানোর জন্যে হাঁ করে আছে মুখ। বিশজন জুলু ধরাধরি করে বয়লারটাকে ক্রেডলে বসিয়েছে। পারদ দিয়ে লেপার জন্যে তৈরি রাখা হয়েছে কপার টেবিলগুলো। ডিসেম্বরের দুই তারিখে মিল তার প্রথম খোরাক পেলো। বিপুল আগ্রহ নিয়ে অ্যামালগাম টেবিলে পাথরের মিহি গুঁড়ো জমা হতে দেখলো ওরা। রানার পেটে ঘুসি মারলো চার্লি, মাথার হ্যাট ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে উড়িয়ে দিলো বাতাসে। বিকেল হয়ে গেছে, নাস্তার সাথে এক গ্লাস করে ব্র্যাণ্ডি খেলো ওরা, এটা-সেটা নিয়ে হাসাহাসি করলো কিছুক্ষণ—ব্যস, ওই পর্যন্তই। দু'জনেই এতো ক্লান্ত যে উৎসবে মেতে ওঠার শক্তি নেই। এখন থেকে দু'জনের একজনকে সারাক্ষণ ধাতব দানবটার পাশে উপস্থিত থাকতে হবে। প্রথম রাতে ডিউটিতে থাকলো চার্লি। পরদিন সকালে মিলে এসে রানা দেখলো, চোখ-মুখ বসে গেছে চার্লির, হাঁটার সময় টলছে।

'আমার হিসেবে দশ টন পাথর পাউডার করা হয়েছে,' ক্লান্তস্বরে বললো চার্লি। 'টেবিল পরিষ্কার করে দেখা দরকার কতোটুকু সোনা পেলাম।'

'তুমি এখন তাঁবুতে ফিরে ঘুমাবে,' বললো রানা।

রানার কথায় কান দিলো না চার্লি। 'ডমরু, তোমার দু'জন লোককে নিয়ে এদিকে এসো, আমরা টেবিল বদলাবো।'

'শোনো, চার্লি, কাজটা দু'ঘন্টা পর করলেও চলবে। যাও, শুয়ে পড়ো...।'

'প্লীজ, থামো। তুমি আমাকে আমার ওয়াইফের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছো!'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'তাহলে দেখিয়ে দাও কিভাবে করতে হয়

কাজটা।'

দ্বিতীয় টেবিলটা তৈরি রাখা হয়েছিল, পাথরটার জায়গা দখল করলো সেটা, পাথরের মিহি গুঁড়ো এখন ওটাকেই পড়ছে। পাশের টেবিলটার পা থেকে চওড়া একটা খুন্তির সাহায্যে চেঁছে পারদ তোলা হলো, চার্লির হাতে গোল একটা নারকেলের আকৃতি পেলো সেটা। 'সোনার মিহি কণাগুলোকে টেনে নেয় পারদ,' ব্যাখ্যা করলো সে। 'বালু টেবিলের পা থেকে নিচে ঝরে পড়ে পাথর। সোনার প্রতিটি কণা অবশ্য পারদ ধরে রাখতে পারে না, কিছুটা তো নষ্ট হয়ই।'

'পারদ থেকে সোনা আলাদা করা হয় কি করে?'

'রিটর্ট-এ রেখে আগুনে ফোটাবো, বাষ্প হয়ে যাবে পারদ, নিচে পড়ে থাকবে সোনা।'

'খরচ খুব বেশি পড়ে, তাই না?'

'না,' বললো চার্লি। 'পারদ ঘন হলে বা জমাট বাঁধলে আবার ব্যবহার করা যায়। এসো, দেখাই তোমাকে।'

দোচালায় ঢুকলো ওরা। নারকেল আকৃতির বলটা রিটর্ট-এ রাখলো চার্লি তারপর ব্লো-ল্যাম্প জ্বাললো। আগুনের আঁচ পেয়ে গলে গেল বলটা, ফুটতে শুরু করলো। চুপচাপ তাকিয়ে থাকলো ওরা। রিটর্ট-এর ভেতর জিনিসটার লেভেল নিচে নামছে।

'সোনা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'চুপ করো তো!' ধৈর্য হারিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলো চার্লি, পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'দুঃখিত, দোস্ত—আজ সকাল থেকে মেজাজটা বশে রাখতে পারছি না।'

সবটুকু পারদই এক সময় বাষ্প হয়ে গেল, আটকে থাকলো রিটর্ট-এর সিলিঙে, নিচে পড়ে থাকলো উজ্জ্বল হলুদ রঙ। একফোঁটা সোনা, আকারে

মসুর ডালের চেয়ে বড় নয়। ব্লো-ল্যাম্প নিভিয়ে দিলো চার্লি, কিছুক্ষণ কারো মুখেই কথা ফুটলো না। তারপর জিজ্ঞেস করলো রানা, 'এইটুকু?'

'হ্যাঁ, দোস্ত, এইটুকুই,' ক্লান্তস্বরে বললো চার্লি।

'কি করবে ওটা দিয়ে—দাঁত বাঁধাবে?'

দরজার দিকে পা বাড়ালো চার্লি, সামনের দিকে ঝুঁকে আছে শরীরটা। 'মিল চালু রাখো—এখুনি আমি হতাশ হতে রাজি নই।'

ক্রিসমাস উপলক্ষে সব হোটেল ও ক্যানটিনই বিশেষ ডিনার দিচ্ছে। রানা ও চার্লি সিদ্ধান্ত নিলো, সুফিয়ার হোটেলেই যাবে ওরা। ওখানে বাকি পাওয়া যায়। চার্লিকে একটা সোনার সিগনেট রিঙ উপহার দিলো সুফিয়া, বিনিময়ে চার্লি তাকে চুমো খেলো। রানা উপহার পেলো এক বাক্স চুরুট ও বারোটা রুমাল। বিনিময়ে রানা সুফিয়াকে কিছু দিচ্ছে না লক্ষ্য করে ভুরু কোঁচকালো চার্লি, থাকতে না পেরে এক সময় বলেই বসলো, 'কি ব্যাপার, দোস্ত? গালে যদি লজ্জা লাগে তো কপালে বা অন্য কোথাও খাও—নাকি চুমো খেতেই লজ্জা?'

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা, যেন চার্লির কথা শুনতে পায়নি। 'আবার বলো, আর যেন ক'টাকা সম্বল আমাদের?'

'দেড় শো র‍্যাণ্ড।'

'দেনার পরিমাণ?' জানতে চাইলো রানা, থমথম করছে চেহারা। ডাইনিং রুমে সবাই হাসিখুশি, উৎসবমুখর পরিবেশে পানাহার চলছে পুরোদমে। শুধু এই একটা টেবিলে হাসি ও আনন্দের আকাল পড়েছে।

'কেপটাউনের চাষী ভাই পাবে দু'লাখ র‍্যাণ্ড, পরিবহণ ঠিকাদার পাবে পঞ্চাশ হাজার, মুদিদোকানদার পনেরো হাজার, সুফিয়া···সব মিলিয়ে এই ধরো না পাঁচ লাখ র‍্যাণ্ড।'

'আমার জন্যে এক বোতল ব্র্যান্ডি আনাও।' মাথার চুলে আঙুল চালালো রানা।

'আজকের দিনটায় এ-সব তোমরা ভুলে থাকতে পারো না?' তিরস্কার করলো সুফিয়া। তারপর চিৎকার করলো সে, 'ওই দেখো কে এসেছে—আঁন্দ্রে, এদিকে!'

ছোটোখাটো মানুষটা ধীর পায়ে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। 'হ্যাপি ক্রিসমাস। আমি তোমাদের হুইস্কি খাওয়াবো আজ।'

আঁন্দ্রে জিদের হাত ধরে নিজের পাশের খালি চেয়ারটায় বসালো সুফিয়া। 'কেমন আছো তুমি, জিদ? আজ তোমাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।'

মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল জিদের চেহারা। 'জানি না কথাটা কেন বললে তুমি। কাল রাত থেকেই ভারি দুশ্চিন্তায় আছি আমি।' বিষণ্ন মুখে এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে। 'আমার হার্ট, বুঝলে—জানতাম এ ঘটবেই, কখন ঘটে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম—হঠাৎ কাল রাতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলাম, কেউ যেন লোহার মতো শক্ত হাত দিয়ে হার্টটাকে খামচে ধরলো। শ্বাস নিতে পারছিলাম না···মানে, রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিলো। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরে গিয়ে বইটা খুললাম। তিরাশি নম্বর পৃষ্ঠায়। পরিচ্ছেদের নাম, ডিজিজ অভ হার্ট,' আবার মাথা নাড়লো সে। 'ভারি দুশ্চিন্তায় আছি। তোমরা তো জানো, এমনিতেই আমি সুস্থ মানুষ নই, এখন আবার এটা।'

'ওহ্ নো!' গুঙিয়ে উঠলো সুফিয়া। 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম···তুমিও?'

'দুঃখিত, আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?' হতভম্ব দেখালো আঁন্দ্রে জিদকে।

'অন্যায় কিছু বলোনি, তবে এই টেবিলের নিরানন্দ পরিবেশটাকে

বজায় রাখতে যথেষ্ট অবদান রেখেছো।' ইঙ্গিতে রানা ও চার্লিকে দেখালো সুফিয়া। 'ওদের হাসিখুশি চেহারার দিকে তাকাও। যদি কিছু মনে না করো, আমি একবার কিচেন থেকে ঘুরে আসি।' চলে গেল সে।

'কি ব্যাপার, চার্লি?' জানতে চাইলো আঁদ্রে জিদ।

রানার দিকে তাকিয়ে দেঁতো হাসি হাসলো চার্লি। 'ব্যাটা জানতে চায় কি ব্যাপার—বলো ওকে।'

'দেড় শো র‍্যাণ্ড,' আওড়ালো রানা।

জিদের চেহারায় এখনও হতভম্ব ভাব। 'বুঝলাম না।'

'রানা বলতে চাইছে আমরা দেউলিয়া হয়ে গেছি।'

'গড, শুনে দুঃখ পেলাম, চার্লি। আমি ভেবেছিলাম ভালোই আছো তোমরা। কানে এলো মিলটা পুরোদমে চলছে।'

'মিল চলছে বটে, তবে সোনা যা পাওয়া যাচ্ছে তা দিয়ে সুফিয়ার একটা নাকফুলও হবে না।'

'কিন্তু কেন, চার্লি? তোমরা তো লিডার রীফে কাজ করছো, তাই না?'

'আমার ধারণা তোমার লিডার রীফ আসলে গাঁজাখুরি গল্প।'

নিজের গ্লাসের ভেতর মনোযোগ দিয়ে তাকালো আঁদ্রে জিদ। 'কতোটা গভীরে পৌঁছেছ তোমরা?'

'আমাদের গর্ত ঢালু হয়ে নেমে গেছে, গভীরতা পঞ্চাশ ফুট।'

'তারপরও লিডারের কোনো দেখা নেই?'

মাথা নাড়লো চার্লি।

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো আঁদ্রে জিদ, তারপর বললো, 'জানো তো, তোমাদের সাথে প্রথমবার আলোচনার সময় যা বলেছিলাম তার বেশিরভাগই ছিলো অনুমান?'

মাথা ঝাঁকালো চার্লি।

'এখন আমি নিশ্চিতভাবে কিছু ব্যাপার জানি। এই মুহূর্তে যা বলবো, বাইরে প্রকাশ পেলে আমার চাকরি থাকবে না, বোঝো তো?'

আবার মাথা ঝাঁকালো চার্লি।

'এখন পর্যন্ত লিডার রীফ পাওয়া গেছে মাত্র দুটো জায়গায়। গোল্ড ডাস্ট মাইনে আমরা পেয়েছি, আর পেয়েছে হেলমুট ব্রাদাররা সুইটস মাইনে। তোমাদের আমি এঁকে দেখাই।' পকেট থেকে পেন্সিল বের করে টেবিলের ওপর ম্যাপ আঁকতে শুরু করলো জিদ। 'এই হলো মেইন রীফ, প্রায় সোজা এগিয়েছে। এখানে আমরা, এখানে সুইটস, আর আমাদের মাঝখানে রয়েছো তোমরা। আমরা দু'জনেই লিডার রীফ পেয়েছি, কিন্তু তোমরা পাওনি। আমার ধারণা, লিডার রীফ ওখানে আছে ঠিকই, কিন্তু কোথায় খুঁজতে হবে তা তোমরা জানো না।

'গোল্ড ডাস্ট ক্লেইমগুলোর শেষ মাথায় মেইন রীফ ও লিডার রীফ পাশাপাশি রয়েছে, মাঝখানে মাত্র দু'ফুটের মতো ব্যবধান। কিন্তু সুফিয়া ডীপ-এর সীমানার কাছে পৌঁছে ওগুলো পরস্পরের কাছ থেকে সত্তর ফুট দূরে সরে গেছে। সুইটস-এর সীমানার কাছে ও-দুটোর মাঝখানে ফাঁক রয়েছে পঞ্চাশ ফুট। আমার যেন মনে হয়, রীফ দুটো লম্বা একটা ধনুকের আকৃতি পেয়েছে, এরকম,' ধনুকটা আঁকলো সে। 'মেইন রীফ ছিলা, লিডার রীফ কাঠ। আমার পরামর্শ হলো, চার্লি, মেইন রীফ থেকে তুমি যদি ডান কোণ বরাবর খোঁড়ো, অবশ্যই লিডার রীফের দেখা পাবে—পেলে আমাকে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি কিনে দিয়ো।'

গভীর মনোযোগের সাথে জিদের কথা শুনছিল ওরা, সে থামতে চেয়ারে হেলান দিলো চার্লি। 'ইস, এ-সব যদি এক মাস আগে জানতাম! এখন আমরা ট্রেঞ্চ খোঁড়ার টাকা পাবো কোথায়? মিলটাই বা চালু রাখবো কিভাবে?'

'কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট আমরা বিক্রি করে দিতে পারি,' বললো রানা।

'সম্ভব নয়, প্রতিটি জিনিস দরকার আমাদের। তাছাড়া, শুধু একটা শাবল বিক্রি করে দেখো না, হিংস্র হায়েনার মতো ছুটে আসবে পাওনাদাররা।'

'আমার টাকা থাকলে তোমাদের ধার দিতে পারতাম, কিন্তু মি. ময়নিহান এতো কম বেতন দেন যে এক পয়সাও বাঁচাতে পারি না...।' কাঁধ ঝাঁকালো আঁন্দ্রে জিদ। 'কম করেও এক লাখ র‍্যাণ্ড লাগবে তোমাদের।'

টেবিলে ফিরে আসছে সুফিয়া, জিদের শেষ কথাটা তার কানে গেছে। 'কি নিয়ে আলাপ করছো তোমরা?' জানতে চাইলো সে।

'ওকে বলা যায়, জিদ?'

'যদি মনে করো তোমাদের কোনো উপকার হবে।'

সব কথা শুনলো সুফিয়া, কয়েক সেকেণ্ড চুপ থেকে কি যেন চিন্তা করলো সে, তারপর বললো, 'এই হপ্তায় কেপটাউনে দশটা প্লট কিনেছি আমি—সরকারী প্লট, আদর্শ আবাসিক এলাকায়। আমার হাত একেবারে খালি। বিপদ-আপদের কথা ভেবে পঞ্চাশ হাজার র‍্যাণ্ড আলাদা করা আছে, খুব দরকার মনে করলে ওই টাকাটা নিতে পারো তোমরা।'

'এর আগে কখনও কোনো ভদ্রমহিলার কাছ থেকে টাকা ধার করিনি আমি,' বললো চার্লি। 'একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা হবে। তোমাকে আমি ভালোবাসি, সুফিয়া।'

'কথাটা সত্যি হলে কি খুশিই না হই,' বললো সুফিয়া। কিন্তু চার্লি ভান করলো তার কথা শুনতে পায়নি সে।

তাড়াতাড়ি বললো, 'আরও পঞ্চাশ হাজার র‍্যাণ্ড দরকার আমাদের—

আর কার কি পরামর্শ আছে শোনা যাক।'

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না, তারপর হঠাৎ হাসতে শুরু করলো চার্লি।

'দাঁড়াও, বলো না, আমাকে আন্দাজ করতে দাও,' তাকে বাধা দিলো রানা। 'তুমি আমাকে পুঁজি হিসেবে খাটাতে চাও, তাই না?'

'প্রায় ঠিক ধরেছো, পুরোপুরি নয়। দোস্ত, কেমন বোধ করছো তুমি?'

'ধন্যবাদ, আমি ভালো আছি।'

'প্রাণচঞ্চল? সতেজ?'

'হ্যাঁ।'

'সাহসী?'

'ধুত্তোরি! কি বলবে বলে ফেলো, চার্লি। তোমার দৃষ্টি আমার ভালো ঠেকছে না।'

পকেট থেকে নোটবুক ও পেন্সিল বের করে খস খস করে লিখলো চার্লি। লেখা শেষ করে কাগজটা ছিঁড়ে ধরিয়ে দিলো রানার হাতে। 'এরকম একটা পোস্টার তৈরি করতে চাই, প্রতিটি ক্যানটিনের সামনে সাঁটা থাকবে।'

লেখাটা পড়লো রানাঃ

এলাকার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা শেখ মাসুদ রানা
নিউ ইয়ার'স ডে উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত
হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানকে চ্যালেঞ্জ করছেন।
প্রতিটি লড়াইয়ের জন্যে পাঁচ হাজার র‍্যাণ্ড ফি
চ্যালেঞ্জদাতা হেরে গেলে প্রতিপক্ষ পাবে বিশ হাজার
দর্শকদের ফি মাথাপিছু বিশ র‍্যাণ্ড। সবাই আমন্ত্রিত।

রানার কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে লেখাটা সুফিয়াও পড়লো। 'চমৎকার

আইডিয়া! ড্রিঙ্ক সার্ভ করার জন্যে দশ–বারো জন অতিরিক্ত ওয়েটার যোগাড় করতে হবে আমাকে। বুফে লাঞ্চেরও ব্যবস্থা রাখবো। হাত খালি, দু'পয়সা কামাবার এই সুযোগ আমি ছাড়ছি না!'

'পোস্টার লেখার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বললো আঁন্দ্রে জিদ। 'আমার লোকদের বললে ওরা একটা রিঙ–ও তৈরি করে দেবে।'

'নিউ ইয়ার পর্যন্ত মিল বন্ধ রাখবো আমরা—বিশ্রাম দরকার রানার। ওকে শুধু হালকা ট্রেনিং দেবো আমরা। মদ–টদ ছোঁয়া নিষেধ, প্রচুর ঘুমাতে হবে,' বললো চার্লি।

'এরমানে কি সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'মার খেয়ে ছাতু হওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার?'

'গোটা ব্যাপারটাই তো তোমার জন্যে, দোস্ত—যাতে তুমি ধনী ও বিখ্যাত হতে পারো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'কি ব্যাপার, লড়তে তোমার ভাল্লো লাগে না?'

'যখন আমার মুড থাকে।'

'চিন্তা করো না, মাথা ঘামিয়ে খুব বাজে একটা গালি খুঁজে বের করবো আমি—তোমাকে খেপিয়ে তুলতে এক সেকেণ্ডও লাগবে না।'

'কেমন লাগছে তোমার?' সেদিন সকালে একই প্রশ্ন ছ'বার করলো চার্লি।

'পাঁচ মিনিট আগে যেমন লাগছিল,' তাকে আশ্বস্ত করলো রানা।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো চার্লি। 'বক্সাররা বারান্দায় বসে আছে, এক লাইনে। সুফিয়াকে বলেছি ওদেরকে যেন প্রচুর মদ পরিবেশন করা হয়, বিল আমরা দেবো। এখানে যতোক্ষণ দেরি করবো আমরা, ওদের

পেটে ততো বেশি অ্যালকোহল জমা হবে। একটা ক্যানভাসের থলেতে গেট মানি সংগ্রহ করছে জিদ—তুমি জিতলে প্রতিটি রাউন্ডের টাকাও ওই থলেতে রাখা হবে। হোটেলের পাশে, গলির মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছি ডমরুকে। যদি দাঙ্গা বেধে যায়, আমাদের কেউ একজন প্রথম সুযোগেই থলেটা তার দিকে ছুঁড়ে দেবো, এক ছুটে ঘাসবনে গিয়ে ঢুকবে সে।'

মাথার পিছনে হাত রেখে সুফিয়ার বিছানায় শুয়ে আছে রানা। তিক্ত হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে। 'তোমার প্ল্যানে আমি কোনো খুঁত দেখতে পাচ্ছি না। শুধু দয়া করে একটু শান্ত হও এবার। তুমি আমাকে নার্ভাস করে তুলছো।'

বিস্ফোরণের মতো শব্দ হলো, দড়াম করে খুলে গেল দরজা। লাফ দিয়ে সিধে হলো চার্লি, উল্টে পড়ে গেল চেয়ারটা। দরজায় আঁন্দ্রে জিদকে দেখা গেল, একহাতে বুক চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। 'আমার হার্ট,' হাঁপালো সে। 'এতো ছুটাছুটি আর উত্তেজনার মধ্যে থাকলে ওটার আর দোষ কি!'

'বাইরে কি ঘটছে?' জানতে চাইলো চার্লি।

'আশাতীত! আশাতীত! দর্শক হয়েছে প্রায় বারোশো, বিশ্বাস হয়? থলেটা অর্ধেকের বেশি ভরে গেছে, একুশ হাজার র‍্যাণ্ড কি কম টাকা! ছাদে আর গাছের ডালে যারা বসে আছে তারা এখনও ফি দেয়নি, তারাও সংখ্যায় তিনশোর কম হবে না—কিন্তু ওদিকে পা বাড়ালেই আমার দিকে বোতল ছুঁড়ে মারছে।'

মাথাটা একদিকে কাত করে কান পাতলো চার্লি। 'ও কিসের শব্দ?'

হোটেলের টিনের দেয়াল ভেদ করে ভেসে আসছে শোরগোলের গম্ভীর আওয়াজ।

'দেরি হচ্ছে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে দর্শকরা,' বললো আঁন্দ্রে

জিদ। 'আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখা উচিত হবে না,' রানার দিকে তাকালো সে। 'ওরা তোমাকে খুঁজছে। এখানে এসে পড়লে বিপদ হবে। তার আগে তোমারই উচিত ওদের সামনে হাজির হওয়া।'

বিছানা ছেড়ে নামলো রানা। 'আমি তৈরি।'

ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল জিদের চেহারায়। 'চার্লি, হোসে হার্নান্দেজের কথা মনে আছে তোমার? কিমবার্লির সেই পর্তুগীজটা।'

আঁতকে উঠলো চার্লি। 'হোসে হার্নান্দেজ? মানে? কি বলতে চাও?'

বুকটা আরও জোরে খামচে ধরলো জিদ। 'আমি আসলে তোমাদেরকে ভয় পাওয়াতে চাইনি। পোস্টারটা আরও দেরি করে সাঁটা উচিত ছিলো আমাদের।'

'কি বলতে চাও তুমি, জিদ?' তেড়ে এলো চার্লি। তার মুখে ঘাম ফুটছে।

'এখানকার কিছু মাইনার কেপটাউনে টেলিগ্রাম করেছিল। এক্সপ্রেস কোচে চড়ে আধ ঘন্টা হলো এখানে পৌঁছেছে হোসে হার্নান্দেজ। আমি ভেবেছিলাম সময় মতো পৌঁছুতে পারবে না, কিন্তু...।' কাঁধ ঝাঁকালো আঁন্দ্রে জিদ।

রানার দিকে তাকালো চার্লি। 'কপাল মন্দ, দোস্ত।' তার চোখে বিষাদের ছায়া।

পরিস্থিতিটা হালকা করার চেষ্টা করলো জিদ। 'আমি তাকে বলেছি, সিরিয়াল ধরে লড়তে হবে। লাইনে ছ'জনের পর রয়েছে সে। তার সাথে লড়ার আগে ত্রিশ হাজার র‍্যাণ্ড কামিয়ে নেবে রানা। হোসের সাথে হারবে ও, বিশ হাজার র‍্যাণ্ড তাকে দিতে হলেও হাতে থাকবে দশ হাজার র‍্যাণ্ড, তার সাথে যোগ হবে গেট মানি।'

'আমি হারবো?' চার্লির দিকে ফিরলো রানা। 'কি বলে ও?'

'হারবে,' শান্তস্বরে বললো চার্লি। 'হোসে হার্নান্দেজ মানুষ নয়, দৈত্য। প্রায় তিন মন সে। গত এক বছরে কারো সাথে একবারও হারেনি।'

'আরও একটা উপায় আছে,' বললো জিদ। 'ছ'জনের সাথে লড়ার পর আমরা বলবো, আজকের মতো যথেষ্ট লড়েছে রানা, প্রতিযোগিতার এখানেই সমাপ্তি।'

'তোমরা বলতে চাইছো লোকটা সত্যি ডেঞ্জারাস?' জানতে চাইলো রানা।

'ওর কথা মনে রেখেই খুব সম্ভব ডেঞ্জারাস শব্দটা তৈরি করা হয়েছিল,' বিড়বিড় করে বললো চার্লি।

'চলো তো দেখি লোকটা কেমন।'

রানার পিছু পিছু সুফিয়ার বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। প্যাসেজ ধরে হন হন করে এগোবার সময় আঁন্দ্রে জিদকে জিজ্ঞেস করলো চার্লি, 'ওদের ওজন নেয়ার জন্যে দাঁড়িপাল্লার ব্যবস্থা করছো?'

'না, সবচেয়ে বড় যেটা পেয়েছিলাম তাতে দেড়শো পাউণ্ড পর্যন্ত মাপা যায়। তবে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি ভিক্টর ল্যাম্বকে।'

'ভিক্টর ল্যাম্ব? সে আমাদের কি সাহায্য করবে?'

'ভিক্টর গরু-মোষের ব্যবসা করে—পায়ের ছাপ দেখেই বলে দিতে পারে কোনটার কতো ওজন। বক্সারদের সাইজ দেখে ওজন বলে দেবে সে, দু'চার পাউণ্ডের বেশি এদিক-ওদিক হবে না।'

'চলবে,' বললো চার্লি। 'আমরা তো আর বিশ্ব খেতাব দাবি করতে যাচ্ছি না।'

বারান্দায় বেরিয়ে এলো ওরা। রোদ লাগায় চোখ মিটমিট করলো সবাই। হোটেলের সামনে উপস্থিত বিপুল দর্শক হৈ-হৈ করে উঠলো।

'কোন লোকটা পর্তুগীজ?' ফিসফিস করলো রানা, যদিও জিজ্ঞেস করার দরকার ছিলো না। এক দল বানরের মাঝখানে সে যেন একটা গরিলা। ঘন কালো লোমে ঢাকা তার কাঁধ, লাভা স্রোতের মতো নেমে এসে বুক ও পিঠ ঢেকে রেখেছে, পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে স্তনের বোঁটা ও নাভী। বিশালদেহী বললে তার সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না, শুধু পাথুরে পাহাড়ের সাথে তুলনা চলে তার। লোমশ পেটটা নিরেট ড্রামের মতো লাগলো।

ভিড় ফাঁক হয়ে গেল, রানা ও চার্লি এগোলো রিঙ-এর দিকে। লম্বা হলো কয়েকটা হাত, পিঠ চাপড়ে দিলো রানার, কিন্তু শুভেচ্ছার শব্দগুলো বিপুল দর্শকদের গর্জনে চাপা পড়ে গেল। হেলমুট ডোবার রেফারি, রশি টপকাতে রানাকে সাহায্য করলো সে, ওর গায়ে হাত চাপড়ে তল্লাশি চালালো। 'স্রেফ নিয়ম রক্ষা করছি,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললো সে। 'রিঙের ভেতর আমরা কোনো ধারালো লোহা দেখতে চাই না।' এরপর দীর্ঘদেহী, রোদে পোড়া এক শ্বেতাঙ্গকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো সে। লোকটা অনবরত তামাক পাতা চিবাচ্ছে।

'ইনি ভিক্টর ল্যাম্ব—ওজন নেবেন। কি মনে হচ্ছে, ভিক্টর?'

'দুশো দশ পাউণ্ড,' রানার ওপর চোখ রেখে বললো ভিক্টর ল্যাম্ব, ঠোঁটের কোণ থেকে পাঁচ-সাত ফোঁটা কালচে থুথু ফেললো সে।

'ধন্যবাদ।' হেলমুট ডোবার একটা হাত উঁচু করলো, কয়েক মুহূর্ত পর খানিকটা শান্ত হলো পরিবেশ। 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন...।'

'তোমার লেকচার শোনার জন্যে এখানে আমরা আসিনি।'

'আমাদের সৌভাগ্য যে আজ আমরা মি. মাসুদ রানাকে নিজেদের মধ্যে পেয়েছি...।'

'আরে শালা বলে কি! রানা তো কয়েক মাস ধরে আমাদের সাথে রয়েছে!'

'উনি দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত মুষ্টিযোদ্ধাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন...।'

'বল্ দুনিয়ার সমস্ত মুষ্টিযোদ্ধাকে...।'

'উনি ছ'টা রাউন্ড লড়বেন...।'

'যদি ততোক্ষণে টিকে থাকতে পারে।'

'...নিজের খেতাব রক্ষার জন্যে, এবং প্রতিটি রাউন্ডের জন্যে পাঁচ-হাজার র‍্যাণ্ড পাবার আশায়...।'

হৈ-হল্লা স্তিমিত হয়ে এলো।

'তাঁর চ্যালেঞ্জ প্রথম গ্রহণ করেছেন মি. অ্যান্থনি পার্কার—দুশো পঁচিশ পাউণ্ড ওজন...।'

'থামো!' চিৎকার করলো রানা। 'কে বললো পার্কার প্রথম?'

থতমত খেয়ে গেল হেলমুট ডোবার। ফিসফিস করে বললো, 'তালিকাটা আমাকে আঁদ্রে জিদ দিয়েছে, রানা।'

'লড়বো আমি, কাজেই কার সাথে লড়বো সেটা আমিই ঠিক করবো—পর্তুগীজ...।'

ঝট করে রানার মুখে হাত চাপা দিলো চার্লি, ব্যাকুলস্বরে ফিসফিস করলো সে, 'দোস্ত, তোমার কি মাথা খারাপ হলো? শুরুতেই মার খেয়ে জ্ঞান হারাতে চাও? আগে দুর্বলগুলোর সাথে লড়ো। মাথা খাটাও, দোস্ত! এখানে আমরা ফূর্তি করার জন্যে আসিনি, মাইন চালাবার টাকা যোগাড় করতে এসেছি!'

ঝাপটা দিয়ে চার্লির হাতটা সরিয়ে দিলো রানা। 'আমি পর্তুগীজটাকে চাই!' চিৎকার করলো ও।

'ও ঠাট্টা করছে,' আড়ষ্ট হেসে দর্শকদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো চার্লি, তারপর রানার দিকে মারমুখো হয়ে তাকালো। 'সত্যি পাগল হয়ে গেছো? হোসে একটা নরখাদক, শুরু করার আগেই বিশ হাজার র‍্যাণ্ড

হয়েছে তাও?'

'আমি পর্তুগীজটাকে চাই,' জেদ ধরলো রানা। খেলনার দোকানে ঢুকে ছোট্ট বাচ্চাটি যেমন সবচেয়ে দামি খেলনার জন্যে জেদ ধরে।

'ওর দাবি পূরণ করা হোক!' হোটেলের ছাদ থেকে চেঁচামেচি শুরু করলো দর্শকরা। 'হোসে হার্নান্দেজ, রিঙে চলে এসো!' হেলমুট ডোবার তাদের দিকে নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকালো, তার ভয় হলো এবার হয়তো বোতলগুলো রিঙের দিকে ছোঁড়া হবে।

'ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেল সে। 'তার চ্যালেঞ্জে প্রথম সাড়া দিয়েছেন হোসে হার্নান্দেজ, ওজন...,' ভিক্টর ল্যাম্বের দিকে তাকালো হেলমুট ডোবার, ল্যাম্বের কথা পুনরাবৃত্তি করলো, '...দুশো আশি পাউণ্ড।'

প্যাঁচার ডাক, তীক্ষ্ণ শিস, গালাগালি ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ঝড় বয়ে গেল, এদিক-ওদিক দুলতে দুলতে বারান্দা থেকে রিঙ-এর দিকে এগোলো হোসে হার্নান্দেজ। সুফিয়াকে ডাইনিংরুমের জানালায় আগেই দেখেছে রানা, তার উদ্দেশে হাত নাড়লো ও। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে ওর উদ্দেশে একটা চুমো ছুঁড়ে দিলো সুফিয়া। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, টাইমকিপার হেলমুট ডোবার একটা বালতির গায়ে লাঠি ঠুকলো ঘন ঘন-ঘন্টা হিসেবে ওটাই ব্যবহার করা হচ্ছে। আঁতকে উঠে সাবধান করলো চার্লি, শুনতে পেলো রানা; বিপদটা সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় মাথা নিচু করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো ও। খুলির ভেতর যেন বিজলি চমকালো, পরমুহূর্তে দেখলো রিঙের বাইরে প্রথম সারি দর্শকদের পায়ের কাছে বসে রয়েছে ও।

মাথা ঝাঁকালো রানা, ঘাড়ের সাথে এখনও ওটা লেগে রয়েছে দেখে বিস্মিত হলো। কে যেন এক গ্লাস বিয়ার ঢাললো ওর মাথায়, দিশেহারা ভাব দূর হলো খানিকটা। অনুভব করলো রাগে গরম হয়ে উঠছে শরীর।

'সিক্স,' গুণলো হেলমুট ডোবার।

রশির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে পর্তুগীজ দৈত্য। 'আয়, কথা শোন, উঠে আয়। ঠিক আছে, অতো জোরে আর মারবো না। আয়, ভাই, আয়!'

'সেভেন, এইট।'

শরীরের নিচে পা দুটো টেনে নিলো রানা।

নিচের ঠোঁট দু'আঙুলে ধরে টান দিলো পর্তুগীজ যোদ্ধা। 'এই ঠোঁট দিয়ে তোকে চুমো খাবো, আয় না রে!'

দাঁড়ালো রানা, দর্শকরা ধরে উঁচু করলো ওকে, রশি টপকে রিঙে ফিরে এলো ও।

'এসেছিস, কিন্তু দেরি করলি কেন?' মারমুখো হয়ে কোমরে হাত দিলো হোসে হার্নান্দেজ।

রানার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মাঝখানের দূরত্বটা কখন পেরিয়ে এসেছে প্রতিপক্ষ, টেরই পেলো না পর্তুগীজ দৈত্য। ছুটে গিয়ে তার নাকে-মুখে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলো রানা, এবং তার একহাতের ধাক্কায় তাকে পাশ কাটিয়ে রশির ওপর ডিগবাজি খেয়ে নেমে গেল আবার রিঙের বাইরে, এবার দর্শকদের কোলের ওপর স্থান পেলো ও।

'রিঙেই থাকতে পারছো না, লড়বে কিভাবে?' দাঁড়ানো দর্শকদের একজন প্রতিবাদ করলো হাসিমুখে, হোসের পক্ষে বাজি ধরেছে সে।

'এভাবে!' দেখালো রানা। ধপাস করে বসে পড়লো লোকটা, কথা বলার শক্তি নেই। রশি ধরে রিঙে ফিরে এলো রানা, ইতিমধ্যে পাঁচ পর্যন্ত গুণে ফেলেছে হেলমুট ডোবার। উল্টোদিকের রশিতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে হোসে হার্নান্দেজ, মাত্র একটা ঘুসি খেয়েই মাথাটা ঝিম ঝিম করছে তার, এখনও দাঁড়াতে পারেনি সোজা হয়ে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগোলো রানা এবার, একেবারে কাছাকাছি এসে কি করলো ও-ই জানে,

দর্শকরা দেখলো ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো সিধে হলো দৈত্য, তার বুকের লম্বা ও ঘন লোমগুলোকে শার্টের কলার হিসেবে ব্যবহার করছে রানা। দৈত্যকে তার পায়ের ওপর স্থির করলো ও, তারপর আবার ঘুসি চালালো। রশি গলে দর্শকদের মাঝখানে গিয়ে পড়লো হোসে হার্নান্দেজ।

'ওয়ান, টু, থ্রি...,' তৃতীয়বার গুণছে হেলমুট ডোবার, এবার দশ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলো।

দর্শকদের মধ্যে থেকে বহুলোক একযোগে প্রতিবাদ জানালো, চিৎকার ও হৈ-চৈ ছাপিয়ে উঠলো হেলমুট ডোবারের গলা, 'তোমরা কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানাতে চাও?'

মনে হলো অনেকেই চায়।

'বেশ, দয়া করে তাহলে রিঙে উঠে এসো। আমি ছুঁড়ে দেয়া মন্তব্য গ্রহণ করতে পারি না।' হেলমুট ডোবারের আচরণ বোধগম্য, সিদ্ধান্ত পাল্টালে জরিমানা দিতে হবে তাকে। ওদিকে রশির কিনারা ধরে ক্ষুধার্ত সিংহের মতো পায়চারি করে বেড়াচ্ছে রানা। আগেই নিয়ম বেঁধে দেয়া হয়েছে, রেফারির সিদ্ধান্ত কেউ যদি মেনে নিতে না চায় তাহলে আলোচ্য বাউটে বিজয়ীর সাথে লড়তে হবে তাকে। যাতে শোভন দেখায়, কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর, রানার ডান হাতটা ধরে উঁচু করলো সে, বললো, 'বিজয়ী—পরবর্তী বাউট শুরু হবার আগে দশ মিনিট বিরতি। স্পনসররা কি দয়া করে আসবেন, তাদের সম্পত্তি সরিয়ে নেয়ার জন্যে?' ইঙ্গিতে পর্তুগীজ দৈত্যকে দেখিয়ে দিলো সে।

'দারুণ লড়েছো, দোস্ত,' রানার পিঠ চাপড়ে দিলো চার্লি। ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো বারান্দার দিকে।

'একে লড়া বলে?' তিক্তস্বরে অভিযোগ করলো রানা। 'এতো ফেলে দেয়ার প্রতিযোগিতা—ও আমাকে ফেলে দিলো, আমি ওকে ফেলে দিলাম।

আমার তৃপ্তি হয়নি।'

রানাকে একটা চেয়ারে বসালো চার্লি, ওর মুখের সামনে একটা গ্লাস ধরলো। 'এটা খেয়ে নাও, সুফিয়া পাঠিয়েছে।'

'কি এটা?'

'ফলের রস।'

'ফলের রস? কিন্তু আমার এই মুহূর্তে আরও উত্তেজক কিছু দরকার!'

'পরে, দোস্ত।'

স্পনসরদের কাছ থেকে পর্তুগীজের টাকা সংগ্রহ করে থলের ভেতর রাখলো চার্লি। চারজন লোক চ্যাংদোলা করে হোসে হার্নান্দেজকে তুলে আনলো বারান্দায়, এক কোণে ফেলা হলো তাকে, মুখে পানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পরবর্তী বাউট অ্যানথনি পার্কারের সাথে। মুখোমুখি সংঘর্ষে তার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। বারান্দা থেকে অত্যন্ত দ্রুতবেগেই হাঁটা ধরলো সে, কিন্তু উল্টোদিকে। দর্শকরা তাকে ধরে রিঙের দিকে ঠেলে দিলো। রিঙে উঠেও নিজের স্বভাবটা বজায় রাখলো পার্কার, রানার নাগাল থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকাই যেন তার একমাত্র সাধনা।

'এটা কি দৌড় প্রতিযোগিতা?' প্রতিবাদ করলো রানা।

'রানা, সাবধান, ও তোমাকে দৌড় খাটিয়ে মেরে ফেলবে!'

'লাস্ট ল্যাপ, পার্কার, আরেক চক্কর ঘুরলেই পাঁচ মাইল পুরো হবে তোমার।'

কৌশলে তাকে একবার কোণঠাসা করলো রানা, কিন্তু তারপরও পার্কার ওর নাগালের বাইরেই থেকে গেল। রিঙ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়লো সে। দর্শকরা আবার তাকে ছুঁড়ে দিলো রিঙের ভেতর। কাঠের মেঝেতে পড়লো পার্কার, পড়ে আর উঠলো না। ডান হাত উঁচু করে ধরে

রানাকে বিজয়ী ঘোষণা করলো হেলমুট ডোবার।

ইতিমধ্যে তৃতীয় যোদ্ধা তার বুকের ভিতর একটা তীব্র ব্যথার জন্ম দিয়েছে। 'এমন কষ্ট পাচ্ছি যে তুমি বিশ্বাস করবে না,' দাঁতে দাঁত চেপে ঘোষণা করলো সে।

'লক্ষণগুলো বলো দেখি,' ব্যস্তভাবে জানতে চাইলো আঁন্দ্রে জিদ। 'নিঃশ্বাস ফেলার সময় কি তোমার ফুসফুস থেকে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরোয়?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, এমন আওয়াজ হয় যে তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'প্লুরিসি,' রোগ নির্ণয় করলো আঁন্দ্রে জিদ, কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ ঈর্ষা।

'খুব কি খারাপ?' লোকটা ব্যাকুলস্বরে জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ, খারাপ। একশো ষোল নম্বর পৃষ্ঠা। চিকিৎসা হলো...।'

'সেক্ষেত্রে আমি লড়তে পারবো না। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে,' হাসিমুখে খেদোক্তি করলো রোগী।

'সত্যি দুর্ভাগ্যজনক,' সায় দিলো চার্লি। 'এর মানে হলো, পাঁচ হাজার র‍্যাণ্ড খোয়ালে তুমি।'

'কিন্তু তোমরা আমার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করবে না?'

'আবেদন জানিয়ে দেখো,' হাসিমুখে পরামর্শ দিলো চার্লি।

চতুর্থ প্রতিযোগী একজন জার্মান। লম্বা, মাথায় সোনালি চুল, চেহারায় সুখী সুখী ভাব। রিঙে আসার পথে তিন কি চার বার হোঁচট খেলো, রশিতে পা বেধে যাওয়ায় আছাড় খেলো একবার, নিজের কোণে পৌঁছুলো হামাগুড়ি দিয়ে। ওখানে পৌঁছে রিঙ পোস্টের সাহায্য নিয়ে দাঁড়াতে পারলো সে। তার কাছাকাছি এসে নিঃশ্বাসে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলো হেলমুট ডোবার, বাউলি কেটে বেরিয়ে আসার আগেই জার্মান প্রতিযোগীর কঠিন আলিঙ্গনের ভেতর আটকা পড়ে গেল সে। তাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করলো

রানার প্রতিদ্বন্দ্বী। দর্শকদের ভালো লাগলো ব্যাপারটা, কাজেই নাচের শেষে হেলমুট ডোবার টেকনিক্যাল নকআউট–এর যুক্তি দেখিয়ে রানাকে বিজয়ী ঘোষণা করায় কেউ কোনো আপত্তি জানালো না। কৃতিত্বটা আসলে পুরোপুরি সুফিয়ার পাওনা, কারণ সে–ই বিনা পয়সায় হুইস্কি সরবরাহ করেছে।

'তুমি চাইলে, দোস্ত, এখনই সার্কাসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারি আমরা,' রানাকে বললো চার্লি। 'সুফিয়া ডীপ মাস দুয়েক চালাবার মতো টাকা এরইমধ্যে জোগাড় হয়ে গেছে।'

'কিন্তু লড়লাম কোথায়?' প্রতিবাদ জানালো রানা। 'লড়ে যদি তৃপ্তিই না পেলাম…ওই লোকটাকে আমার পছন্দ,' হাত তুলে বারান্দায় বসা এক লোককে দেখালো ও। 'মনে হচ্ছে ওর সাথে জমবে। যথেষ্ট ব্যবসা হয়েছে, এবার আমি সত্যিই লড়তে চাই।'

লোকটা এলভিস পামার, নিগ্রো, আমেরিকান। 'ঠিক আছে, তোমার দাবি যুক্তিসঙ্গত,' রাজি হলো চার্লি।

'মি. এলভিস পামার, হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন অভ জর্জিয়া, ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা,' পরিচয় করিয়ে দিলো হেলমুট ডোবার।

ভিক্টর ল্যাম্প তার ওজন আন্দাজ করলো দুশো পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড। প্রতিযোগীর সাথে করমর্দন করলো রানা, ছোঁয়া পেয়েই বুঝতে পারলো ওর লড়ার সাধ অপূর্ণ থাকবে না।

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' মুঠো শক্ত, কিন্তু গলাটা তার ভারি নরম।

'অধমকে ক্ষমা করতে হবে,' বলেই বাতাসে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলো রানা, সিকি সেকেণ্ড আগে পামারের মাথাটা যেখানে ছিলো। ওপরে তোলা ডান হাতের নিচে, বুকের পাশটায়, কেউ যেন লোহার মুগুর দিয়ে বাড়ি

মেরেছে, টলতে টলতে পিছিয়ে এলো রানা। নরম একটা গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল, নড়েচড়ে বসলো দর্শকরা, আগ্রহে লক্ষ্য করছে সবার চোখ। এই জিনিস দেখার জন্যেই পয়সা খরচ করে এসেছে তারা।

মার খেলো রানা, মার দিলোও; রণকৌশল লক্ষ্য করে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে গেল দুই প্রতিযোগীর। প্রথম রাউণ্ড কোনো মিমাংসায় পৌঁছুনো গেল না। তিন মিনিট বিরতি নিয়ে আবার রিঙে ফিরে এলো ওরা। এলভিস পামার ঠাণ্ডা মাথার লোক, তাকে খেপিয়ে তুলতে ব্যর্থ হলো রানা, না খেপায় লড়াইয়ে কোনো ভুলও হলো না তার। তবে রানার চেয়ে ভারি সে, শরীরে মেদ বেশি, চতুর্থ রাউণ্ডে রানার চেয়ে বেশি হাঁপাতে দেখা গেল তাকে।

'ইয়া-য়া-য়া-হ!'

রিঙের চারপাশে পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে, তার মধ্যে আওয়াজটাকে বাঘের গর্জন বলে মনে হলো। পরস্পরকে ছেড়ে লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল রানা ও পামার, উপস্থিত সবার সাথে একযোগে ঘাড় ফেরালো বারান্দার দিকে।

জ্ঞান ফিরে এসেছে হোসে হার্নান্দেজের, দাঁড়িয়েছে সে, পাহাড়ের মতো চওড়া লোমশ বুকটা যেন গোটা বারান্দা আড়াল করে রেখেছে। সুফিয়ার সেরা টেবিলগুলোর একটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো সে, বুকের ওপর তুলে চাড় দিয়ে ভেঙে ফেললো পায়া দুটো, ও-দুটো যেন রোস্ট করা মুরগীর ডানা।

'জিদ, থলে!' চিৎকার করলো চার্লি। ছোঁ দিয়ে থলেটা তুললো আঁদ্রে জিদ, দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে দিলো। উড়ন্ত থলেটার দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ করলো রানা। থলেটা ডমরু লুফে নিলো দেখে স্বস্তির হিসহিস নিঃশ্বাস ছাড়লো ও। হোটেলের কোণ ঘুরে ঘাসবনের দিকে

খিঁচে দৌড় দিলো ডমরু।

'ইয়া-য়া-য়া-হ!' আবার হুঙ্কার ছাড়লো হার্নান্দেজ। দু'হাতে দুটো পায়া নিয়ে জনতাকে আক্রমণ করলো সে, তার আর রানার মাঝখানে ওরাই একমাত্র বাধা। হার্নান্দেজের সামনে দু'ফাঁক হয়ে গেল ভিড়টা।

'তুমি কিছু মনে করবে, লড়াইটা যদি অন্য আরেকদিন শেষ করি?' আমেরিকান প্রতিদ্বন্দ্বীকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'মোটেও না। আপনি যেদিন বলবেন। আমি নিজেই বিদায় নিতে চাচ্ছিলাম।'

রশির ফাঁক দিয়ে রানাকে ছুঁলো চার্লি। 'এক লোক তোমাকে খুঁজছে—খবরটা শুনেছো?'

'এটা হয়তো স্রেফ ওর বন্ধুত্ব প্রকাশের নিজস্ব ধরন।'

'আমি বাজি ধরতে রাজি নই—আসছো তুমি?'

ঝাঁকি খেয়ে থামলো হার্নান্দেজ, শক্ত করলো নিজেকে, তারপর ছুঁড়লো। সদ্য মাটি ছাড়া পায়রার মতো ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গিতে রানার মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে ছুটে গেল টেবিলের একটা পায়া, যাবার পথে বাতাসের ঝাপটা দিয়ে এলোমেলো করে দিলো মাথার চুল।

'পথ দেখাও, চার্লি!' নিজেকে বোঝালো রানা, এটাকে পালানো বলে না। একটা নিরস্ত্র দৈত্যের সাথে লড়া যায়, কিন্তু সশস্ত্র দানবের কাছ থেকে দূরে থাকাটা ফরজ। ওর দিকে আবার থেয়ে আসছে লোকটা, একটা পায়া এখনও তার হাতে, দু'জনের মাঝখানে বাধা বলতে সরু কয়েকটা রশি। রানা ও চার্লি এতো জোরে দৌড়ালো, কার্ল লুইস উপস্থিত থাকলে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারতো না। হার্নান্দেজ, নিজেই একটা ভারি বোঝা, ওদের ধারেকাছেও পৌছুতে পারলো না।

দুপুরবেলা সুফিয়া ডীপ-এ খবর নিয়ে এলো আঁদ্রে জিদ, তিনজন

স্পনসরকে পিটিয়ে অজ্ঞান করার পর একটা গরুর গাড়িতে চড়ে এলাকা ত্যাগ করেছে হোসে হার্নান্দেজ।

হাতের রাইফেলটা নামিয়ে রাখলো চার্লি। 'ধন্যবাদ, জিদ। ওর অপেক্ষায় লাঞ্চ খাওয়া হয়নি আমাদের।'

'টাকাগুলো গুণেছো তোমরা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো জিদ।

'গুণেছি, টেবিলের ওপর ঠোঙাটায় তোমার কমিশন আছে।'

'বেশ-বেশ। চলো, কোথাও গিয়ে ফুর্তি করি।'

'চলো,' দাঁড়িয়ে পড়লো চার্লি।

'চলো মানে?' বাধা দিলো রানা। 'মনে নেই, পঞ্চাশ ফুট গভীর আর তিনশো ফুট লম্বা একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়তে হবে?'

মাথা চুলকালো চার্লি। 'কাল সকাল থেকে শুরু করলে হয় না?'

'তোমার না ধনী হবার শখ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ, কিন্তু...।'

'সেক্ষেত্রে তর্ক করো না। চলো, কাজে হাত দিই,' জিদের দিকে তাকালো রানা। 'দুঃখিত, জিদ। পরে, কেমন?'

পাঁচ

চীনারা পটকা ফাটিয়ে ভূত-পেত্নীদের দূরে সরিয়ে রাখে। সেই একই পদ্ধতি ব্যবহার করলো রানা ও চার্লি—মিলটাকে চালু রাখলো ওরা।

পাওনাদারদের কানে যতোক্ষণ পাথর ভাঙার শব্দ পৌছুবে ততোক্ষণ কোনো অসুবিধে হবে না। সবাই বিশ্বাস করলো লাভজনক একটা রীফ-এ কাজ করছে ওরা, পাওনা টাকা মার যাবে না। কিন্তু আসলে কি ঘটছে সুফিয়া ডীপ-এ? মিলের সামনে যে পরিমাণ টাকা ঢাললো ওরা, পিছন থেকে হলুদ উজ্জ্বলতা নিয়ে যা বেরুলো তা বিক্রি করলে অর্ধেক টাকাও উঠবে না।

তবু কাজে কোনো আলস্য নেই ওদের, নতুন ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কাজ পুরোদমে চলছে। একের পর এক ডিনামাইট ফাটলো, আকাশ থেকে শেষ পাথরটা নেমে আসার সাথে সাথে ট্রেঞ্চের ভেতর আবার ঢুকলো ওরা, ধুলোর ভেতর সারাক্ষণ কাশতে কাশতে আলগা পাথর সরালো, নতুন ডিনামাইট বসানোর জন্যে। কোনো কোনো দিন সারা রাত কাজ করে ওরা, হারিকেন জ্বেলে ডিনামাইট বসায়।

একটানা বিশদিন কাজ করার পর দাড়ি কামালো চার্লি, শার্ট বদলালো, আবার ধার চাওয়ার জন্যে ধরনা দিলো সুফিয়ার কাছে। ঢাল বেয়ে তাকে পায়ে হেঁটে নেমে যেতে দেখলো রানা, গত হপ্তায় ঘোড়াগুলো বেচে দিয়েছে ওরা।

পরদিন সকালে ফিরে এলো চার্লি। ট্রেঞ্চের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখলো, নতুন ডিনামাইট বসাচ্ছে রানা। ওর খালি পিঠ ঘামে চকচক করছে, প্রতিটি পেশী জ্যান্ত প্রাণীর মতো নড়ছে। 'চালিয়ে যাও, দোস্ত, চালিয়ে যাও!' ওকে উৎসাহ দিলো সে।

মুখ তুলে তাকালো রানা। 'কতো?' জানতে চাইলো ও।

'আরও পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু এটাই শেষ—অন্তত সুফিয়া সেই হুমকিই দিলো।'

'ওটা কি?' চার্লির বগলের তলায় একটা প্যাকেট দেখে জিজ্ঞেস

করলো রানা। কাগজের প্যাকেট, তেলে ভিজে গেছে—জিভে পানি এসে গেল ওর।

'শুকনো রুটি ও পিঁয়াজ আর কতোদিন? আজ আমরা বীফ চপ খাবো,' নিঃশব্দে হাসলো চার্লি।

অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো রানার। 'ডমরু, মালাবি!' হাঁক-ডাক শুরু করে দিলো ও। 'উঠে এসো, সবাই উঠে এসো!' লক্ষ্যই করলো না যে ওর আচরণে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে চার্লি। ট্রেঞ্চের ওপর উঠে চার্লির কাছ থেকে প্যাকেটটা নিলো ও, ওখানেই ধুলোর ওপর বসে ডমরুকে নির্দেশ দিলো, 'যাও, রুটি আনো।'

অল্প মাংস, তা-ই সবাই ভাগাভাগি করে খেলো। চার্লি লক্ষ্য করলো, ভাগ করার সময় নিজের জন্যে প্রায় কিছুই রাখলো না রানা। নিজে যে কম নিয়েছে, এটা গোপন করার জন্যে পানি খাবার নাম করে তাড়াতাড়ি উঠে গেল ও।

খাওয়া শেষ হতে ডিনামাইট ফাটালো ওরা। এক ঘন্টা পর আবার নামলো ট্রেঞ্চের ভেতর।

পাশাপাশি হাঁটছে রানা ও চার্লি, ওদের পিছনে ভিড় করে এগোচ্ছে জুলুরা। শেষ মাথায় পৌঁছুলো ওরা, সদ্য ভাঙা পাথর ও মাটি স্তূপ হয়ে রয়েছে সামনে। রানা অনুভব করলো, ওর শরীরের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, বুকের ভেতর কিসের যেন একটা চাপ। পরমুহূর্তে ওর কাঁধের ভেতর ডেবে গেল চার্লির নখ, অনুভব করলো নখগুলো কাঁপছে।

জিনিসটা দেখতে সাপের মতো—যেন কালো একটা অজগর, ট্রেঞ্চের একদিকের দেয়াল বেয়ে নেমে এসেছে, সদ্য তৈরি আবর্জনার ভেতর অদৃশ্য হবার পর অপরপ্রান্তে বেরিয়ে এসেছে আবার।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, ওকে ছাড়িয়ে দ্রুত সামনে বাড়লো

চার্লি। ঝুঁকলো সে, রীফের একটা টুকরো তুলে নিলো হাতে। টুকরোটায় চুমো খেলো সে। 'এটা নিশ্চই ওই জিনিস, কি বলো, দোস্ত?' বিড়বিড় করলো, ব্যাকুলদৃষ্টিতে কি যেন খুঁজছে রানার মুখে। 'এ নিশ্চই লিড্ডার রীফ।'

'আঁন্দ্রে জিদকে ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো রানা।

সিধে হলো চার্লি, ডমরুর কাঁধে হাত রাখলো। 'শুকনো রুটির দিন শেষ…।'

ওদের হাসি আর আনন্দ দেখে কে! জুলুদের কোমর জড়িয়ে ধরে উন্মাদের মতো নাচতে শুরু করলো দু'জন। বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে জুলুরাও গান ধরলো। এই মুহূর্তে আড়াল থেকে কেউ ওদেরকে দেখে ফেললে পাগল ছাড়া কিছু ভাববে না।

'দাও, আরেকবার ওটা আমাকে ধরতে দাও!' বললো রানা।

জিনিসটা রানার হাতে তুলে দিলো চার্লি।

'আরে, সাংঘাতিক ভারি তো!'

'সাংঘাতিক,' একমত হলো চার্লি।

'পঞ্চাশ পাউণ্ডের কম হবে না, কি বলো?' বারটা দু'হাতে ধরে আছে রানা, আকারে একটা সিগার বক্স—এর মতো।

'বেশি!'

'মাত্র দুটো দিন কাজ করে যা পাচ্ছি তাতেই আমাদের সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে!'

'তারপরও কিছু বাঁচবে।'

ওদের মাঝখানের টেবিলে সোনার বারটা নামিয়ে রাখলো রানা। হারিকেনের আলোয় হলুদ হাসি ছড়াচ্ছে টুকরোটা। সামনে ঝুঁকে ওটার

গায়ে হাত বুলালো চার্লি। অমসৃণ ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসায় এখানে সেখানে ফুলে আছে গা। 'হাতটা আমি কোনোমতেই সরাতে পারছি না,' আড়ষ্ট হেসে স্বীকার করলো সে।

'আমিও,' বলে হাত বাড়ালো রানা।

'দু'এক হপ্তার ভেতর এটা বেচে সুফিয়ার পাওনা মিটিয়ে দেবো আমরা।'

মুখ তুললো রানা। 'কি বললে?'

'দেনা শোধ করতে হবে না?'

'অবশ্যই শোধ করতে হবে। তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ক্লেইমগুলোর দাম কতোদিনের মধ্যে শোধ করার কথা?'

'দু'বছরের মধ্যে।'

'ঠিক। এবার বলো, গোটা গোল্ডফিল্ডে কাদের কাছে নগদ টাকা আছে?'

হতভম্ব দেখালো চার্লিকে। 'এখন আমাদের হাতে আছে, আর...।'

'আর কারো কাছে নেই, যতোদিন না কেপটাউন থেকে বার্কলি ময়নিহান ফিরে আসে।'

'কেন, হেলমুট ব্রাদারদের কথা ভুলে যাচ্ছো? ওরাও তো লিডার রীফ পেয়েছে।'

'পেয়েছে, কিন্তু ইংল্যাণ্ড থেকে ওদের মেশিনারি না আসা পর্যন্ত কোনো লাভ হচ্ছে না।'

'বলে যাও!' চার্লি এখনও বুঝতে পারছে না ঠিক কোনদিকে যাচ্ছে রানা।

'সুফিয়াকে ক্লেইমের টাকা না দিয়ে এটাকে আমরা অন্য কাজে ব্যবহার করবো,' সোনার বার–এ হাত বুলালো রানা। 'দু'চার দিন পর

পর এরকম একটা করে টুকরো আসবে আমাদের হাতে। সব আমরা ব্যবহার করবো…।'

রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো চার্লি, 'কোন কাজে, দোস্ত?'

'গোল্ড ডাস্ট মাইন ও আমাদের মাইনের মাঝখানে টিমোথি ক্লার্কের ক্লেইম রয়েছে অনেকগুলো। ওগুলো আমরা কিনে ফেলবো। এরপর আমরা একটা টেন-স্ট্যাম্প মিল আনাবো ইংল্যাণ্ড থেকে।' চার্লিকে যেন স্বপ্ন দেখাচ্ছে রানা, স্বপ্নটার বৈশিষ্ট্য হলো উপাদান ও উপকরণগুলো অবাস্তব নয় মোটেও। 'টেন-স্ট্যাম্প মিল থেকে যে সোনা পাবো তা বেচে কি করবো আমরা? জমি কিনবো, ব্রিক-ফিল্ড তৈরি করবো, এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা খুলবো, গড়ে তুলবো ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানী। তালিকায় এরকম হাজারটা কাজ রয়েছে, চার্লি। তুমিই না বলেছিলে, সোনা হাতাবার আরও অনেক রাস্তা খোলা আছে? তুমি না বিরাট ধনী হতে চাও?'

চোখ দুটো চকচক করছে চার্লির, নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'ওপরে উঠতে কেমন লাগে তোমার, মানে মাটি থেকে অনেক ওপরে উঠতে? ভয় করে না তো?'

মাথা নাড়লো চার্লি।

'ভয় পেলে চলবে না, কারণ আমাদের আস্তানা হবে ঈগলরা যেখানে ওড়ে—পনেরো বা বিশ তলা বিল্ডিঙে। বুঝতে পারছো না, গোল্ডফিল্ডে আমরাই প্রথম সোনা পেয়েছি, এই সোনা দিয়েই আরও সোনা পাবার ব্যবস্থা করা যায়।'

রানার বাক্স থেকে কাঁপা হাতে একটা চুরুট বের করে ধরালো চার্লি। 'আর বলো না, আমি পাগল হয়ে যাবো! আমার হিসেবে তাহলে সত্যি ভুল হয়নি, তোমার ব্রেনটা যে ইনভেনটিভ তা আমি প্রথমেই ধরতে

পেরেছিলাম!'

পরদিন সকালে টিমোথি ক্লার্কের পঁচিশটা ক্রেইম কিনে নিলো ওরা। চুক্তিপত্রে সইয়ের কালি তখনও শুকোয়নি, উইলিয়াম ক্লিফোর্ডের সাথে দেখা করলো চার্লি, হেলমুট ব্রাদারদের অপরপ্রান্তের ক্রেইমগুলোর মালিক সে। সুফিয়া ডীপ-এ কাজ চালাচ্ছে একা রানা। বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের সাথে একের পর এক ক্রেইম কিনছে চার্লি। এক হপ্তার মধ্যে একশো ক্রেইম কিনলো সে, টাকা দিলো দামের মাত্র অর্ধেক, বাকিটা বাকি থাকলো। দেনার বহর দেখে রানাও মনে মনে খানিকটা উদ্বেগ বোধ করলো। কিন্তু ইতিমধ্যে খেপে গেছে যেন চার্লি, তাকে থামায় কে! তাকে এভাবে খেপিয়ে তোলার জন্যে নিজেকে দায়ী করলো রানা, উপলব্ধি করলো ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে চার্লি। একদিন এ-ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইলো রানা, কিন্তু চার্লি হেসে উঠে থামিয়ে দিলো ওকে, বললো, 'পিছু হটো, দোস্ত, জাদুকরের কাজ দেখো!'

'কিন্তু আমি আর এতো খাটতে পারবো না,' বললো রানা। 'রাতের ডিউটিটা অন্তত তোমাকে দিতে হবে।'

'আর একটা মাত্র রাত, দোস্ত,' বললো চার্লি। 'কাল আমি গোল্ড ডাস্ট মাইনের উল্টোদিকের চল্লিশটা ক্রেইম কিনতে যাচ্ছি। ও, ভালো কথা, আমি সেই আমেরিকান লোকটাকে চাকরি দিচ্ছি—এলভিস পামারকে। পরশু থেকে যোগ দেবে সে। দু'হাজার র‍্যাণ্ড বেতন। জুলুদের বেতন বাড়াবার কথা বলছিলে না তুমি? কতো বাড়াতে চাও?'

'ওদের পাঁচশো করে পাওয়া উচিত।'

'পাবে,' বললো চার্লি। 'ভালো কথা, কাল আমার সাথে যাচ্ছো তুমি, কিভাবে আমরা বড়লোক হচ্ছি নিজের চোখে দেখতে পাবে। ব্যাটা গ্রীক পিম্পিড়ু প্রতিটি ক্রেইমের জন্যে এক লাখ করে চাইছে। কাল সুফিয়ার

[illegible] আমার সাথে দর কষতে আসছে সে।'

'কিন্তু চার্লি, এখন যদি সাবধান না হও…।'

'তুমি কোনো চিন্তা কোরো না,' রানাকে আশ্বস্ত করলো চার্লি। [illegible] কি [illegible]।'

[illegible] মনের আনন্দে বক বক করছে চার্লি, চেয়ারের [illegible] আছে রানা। দশটা বাজলো, গ্রীক পম্পিডুর দেখা নেই। [illegible] চার্লির চেহারা, মনে মনে স্বস্তিবোধ করছে রানা। [illegible] ফিরে যেতে চাইলো ও।

'[illegible] যা করেন ভালোই করেন, চার্লি। তিনি আমাদেরকে এখানে [illegible] বুঝাতে পেরেছেন আমরা মারাত্মক একটা ভুল করতে [illegible]। তিনি ভাবলেন, না, এ-কাজ ওদেরকে করতে দেয়া যাবে না— [illegible] গ্রীক লোকটার একটা পা ভেঙে দিই।'

[illegible] না দিয়ে হাতঘড়ি দেখলো চার্লি। 'চলো, যাই!'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো রানা। 'এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা! [illegible] আগেই টেবিলগুলো পরিষ্কার করতে পারবো আমরা।'

'[illegible] না, আমরা পম্পিডুকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

'শোনো, চার্লি…।'

'পরে শুনবো, এখন চলো তো!'

ঘোড়া ছুটিয়ে ক্রোকোডিল-এর সামনে এসে থামলো ওরা, দু'জন পাশাপাশি ভেতরে ঢুকলো। রোদ থেকে এসেছে, ক্যানটিনের ভেতরটা অন্ধকার লাগলো, তা সত্ত্বেও একটা টেবিলে বসা ক'জন লোকের ওপর সাথে সাথে দৃষ্টি আটকে গেল ওদের। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছে পম্পিডু, তেল চকচকে কোঁকড়ানো চুলের মাঝখানে সিঁথিটা সাদা চক দিয়ে

আঁকা বলে মনে হলো। পম্পিডুর উল্টোদিকে বসা লোক দুটোর ওপর চোখ পড়লো রানার। ওদের চেহারার বর্ণনা আগেই চার্লির কাছ থেকে পেয়েছে ও, জানে দু'জনেই ইহুদি। তবে মিল বলতে ওইটুকুই। একজন যুবক, মসৃণ চামড়া চোয়ালের শক্ত হাড়ের ওপর টান টান হয়ে আছে, ঠোঁট জোড়া টকটকে লাল, কফি রঙা চোখ দুটো মেয়েদের মতো টানা টানা। তার পাশে বসা লোকটার কাঠামো যেন মোম দিয়ে তৈরি করার পর আগুনের গরম শিখার সামনে ধরা হয়েছিল। কাঁধ দুটো এমন অস্বাভাবিক গোল যে অঙ্গ-বিকৃতির পর্যায়ে পড়ে, নাশপাতি আকৃতির ধড়ের দু'পাশে ঝুলে আছে; অতি কষ্টে বহন করছে বিশাল গম্বুজ অর্থাৎ মাথাটাকে। দুই কানের কাছে চুল খুব ঘন। কিন্তু চোখ দুটোয়, হলুদ চোখ দুটোয় কৌতুককর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

'বার্কলি,' হিস হিস করলো চার্লি। তার মুড সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ঠোঁটে হাসি নিয়ে টেবিলটার দিকে এগোলো সে।

'হ্যালো, পম্পিডু—আমাদের না একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো?'

চেয়ারে বসা গ্রীক দ্রুত মোচড় খেলো। 'মি. চার্লি উডকক, আমি আটকা পড়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছি, এলাকায় ছিনতাইকারীদের আগমন ঘটেছে।' টেবিলটার পাশে থামলো চার্লি। এক নিমেষে টকটকে লাল হয়ে উঠলো বার্কলি ময়নিহানের মুখ, আড়চোখে লক্ষ্য করে সন্তুষ্টবোধ করলো সে। 'তোমার বেচার কাজ শেষ?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো পম্পিডু। 'আমি দুঃখিত, মি. চার্লি উডকক। আপনি তো দর কষছিলেন, কিন্তু মি. ময়নিহান আমার চাওয়া দামেই রাজি হয়ে গেলেন—তাও আবার নগদ টাকায়।'

এতোক্ষণে বার্কলি ময়নিহানের দিকে সরাসরি তাকালো চার্লি।

বিস্মিত হবার ভান করলো, যেন এই প্রথম দেখছে তাকে। 'আরে, আমাদের বার্কলি না? হ্যালো? তোমাদের বোন কেমন আছে, বার্কলি?'

আরেকবার লাল হলো বার্কলি ময়নিহানের চেহারা। মুখ খুললো সে, জিভ ও টাকরা সহযোগে দুটো শব্দ তৈরি হলো, তারপর বন্ধ হয়ে গেল ফাঁকটা।

মৃদু হাসলো চার্লি, যুবক ইহুদির দিকে তাকালো। 'ওর হয়ে জবাব দাও, ম্যাক।'

কফি রঙা চোখের দৃষ্টি টেবিলের ওপর স্থির হলো। 'মি. ময়নিহানের বোন ভালো আছেন।'

'আমার বিশ্বাস, কিম্বারলি থেকে আমাকে তাগিয়ে দেয়ার পরই জোর করে তার বিয়ে দেয়া হয়েছে, ঠিক কিনা?'

'মি. ময়নিহানের বোন বিয়ে করেছেন, হ্যাঁ।'

'আমাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কাজটা তুমি ভালো করোনি, বার্কলি,' বললো চার্লি। 'আরও বড় অন্যায় করেছো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিয়ে দিয়ে।'

কেউ কোনো কথা বললো না।

'পুরানো দিনের কথা আলোচনা করার জন্যে একদিন আমাদের বসতে হবে। আপাতত বি-বি-বিদা-বিদায়।'

ফেরার পথে রানা মন্তব্য করলো, 'ওর বোন যদি ওর মতোই দেখতে হয় তাহলে তো পালিয়ে এসে ভালোই করেছো।'

'শুধু সুন্দরী নয়, অত্যন্ত সহজ-সরল একটা মেয়ে,' বললো চার্লি। 'নিশ্চয়ই কোনো হাঙরের সাথে বিয়ে দিয়েছে, নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থের কথা ভেবে। এই ইহুদিগুলোকে তুমি চেনো না, টাকার জন্যে পারে না এমন কোনো কাজ নেই।'

'সেক্ষেত্রে বলতে হয় তোমার পিছু হটা উচিত হয়নি।'

'আফ্রিকায় তখন আমি নতুন, ওঅর্ক পারমিট পাইনি। ওরা আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তখন যদি তুমি পাশে থাকতে, সাহস পেতাম।'

'ম্যাকের ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইলো রানা।

'শুধু বার্কলির প্রতিধ্বনি নয়, তার হয়ে সমস্ত কাজ সে-ই করে—এমনকি, আমার সন্দেহ, বার্কলির দাম্পত্যজীবনের কর্তব্যগুলোও নিষ্ঠার সাথে পালন করে সে।'

হেসে উঠলো রানা।

'তাই বলে বার্কলি লোকটাকে ছোটো করে দেখো না। তোতলামিটাই তার একমাত্র দুর্বলতা, সেটাও কাটিয়ে ওঠার জন্যে ম্যাকের সাহায্য পায় সে। বিশাল ওই মাথার ভেতর গিলোটিনের মতো দয়ামায়াহীন একটা ব্রেন রয়েছে। গোল্ডফিল্ডে ফিরে এসেছে, এবার আমরা কিছু অ্যাকশন দেখতে পাবো। তার পাশে থাকতে হলে সারাক্ষণ ছুটতে হবে আমাদের।'

'অ্যাকশনের কথা যখন উঠলোই, চার্লি, হাতের টাকা আমরা নতুন মেশিন কেনার কাজে ব্যয় করি না কেন? ক্লেইমগুলো তো আর কিনতে পারছো না।'

নিঃশব্দে হাসলো চার্লি। 'গত হপ্তায় লণ্ডনে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি আমি। মাস শেষ হবার আগেই একজোড়া টেন-স্ট্যাম্প মিল পৌছে যাবে বন্দরে।'

'গুড গড, আমাকে জানাওনি কেন?'

'এমনিতেই দুশ্চিন্তায় ভুগছিলে, তোমাকে আরও কাহিল করতে চাইনি।'

চার্লিকে বিস্ফোরণের ধাক্কায় ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার জন্যে মুখ খুললো রানা, কোনো শব্দ করার আগেই ওর উদ্দেশ্যে একটা চোখ

হাসলো চার্লি, ঠোঁট জোড়া কাঁপতে থাকলো রানার। হাসির একটা উচ্ছ্বাস গলায় উঠে এসেছে, সেটাকে থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ও। হাসি ও শরীরের কাঁপন থামার পর জানতে চাইলো, 'কতো দাম পড়বে?'

'ফের যদি এ প্রশ্ন করো, তোমাকে আমি ফাঁসিতে লটকাবো,' সহাস্যে বললো চার্লি। 'শুধু এটুকু জেনে রাখো, ব্যাংক ক্রেডিট-এর মাধ্যমে আমদানী করছি মেশিনগুলো। ব্যাংকের পাওনা মিটিয়ে দিলে ওগুলো আমরা হাতে পাবো। তারমানে মেশিন পৌঁছুবার আগে লিডার রীফের একটা বিরাট পাহাড় আমাদের ছোট্ট রিগটার ভেতর ঢোকাতে হবে।'

'কিন্তু নতুন যে ক্লেইম কিনেছো সেগুলোর বাকি টাকা শোধ করবে কিভাবে?'

'সেটা আমার ডিপার্টমেন্ট—যা করার আমি করবো, তোমাকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না।'

এভাবেই ওদের ব্যবসা ও বন্ধুত্ব একটা রূপ নিতে শুরু করলো। চার্লির কথা যেন কথা নয়, মন্ত্র—বশ করে রাখছে সবাইকে। ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে পাওনাদারদের সাথে টেবিলে বসে সে, নতুন নতুন প্ল্যান তৈরি করে, গোল্ডফিল্ড চষে বেড়ায় সম্ভাবনাময় ক্লেইমের খোঁজে। ইতিমধ্যে মিল চালাবার মতো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে রানা, যদিও চার্লির কাছ থেকে এখনও অনেক কিছু শেখার আছে ওর। চার্লির কোনো কোনো প্ল্যান চমক সৃষ্টি করলো, আবার কোনোটা ব্যর্থ হলো—ব্যর্থ হলে উৎসাহ হারিয়ে জড়পদার্থে পরিণত হয় সে, প্ল্যানটা সফল করার ও চার্লিকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব নিতে হয় তখন রানাকে। ওর সাথে পরিচিত হবার আগে চার্লির সাফল্য না আসার কারণটা উপলব্ধি করলো রানা, সেই সাথে এ-ও বুঝলো চার্লি না থাকলে মাইনিং ব্যবসায় সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়বে ও। অদ্ভুত একটা অনিশ্চয়তাবোধে ভোগে চার্লি, আত্মবিশ্বাসের অভাবে খাবি

খেতে থাকে, আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে আসে রানার কাছে। মুখ দেখে বা কথা শুনে তার মনের এই অবস্থা টের পাওয়া যায় না, শুধু রানার দিকে তাকালে তার চোখে ধরা পড়ে ব্যাপারটা। পাওনাদারদের ঠেকিয়ে রাখলো চার্লি, রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা মিলটাকে চালু রাখলো রানা। ব্যাংকের দেনা শোধ করে যেভাবেই হোক নতুন মেশিনগুলো ছাড়াতে হবে ওদের।

মিলের চারধারে দালান তুললো ওরা, মেল্টিং হাউস বানালো। নতুন বাড়িতে একাই থাকে রানা, চার্লি আবার হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে। ঢালের গায়ে তৈরি হলো জুলু শ্রমিকদের কোয়ার্টার। নদী থেকে পানি আনার জন্যে মটর ও পাইপ বসানো হলো। ইলেকট্রিসি পাবার কোনো উপায় নেই, বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হলো জেনারেটর দিয়ে।

দিনে দিনে গোটা উপত্যকার চেহারা বদলে গেল। বার্কলি ময়নিহানের নতুন মিল কাজ শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যে আরও অন্তত দশটা মিল চালু হবে। বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা এখন কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছে, তাদের বেশিরভাগই ভারতীয়। প্রতি হপ্তায় মিটিঙে বসে 'ডিগারস' কমিটি, এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তারা। প্রতিদিন রাস্তায় দু'বেলা পানি ঢালা হয়, ধুলো কমাবার জন্যে। রাইফেলধারী প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে, গোটা এলাকা টহল দিয়ে বেড়ায় তারা। চালু হয়েছে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা। এক ছুটির দিনে হোটেলের সব ক'জন খদ্দেরকে ভাড়া করলো সুফিয়া, কাঠ ও টিন খুলে গোটা হোটেলটাকে চাপিয়ে দিলো তারা গরুর গাড়িতে, মাইলখানেক দূরে এনে গোল্ডফিল্ডের মাঝখানে সুফিয়ার নিজের জায়গায় আবার খাড়া করা হলো সেটাকে। পরের হপ্তায় তাদের সম্মানে পার্টি দিলো সুফিয়া, পানাহারে মত্ত খদ্দেররা হোটেলটাকে দ্বিতীয়বার ভেঙে ফেলতে প্রায় সফল হতে যাচ্ছিলো। প্রতিদিনই দূরবর্তী শহর থেকে আরও বেশি করে গরুর গাড়ি আসে, মাল-সামান ও মানুষজনে

ভর্তি। নবাগতদের কাছ থেকে দশ র‍্যাণ্ড করে চাঁদা তোলে উপকার কমিটি, জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হবে।

এক সকালে হাতে একটা টেলিগ্রাম নিয়ে মাইনে চলে এলো চার্লি। কথা না বলে কাগজটা রানার হাতে গুঁজে দিলো সে। পড়লো রানা। ওদের নতুন মিল পৌঁছে গেছে। 'একি, এতো তাড়াতাড়ি এসে পড়লো?'

'হুঁ,' চিন্তিত দেখালো চার্লিকে।

'ব্যাংকের দেনা শোধ করার মতো টাকা আছে?'

'না।'

'তাহলে উপায়?'

'দেখি, ম্যানেজারের সাথে কথা বলবো।'

'কাজ হবে বলে মনে হয় না।'

'ভাবছি আমাদের ক্লেইমগুলো মর্টগেজ রাখবো।'

'তা কিভাবে সম্ভব? বেশিরভাগ ক্লেইমেরই তো টাকা শোধ করিনি আমরা, দলিলই পাইনি হাতে...'

'সেজন্যেই এ–সব ব্যাপার সামলানোর জন্যে একজন ফাইনান্‌শিয়াল জিনিয়াসকে দরকার তোমার,' হাসলো চার্লি, তার ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল। আমি শুধু তাকে বলবো, ওগুলো যে দামে কিনেছি, এখন বিক্রি করলে পাঁচগুণ বেশি দাম পাবো। পামারকে নিয়ে মিলটাকে চালু রাখো তুমি, আমি শহরে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসছি।'

'যদি সফল হও, তোমাকে আমি একমাসের ছুটি দেবো, সবেতন।'

দু'দিন পর হাতে একটা এনভেলাপ নিয়ে ফিরে এলো চার্লি, এনভেলাপের মুখটা লাল গালা দিয়ে সীল করা, এক কোণে লেখা রয়েছে 'লেটার অভ ক্রেডিট'। আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো ওরা।

হেলমুট ব্রাদারদের মেশিনও ওই একই জাহাজে পৌঁছেছে। একসাথেই

গেল ওরা, বন্দর থেকে একশোটা গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এলো সেগুলো। ফেরার পর, সুফিয়ার বারে বসে, হেলমুট ডোবারকে চ্যালেঞ্জ করলো চার্লি। 'এসো, বাজি ধরি—তোমাদের চেয়ে আগে চালু হবে আমাদের মিল।'

'রাজি। কতো টাকা?'

চার্লির পেটে কনুই দিয়ে খোঁচা মারলো রানা। 'সাবধান! হাত একেবারে খালি!'

'হাত খালি মানে? ব্যাংকের কাছ থেকে ধার নিয়ে ব্যাংকের টাকা শোধ করেছি, তারপরও পঞ্চাশ হাজার র‍্যাণ্ড রয়েছে না?'

'তাই নাকি? তাহলে টাকাটা দাও আমাকে, লোকটার পাওনা কিছুটা অন্তত শোধ করি।'

'লোকটার পাওনা? কোন্ লোকটার?'

'পরিবহন মালিকের।'

'কিসের পরিবহন?'

'আশ্চর্য, বন্দর থেকে মেশিনগুলো আনলে কিসে করে? ওগুলো আমি কিনে নিয়েছি।'

'কি!' হাঁ হয়ে গেল চার্লি। 'কিনে নিয়েছো—একশো গরুর গাড়ি?'

রানা হাসছে। 'পরিবহন ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক, লোভটা সামলাতে পারলাম না। আমাদের মেশিন নামিয়ে দিয়ে একদিন বিশ্রাম নেবে গাড়োয়ানরা, কালই রওনা হয়ে যাবে কেপটাউনের উদ্দেশ্যে, কয়লা নিয়ে। এরকম তিনবার আসা-যাওয়া করলেই দাম উঠে আসবে।'

নিঃশব্দে হাসলো চার্লি। 'ব্যাধিটা সংক্রামক, আমার সাথে থেকে তুমিও আক্রান্ত হয়েছো। ঠিক আছে, নিয়ে যাও টাকা—সেক্ষেত্রে বাজিটা আমাদের জিততেই হবে, এই আর কি!' হেলমুট ডোবারের দিকে ফিরলো

সে। 'পঞ্চাশ হাজার র‍্যাণ্ড, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকালো ডোবার।

একটা মিল সুফিয়া ডীপ-এ বসাচ্ছে ওরা, অপরটা বসাচ্ছে সুইটস মাইনের সামনের ক্লেইমে। প্রায় দুশো জুলু শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়েছে। একটা সুপারভাইজ করছে নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা এলভিস পামার, অপরটা রানা—পালা করে দুটোর ওপর চোখ রাখছে চার্লি। দুটো খনিতে আসা-যাওয়ার পথে হেলমুট ব্রাদারদের ক্লেইমে একবার করে ঢুঁ মারে সে।

'ওরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, দোস্ত,' একদিন বললো চার্লি। 'বয়লারটা এরইমধ্যে বসিয়ে ফেলেছে ওরা।' খুবই মনমরা দেখালো তাকে।

কিন্তু পরদিন আবার তাকে হাসতে দেখা গেল। 'প্ল্যাটফর্মে যথেষ্ট সিমেন্ট মেশায়নি, ক্রাশার বসাতেই মেঝেতে ফাটল দেখা দিয়েছে। আবার নতুন করে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে ওদের। অন্তত তিন দিন পিছিয়ে পড়লো।'

কে জিতবে, তার ওপর বাজি ধরছে লোকজন। ক্যানটিন আর বারে এই একটা বিষয়েই কথা বলছে সবাই। এক শনিবার বিকেলে সুফিয়া ডীপ দেখতে এলো আঁদ্রে জিদ। ওদের কাজ দেখলো সে, দু'একটা পরামর্শ দিলো, তারপর মন্তব্য করলো, 'বেশিরভাগ লোক হেলমুটদের পক্ষে বাজি ধরছে—তাদের ধারণা, আগামী শনিবারে ওদের মিল চালু হয়ে যাবে।'

'যাও, আমাদের পক্ষে পাঁচ হাজার র‍্যাণ্ড বাজি ধরো তুমি, হারলে টাকাটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ো,' তাকে বুদ্ধি দিলো চার্লি। নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা।

আঁদ্রে জিদ চলে যাবার পর রানাকে আশ্বস্ত করলো চার্লি। 'চিন্তা করো না, দোস্ত—আমরা জিতছি। ওই ব্যাটা অ্যামেচার এঞ্জিনিয়ার, হেলমুট

সোবার, ক্রাশার–এর চোয়াল উল্টো করে জোড়া লাগিয়েছে। আজ সকালেই প্রথম লক্ষ্য করলাম। ক্রাশার চালু করার পর টের পাবে। সব আবার খুলে নতুন করে জোড়া লাগাতে হবে ওদের।'

চার্লির কথাই ফললো, হেলমুটদের মিল চালু হবার স্বস্তিকর পনেরো ঘন্টা আগেই চালু হলো ওদের মিল। চিবুক বুকে ঠেকিয়ে ওদের সাথে দেখা করতে এলো হেলমুট ডোবার, ঘোড়ায় বসে লোকটা যেন ঝিমাচ্ছে। বিড়বিড় করে বললো, 'কংগ্রাচুলেশন্স।'

'ধন্যবাদ, হেলমুট। তুমি কি চেকবইটা সাথে করে এনেছো?'

'সে–ব্যাপারে আলোচনা করতেই এসেছি আমি। আমাকে কিছুদিন সময় দেয়া যায় না?'

'ধার দিয়ে তোমাকে বিশ্বাস করা যায়,' বললো চার্লি। 'এসো, আমার সাথে বসে গলাটা ভেজাও। দেখি তোমাকে কিছু কেরোসিন বা ইঁট গছানো যায় কিনা।'

'হ্যাঁ, শুনলাম তোমাদের গাড়িগুলো আজ সকালে ফিরে এসেছে। টিন প্রতি কতো দাম চাইছো কেরোসিনের?'

'এক টিন চারশো র‍্যাণ্ড।'

আঁতকে উঠলো হেলমুট ডোবার। 'তোমরা দেখছি ডাকাতি শুরু করেছো! খুব বেশি হলে টিন প্রতি তোমাদের দাম পড়েছে দশ র‍্যাণ্ড!'

'আর সবাই বিক্রি করছে চারশো দশ র‍্যাণ্ড করে, জানোই তো,' বললো চার্লি। 'আমরা বরং কমে দিচ্ছি।'

চারদিকে যতো ব্যবসা আছে, সবগুলোর দিকে হাত বাড়ালো ওরা। সবার শীর্ষে থাকার ইচ্ছে ওদের, পুঁজি বলতে ঝুঁকি নেয়ার সাহস ও সুযোগের সদ্ব্যবহার। উঠলো ওরা ধাপে ধাপে, প্রথম দিকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হলো, সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকলো এই বঝি সব তাসের

ঘরের মতো ভেঙে পড়লো। কিন্তু না, ব্যবসায়ী মহলে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার পর আর কোনো অসুবিধে হলো না, এক সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এলো ওরা'। টাকা যেন বাঁধ ভাঙা নদীর মতো ওদের দিকে ছুটে আসতে শুরু করেছে।

লিডার রীফ সুফিয়া উীপে পাওয়া গেছে, তারচেয়েও বড় খবর হলো সুফিয়া ডীপে পৌছে রীফটার একটা শাখা বেরিয়েছে, সেটা আরও অনেক বেশি চওড়া এবং সমৃদ্ধ, বিস্তৃত হয়েছে ওদের কেনা পাশের ক্লেইমগুলোয়। এক সন্ধ্যায় অ্যামালগাম-এর বল রিটর্টে ফেলা হচ্ছে, রানা ও চার্লির সাথে উপস্থিত রয়েছে আঁদ্রে জিদ। বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে পারদ, সেই সাথে বিস্ফারিত হয়ে উঠছে জিদের চোখ। সোনার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলো সে, যেন তাকিয়ে আছে বিবস্ত্র কোনো তরুণীর দিকে। 'ঈশ্বর, এখন থেকে তোমাদের স্যার ও মিস্টার বলা উচিত আমার!'

'এরচেয়ে ভালো রীফ আর কোথাও দেখেছো, জিদ?' জানতে চাইলো চার্লি।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো আঁদ্রে জিদ। 'আমার একটা ধারণার কথা তুমিও জানো—পুরানো কোনো লেকের তলা ছিলো রীফটা। ধারণাটা যে সত্যি, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছো। শাখাটা আসলে কি বলো তো?'

'কি?'

'লেকের তলায় গভীর একটা ট্রেঞ্চ, প্রকৃতির তৈরি ফাঁদ—সোনার ভাণ্ডার। সব সোনা ওই ট্রেঞ্চে আটকা পড়ে আছে। শালার ভাগ্য বটে তোমাদের। গোল্ড ডাস্টে আমরা ট্রেঞ্চটা পাইনি, তাই তোমাদের তুলনায় অর্ধেকেরও কম সোনা পাচ্ছি আমরা।'

ওদের ব্যাংক ঋণের পরিমাণ দ্রুত কমতে শুরু করলো। ব্যবসায়ীরা ওদের দেখলে হাসিমুখে চেয়ার ছাড়ে। টিমোথি ক্লার্ককে একটা চেক লিখে

দিলো ওরা, একশো বছর তাকে আর খাওয়া-পরার চিন্তা করতে হবে না। সব দেনা শোধ করার পর ওদের দু'জনকে চুমো খেলো সুফিয়া, তাকে শতকরা সাত পার্সেন্ট ইন্টারেস্টও দেয়া হলো। আগেই পাকা হোটেল তৈরির কাজে হাত দিয়েছিল সুফিয়া, একতলার কাজ এরইমধ্যে শেষ হয়েছে, দোতলা ও তিনতলা বানাবার জন্যে ওদের কাছ থেকে দশ লাখ র‍্যাণ্ড ধার নিলো সে। ডাইনিং রুমের মাঝখানে অত্যন্ত সুন্দর একটা ঝাড়বাতি ঝোলানো হলো, সুফিয়াকে দেয়া রানার উপহার ওটা। তিনতলায় একটা বেডরুম স্যুইট তৈরি করা হলো, মেরুন ও সোনালি রঙের। সুফিয়া ঘোষণা করলো, বেডরুমটা চিরকাল খালি রাখা হবে রানার জন্যে। রানা যে ক্ষণিকের অতিথি, কিভাবে যেন আন্দাজ করে নিয়েছে সে। যে যাবার সে যাবেই, তাকে ধরে রাখার সাধ্য সুফিয়ার নেই, কিন্তু তবু চায় আবার যেন একদিন ফিরে আসে রানা। ওর মনের এই ইচ্ছেটা ভাষায় প্রকাশ না করে এভাবে প্রকাশ করলো সে। কামরাটা রানার জন্যে খালি রাখার ঘোষণা দিয়ে সুফিয়া যেন ওকে অনুরোধ করলো, আমাদেরকে ভুলে যেয়ো না।

আঁন্দ্রে জিদকে সুফিয়া ডীপ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হলো। না, তাকে ভাগিয়ে আনা হয়নি, গোল্ড ডাস্ট ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে এলো সে। নিজের জিনিস-পত্র নিয়ে স্টাফ কোয়ার্টারে উঠে এলো একদিন, চার্লিকে বললো, 'হয় আমাকে ভালো বেতনে একটা চাকরি দাও, তা না হলে কেপটাউনে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই—বেশিদিন তো আর নেই!'

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা শুনে রানা ও চার্লি খুব হাসাহাসি করলো। ইতিমধ্যে ওদের জানা হয়ে গেছে, আসলে আঁন্দ্রে জিদের কোনো অসুখ নেই, সবই তার কল্পনা। গোল্ডফিল্ডের নবাগত ডাক্তাররা সবাই পরীক্ষা করেছে তাকে, একবাক্যে জানিয়ে দিয়েছে আঁন্দ্রে জিদ সম্পূর্ণ সুস্থ

একজন মানুষ। খুব রেগে গেছে জিদ, তাদের সবাইকে হাতুড়ে বলে গাল দিয়েছে সে।

নতুন ক্লেইমে বসানো মিলের ম্যানেজার করা হয়েছে এলভিস পামারকে। ওটার নাম দেয়া হয়েছে শাপলা মাইন। শাপলা থেকে সুফিয়া দ্বীপের মতো অতো বেশি সোনা পাওয়া যায় না, কারণ এলভিস পামার নিয়মিত হাজিরা দেয় রিঙে।

একমাসও লাগলো না, ওদের সব দেনা শোধ হয়ে গেল। এখনও অনেক ক্লেইম খালি পড়ে রয়েছে, কাজ শুরু হয়নি। হাতে জমা হয়েছে বিপুল টাকা।

'গোল্ডফিল্ড এখন একটা শহর,' একদিন বললো রানা। 'এখানে আমাদের একটা অফিস থাকা দরকার। বেডরুম থেকে ব্যবসা চালানো যায় না।'

'ঠিক বলেছো,' সায় দিলো চার্লি। 'বিল্ডিংটা হবে মার্কেট স্কয়ারের কর্ণার প্লটে।' পরদিন থেকেই কাজ শুরু হলো। দোতলা বিল্ডিং, কামরা থাকবে বিশটা।

'জমির দাম একমাসে তিনগুণ বেড়েছে। আগামী মাসে আরও তিনগুণ বাড়বে।'

'ঠিক, এখনই কেনার সময়,' সমর্থন করলো রানা। 'ঠিক লাইনেই চিন্তা করছো তুমি।'

'আইডিয়াটা তোমার ছিলো,' মনে করিয়ে দিলো চার্লি।

'তাই নাকি?'

'মনে নেই, বলেছিলে, আমাদের আস্তানা হবে ঈগলরা যেখানে ওড়ে?'

'কিছুই কি তুমি ভোলো না?'

জমি কিনলো ওরা—অরেঞ্জ গ্রোভ-এ একহাজার একর, হসপিটাল হিল-এর কাছে আরও এক হাজার একর। ইতিমধ্যে ওদের গরুর গাড়ির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চারশোর মতো। নিজেদের ব্রিক ফিল্ডে রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা কাজ হচ্ছে, তারপরও কেপটাউন থেকে ইঁট কিনে আনতে হলো—প্ল্যান সংশোধন করে আরও বড় করা হচ্ছে অফিস।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত খেয়াল চাপলো চার্লির মাথায়। অপেরা হাউস বানাবে সে, কারণ গোল্ডফিল্ডে চিত্তবিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বড় শহরগুলোয় প্রচুর অপেরা হাউস আছে, রানা জানে ও-সব জায়গায় আসলে নির্মল চিত্তবিনোদনের নামে দেহ-ব্যবসাই চলে। শ্বেতাঙ্গ শাসিত সমাজে দেহ-ব্যবসা মানে কালো মেয়েদের ওপর সাদা পুরুষদের দৈহিক অনাচার। প্রায় এক হপ্তা ধরে বোঝাবার পর প্ল্যানটা বাতিল করতে রাজি হলো চার্লি, তবে ডিগারস' কমিটিকে দিয়ে একটা ক্লাব দাঁড় করালো সে, যেটার নাম দেয়া হলো অপেরা হাউস। প্রথম দিকে বড় শহরগুলো থেকে অপেরা পার্টি, গায়ক-গায়িকা, অভিনেত্রী ও কৌতুক শিল্পীদের ভাড়া করে আনা হলো। তাদের মধ্যে অনেকেই রয়ে গেল গোল্ডফিল্ডে।

অল্পদিনের মধ্যে গোল্ডফিল্ডে কোটিপতিদের সংখ্যা বেড়ে গেল। বার্কলি ময়নিহান, হেলমুট ব্রাদারস, ব্র্যাণ্ড টেলর, চার্লি উডকক, মাসুদ রানা ছাড়াও আরও বারো-তেরোজন লোক প্রায় রাতারাতি টাকার কুমীর বনে গেছে। এরা ক'জনই সদ্য গড়ে ওঠা শহরটার মালিক।

শহর মালিকদের হঠাৎ একদিন মিটিঙে ডাকলো বার্কলি ময়নিহান। সুফিয়ার নতুন হোটেলের প্রাইভেট লাউঞ্জে সবাইকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে সে।

'নিজেকে কি ভাবে ও,' প্রতিবাদ জানালো হেলমুট সোবার। 'আমরা

তার কেনা চাকর নাকি যে ডেকে পাঠাবে?'

'ব্যাটা ইহুদির নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে,' মন্তব্য করলো ব্র্যাণ্ড টেলর। জার্মান সে, আজও হিটলারের ভক্ত।

কিন্তু দাওয়াত কবুল করলো সবাই, যথাসময়ে উপস্থিত হলো সুফিয়ার হোটেলে। সবাই জানে, বার্কলি ময়নিহান যাতেই হাত দিক, টাকার গন্ধ তাতে না থেকেই পারে না।

রানা ও চার্লি সবার শেষে পৌঁছুলো। এরইমধ্যে হোটেলের প্রাইভেট লাউঞ্জ সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে গেছে, প্রত্যাশায় টান টান হয়ে আছে পরিবেশ। চামড়া মোড়া একটা চেয়ারে মাংসের স্তূপ, দেখেই বার্কলি ময়নিহানকে চেনা গেল। তার পাশে শান্তভাবে বসে আছে ম্যাক আব্রাহাম। লাউঞ্জে চার্লিকে ঢুকতে দেখে বার্কলি ময়নিহানের চোখের পাতা নড়লো শুধু, চেহারার ঠাণ্ডা ও নির্লিপ্ত ভাব একটুও বদলালো না।

রানা ও চার্লি খালি চেয়ার পেয়ে বসলো। ওরা বসতেই উঠে দাঁড়ালো ম্যাক আব্রাহাম। 'জেন্টেলমেন, মি. ময়নিহান আপনাদের ডেকেছেন একটা প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্যে।'

চেয়ারে বসা লোকগুলো সবাই সামনের দিকে একটু ঝুঁকলো। চোখগুলো চকচক করছে।

'বিপুল পরিমাণ টাকা ধনী লোকদেরই দরকার হয়, কারণ নতুন কোনো ব্যবসায় হাত দিতে হলে পুঁজির প্রয়োজন। সেজন্যে, অনেক সময়, ইতিমধ্যে আয় করা সমস্ত লাভ জড়ো করতে হয় এক জায়গায়। তারপরও দেখা যায়, প্রয়োজনীয় পুঁজি যোগাড় হলো না। অপরদিকে, আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন, যাঁদের বিপুল অলস টাকা রয়েছে, তাঁরাও বিনিয়োগ করার মতো ব্যবসার সন্ধানে আছেন।

'এ-ধরনের অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ করার জন্যে বসার

কোনো জায়গা নেই আমাদের। সবচেয়ে কাছের স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে কিমবারলিতে। এতো দূরে যে ওটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না। মি. ময়নিহান আপনাদের ডেকেছেন, নিজেদের একটা আলাদা স্টক এক্সচেঞ্জ গড়ে তোলার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখার জন্যে। বেশ কিছুদিন থেকে এ–ব্যাপারে চিন্তা–ভাবনা করছেন উনি, কিছু কিছু কাজ এরইমধ্যে সেরে ফেলেছেন—তার মধ্যে একটি হলো, সরকারী অনুমোদন। আপনারা যদি প্রস্তাবটা সমর্থন করেন, আজই তাহলে একজন চেয়ারম্যান ও গভর্নিং বডির জন্যে ইলেকশন হতে পারে।'

বক্তব্য শেষ করে বসে পড়লো ম্যাক আব্রাহাম। লাউঞ্জে পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো। প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা করছে সবাই, ভাবছে 'আমি কিভাবে উপকৃত হবো'?

'সন্দেহ নেই,' নিস্তব্ধতা ভাঙলো ব্র্যাণ্ড টেলর, 'আইডিয়াটা ভালো।'

'হ্যাঁ, একটা স্টক এক্সচেঞ্জ দরকার আমাদের।'

'প্রস্তাবটা আমি সমর্থন করি।'

শুরু হলো আলোচনা। কতো টাকা ফি ধরা হবে, নিয়ম–কানুন কি হবে, স্টক এক্সচেঞ্জ কাজ শুরু করবে কোথায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বলছে ওরা, ওদের চেহারা ও হাবভাব গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করছে রানা। এক একজনের চেহারা এক এক রকম, স্বভাব–চরিত্র মেলে না, ভাষা ও ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা রয়েছে, মিল আছে শুধু এক জায়গায়—লোভে চকচক করছে প্রত্যেকের চোখ। হঠাৎ করে উপলব্ধি করলো রানা, ও একজন বহিরাগত, এই লোকগুলোর মাঝখানে ওকে যেন একেবারেই মানায় না।

মিটিং শেষ হলো মাঝরাতে। রাত বারোটায় আবার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো ম্যাক আব্রাহাম। 'জেন্টেলমেন, মি. ময়নিহান চাইছেন আপনারা

বিদায় নেয়ার আগে, আমাদের নতুন স্টক এক্সচেঞ্জের দীর্ঘ আয়ু কামনা করে সবাই শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দেবেন।'

'এ একেবারেই অবিশ্বাস্য,' বিস্ময় প্রকাশ করলো চার্লি। 'শেষবার বার্কলি কাউকে পকেটের টাকা খরচ করে খাইয়েছে বিশ বছর আগে। আজ ওর হলোটা কি! এই, তাড়াতাড়ি ওয়েটারকে ডাকো, কে জানে আবার যদি মত পাল্টায়!'

চোখ ভরা ঘৃণা গোপন করার জন্যে মাথা নিচু করলো বার্কলি ময়নিহান।

ছয়

এরপর শহরটা আধুনিক হতে শুরু করলো। রাস্তা-ঘাট পাকা হলো, বসলো রেললাইন, এলো মোটর গাড়ি। ছোট্ট একটা পতিতালয় আগেই ছিলো, কয়লা খনির শ্রমিকদের জন্যে, শহরের আরেক প্রান্তে আরও একটা তৈরি হলো। বাকি থাকলো শুধু ইলেকট্রিসি, তা-ও ছ'মাসের মধ্যে এসে যাবে বলে ধারণা করা যায়। ইতিমধ্যে সরকারের টনক নড়েছে, ইনকাম ট্যাক্স অফিসাররা ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছে খনি মালিকদের। শহরে এখন তিনটে ব্যাংক কাজ শুরু করেছে। যে-কোনো দিন ঘোষণা করা হবে

শহরটা বড় হলো, তার সাথে বড় হলো চার্লি ও রানা। ওদের দৈনন্দিন জীবন দ্রুত বদলে গেছে, নিজেদের খনিতে হপ্তায় একবারের বেশি যায় না কেউ। দক্ষ লোকদের মোটা টাকা বেতন দিয়ে দলে টেনে নিয়েছে ওরা, সমস্ত কাজ–কর্ম তারাই দেখাশোনা করে। একটা রাস্তার নাম রাখা হয়েছে শেখ সাহিব রোড, ওদের অফিসটা ওই রোডেই। সোনা যেন ছুটন্ত লাভার মতো ধেয়ে আসছে অফিসটার দিকে।

দিগন্ত ছোটো হয়ে এলো ওদের, অফিস, হোটেল ও স্টক এক্সচেঞ্জ ছাড়া আর কোনো দিকে তাকাবার সময় নেই। তবু এই ছোট্ট জগৎটার ভেতর এতো বেশি রোমাঞ্চের সন্ধান পেলো রানা যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না ওর। প্রথম কিছুদিন অমানুষিক ব্যস্ততার মধ্যে জিনিসটা অনুভব করেনি ও, ভিত তৈরির কাজে এতটাই মগ্ন ছিলো যে অনুভব করার সময় ও শক্তি কোনোটাই পায়নি।

তারপর একদিন হঠাৎ করেই রোমাঞ্চের প্রথম স্বাদটা পেলো রানা। একটা জমির টাইটেল ডকুমেন্ট দরকার ওর, এক লোককে দিয়ে খবর পাঠালো ব্যাংকে, ধারণা করলো ব্যাংকের কোনো নিম্নমান কেরানী কোনও এক সময় দিয়ে যাবে। এক সময় নয়, প্রায় সাথে সাথে ব্যাংক থেকে লোকজন চলে এলো, লাইন দিয়ে রানার অফিস কামরায় ঢুকলো তারা— মোট তিনজন—অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, জুনিয়র অফিসার, কেরানী। বিস্ময়টা শারীরিক আঘাতের মতো নাড়া দিয়ে গেল রানাকে, নতুন একটা চেতনা সৃষ্টি হলো ওর মধ্যে। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় লোকজন ওর দিকে কিভাবে তাকায় লক্ষ্য করলো ও। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করলো বাইশ শো লোক খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্যে নির্ভর করে তার ওপর। বাপ্‌স্!

রোজ সকালে স্টক এক্সচেঞ্জে ঢোকা মাত্র ওদের সামনের পথ থেকে লোকজন সমীহের সাথে দ্রুত একপাশে সরে যায়, মেম্বারদের জন্যে

সংরক্ষিত লাউঞ্জে ঢোকা মাত্র বহু লোক নিজেদের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, ওদের সংরক্ষিত সিটে না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে তারা। ব্যবসা শুরু হবার আগে পরস্পরের দিকে ঝুঁকে ফিসফাস করে ওরা, তখন এমনকি গভীর জলের অন্যান্য মাছেরাও তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। চোখের পাতায় ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে লক্ষ্য করে বার্কলি ময়নিহান, তার চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, যেন ওদের মনের সমস্ত কথা পড়ে নিতে চায় সে। যেন চার্লি ও রানা কি নিয়ে আলাপ করছে জানার বিনিময়ে সবাই ওরা যে যার খনির একদিনের উৎপাদন খোয়াতেও পিছপা হবে না।

'কেনো!' রানা বা চার্লির এই নির্দেশ শোনার জন্যেই অপেক্ষা করে সবাই।

'কেনো। কেনো। কেনো!' ওদের দেখাদেখি শুরু হয় শেয়ার কেনা-বেচার তীব্র প্রতিযোগিতা। ওরা যে কোম্পানীর শেয়ার কিনবে, বাকি সবাইও সেটার দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তবে সিদ্ধান্তটা প্রথম যে নেবে, শেয়ারের সিংহভাগ তার কপালেই জুটবে। তারপরই হু হু করে চড়তে শুরু করবে দাম। অল্প দামে কেনো, চড়া দামে বিক্রি করো। কেনার পর চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নাও, তারপর বিক্রি করো। প্রতিদিন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমা হচ্ছে ব্যাংকে। নতুন নতুন ব্যবসাতে পুঁজি খাটাচ্ছে ওরা।

তারপর এক সকালে রোমাঞ্চের অনুভূতিটা এমন তীব্র হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে, তার সাথে শুধু চরম পুলকের তুলনা চলে। বার্কলি ময়নিহানের পাশ থেকে চেয়ার ছাড়লো ম্যাক আব্রাহাম, ধীর পায়ে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে লাউঞ্জে উপস্থিত সবাই চুপ হয়ে গেল, কেউ নড়লো না, শুধু দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করলো তাকে। ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো সে, নকশাদার কার্পেট থেকে বিষণ্ন চোখ দুটো তুললো, প্রায় ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিলো একগাদা কাগজ-পত্র।

'গুড মর্নিং, মি. মাসুদ রানা। গুড মর্নিং, মি. চার্লি উডকক। নতুন এই শেয়ার ইস্যুগুলো মি. ময়নিহান আপনাদেরকে দেখানোর জন্যে পাঠালেন। রিপোর্টগুলো পড়ার পর আপনারা হয়তো আগ্রহী হয়ে উঠবেন। ওগুলো গোপনীয়, বলাই বাহুল্য। মি. ময়নিহান মনে করেন আপনাদের সমর্থন পাবার সমস্ত গুণ এই শেয়ারগুলোর আছে।'

তোমার ক্ষমতা আছে, কাজেই তোমাকে ঘৃণা করে এমন লোককেও তুমি উপকার চাইতে বাধ্য করতে পারো। শুধু ওই একবারই নয়, এরকম আরও অনেকবার পারস্পরিক ব্যবসার স্বার্থে বার্কলি ময়নিহানের সাথে হাত মেলালো ওরা। ভাষা বা দৃষ্টি দিয়ে ওদের অস্তিত্ব অবশ্য কখনোই স্বীকার করলো না বার্কলি ময়নিহান। রোজ সকালে লাউঞ্জের এক প্রান্ত থেকে তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে চার্লি, 'হ্যালো, বাকপটু বার্কলি,' অথবা, 'আজ আমাদের একটা গান শোনাও না, বার্কলি।'

বার্কলির শুধু চোখের পাতা নড়ে, চেয়ারে আরও একটু ডেবে যায় শরীরটা, আর কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। তবে ব্যবসা শুরুর ঘন্টা পড়ার আগে তার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াবে ম্যাক আব্রাহাম, ধীর পায়ে এগিয়ে আসবে ওদের দিকে। বার্কলি ময়নিহান তখন ফায়ারপ্লেসের গন-গনে আগুনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে, যেন এই জগতেই নেই সে। ফিসফিস করে দু'চারটে কথা হবে রানা ও চার্লির সাথে, তারপর মনিবের পাশে ফিরে যাবে ম্যাক আব্রাহাম।

যেদিন ওরা একসাথে ব্যবসা করে, লাভের পরিমাণ হয়ে ওঠে অবিশ্বাস্য, বলা যায় ছোটোখাটো ঐশ্বর্য চলে আসে দুই পক্ষের হাতে। এক বিশেষ সকালে রেকর্ড তৈরি করলো ওরা, দু'ঘন্টার মধ্যে আয় হলো পঞ্চাশ লাখ র‍্যাণ্ড।

অনভিজ্ঞ বালক প্রথম যেদিন রাইফেল পায় হাতে, খেলনা হিসেবে

দেখে সেটাকে। টাকার যে কি ভীষণ ক্ষমতা, সে–সম্পর্কে খানিকটা যে ধারণা নেই রানার তা নয়, তবে নিজে কখনও মাঠে নেমে এতো টাকা কামায়নি ও, ফলে এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারছে টাকা আসলে রাইফেলের চেয়েও ভীতিকর একটা অস্ত্র, আরও অনেক বেশি মিষ্টি ও তৃপ্তিকর। প্রথম দিকে ব্যাপারটা হলো দাবা খেলার মতো; গোল্ডফিল্ড ছক, সোনা ও মানুষগুলো ঘুঁটি। মুখের একটা শব্দ বা চিরকুটে লেখা একটা বাক্যই যথেষ্ট, ঝন ঝন শব্দ করে জায়গা বদল করে সোনা, নাচতে শুরু করে মানুষ। পরিণতি বহু দূরে, কি হবে ভাবার অবকাশ নেই; আসল কথা ফলাফল—কালো কালিতে লেখা হয় ব্যাংক স্টেটমেন্টে। তারপর একদিন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে উপলব্ধি করলো ও, ছক থেকে ছিটকে পড়া মানুষকে ঘুঁটি রাখার বাক্সেও আর ফেরত নেয়া হয় না, কাঠের একটা নাইট যেটুকু সহানুভূতি পায় তা–ও তার কপালে জোটে না।

ব্র্যাণ্ড টেলর, হাসিখুশি মানুষটা, নিজেকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে তুললো। কেপটাউনের বিশাল এক আবাসিক প্রকল্পের জন্যে টাকা দরকার তার, স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রে সই করে টাকা ধার করলো সে, নিশ্চিতভাবে জানে প্রয়োজনে মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে পারবে। চুপিচুপি ধার করলো এমন সব লোকের কাছে, যাদেরকে বিশ্বাস করা যায় বলে তার ধারণা। নিজেকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা রাখেনি, গন্ধ পেয়ে ছুটে এলো হাঙরের দল।

'ব্র্যাণ্ড টেলর টাকা পাচ্ছে কোথা থেকে?' জানতে চাইলো ম্যাক আব্রাহাম।

'তুমি জানো?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'না, তবে আন্দাজ করতে পারি।'

পরদিন আবার ওদের সাথে কথা বললো ম্যাক আব্রাহাম। 'আটজনের কাছ থেকে ধার করেছে টেলর। এই হলো তালিকা,' ম্লানমুখে ফিসফিস

করলো সে। 'কয়েকটা টিক চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো মি. ময়নিহান কিনবেন। বাকিগুলো কি আপনারা নেবেন?'

'নেবো,' বললো চার্লি।

পক্ষকাল মেয়াদী ঋণ, শেষ দিনে হামলা চালালো ওরা, ধারের টাকা ফেরত চাইলো; সময় দিলো চব্বিশ ঘন্টা। সব ক'টা ব্যাংকে পালা করে ধরনা দিলো ব্র্যাণ্ড টেলর।

'দুঃখিত, মি. টেলর—চলতি মাসে আমরা বাজেটের চেয়ে বেশি ঋণ দিয়ে ফেলেছি।'

'মি. ময়নিহানের হাতে গিয়ে পড়েছে আপনার ঋণপত্র, অত্যন্ত দুঃখিত।'

'সত্যি আমরা দুঃখিত, মি. টেলর, মি. চার্লি উডকক আমাদের একজন ডিরেক্টর।'

নতুন আনা গাড়িতে চড়ে এক্সচেঞ্জে ফিরে এলো ব্র্যাণ্ড টেলর। শেষবারের জন্যে লাউঞ্জে ঢুকলো সে। বিশাল কামরার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো, ঘামে ভেজা মুখ থমথম করছে, কথা বললো তিক্ত ও কর্কশ স্বরে। 'আমি প্রার্থনা করি, যখন তোমাদের পালা আসবে, যীশু যেন তোমাদের ওপর সদয় থাকেন! বন্ধুরা! হায়, আমার বন্ধুরা! রানা, কতোবার একসাথে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করেছি আমরা? আর চার্লি, কালই না তুমি আমার সাথে হ্যাণ্ডশেক করেছো?'

ঝট্ করে ওদের দিকে পিছন ফিরলো সে, হন হন করে হাঁটা ধরলো, বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। গ্রেট ব্লু নাইল হোটেলে তার স্যুইট এক্সচেঞ্জ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরেও নয়। মেম্বারস' লাউঞ্জ থেকে পিস্তলের আওয়াজটা পরিষ্কারই শুনতে পেলো ওরা।

সেদিন রাতে হোটেলে ফিরে প্রচুর মদ খেলো রানা। রীতিমতো অবাক

হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো চার্লি।

'কাজটা কেন করলো টেলর? আত্মহত্যা করতে গেল কেন?'

'মরেনি, পালিয়েছে,' জবাব দিলো চার্লি।

'যদি জানতাম এই কাণ্ড করতে যাচ্ছে সে…ওহ্ গড! শুধু যদি টের পেতাম…!'

'ড্যাম ইট, ম্যান—একটা সুযোগ নিতে চেয়েছিল, ফেঁসে গেছে—দোষটা আমাদের নয়। সে-ও এই একই আচরণ করতো আমাদের সাথে।'

'ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারছি না, চার্লি। এ অত্যন্ত নোংরা। চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। টাকা তো কম রোজগার করিনি, আর দরকার কি?'

'ধাক্কাধাক্কিতে আছাড় খেলো একজন, অমনি তুমি ভয় পেয়ে খেলাটাই বাদ দিতে চাও?'

'শুরুতে ব্যাপারটা এরকম ছিলো না, চার্লি। তুমি বুঝতে পারছো না, গোটা পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে?'

'বিষাক্ত, নোংরা, এই সব শব্দ ব্যবহার করছো তুমি, রানা।' চার্লির চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মুখটা থমথমে। 'তাহলে আমাকে বলো, শক্তিহীন একজন মানুষের জীবন যতোটুকু বিষাক্ত? তারচেয়ে বিষাক্ত আর কিছু আছে? গরীব একটা দেশে জন্ম তোমার, দারিদ্র্য কি জিনিস তোমাকে আমার শেখাতে হবে না—বলো তো, দারিদ্র্যের চেয়ে নোংরা ব্যাপার আর কিছু হতে পারে? কোথায় যাবে তুমি, রানা? কোথায় পালাতে চাও? যতো দূরেই যাও না কেন, সেখানেও দেখবে পরিবেশটা এখানের চেয়ে কম বিষাক্ত নয়। তারচেয়ে এসো আমরা যে অস্ত্রটা পেয়েছি সেটাকে ব্যবহার করি, অসহায়ত্ব আর দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে নিজেদের অন্তত বাঁচাই।

মানুষের জীবন একটা লড়াই বৈ কিছু নয়, দোস্ত। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।'

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, কিন্তু শুধু নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই কি? রানা তা বিশ্বাস করে না। ওর শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এটা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। দুনিয়ার বুকে আরও মানুষ আছে, তারা আছে বলেই তো ওর নিজের অস্তিত্ব এতো তাৎপর্যপূর্ণ ও মূল্যবান। কাজেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে সবার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে লড়তে হবে। সে-ধরনের একটা লড়াইকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে ও। পেশা নির্বাচনের সময় এই দর্শনটাই উৎসাহ যুগিয়েছে—দেশ ও দেশবাসীর অস্তিত্ব নিষ্কন্টক করতে চায় ও।

কিন্তু এসব কথা চার্লিকে বলা যায় না, বলে কোনো লাভ নেই। চার্লি তার নিজের অবস্থান থেকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করছে, ওর কথায় যুক্তিরও কোনো অভাব নেই, সেগুলো রানার যুক্তির সাথে মেলে না এই যা। বিচ্ছেদের একটা বেদনা চিনচিন করে বাজলো রানার বুকে। চার্লিকে ওর অসম্ভব ভালো লাগে, কিন্তু এই পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানো ওর পক্ষে দিনে দিনে কঠিন হয়ে উঠছে। নিজের হাতে গড়া এই সাম্রাজ্য, কঠিন পরিশ্রমে অর্জিত এই শ্রদ্ধা ও সম্মান, শীর্ষে থাকার রোমাঞ্চ ও তৃপ্তি, এ-সবই অত্যন্ত লোভনীয়, রানা উপভোগও করে। কিন্তু বিবেকের দংশন অস্থির করে তুলছে ওকে। এখানে আর বেশিদিন ওর থাকা উচিত হবে না। 'তুমি বলেছিলে, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে অনেক টাকা দরকার তোমার,' বললো ও। 'আর কতো টাকা চাই?'

'প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ?'

'ভুলে গেছো? সপ্তদশ ব্যারন টমাসকে একটা শিক্ষা দেয়ার কথা ছিলো না? তোমার এলাকার দুঃস্থ নিগ্রোদের জন্যে কিছু একটা করার কথাও তো ভাবতে এক সময়।'

'ও, হ্যাঁ—না, ভুলিনি, দোস্ত,' ঠোঁট বাঁকা করে হাসলো চার্লি। 'কিন্তু ও-সব পরে হবে। এখন আমি নিজেকে রাজা বা সম্রাট বানাবার কাজে ব্যস্ত।'

'তোমার ব্যস্ততা নিয়ে থাকো তুমি,' বিড়বিড় করলো রানা।

'কি বললে?' কি এক আশঙ্কায় নিমেষে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চার্লির চেহারা, ভাবলো শুনতে ভুল করেছে।

'আমার আর মন টিকছে না, চার্লি।'

কথা না বলে চেয়ার ছাড়লো চার্লি, যেন অসহ্য ব্যথায় হঠাৎ অস্থির হয়ে পড়েছে। রানার সামনে, কামরার মেঝেতে পায়চারি শুরু করলো সে। 'এখন যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও, আমার ওপর অন্যায় করা হবে। তুমি ছাড়া আমি অসহায়, এটা জানার পরও যদি ত্যাগ করো আমাকে, আমি তোমাকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবো না।' রানার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, ভিজে উঠেছে চোখ। 'আই লাভ ইউ, রানা!'

এই বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা, এটাকেই বা কিভাবে অস্বীকার করে রানা?

রানা কথা বলছে না দেখে ঘুরে দাঁড়ালো চার্লি, দরজার দিকে পা বাড়ালো।

'কোথায় যাচ্ছো?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলো রানা।

দাঁড়ালো চার্লি, কিন্তু রানার দিকে ফিরলো না। 'অপেরা হাউসে।'

'এতো রাতে…সুফিয়া কি বলবে?'

'সুফিয়া জানবে না।' কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল চার্লি।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা।

সকালে গোটা ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে উঠলো। অফিসে মেলা কাজ, নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া গেল না। একবার এক্সচেঞ্জে যেতে হলো

রানাকে, অপ্রত্যাশিত কয়েকটা সিদ্ধান্ত নেয়ায় উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠলো পরিবেশ। টাকার প্রভাব ও ক্ষমতা সারাক্ষণ পুলকিত করে রাখছে শরীর ও মন—দুপুরের আগে একবারই মাত্র ব্র্যাণ্ড টেলরের কথা মনে পড়লো ওর, কেন যেন মনে হলো ব্যাপারটা ততো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার কফিনে রাখার জন্যে বিরাট একটা ফুলের তোড়া পাঠালো ওরা।

বিকেলে রানার অফিসে খোলা জনালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে চার্লি, মুখে চুরুট। এক্সচেঞ্জে যাবে ওরা, ডমরুর অপেক্ষায় রয়েছে। মার্সিডিজ ও ক্যাডিলাক, দুটো গাড়ি ওদের, যদিও খুব কমই ব্যবহার করা হয়। চার ঘোড়ার একটা কোচ ওদেরকে আনা-নেয়া করে। ডেস্ক-এর পিছনে বসে কাগজ-পত্রে শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে রানা।

কমপ্লিট স্যুট পরেছে চার্লি, টাইয়ের পিনটা হীরের। তার বাম হাতে তিনটে আঙটি, তা-ও হীরে বসানো। সেগুলোর ওপর চোখ রেখে হাসলো নিজেই, বললো, 'মেয়েদের সান্নিধ্য আসলে ভালোই লাগে, এক সময় অভ্যেস হয়ে যায়। সুফিয়ার কথাই ধরো, বেশ অনেকদিনই তো হলো ওর সাথে মিশছি, কই, আমার তো একঘেয়ে লাগছে না!'

'সুফিয়া খুব ভালো মেয়ে,' ফাইলের নিচে খস খস করে সই করলো রানা, অন্যমনস্ক।

'বয়স তো কম হলো না,' বলে চলেছে চার্লি। 'যদি কখনও নিজের একটা পুত্রসন্তান চাই...।'

ফাইলটা বন্ধ করে মুখ তুললো রানা। হাসিটা ছড়িয়ে পড়ছে মুখে। 'আমার কানে যেন নতুন একটা সুর বাজছে?'

জানালার দিকে পিছন ফিরলো চার্লি। 'সময় মানুষকে বদলে দেয়, দোস্ত। আমার বয়স বাড়ছে না?'

'পুনরাবৃত্তি করছো,' অভিযোগ করলো রানা।

দুর্বল হাসি দেখা গেল চার্লির মুখে। 'তাহলে বলেই ফেলি...।'

বলা আর হলো না, বাইরের রাস্তা থেকে খটাখট-খটাখট খুরের আওয়াজ ভেসে এলো, কে যেন দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকেই আসছে। দু'জনেই ওরা জানালার দিকে এগোলো।

'পামার,' রুদ্ধশ্বাসে বললো চার্লি। 'নিশ্চই খারাপ কিছু ঘটেছে!'

একটু পরই সিঁড়িতে ছুটন্ত পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। নক না করেই ভেতরে ঢুকলো এলভিস পামার, ঘামে ভিজে আছে মুখ, হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। মাইনারদের ওভারঅল পরে আছে সে, পায়ে গামবুট। 'ন'নম্বর লেভেলে উথলে উঠেছে কাদা!'

'কতোটা খারাপ?' কর্কশ প্রশ্ন চার্লির।

'খুব খারাপ—আট নম্বর লেভেল পর্যন্ত ডুবে গেছে।'

'জেসাস, পরিষ্কার করতে কম করেও দু'মাস লেগে যাবে,' চার্লির চেহারায় উদ্বেগ। 'শহরের কেউ জানে, তুমি কাউকে বলেছো?'

'সোজা এখানে চলে এসেছি—ড্রেক গিবসন পাঁচজনকে নিয়ে ফেস-এ ছিলো বিস্ফোরণের সময়।'

'এখুনি ফিরে যাও,' নির্দেশ দিলো চার্লি। 'তবে শান্তভাবে। কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে। খনি থেকে বেরুতে দেবে না কাউকে। বিক্রি করার জন্যে সময় পেতে হবে আমাদের।'

'ইয়েস, মি. উডকক,' ইতস্তত করলো এলভিস পামার। 'কাদার বিস্ফোরণ ড্রেক গিবসন আর তার পাঁচজন সহকারীকে আঘাত করেছে। ...আমি কি ওদের বাড়িতে খবর পাঠাবো?'

'কি আশ্চর্য, তুমি কি ইংরেজি বোঝো না?' ধমক দিলো চার্লি। 'আমি চাই না দশটার আগে কেউ কিছু জানতে পারুক। হাতে কিছুটা সময়

দরকার আমাদের।'

'কিন্তু মি. উডকক...,' হতভম্ব দেখালো এলভিস পামারকে। চার্লির দিকে তাকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো সে। ছ'জন লোক কাদায় ডুবে মারা গেছে, অপরাধবোধের একটা খোঁচা অনুভব করলো চার্লি।

'ওদের বাড়িতে আমি খবর দেবো,' বললো রানা। 'দশটার পর। তুমি যাও, পামার।'

এক্সচেঞ্জে ব্যবসা শুরু হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে শাপলা মাইনের শেয়ার বিক্রি করে দিলো ওরা, এক হপ্তা পর আবার ওগুলো কিনলো—অর্ধেক দামে। আরও দু'হপ্তা পরে পুরোদমে উৎপাদন শুরু করলো শাপলা মাইন।

অরেঞ্জ গ্রোভ—এর জমি ছোটো ছোটো প্লটে ভাগ করে বেচে দিলো ওরা, শুধু একশো একর নিজেদের জন্যে আলাদা করে রাখলো—ওখানে বাড়ি বানাবে।

বাড়ির নক্সা তেরির সময় নিজেদের কল্পনা ও মেধা খাটালো ওরা। চার্লির কথা হলো, বিশাল একটা কীর্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হবে ওদের বাড়িটাকে। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে কেপটাউন বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর হরটিক্যালচারিস্টকে আনানো হলো গোল্ডফিল্ডে। জমিটা তাকে দেখালো ওরা।

'আমাকে একটা বাগান তৈরি করে দিন,' বললো চার্লি।

'পুরো একশো একরে?'

'হ্যাঁ।'

ঢোক গিললো হরটিক্যালচারিস্ট। 'ধরে নিচ্ছি আপনার তাহলে টাকশাল আছে।'

'মানি ইজ নো প্রবলেম,' তাকে আশ্বস্ত করলো চার্লি।

ইরাক ও ইরান থেকে এলো কার্পেট, কাঠ এলো জিম্বাবুই থেকে, ব্যবহার করা হলো ইটালির মার্বেল। প্রধান প্রবেশপথের গেটে সাদা মার্বেলের ওপরে সোনালি হরফে লেখা হলো—'দুই তরুণ যাযাবর এখানে কিছুদিন স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী ছিলো'। গার্ডেনার কিছু ভুল বলেনি, বাড়িটা তৈরি করতে টাকা যেন হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। রোজ বিকেলে, এক্সচেঞ্জ বন্ধ হবার পর, দুই বন্ধু গাড়ি নিয়ে চলে আসে মিস্ত্রিদের কাজ দেখতে। একদিন ওদের সাথে সুফিয়াও এলো, বাড়িটা তাকে ঘুরিয়ে দেখাবার সময় বাচ্চা ছেলেদের মতো আচরণ করলো ওরা।

'এটা হবে বলরুম,' সুফিয়ার সামনে মাথা নোয়ালো রানা। 'ম্যাডাম কি আমার সাথে একটু নাচবেন?'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।' পরমুহূর্তে রানার দুটো বাহু শূন্যে তুলে নিলো তাকে, বালি ও সিমেন্টের স্তূপ পার করে একগাদা শোয়ানো বাঁশের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলো।

'আর এটা হলো সিঁড়ি,' সুফিয়াকে বললো চার্লি। 'মার্বেল—কালো আর সাদা মার্বেল—আর মেইন ল্যাণ্ডিঙে, ওখানটায়, একটা কাঁচের মোড়কে থাকবে বার্কলির মুণ্ড, মুখের ভেতর থেকে অর্ধেক বেরিয়ে আছে একটা আপেল।'

হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে ধাপগুলো টপকে এলো সুফিয়া, দোতলায় উঠে অমসৃণ কংক্রিটের ওপর দাঁড়ালো।

'তুমি দাঁড়িয়ে আছো রানার বেডরুমে। বিছানাটা হবে ওক কাঠের,' বললো চার্লি। প্যাসেজ ধরে এগোলো ওরা, দু'জনের মাঝখানে সুফিয়া, তিন জোড়া হাত পরস্পরকে জড়িয়ে আছে।

'আর এটা হলো আমার কামরা। আমার ইচ্ছে ছিলো নিরেট সোনার

একটা বাথটাব বসাবো, কিন্তু ঠিকাদার বলছে অসম্ভব ভারি হয়ে যাবে, আর রানা বলছে ভালগার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও, গোটা উপত্যকা দেখতে পাবে। সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়েই এক্সচেঞ্জের প্রাইস পড়তে পারবো, টেলিস্কোপের সাহায্যে।'

'ভারি সুন্দর!' সুফিয়া যেন স্বপ্ন দেখছে। 'কতো বড় বাড়ি এটা?'

'বাগান ইত্যাদি মিলিয়ে একশো একর। সবটুকু দেখতে হলে দু'দিন লেগে যাবে। তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'অসম্ভব ভালো লাগছে আমার।'

'এটা কিন্তু তোমার কামরাও হতে পারে!'

চেহারা রাঙা হতে শুরু করলো সুফিয়ার, তারপর আড়ষ্ট হয়ে উঠলো পেশী। 'ও ঠিকই বলেছে—তুমি সত্যি ভালগার।' ওদের দিকে পিছন ফিরে দরজার দিকে পা বাড়ালো সুফিয়া, অপ্রতিভ ভাবটা গোপন করার জন্যে চুরুটের খোঁজে পকেট হাতড়াতে শুরু করলো রানা।

দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে সুফিয়াকে ধরে ফেললো চার্লি, দুই কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরালো তাকে। 'ইউ সুইট ইডিয়ট, ওটা একটা প্রস্তাব ছিলো।'

'যেতে দাও আমাকে!' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা সুফিয়ার, চার্লির হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে ছটছট করছে। 'কি ভাবো তুমি আমাকে!'

'সুফিয়া—আমি সিরিয়াস। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

চুরুটটা রানার মুখ থেকে খসে পড়লো, তবে মেঝেতে পড়ার আগেই ধরে ফেললো আবার।

স্থির হয়ে গেছে সুফিয়া, চার্লির মুখে বিঁধে আছে দৃষ্টিটা।

'হ্যাঁ কিংবা না—তুমি আমাকে বিয়ে করবে?' আবার জিজ্ঞেস করলো

প্রথমে একবার ধীরে ধীরে, তারপর দু'বার অত্যন্ত দ্রুত মাথা ঝাঁকালো সুফিয়া।

খুক করে কেশে ওদের দিকে পিছন ফিরলো রানা, বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

শহরে ফেরার পথে বাকশক্তি আবার ফিরে পেলো সুফিয়া, সুখী ও ছটফটে চড়ুই পাখির মতো কিচিরমিচির করছে সে, ঠোঁটে স্বভাবসুলভ বাঁকা হাসি নিয়ে তার হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে চার্লি। ক্যাডিলাকের পিছনে বসে আছে ওরা!

হঠাৎ জানতে চাইলো চার্লি, 'কি ব্যাপার, দোস্ত, তুমি কিছু বলছো না যে?'

ড্রাইভ করছে রানা, মুখে চুরুট। 'আমি ভাবছি।'

'কি ভাবছো, রানা?' সুফিয়ার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে হাসি চাপলো চার্লি, কৌতূহলে চকচক করছে চোখ। হঠাৎ কেন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল সুফিয়া।

'সুফিয়া, তুমি জানো তো, দান করা জিনিস ফিরিয়ে নেয়া যায় না?' জিজ্ঞেস করলো রানা। তারপর বললো, 'তোমার হোটেলের বেডরুম স্যুইটটা তুমি আমাকে দান করেছো, মনে আছে? ওটা কিন্তু ফিরিয়ে নিতে পারবে না।'

গাড়ির ভেতরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর চার্লি বললো, 'কি বলতে চাও?'

'তিনজন মানে ভিড়,' সংক্ষেপে জবাব দিলো রানা।

'না!' প্রায় আঁতকে উঠলো সুফিয়া।

'বাড়িটা তোমারও, দোস্ত!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো চার্লি।

'ওটা আমি তোমাকে দিলাম—বিয়ের উপহার।'

'থামো তো!' হাসিমুখে ধমক দিলো চার্লি। 'অতো বড় বাড়ি, আমাদের সবারই জায়গা হবে।'

পিছন থেকে রানার গলা জড়িয়ে ধরলো সুফিয়া। 'তোমার মতলব খুব খারাপ। কোনো মানুষ এতোটা স্বার্থপর হতে পারে বলে আমার ধারণা ছিলো না।'

থতমত হয়ে গেল রানা। 'মানে?'

'জানো তোমাকে আমরা ভালোবাসি, আর তাই তুমি এ শাস্তির কথা ভেবেছো।'

'শাস্তি?'

'তোমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাইছো আমাদের। দূরে ঠেলে দিতে চাইছো।'

হেসে ফেললো রানা।

'প্লীজ, রানা,' পিছন থেকে রানার গলাটা নিজের দিকে টানলো সুফিয়া। মাথার পিছনে নরম কিসের যেন স্পর্শ পেলো রানা, সুফিয়া তার বুকটা ওর মাথার সাথে চেপে ধরেছে। 'প্লীজ, কতোদিন একসাথে আছি। তুমি না থাকলে একা হয়ে যাবো আমরা।'

'হুঁম।'

'প্লীজ!'

'আরে থাকবে ও, আমাদের সাথেই থাকবে,' হাসছে চার্লি। 'পালাবার চেষ্টা করলে ওকে আমরা বেঁধে রাখবো না!'

'তুমি চুপ করো। আমি ওর মুখ থেকে শুনতে চাই। রানা, প্লীজ!'

কাঁধ ঝাঁকাতে চেষ্টা করলো রানা, প্রায় ওর পিঠে চড়ে বসেছে সুফিয়া। ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে আছে ওর।

'রাজি না হওয়া পর্যন্ত তোমার ঘাড় থেকে আমি নামছি না,' হুমকি

দিলো সুফিয়া। তারপর সম্পূর্ণ অন্য সুরে; প্রায় বিষণ্ণই বলা যায়, বললো সে, 'যে আমার নাম বদলে দেয়ার অধিকার রাখে, তার ওপর আমারও নিশ্চই কিছুটা অধিকার আছে। শেখ…শেখ না ছাই…মাসুদ রানা, তোমাকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি, আমাদের সাথে একই বাড়িতে থাকবে তুমি।' ক্ষীণ হলেও তিক্ত হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে।

'ঠিক আছে,' অস্ফুট স্বরে বললো রানা। 'থাকবো।'

সাত

পাশের শহরে রেস খেলতে গেল ওরা। অস্ট্রিচ পাখির পালক গোঁজা হ্যাট পরেছে সুফিয়া। রানা ও চার্লি পরেছে বাদামি টপকোট। দু'জনের হাতে দুটো ছড়ি, হাতলগুলো সোনা দিয়ে মোড়া।

'হারিকেন'-এর ওপর দশ হাজার র‍্যাণ্ড বাজি ধরো,' সুফিয়াকে পরামর্শ দিলো চার্লি। 'জেতা টাকায় বিয়ের কাপড়চোপড় কেনা হয়ে যাবে। হারিকেনই প্রথম হবে, দেখো…।'

'কেন, মি. ময়নিহানের সান অভ আ গান? আমি শুনেছি, আজকের মাঠে ওটাই নাকি সবচেয়ে তাগড়া ঘোড়া।'

ভুরু কোঁচকালো চার্লি। 'তুমি শত্রু শিবিরে যোগ দিতে চাও?'

'শত্রু? আমি তো তোমাদেরকে প্রায় বন্ধুর মতো ধরে নিয়েছি।'

হাতের ছাতাটা মাথার ওপর ঘোরাচ্ছে সুফিয়া। 'জানো তো, একটা হোটেল চালাই আমি, সব খবরই আমার কানে আসে। শুনতে পাই এক্সচেঞ্জে তোমরা একসাথে ব্যবসা করছো।'

লাগাম টেনে ঘোড়াগুলোর গতি কমালো ডমরু। ডার্বি ক্লাবের সামনে চলে এসেছে ওরা, কোচ ও লোকজনের ভিড়ে যানজট লেগে গেছে।

'দুটোই ভুল তথ্য,' সুফিয়াকে বললো চার্লি। 'লম্বা দৌড়ে হারিকেনের সাথে পারবে না সান অভ আ গান, ওটার পা অতিরিক্ত সরু—জন্ম থেকেই। প্রথম মাইল হয়তো হারিকেনের সাথে পাল্লা দেবে, কিন্তু তারপর পিছিয়ে পড়বে। আর একসাথে ব্যবসার কথা যেটা বললে, আসলে মাঝে মধ্যে দু'একটা হাড় ওর দিকে ছুঁড়ে দিই আমরা, তার বেশি কিছু না—ঠিক না, দোস্ত?'

রানার চোখ স্থির হয়ে আছে ডমরুর পিঠের ওপর। শুধু নেংটি পরে আছে ডমরু। ঘোড়াগুলোকে অভ্যস্ত ও দক্ষ হাতে সামলাচ্ছে সে। তার কথা শুনতে পাবার জন্যে কান খাড়া করে রেখেছে জানোয়ারগুলো। কোমল, আদর ভরা সুরে ওগুলোর সাথে কথা বলছে সে। সবই ঠিক আছে, শুধু ডমরুর প্রায় দিগম্বর সেজে থাকাটা খারাপ লাগলো রানার। নেংটি পরা ডমরু বনভূমিতে সুন্দর, কিন্তু সভ্য সমাজে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু।

'আমি ঠিক বলিনি, দোস্ত?' আবার জানতে চাইলো চার্লি।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো,' বিড়বিড় করলো রানা, অন্যমনস্ক। 'চার্লি, ডমরু আমাদের সাথে সেই একেবারে শুরু থেকে আছে, তাই না? ওর দিকে আরও একটু খেয়াল দেয়া উচিত ছিলো আমাদের। ওকে আমরা কিছুটা লেখাপড়া শেখাতে পারতাম, কাপড় পরায় অভ্যস্ত করতে পারতাম...এখনও অবশ্য পারা যায়...।'

কিন্তু ওর কথায় কান নেই ওদের। চার্লির সাথে তর্ক করছে সুফিয়া।

'তুমি শুধু নিজের ঘোড়ার কথাই বলছো। কেপ ডার্বি প্রতিযোগিতায় দু'বার জিতেছে অ্যাপোলো। ওয়াণ্ডার বয়ও ফেলনা নয়, গত মাসে একটাতে জিতেছে, দুটোয় রানার্স আপ হয়েছে।'

'আরে রাখো!' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো চার্লি। 'আমাদের হারিকেনের তুলনায় ল্যাংড়া ঘোড়া ওগুলো। হারিকেন ছুটবে না, শেষ প্রান্তটা পেরুবে হেঁটে—ও যখন আস্তাবলে ফিরে যাবে, সান অভ আ গান তখন বহুদূর থেকে দেখতে পাবে ফিনিশিং পোস্ট।'

'কঁক–কঁক কঁক–কঁক!' চার্লির মনোযোগ দাবি করছে রানা।

'সুফিয়া, দেখো তো আমাদের মোরগটা অমন করছে কেন!'

'ডমরুকে আমাদের কাপড় পরা শেখানো উচিত,' বললো রানা।

'শেখাও না, কে তোমাকে বারণ করছে। এক ডজন শার্ট–প্যান্ট কিনে দিয়ো।'

সংরক্ষিত এলাকায় থামলো কোচ। সদস্যদের জন্যে নির্দিষ্ট গেট দিয়ে মাঠে ঢুকলো ওরা, রানা ও চার্লির মাঝখানে সুফিয়া যেন বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে চলেছে। তার দিকে বার দুয়েক ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানা, লক্ষ্য করে আনন্দ ও উৎসাহ যেন শতগুণ বেড়ে গেল সুফিয়ার। হঠাৎ মন্তব্য করলো রানা, 'চার্লি, খবরটা তোমাকে দিয়েছি, আজ আমাদের সাথে গোল্ডফিল্ডের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা রয়েছে—নাকি তুমি জানো?'

'ধন্যবাদ!' রাঙা হয়ে উঠলো সুফিয়া, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

'ও, আচ্ছা!' চোখ কপালে তুললো চার্লি। 'তাই তো বলি! তাহলে সেজন্যেই ওর গাউনের সামনের দিকটায় বার বার তাকাচ্ছো তুমি!'

'শালা পাজী বদমাশ, হারামি!' বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা।

'অস্বীকার করো না, প্লীজ!' ঠাট্টা করলো সুফিয়া। 'নিজেকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে আমার—ইউ আর ওয়েলকাম।'

চারদিকে অসম্ভব ভিড়। মেয়েরা প্রজাপতি সেজেছে, পুরুষরা পরেছে একরঙা স্যুট। ওদের সাথে সাথে এগোচ্ছে সম্বর্ধনা ও শুভেচ্ছার একটা ঢেউ।

'মনিং, মি. চার্লি উডকক,' জোর দেয়া হলো তৃতীয় শব্দটার ওপর। 'আপনার হারিকেন আজ কেমন দৌড়াবে?'

'সর্বস্ব বাজি ধরুন, ঠকবেন না।'

'হ্যালো, চার্লি, কংগ্রাচুলেশন্স অন ইওর এনগেজমেন্ট।'

'ধন্যবাদ, সোবার, তোমারও তো ঝাঁপ দেয়ার সময় হয়েছে।'

ওরা ধনী, বয়েসে তরুণ, তারুণ্যের সাথে যোগ হয়েছে সুদর্শন চেহারা, দুনিয়ার সবাই ওদেরকে পছন্দ করে। ভালো লাগছে রানার, সুন্দরী একটা মেয়ে এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে ওকে, পাশাপাশি হাঁটছে প্রিয় বন্ধু।

'ওদিকে বার্কলিকে দেখতে পাচ্ছি, চলো যাই ওকে একটু খেপিয়ে আসি,' প্রস্তাব দিলো চার্লি।

'ওকে তুমি এতো ঘৃণা করো কেন?' নরম সুরে জানতে চাইলো সুফিয়া।

'ওর দিকে তাকিয়ে নিজেই উত্তরটা খুঁজে নাও। অমন বেঢপ, নিরস, ভালো লাগার অযোগ্য আকৃতি আর কোথাও দেখেছো?'

'থাক, চার্লি, অন্তত আজকের দিনটা মাফ করে দাও ওকে—দিনটা নষ্ট করো না। চলো বরং প্যাডকের দিকে যাই।'

'আরে, এসো!' ওদেরকে টেনে নিয়ে চললো চার্লি। ট্যাক রেইল-এর সামনে বার্কলি ময়নিহান ও ম্যাক আব্রাহাম দাঁড়িয়ে রয়েছে, আশপাশে আর

কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'সালোম, বার্কলি—তোমার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক, ম্যাক।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো বার্কলি ময়নিহান। চেহারা করুণ করে তুলে বিড়বিড় করলো ম্যাক আব্রাহাম—চোখ মিটমিট করলো সে, পুরো চোখ ঢাকার পরও যেন গালের ওপর ঝুলে থাকলো পাতা।

'দেখলাম একা একা ফিসফাস করছো তোমরা, ভাবলাম শুনে আসি তো ওরা প্রেমালাপ করছে কিনা!'

জবাব না পেয়ে আবার বললো চার্লি, 'কাল বিকেলে তোমার নতুন ঘোড়াটাকে প্র্যাকটিস ট্র্যাকে এক্সারসাইজ করতে দেখলাম। নিজেকে আমি বললাম, আরে—আরে, বার্কলি দেখছি একটা গার্লফ্রেণ্ড যোগাড় করেছে। সত্যি, অবাক করলে বার্কলি, এতো থাকতে একটা ঘুড়ীকে তোমার পছন্দ হলো। আবার এখন তুমি বলছো, ওটাকে তুমি রেসে নামাবে। নাহ্, বার্কলি, এ—ধরনের ছেলেমানুষি করার আগে তোমার উচিত ছিলো আমার সাথে পরামর্শ করা। মাঝে মধ্যে তুমি শয়তানের চেলা হয়ে ওঠো!'

বিড়বিড় করলো ম্যাক আব্রাহাম। 'মি. ময়নিহান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন সান অভ আ গান আজ সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে।'

'আমার ইচ্ছে ছিলো তোমার সাথে সাইড বেট ধরি, কিন্তু হৃদয়টা কোমল বলেই বোধহয়, ভাবলাম, নাহ্ থাক, অন্যায় সুযোগ নেয়া হয়ে যাবে।'

ছোট্ট একটা ভিড় জমে উঠেছে ওদের চারদিকে, আগ্রহ নিয়ে শুনছে সবাই। চার্লির কনুই ধরে মৃদু টান দিলো সুফিয়া, কিন্তু তাকে নড়ানো গেল না।

'আমার ধারণা পঞ্চাশ হাজার র‍্যাণ্ড বার্কলির জন্যে গ্রহণযোগ্য হতো,' কাঁধ ঝাঁকালো চার্লি। 'তবে থাক।'

ঝট্ করে হাত্ ঝাঁকিয়ে সংকেত দিলো বার্কলি ময়নিহান, অর্থটা ব্যাখ্যা করলো ম্যাক আব্রাহাম, 'মি. ময়নিহান এক লাখ র‍্যাণ্ডের কথা বলছেন।'

'লোভে পাপ, বার্কলি, পাপে মৃত্যু,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো চার্লি। 'সানন্দে মেনে নিলাম আমি।'

হাঁটতে হাঁটতে রিফ্রেশমেন্ট প্যাভিলিয়নে চলে এলো ওরা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো সুফিয়া, তারপর বললো, 'মি. বার্কলির সাথে শত্রুতা এমন একটা বিলাসিতা, এমনকি তোমাদের মতো গডদেরও মানায় না। ওর সাথে না লাগলেই ভালো করতে তোমরা।'

'চার্লির এই ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝি না,' খালি একটা টেবিল পেয়ে এগোলো রানা, সুফিয়া না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলো। 'লোকটাকে খোঁচানো ওর বোধহয় একটা হবি। ওয়েটার—আমাদের বিয়ার দাও।'

ঘোড়দৌড় শুরু হবার আগে প্যাডকে ঢুকলো ওরা। কঞ্চি দিয়ে তৈরি গেটটা খুলে দিলো একজন স্টুয়ার্ড, বৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়াগুলোর মাঝখানে চলে এলো সবাই। সোনালি ও মেরুণ কাপড় পরা এক লোক ওদেরকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো, ক্যাপটা একবার ছুঁয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো, হাতের চাবুকটা নাড়াচাড়া করছে। 'আজ ওকে দারুণ তাজা লাগছে, স্যার।' হাত ইশারায় হারিকেনকে দেখিয়ে দিলো জকি। ঘোড়াটার কাঁধে ঘামের গাঢ় দাগ ফুটে রয়েছে, মুখের লাগাম অনবরত চিবাচ্ছে সে, কসরৎ দেখানোর ভঙ্গিতে পা তুলছে ওপরে, একবার নাক ঝাড়লো। কৃত্রিম আতঙ্কে কোটরের ভেতর চোখের তারা ঘোরালো জকি।

'সারাক্ষণ ছটফট করছে, স্যার—একেবারে ব্যগ্র হয়ে আছে।'

'আমি চাই তুমি জেতো, ডেভিড,' বললো চার্লি।

'জিততে তো হবেই, স্যার। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো, স্যার।'

'তোমার পুরস্কার এক লাখ র‍্যাণ্ড, ডেভিড।'

'স্যার! এক লা–খ র‍্যা–র‍্যা—?' হাঁ হয়ে গেল জকি।

বার্কলি ময়নিহান্ ও ম্যাক আব্রাহাম তাদের জকির সাথে কথা বলছে, সেদিকে তাকালো চার্লি। বার্কলির সাথে চোখাচোখি হতেই সান অভ আ গানের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতিসূচক ভঙ্গিতে এদিক–ওদিক মাথা নাড়লো সে। 'আমাকে জেতাও, ডেভিড,' নরম সুরে বললো।

'আপনি জিতবেনই, স্যার।'

প্রকাণ্ড স্ট্যালিয়নকে ওদের কাছে হাঁটিয়ে আনলো জকি, তাকে ধরে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিলো চার্লি। 'গুড লাক।'

ক্যাপটা মাথায় ঠিকমতো বসালো ডেভিড, দু'হাতে লাগাম ধরলো; রানার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে।

'এসো,' সুফিয়ার হাত ধরলো চার্লি। 'রেইলের কাছে দাঁড়াই।'

প্যাডক থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত মাঠে চলে এলো। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে সুফিয়াকে প্রায় টেনে আনছে রানা ও চার্লি।

'তোমাদের আমি বুঝতে পারি না,' রুদ্ধশ্বাসে হাসছে সুফিয়া। 'মোটা টাকা বাজি ধরছো, তারপর এমনভাবে দান করছো, জিতলেও লাভ করতে পারবে না।'

'মানি ইজ নো প্রবলেম,' তাকে আশ্বস্ত করলো চার্লি।

'আমাকে জোর করে খেলতে বসিয়ে ওই টাকা কাল রাতে জিতে নিয়েছে,' বললো রানা। 'আমার সন্দেহ, তাস খেলায় চুরি করে ও।'

'আজ যদি চুরি করার সুযোগ থাকতো!' খেদ প্রকাশ পেলো চার্লির

কথায়।

'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি,' বললো সুফিয়া। 'লাভই যদি না হলো…।'

'সান অভ আ গানকে যদি হারিকেন হারিয়ে দেয়,' বললো রানা। 'চার্লির পুরস্কার হবে বার্কলি ময়নিহানের দেখার মতো চেহারাটা।'

'ধন্যবাদ, দোস্ত। তুমি ঠিক ধরেছো। এক লাখ র‍্যাণ্ড হারলে শালার চেহারা হবে…যেন দুই উরুর মাঝখানে লাথি খেয়েছে।'

মিছিল করে এগোলো ঘোড়াগুলো, প্রতিটির সামনে একজন করে লোক, সবগুলোকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলো তারা। লাইনে দাঁড়িয়ে ডানে–বাঁয়ে নাচানাচি শুরু করে দিলো জানোয়ারগুলো, মাথা ঝাঁকালো ঘন ঘন; রোদ লেগে চকচক করছে, পিঠ, যেন উজ্জ্বল সিল্ক। সংকেত পেয়েই ট্র্যাক ধরে ছুটলো ওগুলো, হারিয়ে গেল সামনের বাঁকে।

উত্তেজনায় ছটফট করছে দর্শকরা, তাদের শোরগোলকে ছাপিয়ে উঠলো একজন বুকমেকারের গলা, 'টোয়েনটি–টু–ওয়ান বার টু। সান অভ আ গান অ্যাট ফাইভস। হারিকেন ইভেন মানি।'

দাঁত বের করে হাসলো চার্লি। 'হ্যাঁ, লোককে জানাও।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে দস্তানা পরা হাত কচলাচ্ছে সুফিয়া, মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো। 'এই যে শেখ সাহেব, গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছো–কি দেখতে পাচ্ছো বলো আমাকে!'

'সবগুলো কাছাকাছিই রয়েছে…।'

'বলো আমাকে, বলো আমাকে!' বাচ্চা মেয়ের মতো চিৎকার জুড়ে দিলো সুফিয়া। রানার পিঠে ঘুসি মারছে সে।

'ডেভিড সামান্য একটু এগিয়ে রয়েছে। সান অভ আ গানকে দেখতে পাচ্ছো, চার্লি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ভিড়ের মধ্যে সবুজ একটা ভাব চোখে পড়লো—হ্যাঁ, ওই তো, পাঁচ কিংবা ছ'টার পিছনে।'

'হারিকেনের পিছনের ঘোড়াটা কার?' রানার গলায় উদ্বেগ।

'ওটা এলবারটনের মিলিয়ন ডলার, চিন্তার কিছু নেই,' বললো চার্লি। 'বাঁকে পৌছুনোর আগেই পিছিয়ে পড়বে।'

বিরতিহীন হাতুড়ির বাড়ি মারার ভঙ্গিতে ওঠা–নামা করছে ঘোড়াগুলোর মাথা, পিছনে ছড়িয়ে পড়ছে ধূসর ধুলো। দৃশ্যটা ফ্রেমে আটকানো ছবির মতো লাগছে—দু'পাশে গার্ড রেইল, গার্ড রেইলের সামনে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে খনির সাদা বর্জ্য। গাঢ় বর্ণ পুঁতির একটা মালার মতো বাঁক ঘুরলো ঘোড়াগুলো, তারপর সরল বিস্তৃতি ধরে ছুটলো।

'বাঁক ঘোরার পরও হারিকেন সবার আগে রয়েছে—শুধু তাই নয়, গতি আরও বাড়ছে তার। মিলিয়ন ডলার পিছিয়ে পড়েছে। সান অভ আ গানকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।'

'না, চার্লি! ওই তো সান অভ আ গান—গার্ড রেইল ঘেঁষে! মাই গড, হারিকেনকে ধরে ফেলেছে!'

'তাক লাগিয়ে দাও, মাই ডার্লিং…,' ফিসফিস করলো চার্লি। 'বিজলীর মতো চমকে ওঠো!'

'ভিড় থেকে বেরিয়ে এসেছে সান অভ আ গান—কী ভীষণ গতি, লক্ষ্য করছো?' উত্তেজনায় কেঁপে গেল রানার গলা।

'কাম অন, হারিকেন, হোল্ড হার অফ,' ব্যাকুলস্বরে আবেদন জানালো চার্লি। 'কীপ হার দেয়ার, বয়!'

খুরের শব্দ পেলো ওরা, যেন দূর থেকে ভেসে আসছে পাথুরে তীরে বিধ্বস্ত ঢেউ–এর আওয়াজ। ক্রমশ বাড়ছে। ঘোড়াগুলো এতো জোরে ছুটছে যে জকিদের চেনার উপায় নেই, আলোর একটা ঝলকানির মতো শুধু

রঙ দেখা গেল। মধু রঙা পিঠের ওপর গাঢ় সবুজ, কালো পিঠের ওপর মেরুন ও সোনালি। সামনের সারিতে দুটো ঘোড়া রয়েছে, হারিকেন ও সান অভ আ গান।

'হারিকেন—ছুটে এসো হারিকেন!' তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করলো সুফিয়া, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অনবরত লাফাচ্ছে সে। হ্যাটটা নেমে এসে চোখ ঢেকে দিলো, হাতের ঝাপটা দিয়ে মাথা থেকে ফেলে দিলো সেটাকে, কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়লো চুল।

'হারিকেনকে ধরে ফেলেছে, চার্লি!'

'ডেভিড, চাবুক মারো! ফর গডস সেক, চাবুক মারো! চাবুক, চাবুক!'

খুরের শব্দে বাকি সব শব্দ চাপা পড়ে গেল। সামনের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে আওয়াজটা। সান অভ আ গানের নাক ডেভিডের বুটের কাছে দেখতে পেলো ওরা, প্রতি মুহূর্তে আরও সামনে বাড়ছে সে। বাঁকের কাছে পৌঁছুবার আগেই হারিকেনের ফুলে ওঠা কাঁধের পাশে পৌঁছে গেল।

দুটো ঘোড়া বাঁক ঘুরলো একসাথে। সামনেই ফিনিশিং লাইন।

'এখনও সময় আছে!' হাতের তালুতে ঘুসি মারলো চার্লি। 'ডেভিড, গড ড্যাম ইউ, চাবুক মারো!'

ডেভিডের ডান হাত নড়ে উঠলো, কেউটের মতো ক্ষিপ্র—শব্দ হলো সপাং সপাং। উন্মত্ত দর্শকরা একযোগে চিৎকার করছে, তা সত্ত্বেও চাবুকের আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা। লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো হারিকেন, তারই সাথে সামনে বাড়লো সান অভ আ গানও। ফিনিশিং লাইন পেরিয়ে এলো ঘোড়া দুটো, মনে হলো একই সময়ে।

'কে জিতলো?' জিজ্ঞেস করলো সুফিয়া, অসহ্য ব্যথায় যেন কাতরে

উঠলো।

'ধ্যেৎ, বুঝতেই পারলাম না!' হাত দুটো মুঠো করে পায়চারি শুরু করলো চার্লি।

'আমিও দেখতে পাইনি...,' পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলো রানা।

'এতো উত্তেজনা সহ্য হয়—হার্টের আর কি দোষ!' বুক খামচে ধরে ওদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল আঁন্দ্রে জিদ। রানা ও চার্লিকে পাশ কাটিয়েছে, বুঝতে পেরে পিছু হটে ওদের পাশে ফিরে এলো সে। 'কে জিতলো—সান অভ আ গান, নাকি হারিকেন?' পায়চারিরত চার্লির পাশে থাকার চেষ্টা করছে সে। 'মি. উডকক?'

চোখ গরম করে তার দিকে এমনভাবে তাকালো চার্লি, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো আঁন্দ্রে জিদ, অবাক হয়ে তাকালো রানার দিকে। দ্রুত চার্লির সামনে চলে এলো রানা। 'নাও, চুরুট ধরাও।'

আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল চার্লির ঠোঁটে। 'ধন্যবাদ, দোস্ত।' আঁন্দ্রে জিদের দিকে ফিরলো সে। 'দুঃখিত, জিদ—আমি খুব টেনশনে আছি।'

দ্রুতপায়ে সরে গেল আঁন্দ্রে জিদ, যেখান থেকে বোর্ড দেখা যাবে পরিষ্কার।

জাজদের বাক্সের ওপরে কালো বোর্ড, দর্শকরা সবাই সেদিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। গোটা মাঠে স্থির হয়ে আছে লোকজন। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পরিবেশ।

'সিদ্ধান্ত নিতে এতো দেরি করছে কেন ওরা?' অভিযোগ করলো সুফিয়া। 'সেই কখন থেকে ভাবছি লেডিস রুমে যাবো...।'

'বোর্ডে নাম্বার তোলা হচ্ছে!' হঠাৎ চিৎকার করলো রানা।

দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে বোর্ডের দিকে তাকাবার জন্যে

লাফালাফি শুরু করলো সুফিয়া। উত্তেজনায়, নাকি হতাশায় বোঝা গেল না, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার, লাফালাফি বন্ধ করে চার্লির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো।

'ষোলো নম্বর,' রানা ও চার্লি একযোগে চিৎকার করলো। 'আমাদের হারিকেন!'

চার্লির বুকে ঘুসি মারলো রানা, সামনের দিকে ঝুঁকে রানার চুরুটটা হাতের এক কোপে দু'টুকরো করে দিলো চার্লি। দু'জনের মাঝখানে আটকা পড়লো সুফিয়া, ওরা যেন তাকে পিষে ফেলার চেষ্টা করছে। কৃত্রিম আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো সুফিয়া, দু'জোড়া বাহু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটলো গেটের দিকে।

'চলো, তোমাকে বিয়ার খাওয়াই,' ভাঙা চুরুটটা ধরালো রানা।

'নো, ইট'স মাই অনার, আই ইনসিস্ট।' রানার হাত ধরলো চার্লি, দুই বন্ধু প্যাভিলিয়নের দিকে এগোলো, তৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে মুখ।

ম্যাক আব্রাহামকে নিয়ে একটা টেবিলে বসে আছে বার্কলি ময়নিহান। দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে তাদের পিছনে চলে এলো চার্লি। এক হাত দিয়ে বার্কলি ময়নিহানের হ্যাটটা তুলে নিলো সে, অপর হাত দিয়ে অবশিষ্ট চুলগুলো এলোমেলো করে দিলো। 'দুঃখ কোরো না, বার্কলি, প্রতিবার তুমি জিততে পারো না।'

ধীরে ধীরে ঘুরলো বার্কলি ময়নিহান। হ্যাটটা নিলো সে, মাথায় হাত দিয়ে ঠিকঠাক করলো চুল, হলুদ পাথরের মতো জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটো।

'ও কথা বলতে যাচ্ছে!' উত্তেজিত গলায় বললো চার্লি। 'আমাদের বার্কলির মুখে বুলি ফুটতে যাচ্ছে!'

'তোমার সাথে আমি একমত, মি. চার্লি উডকক, প্রতিবার তুমি জিততে পারো না,' বললো বার্কলি ময়নিহান। কথাগুলো পরিষ্কার উচ্চারণ করলো সে, শুধু দু'একটা শব্দের ওপর একটু বেশি চাপ পড়লো, ওগুলো উচ্চারণ করা তার জন্যে সব সময়ই কঠিন। দাঁড়ালো সে, হ্যাটটা মাথায় পরলো, চলে গেল হেঁটে।

'সোমবার সকালে আপনাদের অফিসে চেকটা পৌঁছে দেবো আমি,' শান্তভাবে জানালো ম্যাক আব্রাহাম, টেবিলের ওপর থেকে একবারও চোখ না তুলে। তারপর সে-ও দাঁড়ালো, অনুসরণ করলো বার্কলি ময়নিহানকে।

আট

গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো রানা, দেখলো সোনার কারুকাজ করা সিংহাসন আকৃতির একটা চেয়ারে মন খরাপ করে বসে আছে চার্লি। 'কি হয়েছে তোমার?' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো ও, দাড়ি কামাবে।

জবাব না দিয়ে চার্লি মন্তব্য করলো, 'তুমি মোটা হয়ে যাচ্ছো, চর্বি জমছে।'

আহত দেখালো রানাকে। 'সবই পেশী, চর্বি কোথায় দেখলে?'

'তোমার ব্যাকসাইড হাতির মতো লাগছে।'

আয়নার দিকে পিছন ফিরলো রানা, ঘাড় বাঁকা করে তোয়ালে ঢাকা নিতম্বের দিকে তাকালো। 'বাজে কথা,' প্রতিবাদ করলো ও। 'আমার জিনিস আমি চিনি না—তুমি যেটাকে চর্বি বলছো তা আসলে লোহা।' দেশী গানের সুরটা আবার ফিরে এলো ওর ঠোঁটে, 'আলাল ক–ও–ওই, দুলাল ক–ও–ই...।'

'আজ মনে হচ্ছে খুব মুডে আছো তুমি?' ম্লান মুখে বললো চার্লি।

'এখন তুমি সেটা নষ্ট না করে দিলেই হয়,' বললো রানা। গালে রেজার টানছে ও। 'কাল রাতে অপেরা হাউসে গিয়েছিলে, সুফিয়া বোধহয় জেনে ফেলেছে?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লো চার্লি। 'ওখানে যাওয়া নিয়ে তো রোজই ঝগড়া হচ্ছে। ওর আপত্তির অদ্ভুত কারণটা শুনবে? বলে, রানা যেখানে যায় না, তুমি সেখানে যাবে কেন?'

চুপ করে থাকলো রানা।

'সেজন্যেই তো তোমাকে সাথে নিতে চাই আমি। তোমাকে সাথে নিয়ে যদি সাতটা খুনও করি, সুফিয়ার কাছে মাফ পেয়ে যাবো। তোমাকে বোধহয় দেবতা–টেবতা মনে করে।'

'আমার প্রশংসা বা নিন্দা, কোনোটাই শোনার আগ্রহ নেই,' বাথরুম থেকে ফিরে এসে বললো রানা। 'আমি জানতে চাই, তোমার মন খরাপ কেন।'

'সুফিয়া বলছে বিয়েটা ধর্মীয় রীতিতে হতে হবে।'

'অসুবিধে কি?'

'আছে।'

'কি?'

'তোমার স্মৃতি কি এতোই দুর্বল?'

'ও, তুমি তোমার প্রথম স্ত্রীর কথা ভাবছো।'

'হ্যাঁ।'

'তার কথা সুফিয়াকে তুমি বলেছো?' তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছে রানা।

'গুড গড, নো!' আতঙ্কিত দেখালো চার্লিকে।

'হুঁ—তোমার সমস্যাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু সুফিয়ারও একবার বিয়ে হয়েছে। যতোদূর জানি, তাকে ডিভোর্স করা হয়নি। তাতে করে তোমাদের অবস্থা সমান দাঁড়ালো না—তোমার আর সুফিয়ার?'

'না। ওর স্বামী ওকে বলে গেছে আর কোনোদিন ফিরবে না, ফেলে পালায়নি—আমি যেমন পালিয়ে এসেছি।'

'যাক, বলে যাওয়ায় ভালোই হয়েছে। তোমার একবার বিয়ে হয়েছিল, আর কেউ জানে?'

মাথা নাড়লো চার্লি।

'আঁন্দ্রে জিদ?'

'না, ওকেও বলিনি।'

'বেশ, তাহলে তোমার সমস্যাটা কোথায়—চার্চে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলো।'

অপ্রতিভ দেখালো চার্লিকে। 'ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই, স্রেফ দু'জন সরকারী অফিসারকে ঠকানো হবে। কিন্তু চার্চে গিয়ে বিয়ে করা মানে…,' মাথা নাড়লো চার্লি।

'চার্চে তো একা শুধু ফাদার থাকবে,' বললো রানা। 'অসুবিধে কি?'

রেগে গেল চার্লি। 'অসুবিধে কি বুঝতে পারছো না? একজন ফাদার আর একজন সরকারী কর্মচারী এক হলো? ফাদার ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁর সাথে কিভাবে আমি জালিয়াতি করবো?'

'বিস্ময়কর! তাজ্জব ব্যাপার! ধর্ম ইত্যাদির ওপর তোমার তাহলে এতো ভক্তি? জানা ছিলো না তো!'

বিশাল চেয়ারে আরেকটু যেন ডেবে গেল চার্লি। 'আমাকে উদ্ধার করো, দোস্ত। তোমার ইনভেনটিভ ব্রেনটাকে একটু খাটাও!'

'ভাবতে দাও আমাকে।' নাটকীয় ভঙ্গিতে কপালটা টিপে ধরলো রানা। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুদ্ধিটা মাথায় আসছে—ইউরেকা!'

'চুপ করে থেকো না, বলে ফেলো, বলে ফেলো!' তাগাদা দিলো চার্লি, চেয়ারের কিনারায় সরে এসে। 'নইলে ভুলে যাবে!'

'সুফিয়াকে গিয়ে বলো, সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। বলো, তাকে যে তুমি শুধু চার্চে বিয়ে করবে তাই নয়, বিয়েটা হবে তোমার নিজের বানানো চার্চে।'

'দ্যাটস ওয়াণ্ডারফুল।' চেয়ারে আবার নেতিয়ে পড়লো চার্লি, ঝাঁঝের সাথে বিড়বিড় করলো। 'আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।'

'আগে আমাকে শেষ করতে দাও,' কাপড় পরছে রানা। 'সুফিয়াকে আরও বলবে, একটা সামাজিক অনুষ্ঠানও করতে চাও তুমি। রাজকীয় পরিবারের সদস্যরা তা-ই করে। এ-কথা বললে সে আর আপত্তি করবে না।'

'এখনও আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আমাদের প্রাসাদে তুমি একটা চ্যাপেল তৈরি করবে। চেহারায় আভিজাত্য আছে, এমন একজনকে খুঁজে বার করবো আমরা, পাদ্রীর পোশাক পরাবো, তুমি তাকে বাইবেল থেকে কিছু কিছু মুখস্থ করাবে। বিয়ের পরপরই প্রিস্ট মহোদয় কোচে চড়ে কেপটাউনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন। তুমিও সুফিয়াকে নিয়ে হাজির হবে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে।'

বিহ্বল দেখালো চার্লিকে, তারপর ধীরে ধীরে বিশাল একটা হাসি

ফুটলো মুখে। 'তুমি একটা জিনিয়াস, দোস্ত!'

ওয়েস্টকোটের বোতাম লাগালো রানা। 'থিঙ্ক নাথিং অভ ইট। এবার যদি আমাকে মাফ করো, যাই, কিছু কাজ-কর্ম করি—তোমার অদ্ভুত সব শখ মেটাবার জন্যে দু'জনের একজনকে অন্তত রোজগারের ধান্ধায় থাকতে হবে।' গায়ে কোট চাপিয়ে ছড়িটা বাতাসে ঘোরালো ও, মাথাটা সোনা দিয়ে মোড়া থাকায় হাতে তৈরি শটগানের মতো ভারি লাগলো ওটা। গোল্ডফিল্ডের নব্য কোটিপতিরা প্রায় সবাই এ-ধরনের ছড়ি ব্যবহার করে। ড্রেসিং টেবিল থেকে সেন্টের শিশি তুলে কাপড়ে স্প্রে করলো ও। আয়নায় চোখ পড়তে দেখলো আপনমনে হাসতে হাসতে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে চার্লি।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো রানা। হোটেলের উঠনে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ডমরু। রানার ভারে কোচটা সামান্য দুলে উঠলো। লেদার মোড়া ফোমে ডুবে গেল শরীরটা। সকালের প্রথম চুরুটটা ধরালো ও। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো ডমরু।

'আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, বস্।' ডমরু এখন শহরের বাসিন্দা, বস্ বা স্যার উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

'আমিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, ডমরু। আরে, তোমার কপাল অমন ফুলে আছে কেন?'

'বস্, সামান্য একটু মদ খেয়েছিলাম, তা না হলে ওই ব্যাটা গরিলা হটেনটট তার লাঠি দিয়ে আমার নাগাল পেতো না।' সাবলীল ভঙ্গিতে কোচ নিয়ে হোটেলের বাইরে, রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে।

'কি নিয়ে মারামারিটা হলো?'

কাঁধ ঝাঁকালো ডমরু। 'সব মারামারির কি কারণ থাকে?'

'সাধারণত থাকে।'

'যতোটুকু মনে পড়ছে, বস্, একটা মেয়েমানুষ জড়িত ছিলো।'

'মেয়েমানুষ নিয়ে মারামারি?' অবাক হলো রানা। তবে খানিকটা স্বস্তিও বোধ করলো—গোটা পরিবারকে হারাবার শোক তাহলে কাটিয়ে উঠছে ডমরু। 'কে জিতলো?' জানতে চাইলো ও।

'লোকটার নাক দিয়ে সামান্য রক্ত ঝরেছে, একটা পাঁজর ভাঙলেও ভাঙতে পারে, হাঁটুর পিছনে একটা গর্ত তৈরি হয়েছে—তার বন্ধুরা তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল। আর মেয়েমানুষটা, আমি যখন ফিরে আসি, স্বপ্নের মধ্যে হাসছিল।' লাগামটা বগলে চাপলো সে, চিতা বাঘের লেজের চামড়া দিয়ে তৈরি নেংটির কোঁচড় থেকে নস্যির কৌটা বের করলো।

হেসে উঠলো রানা, কিন্তু ডমরু হাঁচি দিতে শুরু করায় হাসিটা মাঝপথে থেমে গেল। কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো ও, শুধু কুঁচকে থাকলো ভুরু দুটো। ডমরুর উদোম পিঠের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। দর্জির সাথে দেখা করার কথা ওর সেক্রেটারির, ভুলে গেছে কিনা কে জানে।

অফিসের সামনে থামলো কোচ। বারান্দার ধাপ বেয়ে তরতর করে নেমে এলো একজন ক্লার্ক, কোচের দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো। 'গুডমর্নিং, মি. মাসুদ রানা, স্যার।' সমীহ ও শ্রদ্ধায় সাদা মুখ টকটকে লাল হয়ে আছে।

ধাপ বেয়ে ওপরে উঠলো রানা, শিকারী কুকুরের মতো ওর সামনে ছুটছে ক্লার্ক।

'গুডমর্নিং, মি. মাসুদ রানা, স্যার।' মেইন অফিসে ঢুকলো রানা, ডেস্কগুলো থেকে সবিনয়ে কোরাস গাইলো অফিসাররা। তাদের উদ্দেশে ছড়িটা নাড়লো একবার রানা, নিজের অফিসে ঢুকলো। ফায়ারপ্লেস-এর ওপর থেকে ওর ছবিটা সরাসরি তাকিয়ে আছে ওরই দিকে, সেটার

উদ্দেশ্যে চোখ মটকালো ও। 'আজ সকালে কি কাজ আমাদের, অকসন?'

'ছ'টা প্রকল্পের খসড়া পরীক্ষা করতে হবে, স্যার; চেকগুলোয় সই করতে হবে, স্যার; চেক করতে হবে এঞ্জিনিয়ারদের ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট, স্যার, এবং...।'

বিল অকসন শ্বেতাঙ্গ তরুণ, প্রতিবার স্যার বলার সময় মাথা নত করে সম্মান দেখায় রানাকে। ছোকরা নিজের কাজে দক্ষ, সেজন্যেই ওকে চাকরিটা দিয়েছে রানা, কিন্তু তার মানে এই নয় তাকে ওর পছন্দ। 'তোমার পেটে ব্যথা নাকি, অকসন?'

'না, স্যার।'

'তাহলে সিধে হয়ে দাঁড়াও, ফর গডস সেক!'

ঝট্ করে শিরদাঁড়া খাড়া করলো অকসন।

'এবার এক এক করে বলো।'

চেয়ারে বসলো রানা। দিনের এই সময়টাই সবচেয়ে নিরস ও একঘেয়ে লাগে ওর। পেপার ওঅর্ক চিরদিনই অপছন্দ করে ও। কাজের ভেতর জোর করে নিজেকে ডুবিয়ে রাখায় গম্ভীর হয়ে ওঠে চেহারা। একটা জেদ চেপে যায়, এক এক করে সবগুলো ফাইলের কাজ শেষ করে। চেক বইয়ে সই করার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চেহারাটা কল্পনা করে, খাতা খুলে দেখে নেয় কতো কি দেনা-পাওনা আছে। অবশেষে কলমটা ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলে ও। 'আর কি কাজ?'

'বারোটা ত্রিশ মিনিটে ব্যাংকের মি. গিলবার্ট আসবেন, স্যার।'

'তারপর?'

'একটায় বার্ক এন্টারপ্রাইজের এজেন্ট, সোয়া একটায় মি. হুবার্ট আসবেন। তারপর আপনার সুফিয়া ডীপ মাইনে যাবার কথা...।'

'ধন্যবাদ, অকসন—আজ সকালেও আমি এক্সচেঞ্জে যাবো, যদি

প্রয়োজন হয়।'

'ভেরি গুড, মি. রানা। আর শুধু একটা ব্যাপার।' হাত লম্বা করে কামরার উল্টাদিকের সোফাটা দেখালো অকসন। সোফার ওপর বড়সড় একটা পেপার বক্স পড়ে রয়েছে। 'আপনার টেইলর পাঠিয়েছে।'

'আচ্ছা!' হাসলো রানা। 'ডমরুকে ডেকে দাও।' চেয়ার ছেড়ে সোফার সামনে এসে দাঁড়ালো ও। পেপার বক্সটা খুলে দেখলো, ভেতরে কয়েক প্রস্থ কাপড়চোপড় রয়েছে।

একটু পরই দোরগোড়ায় দেখা গেল ডমরুকে। 'বস্?'

'ডমরু, তোমার ইউনিফর্ম।' সোফায় পড়ে থাকা কাপড়গুলো দেখালো রানা।

মেরুন ও সোনালি কাপড়গুলোর দিকে তাকালো ডমরু, তার চেহারা হঠাৎ করে ম্লান হয়ে গেল।

'পরো, দেখি কেমন লাগে তোমাকে,' হাসছে রানা।

ইতস্তত করলো ডমরু। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এলো সে। সোফার সামনে এসে দাঁড়ালো, অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকালো রানার দিকে। যেন কিছু বলতে চায়।

'কি হলো, পরো!' তাগাদা দিলো রানা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও, নেংটির ওপরই প্যান্টটা পরলো ডমরু। ধীরে ধীরে শার্টটাও গায়ে দিলো। তাকে ঘিরে বার দুয়েক চক্কর দিলো রানা। 'মন্দ নয়, কি বলো? কেমন লাগছে তোমার, ডমরু?'

কাপড়ের অনভ্যস্ত স্পর্শে অস্বস্তিবোধ করছে ডমরু, কাঁধ দুটো বারবার নাড়ছে সে। কথা বললো না।

'কি ব্যাপার, ডমরু? তোমার পছন্দ হয়নি?'

'আমি তখন খুব ছোটো। গরুর গাড়িতে চড়ে বাবার সাথে পোর্ট

নাটালে গিয়েছিলাম। ওখানে এক লোককে দেখি, চেয়ারে একটা বাঁদরকে বসিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। বাঁদরটা নাচছে, লোকজন হাসাহাসি করছে, পয়সা ছুঁড়ছে। সেই বাঁদরটার এরকম একটা পোশাক ছিলো। বস্, বাঁদরটা খুব সুখী ছিলো বলে মনে হয় না আমার।'

হাসিটা ম্লান হয়ে গেল রানার মুখে। 'তারমানে তুমি কাপড় পরতে চাও না? সারাজীবন নেংটি পরেই কাটিয়ে দেবে?'

'আমি এটা জুলু বীরদের ড্রেস পরে আছি, বস্।' ডমরুর মুখে হাসি নেই।

'কিন্তু ডমরু,' নরম সুরে বললো রানা। 'তোমাকে বুঝতে হবে, সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু বদলে যায়। সভ্যতার আলো দেখছে আফ্রিকা, নিজেদের অধিকার ফিরে পাচ্ছো তোমরা, এখন তো বাতিল জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না। বলছো জুলু বীরদের ড্রেস, বেশ ভালো কথা, একটা ঐতিহ্য হিসেবে ওটার প্রতি সম্মান দেখাতে রাজি আছি আমি। কিন্তু সভ্য সমাজে চলাফেরা করতে হলে তোমাকে তো কাপড়চোপড় পরতেই হবে।'

'বস্, আপনি আমাকে মুক্তি দিন, আমি বরং আমার সেই অন্ধকার জঙ্গলেই ফিরে যাই।'

বিস্ময়ে একেবারে পাথর হয়ে গেল রানা। 'মুক্তি দেবো? ডমরু, আমি কি তোমাকে বন্দী করে রেখেছি?'

'এতোদিন রাখেননি, এখন মনে হচ্ছে বন্দী করতেই চাইছেন। জাতীয় পোশাক পরার অধিকার নেই যার, বন্দী ছাড়া আর কি বলা যায় তাকে?'

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা, রেগেমেগে কি যেন বলতে গিয়েও সামলে নিলো নিজেকে। ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসলো ও।

'ঠিক আছে,' গম্ভীর সুরে বললো। 'খুলে ফেলো ওগুলো—পরতে হবে না।'

কাপড়গুলো না খুলেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ডমরু।

খানিক পর বাইরে বেরিয়ে এসে কোচে চড়লো রানা। ড্রাইভারের সিটে বসে আছে ডমরু, পরনে শুধুমাত্র নেংটি; ওর দিকে একবারও তাকালো না সে। এক্সচেঞ্জে যাচ্ছে ওরা, সারাটা পথ নীরব প্রতিবাদে আড়ষ্ট হয়ে থাকলো ডমরুর পিঠ। কেউ কোনো কথা বললো না।

হাসিখুশি দেখে অভ্যস্ত, ওর থমথমে চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল এক্সচেঞ্জের দারোয়ান। ভেতরে ঢুকে কারো সাথে কথা বললো না রানা, ওয়েটারকে ডেকে ব্র্যাণ্ডি চাইলো দু'বার। দুপুরের দিকে অফিসে ফেরার পথে লক্ষ্য করলো, আগের মতোই আড়ষ্ট হয়ে আছে ডমরুর পিঠ।

অফিসে ঢুকে ধমক মারলো অকসনকে, হুমকি দিয়ে ব্যাংক ম্যানেজারকে বললো এরপর হিসেবে ভুল হলে পরিণতি ভালো হবে না, বার্ক এন্টারপ্রাইজের এজেন্টকে পরে আসতে বলে ফিরিয়ে দিলো। রাগটা ওর নিজের ওপর, ডমরুকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে ও। সুফিয়া দ্বীপে যাবার সময় সেটা আরও বাড়লো, চেহারায় জেদ নিয়ে আগের মতোই চুপ করে আছে ডমরু। নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবনে ঢুকলো ঝড়ের বেগে, দিশেহারা করে তুললো স্টাফদের। 'মি. আঁন্দ্রে জিদ কোথায়?' হুংকার ছাড়লো ও।

'তিনি তো তিন নম্বর শ্যাফটে নেমে গেছেন, মি. রানা।'

'ওখানে কি করছে সে? তার না এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করার কথা!'

'তিনি জানেন আরও এক ঘন্টা পর আসবেন আপনি, স্যার।'

'ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, ওভারঅল আর মাইনিং হেলমেট দাও আমাকে।'

টিনের হ্যাটটা মাথায় বসালো রানা, ভারি গামবুট পায়ে তিন নম্বর শ্যাফটের দিকে এগোলো। খোলা লিফটে চড়ে পাঁচশো ফুট গভীরে নেমে এলো ও, লিফট থেকে বেরুলো দশ নম্বর লেভেলে। 'মি. আঁন্দ্রে জিদ কোথায়?' লিফট স্টেশনের শিফট বস্‌কে জিজ্ঞেস করলো ও।

'ফেস-এ আছেন তিনি, স্যার।'

টানেলের মেঝে উঁচু-নিচু ও কাদায় ঢাকা। হাঁটার সময় গামবুট থেকে কাদা-পানি ছিটালো। কারবাইড ল্যাম্পের সাদাটে আলো পড়েছে অমসৃণ পাথুরে দেয়ালে। প্রচণ্ড গরমে ঘামতে শুরু করলো রানা। দু'জন শ্রমিক রেললাইনের ওপর দিয়ে একটা ট্রলি ঠেলে আনছে, পথ ছেড়ে দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়ালো ও। অপেক্ষা করছে, ওভারঅলের পকেটে হাত ভরলো চুরুটের বাক্স বের করার জন্যে। বেরিয়ে আসার মুহূর্তে হাত থেকে খসে পড়লো বাক্সটা, পড়ে গেল কাদার ওপর। ট্রলি বা কোকোপ্যান ইতিমধ্যে চলে গেছে, বাক্সটা তোলার জন্যে ঝুঁকলো রানা। ওর কান দেয়ালের এক ইঞ্চির মধ্যে চলে এলো, বিরক্তির জায়গায় চেহারায় ফুটে উঠলো হতভম্ব একটা ভাব। পাথর শব্দ করছে কেন? দেয়ালের গায়ে কান ঠেকালো ও। শুনে মনে হলো, কেউ যেন দাঁতে দাঁত পিষছে। কয়েক সেকেণ্ড ধরে শব্দটা শুনলো রানা, আন্দাজ করার চেষ্টা করলো কিসের আওয়াজ, কোত্থেকে আসছে। পাথরে শাবল গাঁথার বা ড্রিল-এর শব্দ নয়। না, পানির শব্দও নয়। আরো বিশ ত্রিশ গজ এগোলো রানা, আবার কান ঠেকালো দেয়ালে। এখানে আওয়াজটা অতো জোরালো নয়, তবে দাঁতে দাঁত পেষার আওয়াজের সাথে যোগ হলো ধাতব একটা শব্দ, মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে—যেন ছুরির ফলা ভাঙা হচ্ছে। আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য; এধরনের শব্দ আগে কখনও শোনেনি ও। টানেল ধরে এগোলো আবার, নতুন সমস্যাটা দেখা দেয়ায় পানি হয়ে গেছে রাগ। ফেস-এ পৌঁছুবার আগেই আঁন্দ্রে

জিদের সাথে দেখা হয়ে গেল ওর।

'হ্যালো, মি. রানা।' বহু চেষ্টার পরও আঁন্দ্রে জিদের মিস্টার ও স্যার বলা বন্ধ করা যায়নি, অনেকদিন আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে রানা। 'গড, দুঃখিত, আপনার সাথে দেখা করার জন্যে ওপরে আমি ছিলাম না। ভেবেছিলাম আপনার পৌঁছুতে তিনটে বেজে যাবে।'

'তাতে কি, জিদ। কেমন আছো তুমি?'

'বাত! গেঁটে বাতে পরাণ যায় যায় অবস্থা, মি. রানা। ওটার কথা বাদ দিলে ভালোই আছি আমি। মি. চার্লি কেমন আছেন, স্যার?'

'ভালো আছে।' কৌতূহলটা বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারলো না রানা। 'আচ্ছা বলো তো—খানিক আগে টানেলের দেয়ালে কান রাখতেই অদ্ভুত একটা শব্দ শুনলাম, কি হতে পারে আন্দাজ করতে পারো?'

'কি ধরনের আওয়াজ?'

'পেষার মতো একটা আওয়াজ...অনেকটা...অনেকটা...,' বর্ণনা দেয়ার জন্যে শব্দ খুঁজছে রানা,' ...অনেকটা দু'টুকরো কাচ ঘষলে যেমন শব্দ হয়, সেরকম।'

ঝট্ করে বিস্ফারিত হলো আঁন্দ্রে জিদের চোখ, মনে হলো কোটর থেকে খসে পড়বে, এবং পড়বে তার হাঁ করা মুখের ভেতর। রানার একটা বাহু সজোরে খামচে ধরলো সে। 'কোথায়?'

'টানেলে, খানিক পিছনে।'

জিদের গলায় আটকে গেল নিঃশ্বাস, তার ভেতর দিয়ে কথা বলার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগলো সে, রানার বাহুটা ঘন ঘন ঝাঁকালো। 'কেভ-ইন!' আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠলো সে। 'কেভ-ইন, ম্যান!'

রানাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটলো সে। পিছন থেকে তাকে খপ করে ধরে ফেললো রানা। ছাড়া পাবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো সে। 'জিদ,

ফেস-এ ক'জন রয়েছে ওরা?'

'কেভ-ইন!' উন্মাদ হয়ে গেছে আঁন্দ্রে জিদ, গলা চিরে তীক্ষ্ণ আর্ত-চিৎকার বেরিয়ে আসছে। 'কেভ-ইন!' রানাকে ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়ালো সে, চারদিকে কাদা ছিটিয়ে দৌড় দিলো লিফট স্টেশনের দিকে। তার পিছু নিলো রানাও, দশ-বারো গজ এগোলো, তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো। মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড ইতস্তত করলো ও, তলপেটে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি, যেন পিচ্ছিল একটা সরীসৃপ ছটফট করছে ওখানে। দুটো কাজ করতে পারে রানা—ফেস-এ গিয়ে লোকগুলোকে খবর দিতে পারে, কিংবা আঁন্দ্রে জিদের পিছু নিতে পারে। লোকগুলোকে খবর দিতে গেলে, ওদের সাথে সে-ও হয়তো মারা যাবে। আঁন্দ্রে জিদের পিছু নিলে বাঁচার আশা ষোলো আনা। পরমুহূর্তে তলপেটের ভয়টা তার একটা সঙ্গী পেলো, একই রকম পিচ্ছিল ও ঠাণ্ডা; তার নাম লজ্জা, সেই লজ্জাই ওকে টানেল ধরে ফেস-এর দিকে টেনে নিয়ে চললো।

ফেস-এ পাঁচজন কালো ও একজন সাদা লোক কাজ করছে। সবারই খালি গা, ঘামে চকচক করছে। 'কেভ-ইন!' চিৎকার করলো রানা। সৈকতে 'হাঙর' বলে চিৎকার করলে গোসলরত লোকগুলোর যে প্রতিক্রিয়া হয় ওদেরও তাই হলো। ভয়ে স্থির হয়ে গেল ওরা, আধ সেকেণ্ডের জন্যে, পরমুহূর্তে আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে গেল। ছ'জন লোক একজোট হয়ে ছুটে এলো, নিরেট একটা পাঁচিলের মতো, রানাকে যেন তারা দেখতেই পাচ্ছে না।

ওদের পথ থেকে দ্রুত সরে যাবার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না। পাঁচিলটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো ওকে, ওর ঘাড়ে পিঠে পা ফেলে ছুটে গেল ওরা লিফট স্টেশনের দিকে।

সারা শরীরে কাদা নিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো রানা, ব্যথায় কুঁচকে

উঠলো মুখ। বাম হাঁটুটা জখম হয়েছে ওর। লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাদের পিছু নিলো ও। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে, 'দাঁড়াও! আমার জন্যে অপেক্ষা করো!' কিন্তু মুখ খোলার আগেই কাদার ওপর আবার আছাড় খেলো।

আবার দাঁড়ালো রানা, মৃত্যুভয়ে শরীরের ভেতর রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। সামনে তাকিয়ে কাউকে দেখলো না ও। টানেলের দেয়ালে একটা হাত রেখে দৌড়াবার চেষ্টা করলো, হাঁটুর ব্যথাটা হজম করলো দাঁতে দাঁত চেপে। হঠাৎ রাইফেলের মতো শব্দ করে মোটা টিম্বারের একটা বীম সচল পাথরের চাপে ভেঙে গেল। টানেলের ছাদ থেকে ধুলোর পাহাড় নেমে এলো ওর সামনে। হোঁচট খেতে খেতে এগোলো রানা, ওর চারধারে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে পাথর, কথা বলছে, গোঙাচ্ছে, ভোঁতা শব্দে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। আবার বিস্ফোরিত হলো মোটা কড়িকাঠ। তারপর, থিয়েটারের পর্দা যেমন ধীরগতিতে নিচে নেমে আসে, ঠিক সেভাবে ওর সামনে ওপর থেকে নামতে শুরু করলো পাথর। ধুলো এতো ঘন যে ল্যাম্পের আলো ঝাপসা হয়ে গেছে, কর্কশ করে তুলেছে ওর গলার ভেঁতরটা।

রানা বুঝতে পেরেছে, বাঁচার কোনো আশা নেই। ওর চারপাশে আলগা পাথর বৃষ্টির মতো ঝরছে। তবু ছুটছে ও। আশ্চর্য, হাঁটুর ব্যথাটা এখন আর অনুভব করছে না। একটা পাথরের টুকরো ওর মাইনিং হেলমেটে লাগলো, গোটা শরীর এমন ঝাঁকি খেলো আরেকটু হলে পড়েই যেতো। ধুলোর ভেতর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, প্রবল বেগে ছুটে এসে ধাক্কা খেলো ফেলে যাওয়া কোকোপ্যানে। টলির ধাতব গায়ে হাত–পা ছড়িয়ে পড়ে থাকলো রানা। সংঘর্ষের ফলে ওর উরুর চামড়া ছিঁড়ে গেছে।

'সত্যি তাহলে মারা যাচ্ছি!' ভাবলো ও, শরীরটা হামাগুড়ি দেয়ার

ভঙ্গিতে উঁচু করলো, কোকোপ্যানের চারদিকে হাতড়াচ্ছে, কোনদিকে ছুটবে বোঝার জন্যে। বিকট গর্জনের সাথে ওর সামনে ধসে পড়লো টানেল। আহত পশুর মতো গুটিয়ে উঠলো রানা, পিছু হটলো, টলি থেকে নেমে দুই চাকার মাঝখানে ঢুকতে চেষ্টা করলো। ইস্পাতের কাঠামোর ভেতর ঢুকেছে মাত্র, ওর মাথার ওপর ছাদটাও ধসে পড়লো। পাথর ধসের শব্দ যেন আর কোনো দিন থামবে না। ওর শরীরের নিচে সারাক্ষণ থরথর করে কাঁপছে মেঝেটা। তারপর এক সময় পতনের শব্দ থেমে গেলে প্রায় নিস্তব্ধতা নেমে এলো গভীর পাতালে। ল্যাম্পটা হারিয়েছে রানা, গাঢ় অন্ধকার পাথরের মতোই চারদিক থেকে চেপে ধরলো ওর খুদে আশ্রয়-টাকে। ধুলোয় প্রায় নিরেট হয়ে আছে বাতাস, ঘন ঘন কাশছে রানা। ব্যথা হয়ে গেল বুক, এক সময় রক্তের লোনা স্বাদ পেলো মুখের ভেতর। টলির নিচে নড়াচড়ার প্রায় কোনো জায়গাই নেই, টলির ইস্পাতের ছাদ ওর শরীর থেকে মাত্র ছ'ইঞ্চি ওপরে, তবু শরীরটা মুচড়ে শোয়ার ভঙ্গিটা সামান্য বদলালো রানা, ওভারঅলের সামনেটা খুলে শার্টের একটা প্রান্ত ছিঁড়ে ফেললো। সিল্কের টুকরোটা মুখোশের মতো পরলো ও, ফিল্টারের কাজ দিলো জিনিসটা, এখন শ্বাস নিতে পারছে।

ধীরে ধীরে ধুলো কমলো, কাশিও বন্ধ হলো রানার। এখনো বেঁচে আছে দেখে বিস্মিত হলো ও। সতর্কতার সাথে হাতড়াতে শুরু করলো, কবরটা কি রকম দেখা দরকার। পা দুটো লম্বা করতে গিয়ে পাথরে বাধা পেলো ও। এরপর হাত বাড়ালো। মাথার ওপর ছ'ইঞ্চি ফাঁক, দু'পাশে বারো ইঞ্চির মতো, শরীরের নিচে গরম কাদা, চারপাশে পাথর আর ইস্পাত। হেলমেটটা খুলে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করলো ও।

পাঁচশো ফুট মাটির নিচে জ্যান্ত কবর হয়েছে ওর। শুয়ে আছে ইস্পাতের কফিন বা খাটে। চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাওয়ায় আতঙ্কটা

বাড়তে শুরু করলো। 'মনটাকে ব্যস্ত রাখো, অন্য কিছু ভাবো, চারপাশের পাথরগুলোকে ভুলে থাকার চেষ্টা করো—গুনে দেখো সাথে সম্বল বলতে কি কি আছে,' নিজেকে পরামর্শ দিলো রানা। অনেক কষ্টে নড়লো ও, পকেটগুলো হাতড়ালো।

'সোনার সিগার কেস, ভেতরে দুটো হাভানা।' শরীরের পাশে সাজিয়ে রাখলো জিনিসগুলো।

'একটা দিয়াশলাই, ভিজে।' সিগার কেসের ওপর রাখলো সেটা।

'একটা হাতঘড়ি। রুমাল একটা, আইরিশ লিনেন, এককোণে রঙিন গোলাপ—সুফিয়া উপহার দিয়েছিল।' রুমালটা বুক পকেটে রাখলো।

'হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি একটা চিরুণী…চেহারা দেখে মানুষকে বিচার করা হয়।' চুলে চিরুণী চালাতে শুরু করলো ও, কিন্তু সাথে সাথেই উপলব্ধি করলো, হাত দুটো ব্যস্ত রাখা গেলেও, মনটা খালি থেকে যাচ্ছে। দিয়াশলাইয়ের পাশে চিরুণীটা রেখে দিলো।

'পকেটে রয়েছে দু'হাজার র‍্যাণ্ড, কড়কড়ে নোট…,' সাবধানে গুনলো টাকাগুলো। 'হ্যাঁ, পুরোপুরি দু'হাজার। এক বোতল শ্যাম্পেন কিনবো আমি।' মুখের ভেতরটা ধুলোয় খসখস করছে, কাজেই তাড়াতাড়ি ভাবলো, 'সংযমী হবার কোনো দরকার নেই, এবার আমি অপেরা হাউসেও যাবো। ওখানে ফরাসী মেয়ে পাওয়া যায়, ভালো দেখে একটাকে বেছে নিলেই হবে…না, একটা মেয়ে হলে সমস্যা আছে, তারচেয়ে দশটা মেয়েকে বেছে নেবো, আমাকে খুশি করার জন্যে নাচবে তারা। একটা মেয়ে হলে, বার বার শুধু বিছানার কথা মনে পড়বে। হ্যাঁ, নাচবে ওরা, তাহলে আর সময় কাটাতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

তল্লাশী চালিয়ে আর কিছু পেলো না রানা। 'গামবুট, মোজা, দামি ট্রাউজার—দুঃখিত, শার্টটা ছিঁড়ে গেছে—ওভারঅল, টিন হ্যাট, ব্যস।'

এরপর চিন্তা করতে শুরু করলো। প্রথমে পানির কথা ভাবলো। তৃষ্ণায় ফেটে যাবে বুক, কাজেই পানি দরকার। শুয়ে আছে কাদার ওপর, কিন্তু শুধুই কাদা, ওটা থেকে পানি আলাদা করার উপায় নেই। খানিকটা কাদা শার্টে তুলে ছাঁকার চেষ্টা করলো ও, এক ফোটা পানিও ঝরলো না। তারপর ভাবলো বাতাসের কথা। বেশ তাজা বলেই মনে হচ্ছে। ধারণা করলো, ওর সামনের আলগা পাথরের স্তূপে এক-আধটু ফাঁক থাকলেও থাকতে পারে, সেখান থেকেই ঢুকছে বাতাস। অন্তত দু'চারদিন ওকে বাঁচিয়ে রাখবে বলেই মনে হয়।

বাঁচিয়ে রাখবে, যতোক্ষণ না তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে মারা যায় ও। আশ্চর্য না ব্যাপারটা, ঠিক যেভাবে ওর জন্ম হয়েছিল সেভাবেই মারা যাচ্ছে—অন্ধকার উষ্ণ গর্তে একটা ভ্রূণের আকৃতি নিয়ে? শব্দ করে হেসে উঠলো রানা, সাথে সাথে বুঝলো আতঙ্কের প্রথম প্রতিক্রিয়া এটা। হাসি থামাবার জন্যে মুখের ভেতর ভাঁজ করা তর্জনী ঢোকালো, দাঁত দিয়ে আঙুলের গিঁট কামড়ালো।

পরিবেশটা সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেছে। নড়াচড়া থেমে গেছে পাথরের।

'ডাক্তার, বলুন। না-না, আমি ভয় পাবো না। কতোক্ষণ টিকবো, বলুন।'

'না, মানে, আপনি ঘামছেন তো। তারমানে আপনার শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা, দিন চারেক,' নিজেই জবাব দিলো রানা।

'খিদের ব্যাপারটা কি, ডাক্তার সাহেব?'

'না-না, ওটা নিয়ে ভাববেন না। খিদে আপনার পাবে, তবে মারা যাবেন আপনি পিপাসায়।'

'জ্বর-টর হবে? টাইফয়েড বা ম্যালেরিয়া?'

'আপনার সাথে যদি মরা মানুষ আটকা পড়তো এখানে, তাহলে ভয় ছিলো—কিন্তু আপনি একা হওয়ায় সে-ধরনের কোনো ভয় নেই।'

'আমি কি পাগল হয়ে যাবো, ডাক্তার সাহেব? জানি এখুনি হয়তো কিছু ঘটবে না, কিন্তু দু'চারদিন পর?'

'হ্যাঁ, আপনার মধ্যে পাগলামি দেখা দেবে, দুঃখিত।'

'দুঃখিত বলছেন কেন? আমার অন্তত জানা নেই আগে কখনো আমার মধ্যে পাগলামি দেখা গেছে কিনা—কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে এখন পাগলামি শুরু করলে ভালোই হবে সেটা। আপনার কি মনে হয়?'

'আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন পাগল হয়ে গেলে মৃত্যুভয় বা মৃত্যুযন্ত্রণা সেভাবে অনুভব করবেন না। ব্যাপারটা আমার ঠিক জানা নেই।'

'এবার কিন্তু আপনি চেপে যাচ্ছেন, ডাক্তার সাহেব। তবে বুঝতে পারছি আপনি কি ভাবছেন। আপনি ভাবছেন, পাগলামির ওই ঘুমের ভেতর স্বপ্নটা কি রকম হবে? ভাবছেন, পাগলামিটা কি বাস্তবের চেয়েও সত্য হয়ে দেখা দেবে? আরো ভাবছেন, পিপাসায় কাতর হয়ে মরার চেয়ে কি পাগল হয়ে মরা বেশি খারাপ? কিন্তু কি জানেন, পাগল হওয়া থেকে আমি রক্ষাও পেয়ে যেতে পারি। প্রচণ্ড চাপে কোকোপ্যানটা তুবড়ে যেতে পারে, কেন না ওটার ওপর নিশ্চয়ই হাজার হাজার টন পাথর ভর দিয়ে আছে। ব্যাপারটা কিন্তু ভারি ইন্টারেস্টিং, ডাক্তার সাহেব; একজন চিকিৎসক হিসেবে আপনাকে উদ্বিগ্ন না করে পারে না। মাটি, মা জননী, রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু হায়, সন্তান এখনো ভূমিষ্ট হয়নি।' নিজেও জানে না, কখন থেকে যেন শব্দ করে কথা বলছে রানা, হঠাৎ খেয়াল হতে বোকা লাগলো নিজেকে। একটা পাথর তুলে কোকোপ্যানের গায়ে ঠুকতে শুরু করলো ও।

'যথেষ্ট নিরেট লাগছে আওয়াজটা। স্বস্তিকর বলবো আমি, আসলে।'

ইস্পাতের গায়ে আরো জোরে পাথর ঠুকলো ও—এক, দুই, তিন; এক, দুই, তিন—তারপর ফেলে দিলো পাথরটা। এতো অস্পষ্ট ও নরম, মনে হলো প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে, যেন সুদূর চাঁদ থেকে, রানা শুনতে পেলো ওর শব্দগুলো নকল করা হচ্ছে। সারা শরীর লোহার মতো শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, উত্তেজনায় কাঁপ ধরে গেল। পাথরটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো ও। পরপর তিনবার ঠুকলো। সাথে সাথে অনুকরণের শব্দও ভেসে এলো তিনবার।

'ওরা শুনতে পাচ্ছে, ও খোদা!' রুদ্ধশ্বাসে হাসতে শুরু করলো রানা। 'প্রিয় জননী, দয়া করে ধসে পড়ো না। একটু ধৈর্য ধরো, মা। মাত্র কয়েকটা দিন, সিজারিয়ান অপারেশন করে ওরা তোমার সন্তানকে অক্ষত অবস্থায় বের করে নেবে।'

নয়

রানা তিন নম্বর শ্যাফটে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ডমরু, তারপর পায়ের কাছ থেকে ইউনিফর্মটা তুলে নিয়ে পরে ফেললো। কোচ থেকে নেমে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলো সে, গায়ে সেঁটে থাকা কাপড় টেনেটুনে ঢিলে করার চেষ্টা করলো বার কয়েক। ভারি অস্বস্তিকর লাগছে তার, তবে খোলার কথা ভাবলো না একবারও। অস্বস্তি দূর করার জন্যে

ঘোড়াগুলোর দিকে এগোলো সে, ব্যস্ত হয়ে পড়লো কাজে। এক এক করে পানি খাওয়ালো ওদেরকে, তারপর বোর্ড থেকে বর্শাটা তুলে নিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবনের পাশে, ছোট্ট সবুজ মাঠটার দিকে এগোলো। ঘাসের ওপর বসলো সে, একটা পাথর তুলে নিয়ে বর্শার ফলায় ঘষতে শুরু করলো। গুণ গুণ করে জুলুদের পল্লীগীতি গাইছে আপনমনে। এক সময় বর্শার ফলায় আঙুল রেখে ধার পরীক্ষা করলো সে, সন্তুষ্ট হয়ে ফেলে দিলো পাথরটা। অলস ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকালো কিছুক্ষণ, কেউ নেই দেখে বগলের কয়েকটা চুল বর্শার ফলা দিয়ে চেছে ফেললো। তারপর বর্শাটা নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়লো ঘাসের ওপর। একটু পরই রোদের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো ডমরু।

চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙলো তার। ধড়মড় করে উঠে বসে চোখে হাত তুললো সে, দেখে নিলো সূর্যটা কোথায়। প্রায় এক ঘন্টা ঘুমিয়েছে। উন্মাদের মতো চিৎকার করছে চার্লি, কাদায় ঢাকা আঁন্দ্রে জিদ থরথর করে কাঁপছে তার সামনে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। চার্লির ঘোড়া ঘেমে গোসল হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে দাঁড়ালো ডমরু, ওদের দিকে এগোলো। মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করলো সে, দ্রুত উচ্চারিত শব্দগুলো বুঝতে চাইছে। সন্দেহ নেই, গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে।

'পাথরের ধ্বস…,' ভয়ে আঁন্দ্রে জিদের গলায় আটকে যাচ্ছে কথাগুলো। '…প্রায় দশ নম্বর লিফট স্টেশন পর্যন্ত…।'

'আর তুমি তাকে সেখানে ফেলে এলে?' মাটিতে পা ঠুকলো চার্লি, প্রচণ্ড রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তার চেহারা।

'আমি ভাবলাম উনি আমার পিছু পিছু আসছেন। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, ফেস–এর দিকে ছুটছেন…।'

'কেন? ওদিকে কেন ছুটবে সে?'

'বাকি সবাইকে ডাকতে...।'

'কাজ শুরু করেছো তোমরা? টানেল থেকে পাথর সরানো শুরু হয়েছে?'

'না। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা।'

'ইউ স্টুপিড ব্লাডি ইডিয়ট! ওখানে ও এখনও বেঁচে থাকতে পারে... প্রতিটি সেকেণ্ড এখন ভাইটাল!'

'না, মি. উডকক, ওঁর বাঁচার কোনো আশাই নেই—নিশ্চয়ই সাথে সাথে মারা গেছেন।'

'চোপ শালা!' চরকির মতো আধপাক ঘুরলো চার্লি, ছুটলো শ্যাফটের দিকে। আকাশ ছোঁয়া ইস্পাতের কাঠামোর নিচে লোকজনের ভিড় জমে উঠেছে, হঠাৎ করেই উপলব্ধি করলো ডমরু—পাথর ধসে চাপা পড়েছে রানা। চার্লি শ্যাফটে পৌছুবার আগেই তার পাশে চলে এলো সে। 'বস্, নিচে কি স্যার আটকা পড়েছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো সে।

'হ্যাঁ।'

'আসল ঘটনাটা কি?'

'পাথরের নিচে চাপা পড়েছে রানা।'

ভিড় ঠেলে লিফটে চড়লো ডমরু, চার্লির পাশে জায়গা করে নিলো। দশ নম্বর লেভেলে না পৌছুনো পর্যন্ত আর কোনো কথা হলো না। নিচে প্রচুর লোককে দেখা গেল, ক্রোবার ও শাবল নিয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কখন নির্দেশ আসবে। কাঁধের ধাক্কা দিয়ে ভিড়ের ভেতর পথ করে নিলো ডমরু। ধসে পড়া পাথর নিরেট একটা দেয়াল তৈরি করেছে ওদের সামনে, পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে টানেল, সেটার সামনে দাঁড়ালো ডমরু, পাশে রয়েছে চার্লি। শ্বেতাঙ্গ শিফট-বসের দিকে ফিরলো চার্লি। 'ফেসে তুমি ছিলে?'

'ইয়েস, স্যার।'

'তোমাকে ডাকার জন্যে ফিরে গিয়েছিল ও, তাই না?'

'ইয়েস, স্যার।'

'আর তোমরা তাকে ফেলে চলে এলে?'

লোকটা চার্লির দিকে তাকাতে পারলো না। 'আমরা ভাবলাম, উনিও আমাদের পিছু পিছু আসছেন,' বিড়বিড় করলো সে।

ঠাস করে লোকটাকে চড় মারলো চার্লি। 'বানচোত! কাপুরুষ! জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে লোক খবর দিতে গেল, তাকেই শালারা ফেলে পালিয়ে এলি? তোদের সবক'টাকে আমি যদি গুলি করে না মারি তো আমার নাম…।'

হঠাৎ চার্লির বাহু খামচে ধরলো ডমরু। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো চার্লি। পরমুহূর্তে ওরা সবাই শুনতে পেলো শব্দটা—ঠক, ঠক, ঠক।

'রানা…নিশ্চয়ই রানা,' ফিসফিস করলো চার্লি। 'ও বেঁচে আছে!' একজন শ্রমিকের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে ক্রোবারটা নিলো সে, টানেলের দেয়ালে বাড়ি মারলো সজোরে। অপেক্ষায় থাকলো ওরা, শব্দ করছে শুধু ওদের নিঃশ্বাস। তারপর আওয়াজটা শুনতে পেলো সবাই, আগের চেয়ে জোরালো ও তীক্ষ্ণ। চার্লির হাত থেকে ক্রোবারটা নিলো ডমরু, পাথরের স্তূপে ঢোকালো কোনোরকমে, তারপর চাড় দিলো। পিঠের পেশী ফুলে উঠলো তার। কাঠির মতো বেঁকে গেল ক্রোবার। ছুঁড়ে ফেলে দিলো ওটা, খালি হাতে পাথর সরাতে শুরু করলো।

'তুমি!' শিফট-বসের দিকে ফিরলো চার্লি, চড় খেয়ে কাঁপছে সে। 'পাথর সরাবার সময় ঠেক দেয়ার জন্যে তক্তা আর বাঁশ দরকার হবে আমাদের—ব্যবস্থা করো!' শ্রমিকদের দিকে ফিরলো সে। 'ফেসে তোমরা চারজন করে হাত দাও কাজে, বাকি সবাই আলগা পাথর সরাবে।'

'স্যার, ডিনামাইট দরকার হবে?' জানতে চাইলো শিফট–বস্।

'সেই সাথে দ্বিতীয়বার পাথর ধসাই? মাথা খাটাও, হাঁদারাম। যাও, যা বললাম করো, বাঁশ আর তক্তা পাঠাও—শোনো, আঁন্দ্রে জিদকে নামতে বলো এখানে।'

চার ঘন্টায় পনেরো ফুট টানেল পরিষ্কার করলো ওরা। পাথরের বড় টুকরোগুলোকে স্লেজ হ্যামার দিয়ে ভাঙতে হলো। সারা শরীর ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে উঠলো চার্লির, তালুতে চামড়া বলে কিছু আর অবশিষ্ট থাকলো না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম না নিলেই নয় এবার। ক্লান্ত পায়ে লিফট স্টেশনের দিকে হাঁটা ধরলো সে। ওখানে পৌঁছে দেখলো কয়েকটা কম্বল ও বড় একটা ডিশ–এ গরম সুপ রয়েছে। 'এ–সব কোথেকে এলো?' জানতে চাইলো সে।

'সোফিয়া'স হোটেল থেকে, স্যার। গোল্ডফিল্ডের অর্ধেক মানুষ শ্যাফটের মাথায় জড়ো হয়েছে। মিসেস সোফিয়া পিপারকর্নও বাইরে অপেক্ষা করছেন, আপনার অনুমতি ছাড়া গার্ডরা তাঁকে নামতে দিচ্ছে না। এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন তিনি।' একটা এনভেলাপ বাড়িয়ে দিলো শিফট–বস্।

'তার এখানে নামার দরকার নেই,' এনভেলাপটা নিয়ে খুললো চার্লি।

সুফিয়া লিখেছে, 'রানার কিছু হলে ঈশ্বরকে আমি আর কোনো দিন ডাকবো না। তুমি বিশ্বাস করো, আমি হাত লাগালে পাথরও গলে যাবে। প্লীজ, চার্লি, শুধু একবার আমাকে পাথরগুলোর সামনে দাঁড়াতে দাও।' এতোক্ষণ কান্না পায়নি চার্লির, সুফিয়ার চিরকুটটা পেয়ে চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো তার। 'না, এখানে ওর নামা চলবে না—অন্তত এখন নয়। পরে দেখা যাবে।' খানিকটা সুপ খেলো সে। কম্বলের ওপর বসলো। 'আঁন্দ্রে জিদ কোথায়?'

'তাকে আমি কোথাও পেলাম না, স্যার।'

ফেসে বিরতিহীন কাজ করে যাচ্ছে ডমরু। চারজন শ্রমিক বিশ্রাম নিতে চলে গেল, তাদের জায়গায় নতুন লোক এলো। তাদের কাজের ওপর নজর রাখছে ডমরু, মাঝে মধ্যে নির্দেশ দিচ্ছে। এক ঘন্টা বিশ্রাম নেয়ার পর ফিরে এলো চার্লি, তখনও ব্যস্তভাবে পাথর সরাচ্ছে ডমরু। ইতিমধ্যে ইউনিফর্ম খুলে আবার নেংটি পরেছে সে। তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলো চার্লি। বিরাট একটা পাথরকে দু'হাতে আলিঙ্গন করলো ডমরু, পা দুটো শক্ত করলো, ফুলে উঠলো পিঠ আর বাহুর পেশী, হ্যাঁচকা টান দিয়ে অন্যান্য পাথরের ভেতর থেকে ছাড়িয়ে আনলো সেটাকে। ধুলো ও আলগা ছোটো পাথর অনুসরণ করলো ওটাকে, ডমরুর হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেল। তাকে সাহায্য করার জন্যে লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো চার্লি।

দু'ঘন্টা পর আবার বিশ্রাম নেয়ার দরকার হলো চার্লির। এবার ডমরুকে ওর সাথে আসতে বাধ্য করলো সে। নিজের হাতে তাকে খানিকটা সুপ খাওয়ালো, শুতে দিলো একটা কম্বলে। তার পাশেই লম্বা হলো চার্লি, পরস্পরের দিকে ফিরে আছে ওরা। শিফট-বস্ এগিয়ে এলো ওদের দিকে। 'স্যার, মিসেস পিপারকর্ন এটা পাঠিয়েছেন।'

এক বোতল ব্র্যাণ্ডি। সাথে আরেকটা চিরকুট। সুফিয়া লিখেছে, 'অনুরোধ নয়, চার্লি, তোমার প্রতি আমার নির্দেশ—যেভাবে পারো উদ্ধার করো রানাকে। কারণ, একটা গোপন কথা, যা তুমিও জানো না, ওকে আমার বলা হয়নি। কথাটা হলো···অগত্যা ওকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

···অগত্যা? ম্লান, অপ্রতিভ হাসি দেখা গেল চার্লির ঠোঁটে। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলো সে। বোতলের কর্ক খুলে মুখের ভেতর খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢাললো। চোখ দুটো ভরে উঠলো পানিতে—দামী ব্র্যাণ্ডির ঝাঁঝ, নাকি অন্য

কিছু? বোতলটা ডমরুর দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। শিফট–বস্‌কে বললো, 'ওকে আমার ধন্যবাদ জানাবে।'

'উচিত নয়,' আপত্তি জানালো ডমরু।

'দু'ঢোক খাও। ভালো লাগবে।'

দু'ঢোকই খেলো ডমরু, তার বেশি নয়। কম্বলের প্রান্ত দিয়ে বোতলের মুখটা মুছলো সে, কর্ক লাগালো, বোতলটা ফিরিয়ে দিলো চার্লিকে। ঢক ঢক করে আরও খানিকটা খেলো চার্লি, আবার বাড়িয়ে ধরলো বোতলটা ডমরুর দিকে।

মাথা নাড়লো ডমরু। 'অল্প মদ শক্তি, বেশি মানেই দুর্বলতা। হাতে অনেক কাজ রয়েছে।'

বোতলের মুখে কর্ক পরালো চার্লি।

'বসের কাছে পৌঁছুতে আর কতোক্ষণ লাগবে আমাদের?' জানতে চাইলো ডমরু।

'আরও একদিন। দু'দিনও লাগতে পারে।'

'দু'দিন পাথরের নিচে চাপা থাকলে একটা লোক মারাও যেতে পারে,' মন্তব্য করলো ডমরু।

'রানা? ওর মতো একটা তাগড়া ঘোড়া? ধ্যেৎ!'

হাসলো ডমরু।

জুলু ভাষার জানা শব্দগুলো খুঁজলো চার্লি, তারপর বললো, 'তুমি ওকে ভালোবাসো, তাই না?'

'ভালোবাসা শব্দটা মেয়েরা ব্যবহার করে।' ডমরু তার একটা আঙুল পরীক্ষা করলো। একটা নখ প্রায় উপড়ে গেছে, সরু চামড়ার সাথে ঝুলছে কোনোরকমে। নখটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আটকে ঝট্ করে মাথাটা ঘোরালো সে, ছিঁড়ে আসা নখটা থুথুর সাথে ফেলে দিলো টানেলের

মেঝেতে। সেদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো চার্লি।

'কাছে না থাকলে কাজে ফাঁকি দেবে শ্রমিকরা।' দাঁড়ালো ডমরু। 'আপনার বিশ্রাম হয়েছে, বস্?'

'হয়েছে,' মিথ্যে বললো চার্লি। টানেল ধরে ফেস-এর দিকে এগোলো ওরা।

শক্ত হেলমেটে মাথা রেখে কাদার ওপর শুয়ে আছে রানা। অন্ধকার ওর চারপাশের পাথরের মতোই নিরেট। কল্পনা করার চেষ্টা করলো, কোথায় একটার সমাপ্তি, কোথায়ই বা অপরটার শুরু। এতে করে পানির তীব্র অভাবটা ভুলে থাকতে পারলো ও। পাথরের গায়ে স্লেজ হ্যামারের শব্দ পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে স্তূপ থেকে পাথরের গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ, কিন্তু আওয়াজগুলো আগের মতোই দূরে রয়ে যাচ্ছে, কাছে আসছে না। শরীরের একটা পাশ অবশ হয়ে গেছে ওর, কাত হতে পারছে না। যতোবার চেষ্টা করেছে, কোকোপ্যানে বাধা পেয়েছে হাঁটু। কোকোপ্যানের ভেতর বাতাসও ভারি হয়ে গেছে, বোধহয় সেজন্যেই মাথাব্যথা শুরু হয়েছে ওর। আবার নড়ার চেষ্টা করলো রানা, অস্থিরতা অনুভব করছে, কনুই লেগে কড়কড়ে নোটগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। হাতের ঝাপটা দিয়ে কাদার মধ্যে ছড়িয়ে দিলো ওগুলোকে। এই টাকাই তো ওকে ফাঁদে আটকানোর জন্যে টোপ হিসেবে কাজ করেছে। মুখে তাজা বাতাস ও রোদের তাপ অনুভব করার বিনিময়ে লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা খরচা করতে পারে ও। এতো গাঢ় অন্ধকারের ভেতর জীবনে কখনও পড়েনি। অন্ধকার যেন ওর নাকের ফুটো, চোখের কোটর ও গলার ভেতর ঢুকে পড়েছে। হাতড়ে দিয়াশলাইটা পেলো ও। আগুন জ্বাললে মূল্যবান সামান্য যে-টুকু অক্সিজেন অবশিষ্ট আছে, তার অনেকটাই নষ্ট করা হবে। তবু একটু আলো দরকার,

একবার অন্তত দেখে নেয়া যাবে নিজেকে। কিন্তু কাদায় ভিজে গেছে দিয়াশলাই। জ্বাললো না।

অন্ধকার দূর করার জন্যে চোখের গায়ে পাতা দুটো কোঁচকালো। বন্ধ চোখের সামনে উজ্জ্বল রঙ ফুটলো, নড়াচড়া করছে, ছড়িয়ে গিয়ে আবার জড়ো হচ্ছে, তারপর হঠাৎ করে পরিষ্কার একটা ছবির আকৃতি পেলো। ছবিটা চিনতে পারার সাথে সাথে মন থেকে সব ভয় দূর হয়ে গেল রানার। সাহস ফিরে পেলো ও। কল্পনার চোখে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানকে দেখতে পাচ্ছে। সব কষ্ট, সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে উধাও হয়েছে। মনে পড়লো বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকার কথা। আজ কতো দিন দেশের বাইরে ও। চোখের সামনে ভেসে উঠলো মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ওদের অফিসটা। কাঁচা-পাকা ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন বস্, ভয়ংকর একটা অ্যাসাইনমেন্টে রওনা হবে ও, ব্রিফ করছেন ওকে তিনি। আপনমনে হাসলো রানা, 'বুড়োটা সত্যি আমাকে ভালোবাসে!'

স্লেজ হ্যামারের শব্দে চিন্তায় বাধা পড়লো। বন্ধ টানেলের ওদিকে ওকে উদ্ধার করার জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা অমানুষিক পরিশ্রম করছে লোকজন। আবার যে-কোনও মুহূর্তে পাথর-ধস শুরু হতে পারে। সোনালি ধাতব বস্তুর চেয়ে মানুষের জীবন অনেক বেশি দামি। ওর জন্যে পরিশ্রম করছে চার্লি, জানে ও। পরিশ্রম করছে ডমরু। আর সুফিয়া? সে কি কাঁদছে? নাকি প্রার্থনা করছে? ওরা সবাই মানুষ, সোনা নয়। ওকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে রক্ত-মাংসের কিছু মানুষ। সোনাগুলো যেখানে পড়ে থাকার সেখানেই পড়ে আছে, ওকে উদ্ধার করার ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই পালন করছে না।

ব্র্যাণ্ড টেলরের কথা মনে পড়লো রানার। হাতে পিস্তল। হোটেল

কামরার মেঝেতে মরে পড়ে আছে। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ও। স্লেজ হ্যামারের শব্দ শুনলো মন দিয়ে। সন্দেহ নেই, শব্দটা কাছে চলে এসেছে। 'যদি বেরুতে পারি, সব কিছু বদলে যাবে,' বিড় বিড় করলো রানা। ডমরুর কথা মনে পড়লো ওর। মনে পড়লো তার আড়ষ্ট হয়ে থাকা উদোম পিঠের কথা। 'লোকটার মনে কষ্ট দেয়া উচিত হয়নি,' ভাবলো ও।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য।)

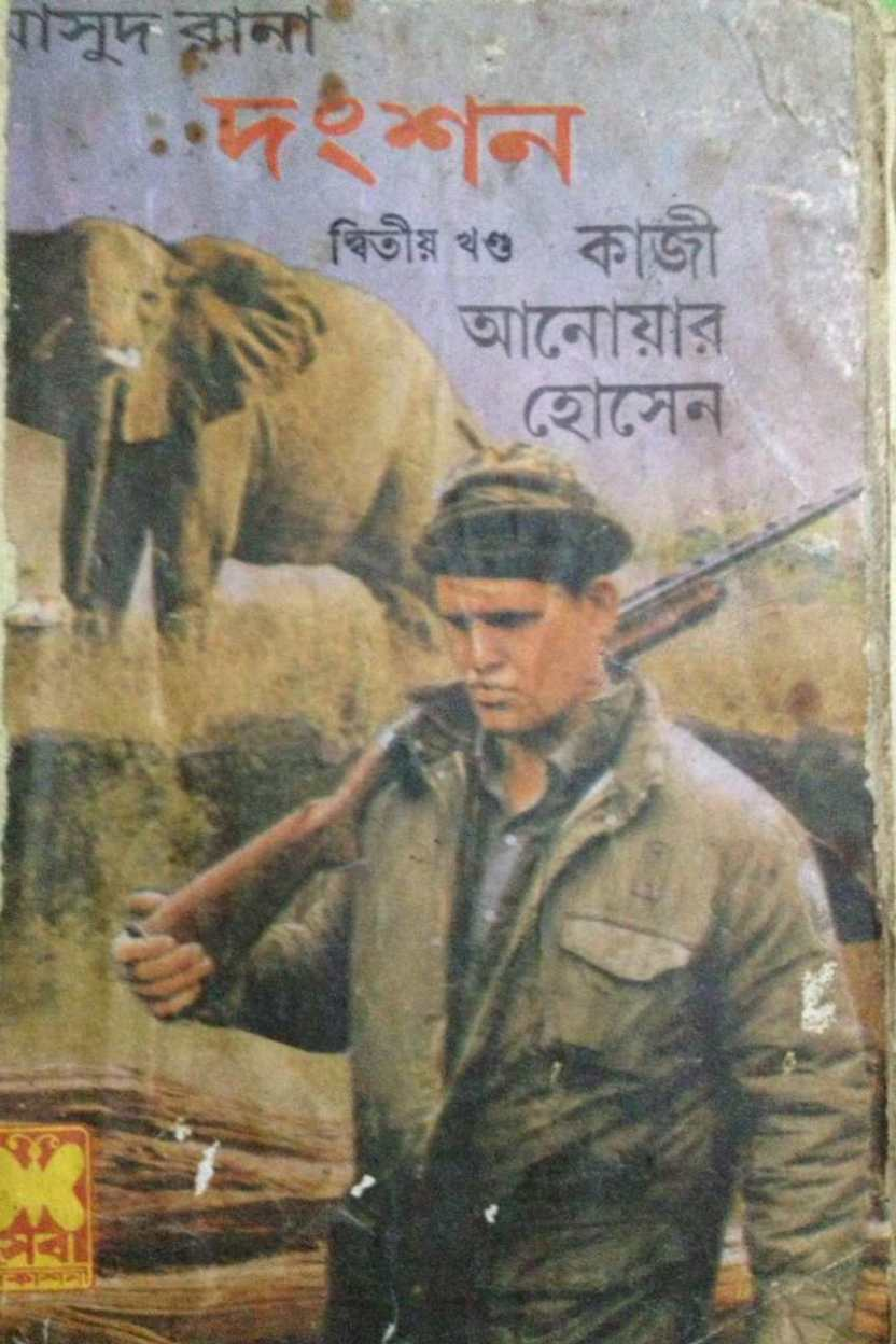

মাসুদ রানা
দংশন
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা-১৯২

দংশন

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বার্কলি নয়নিহানকে এই যে যখন তখন খোঁচাচ্ছে চার্লি, এর কি কোনই প্রতিশোধ নেবে না সে? ভুল ও বাড়াবাড়ির খেসারত নিশ্চয়ই দিতে হবে চার্লিকে। আর মাসুদ রানাকে হতে হবে বিবেকের দংশনে জর্জরিত।

আপনাকে, প্রিয় পাঠক, হয়ত দুলতে হবে অনিশ্চয়তার দোলায়।

মাসুদ রানা সিরিজের দংশন রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার, নাটকীয় উত্থান-পতন, বিস্ময়কর প্রতিশোধ ও অতুলনীয় বন্ধুত্বের জলজ্যান্ত কাহিনী।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্র কাশনী ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০

পূর্বাভাস

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে আফ্রিকায় আত্মগোপন করে রয়েছে মাসুদ রানা। উমরুর দৃষ্টিতে অরণ্যদেব সে, ঈশ্বরপ্রেরিত উদ্ধারকর্তা। এক উত্তেজনাময়, শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে রানার সাথে পরিচয় হলো চার্লি উডককের, পরিচয় পরিণত হলো গভীর বন্ধুত্বে। মাটি খুঁড়ে সোনা পেলো ওরা, প্রায় রাতারাতি কোটিপতি বনে গেল। চার্লির বন্ধু, আঁদ্রে জিদ, প্রথমদিকে ওদেরকে নাম ধরে ডাকতো, এখন স্যার ও মিস্টার বলে। তার টিবি এখনো সারা শরীরে ছোটাছুটি করছে, তীব্র ব্যথা অনুভব করছে হার্টে, ডায়াবেটিসে ভুগছে—সবই কাল্পনিক, ইন্ধন যোগাচ্ছে তার ব্যক্তিগত ওষুধের ভাণ্ডার ও ডাক্তারী বইটি। রানা ও চার্লির চেয়েও বেশি টাকা কামাচ্ছে বার্কলি ময়নিহান, বেঢপ আকৃতির এক ইহুদি। তার বোনের সাথে এককালে প্রণয় ছিলো চার্লির, ময়নিহান গুণ্ডা লাগিয়ে ভাগিয়ে দেয় চার্লিকে। সেজন্য ময়নিহানের ওপর প্রচণ্ড রাগ চার্লির, দেখা হলেই তাকে নিয়ে নির্মম কৌতুকে মেতে ওঠে সে। বার্কলি ময়নিহান তার সমস্ত অপমান মুখ বুজে সহ্য করে। তোতলামি আছে তার, কথা বলার দায়িত্ব পালন করে সেক্রেটারি ম্যাক আব্রাহাম। শত্রু হলেও সদ্য গড়ে ওঠা স্টক এক্সচেঞ্জে ব্যবসায়িক স্বার্থে হাত মেলাতেও দেখা যায় ওদেরকে। ঘোড়দৌড়ে হেরে গেল বার্কলি ময়নিহানের ঘোড়া সান অভ আ গান, জিতে গেল চার্লি ও

রানার ঘোড়া হারিকেন। দৌড় শেষে ময়নিহানকে বললো চার্লি, 'সব সময় তুমি জিততে পারো না, বার্কলি!' প্রায় স্পষ্ট উচ্চারণে, এই প্রথম, বার্কলি ময়নিহান একমত হলো চার্লির সাথে, সে-ও বললো, 'হ্যাঁ, সব সময় তুমি জিততে পারো না!' তার এই কথার তাৎপর্য যথা সময়ে টের পাবে ওরা।

খনি শহর গোল্ডফিল্ডে ডানাকাটা এক পরী আছে, তার নাম সোফিয়া পিপারকর্ন। রানা দেশীয় উচ্চারণে তাকে সুফিয়া বলে ডাকে, দেখাদেখি আর সবাইও। রানার প্রতি অদ্ভুত এক সমীহ ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে মেয়েটির মধ্যে। প্রেমের একটা ত্রিভুজ সমস্যা সৃষ্টি হওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক, কিন্তু মনিকা রিভেরা নামে অন্য একটি মেয়ের স্মৃতি এখনো রানার মনে দগদগে ঘাঁয়ের মতো হয়ে আছে বলে চার্লির সামনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলো না। প্রথম দিকে সুফিয়ার সাথে শুধু প্রেম করারই ইচ্ছে ছিলো চার্লির, বিয়ের কথা ভাবতেই পারতো না, পরে সে তার সিদ্ধান্ত পাল্টালো, বিয়ে করার প্রস্তাব দিলো সুফিয়াকে। প্রস্তাব গ্রহণ করলো সুফিয়া, কিন্তু শর্ত দিলো বিয়েটা হতে হবে কোনো চার্চে। সমস্যায় পড়ে গেল চার্লি, ঈশ্বরের প্রতিনিধি ফাদারের সাথে জালিয়াতি করতে বুক কাঁপবে তার। কোর্টে বিয়ে হলে শুধু দু'জন সরকারী কর্মচারীকে মিথ্যে বলতে হবে, তাতে তার বিবেকের অনুমোদন আছে। সমস্যার সমাধান দিল রানা। একশো একর জায়গা নিয়ে তৈরি হচ্ছে ওদের বাগান ও বাড়ি, সেখানে চার্লি নিজেই একটা চার্চ তৈরি করবে, ভদ্র চেহারার এক লোককে ট্রেনিং দিয়ে ফাদার বানানো হবে।

গোল্ডফিল্ডের সবকিছুই আমূল বদলে গেছে, বদলায়নি শুধু ডমরু: আগের মতোই নেংটি পরে সে, নস্যি ব্যবহার করে। দেখতে খারাপ লাগে, তাই একদিন রানা তাকে কিছু প্যান্ট-শার্ট কিনে দিলো, বললো, পরো তো দেখি, কেমন লাগে। ডমরু গম্ভীর সুরে জানালো, জুলু বীরদের ড্রেস পরে আছে সে, প্যান্ট-শার্ট পরে বাঁদর সাজতে রাজি নয়। অসন্তুষ্ট রানা কোনো

অশোক দাস (বাবুল)

যুক্তি দিয়েই তাকে বোঝাতে পারলো না মনে মনে প্রচণ্ড রেগে থাকলো ও। সেই রাগ নিয়েই খনির নিচে নামলো, একদল শ্রমিককে বাঁচাতে গিয়ে চাপা পড়লো পাথর ধসে।

রানাকে উদ্ধার করার জন্যে পাথর সরাচ্ছে ওরা। চার্লির কাছে একটা চিরকুট পাঠালো সুফিয়া, লিখেছে, '...অগত্যা তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।' লেখাটা পড়ে ম্লান হাসি ফুটলো চার্লির ঠোঁটে। সুফিয়া তাকে নির্দেশ দিয়েছে, যেভাবে পারো উদ্ধার করো রানাকে।

মাসুদ রানা সিরিজের দংশন রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার, নাটকীয় উত্থান-পতন, বিস্ময়কর প্রতিশোধ ও অতুলনীয় বন্ধুত্বের কাহিনী। ভুল ও বাড়াবাড়ির খেসারত দিতে হবে চার্লিকে, বিবেকের দংশনে জর্জরিত হতে হবে রানাকে। আর, আপনাকে, প্রিয় পাঠক, হয়তো দুলতে হবে অনিশ্চয়তার দোলায়।

কালী চরণ সাহা রোড, ঢা

এক

গত দেড় দিনে মাত্র চার ঘন্টা বিশ্রাম নিয়েছে ডমরু। চার্লির শরীর থেকে ঘাম হয়ে গলে যাচ্ছে চর্বি। দু'জনেই যেন শাস্তি দিচ্ছে নিজেদেরকে। এক সময় আর শক্তি বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না চার্লির, মাথা ঘুরে পড়ে গেল সে। শ্রমিকরা কাজ ফেলে ছুটে এলো তাকে তোলার জন্যে, কোনোরকমে মাথা তুলে তাদের উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠলো চার্লি, 'কাজ বন্ধ করলে গুলি করে মারবো সব ক'টাকে!' কাজ করতে না পারলেও, পাথর ধসের গোড়ায় দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের নির্দেশ দিলো সে। রানা আটকা পড়ার আটচল্লিশ ঘন্টা পর দেখা গেল, টানেলের একশো ফুট পরিষ্কার করা গেছে। পা ফেলে দূরত্বটা মাপলো চার্লি, কেস-এর কাছে এসে কথা বললো ডমরুর সাথে। 'শেষ কখন আমরা রানাকে সংকেত পাঠিয়েছি?'

পিছিয়ে এলো ডমরু, হাতে স্লেজ-হ্যামার। হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হয়ে গেছে। স্লেজ-হ্যামারের হাতলটা রক্তে ভিজে গিয়ে চটচট করছে। 'প্রায় এক ঘন্টা আগে,' বললো সে। 'তখনো মনে হচ্ছিলো, আমাদের মাঝখানে একটা বর্শার সমান দূরত্ব।'

এক শ্রমিকের হাত থেকে একটা ক্রোবার নিয়ে পাথরের গায়ে ঠক ঠক করে বাড়ি মারলো চার্লি, সাথে সাথে সাড়া পাওয়া গেল। 'যেন মনে হচ্ছে

লোহার ওপর কিছু ঠুকছে রানা,' বললো সে। 'আর মাত্র কয়েক ফুট দূরে রয়েছে ও। ডমরু, এবার তুমি একটু থামো তো, ভাই। খনিকদের দেখিয়ে দাও, ওরাই পাথর সরাক। যদি ইচ্ছে হয় থাকো এখানে, তবে এবার একটু বিশ্রাম নাও।'

জবাবে হ্যামারটা মাথার ওপর তুললো ডমরু, কেজ-এর গায়ে সজোরে আঘাত করলো। ফাটল ধরলো পাথরে, দু'জন খনিক এগিয়ে এসে ক্রোবার দিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করলো। সদ্য তৈরি গর্তের ভেতর কোকোপ্যান-এর একটা কোণ দেখা গেল। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সেটার দিকে। তারপর চিৎকার করলো চার্লি, 'রানা, রানা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

'বেশি কথা না বলে আমাকে বের করো এখান থেকে।' পিপাসা ও ধুলায় কর্কশ শোনালো রানার গলা, পাথরের দেয়ালে বাধা পেয়ে আওয়াজটা ভোঁতা হয়ে গেছে।

'কোকোপ্যানের ভেতর ও!'

'মি. মাসুদ রানা কথা বলছেন!'

'বস, আপনি ভালো আছেন?'

'আমরা ওঁকে ফিরে পেয়েছি!'

চিৎকার করছে ওরা, টানেলের পিছনে দাঁড়ানো লোকগুলোও তা শুনতে পেলো, খবরটা এক সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছে গেল লিফট স্টেশনে। ওখানেও বহু মানুষ অপেক্ষা করছে। সারফেস থেকে পাঁচশো ফুট নিচে রয়েছে ওরা, মাটির ওপর খনির চারধারে সব সময় কয়েক হাজার লোক কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে আছে ভালো-মন্দ একটা খবরের আশায়। তাদের সাথে রয়েছে সুফিয়াও। সুফিয়াকে খনির ভেতর নামতে দিতে রাজি হয়নি চার্লি, বলা তো যায় না কখন কি বিপদ ঘটে। রানার সাড়া পাওয়া গেছে, শুনে আর ধৈর্য ধরতে পারলো না সুফিয়া, সশস্ত্র গার্ডদের ধাক্কা দিয়ে

লিফটে চড়লো সে, কারো কোনো আপত্তিতে কান না দিয়ে নেমে এলো নিচে।

গোটা গোল্ডফিল্ড শহর আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠলো, সবার মুখে এক কথা, 'ওরা তাঁকে পেয়েছে, উনি ভালো আছেন, ওরা তাঁকে পেয়েছে!'

লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো চার্লি আর ডমরু, ক্লান্তির ছিটেফোঁটাও অনুভব করলো না। দু'জন ব্যস্ত হাতে শেষ কয়েকটা পাথর সরালো ওরা, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে পাশাপাশি শুলো, উঁকি দিলো কোকোপ্যানের ভেতর।

'বস্, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি,' চিৎকার করলো ডমরু।

'আমিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, ডমরু। তোমাদের এতো দেরি হলো কেন?'

'বস্, কয়েকটা ছোটো পাথর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

কোকোপ্যানের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলো ডমরু, রানার বগলের নিচে হাত দুটোকে আঙটার মতো আটকে টেনে বের করলো ওকে।

'বেছেছিলে ভালোই, সোনা দিয়ে বাঁধানো কবর! কেমন বোধ করছো, দোস্ত?'

'একটু পানি দাও, সুস্থ হয়ে উঠবো।'

'পানি—পানি আনো!'

'ও কি তোমার একার সম্পত্তি নাকি? সরো, পথ ছাড়ো!' কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে চার্লিকে সামনে থেকে সরিয়ে দিলো সুফিয়া, রানার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো, তারপর পা দুটো লম্বা করে দিয়ে চার্লির দিকে মুখ তুলে তাকালো। 'হাঁ করে দেখছো কি, ওর মাথাটা আমার কোলের ওপর তুলে দাও! এখনো ওকে তোমরা শক্ত পাথরের ওপর শুইয়ে রাখবে?'

ডমরু ও চার্লি দু'জনেই হাত বাড়ালো। রানার মাথাটা নিজের কোলে পেয়ে হাতের গ্লাসটা কাত করলো সুফিয়া। প্রায় ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিলো রানা। গ্লাসের সবটুকু পানি এক ঢোকে খেয়ে ফেলতে চাইছে ও।

কাশি হলো, নাক–মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো খানিকটা পানি।

'ধীরে, দোস্ত, ধীরে!'

রানার বুকে হাত বুলালো সুফিয়া। দ্বিতীয় গ্লাসের পানিটুকু আগের চেয়ে ধীরে শেষ করলো রানা, এইটুকু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে উঠলো ও। 'আহ্, কি আরাম!'

'এসো, আমার কাঁধে চড়ো,' তাগাদা দিলো চার্লি। 'ওপরে তোমার জন্যে একজন ডাক্তার অপেক্ষা করছে।' সুফিয়ার হাতে একটা কম্বল ধরিয়ে দিলো সে। 'ভালো করে জড়াও ওকে।'

সুফিয়ার কোল থেকে রানাকে বুকের ওপর তুলে নিলো ডমরু।

'আরে করো কি, নামিয়ে দাও আমাকে...নামাও!' লজ্জা পাচ্ছে রানা। 'আমি কি হাঁটতে ভুলে গেছি নাকি?'

আলতোভাবে ওকে নামিয়ে দিলো ডমরু। কিন্তু হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রানার, যেন দীর্ঘদিন অসুখে ভোগার পর একজন রোগী এইমাত্র বিছানা ছেড়ে নেমেছে। ঝট করে সুফিয়ার কাঁধ ধরে ফেললো ও।

'এতো থাকতে ওর কাঁধটা পছন্দ হলো তোমার?' রসিকতা করলো চার্লি। 'সুফিয়া যদি দু'জনকে কাঁধে নিতে রাজি হয়, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'তুমি একটা ইয়ে!' চোখ রাঙালো সুফিয়া। 'ঠাট্টা করার সময় পেলে না!'

ইতিমধ্যে রানাকে আবার নিজের বুকে তুলে নিয়েছে ডমরু। মিছিল করে লিফট স্টেশনে চলে এলো ওরা। লিফটে চড়ে উঠে এলো মাটির ওপর।

'কেমন আছেন উনি?'

'হেই রানা, তুমি সুস্থ তো হে?'

'অফিসে ডাক্তার নেলসন অপেক্ষা করছে।'

'তাড়াতাড়ি, ডমরু,' চিৎকার করলো চার্লি। 'বেশিক্ষণ বাইরে রাখলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে ওর।'

ভিড় দু'ফাঁক হয়ে গেল, রানাকে নিয়ে প্রশাসনিক ভবনে ঢুকলো ডমরু, তার একপাশে সুফিয়া, আরেক পাশে চার্লি। আঁদ্রে জিদের অফিসে ঢুকে একটা সোফায় শুইয়ে দেয়া হলো রানাকে। ডাক্তার নেলসন ওর পালস ও গলা পরীক্ষা করলো। তারপর জানতে চাইলো, 'গাড়ি আছে?'

'আছে।'

'ভালো করে গরম কাপড়ে জড়ান ওকে, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিন। ধুলো আর দূষিত বাতাস ঢুকেছে ফুসফুসে, নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে। আমিও যাচ্ছি সাথে, ঘুমের বড়ি খাওয়াবো।'

'ঘুমের বড়ি, ডাক্তার? কেন!' হাসিমুখে প্রতিবাদ জানালো রানা।

'আপনার জন্যে কোনটা ভালো, আমি বুঝবো,' কর্তৃত্ব ফলালো ডাক্তার নেলসন। বয়েসে তরুণ সে, গোল্ডফিল্ডের ধনী লোকদের চিকিৎসা করে ভালো রোজগার করছে। 'গাড়ি আনান,' বলে সে তার যন্ত্রপাতি ব্যাগে ভরতে শুরু করলো।

'গাড়ি আনতে লোক পাঠানো হয়েছে,' জানালো চার্লি।

রানা বললো, 'ততক্ষণ বাকি দুজনের চিকিৎসা করুন, ডাক্তার। আমার কাজের লোক ডমরু ও চার্লির হাতের অবস্থা সিরিয়াস। বিশেষ করে ডমরুর তালু দুটোয় মাংস নেই বললেই চলে।'

ব্যাগে জিনিস-পত্র ভরছিল, সেই কাজেই ব্যস্ত থাকলো ডাক্তার, মুখ তুলে তাকালো না। বিড়বিড় করে বললো সে, 'দুঃখিত, মি. রানা। মি. চার্লি তো আমার পুরানো পেশেন্ট, তাকে তো অবশ্যই দেখবো। কিন্তু আমি কালোদের চিকিৎসা করি না। আপনার কাজের লোকের চিকিৎসার জন্যে অন্য কোনো ডাক্তার কল করতে হবে।'

'কালোদের চিকিৎসা করেন না?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা।

'দুঃখিত; মি. রানা।'

'কিন্তু আপনি যে আমার চিকিৎসা করছেন?'

সামান্য থতমত খেয়ে গেল ডা. নেলসন। 'আপনার কথা আলাদা। আপনি স্থানীয় নন, ওদের মতো কালোও নন—আপনাকে শ্বেতাঙ্গ বলেই মনে হয়। তাছাড়া…কার সাথে কার তুলনা!' হাসলো ডাক্তার। 'আপনি হলেন গোল্ডফিল্ডের কিংদের অন্যতম…।'

ধীরে ধীরে সোফার ওপর উঠে বসলো রানা, কাঁধ থেকে খসে পড়লো কম্বলটা। ওর বুকে মৃদু ধাক্কা দিলো চার্লি, দাঁড়াতে বাধা দিলো রানাকে। শান্তভাবে এগোলো চার্লি, একটা হাত লম্বা করে চেপে ধরলো ডাক্তার নেলসনের সরু গলাটা, ঠেলে নিয়ে গেল দেয়ালের গায়ে। মোম দিয়ে পাকানো ভারি সুন্দর এক জোড়া গোঁফ রয়েছে ডাক্তারের, তার একটা দু'আঙুলে ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো সে, জবাই করা মুরগির পালক ছাড়াবার মতো ছিঁড়ে আনলো। প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো ডাক্তার। 'এখন থেকে, ডা. নেলসন, তুমি শুধু কালোদেরই চিকিৎসা করবে,' হিস্‌হিস্‌ করে বললো চার্লি। 'আজ থেকে সাদা চামড়ার লোকদের চিকিৎসা করা তোমার জন্যে নিষেধ, অন্তত গোল্ডফিল্ড এলাকায়।' পকেট থেকে রুমাল বের করে ডাক্তারের নগ্ন ওপরের ঠোঁট থেকে রক্ত মুছলো সে। 'ভালো হয়ে যাও, ডাক্তার। যাও—ডমরুর হাত দুটোর যত্ন নাও।'

পরদিন সকালে হোটেল কামরায় ঘুম ভাঙলো রানার। চোখ মেলেই দেখলো, ওর দিকে পিছন ফিরে জানালার পর্দা সরাচ্ছে একটি মেয়ে। শাড়ি পরা মেয়ে, ঠিক চিনতে পারলো না ও। ভাবলো, কেরানার মেয়ে অনুপমা হবে। ঘরের ভেতর, দরজার কাছাকাছি দু'জন ওয়েটার দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে ট্রে ভর্তি নাস্তা। পর্দা সরানোর পর কামরায় আলো ঢুকলো, এতোক্ষণে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো রানা, মেয়েটি অত্যন্ত ফর্সা। তারমানে

শাড়ি পরলেও, অনুপমা নয় সে। আরো দুটো জানালার পর্দা সরিয়ে ওর দিকে ফিরলো মেয়েটি। সুফিয়াকে চিনতে পেরে হাসলো ও।

রানার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো সুফিয়া, চেহারায় লজ্জার ভাব। 'গুড মর্নিং। আজ সকালে আমাদের হিরো কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করলো সে, মুখের রাঙা ভাবটা চেষ্টা করেও লুকাতে পারলো না। নাস্তার ট্রেগুলো টেবিলে রেখে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওয়েটাররা।

কব্জি দিয়ে চোখ রগড়ালো রানা। 'গলার অবস্থা ভালো নয়, মনে হচ্ছে প্রচুর ভাঙা কাঁচ খেয়েছি।'

'ও কিছু না, ধুলো।' বিছানায়, রানার পাশে বসে, ওর কপালে একটা হাত রাখলো সুফিয়া। 'ভেবেছিলাম জ্বর-টর আসবে, ব্যথায় কাতরাবে, তোমার সেবা করার সুযোগ পাবো আমি—কিন্তু কই! কয়েক হাজার টন পাথরের নিচে আটচল্লিশ ঘন্টা আটকা পড়ে থাকলে অথচ গায়ে আঁচড়টিও লাগলো না!'

'তোমার কথা শুনে লোকে ভাববে, আমি বহাল তবিয়তে উদ্ধার পাওয়ায় তুমি খুশি হওনি। যদিও উল্টোটাই সত্যি বলে জানি আমি। ভালো কথা—কাল রাতে চার্লি বলছিল, কি যেন একটা গোপন কথা বলার আছে আমাকে তোমার। তুমি নাকি অগত্যা আমাকে শ্রদ্ধা করো!'

'করিই তো!' সামান্য অপ্রতিভ দেখালো সুফিয়াকে। 'পাজিটা তোমাকে বলে দিয়েছে, তাই না?'

'অগত্যা কেন, সুফিয়া? এখানে অগত্যা শব্দটার অর্থ কি?'

'কোনো ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত নই আমি!' কৃত্রিম ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলো সুফিয়া। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে তা তো বললে না?' বিছানা ছেড়ে এক পাক ঘুরলো সে, পিছু হটলো কয়েক পা, আবার এগিয়ে এলো নাচের ছন্দে, যেন ফ্যাশন শো-র কোনো মডেল কন্যা। 'সুন্দর?'

'দারুণ মানিয়েছে,' বললো রানা। 'শাড়িটা অনুপমার, বোঝা যাচ্ছে। এভাবে কুঁচি দিয়ে পরাটাও নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে শিখেছো?'

'শাড়িটা অনুপমার, এ–কথা বললে ভুল হবে।' হাসছে সুফিয়া। 'কারণ, এটা আমি ওর কাছ থেকে কিনে নিয়েছি। মেয়েদের ব্যাপারে তোমার দৃষ্টি যথেষ্ট প্রখর, এ–কথাও বলা চলে না। সেজন্যেই তুমি লক্ষ্য করোনি, শাড়ির সাথে আমি একটা ব্লাউজও পরেছি, এবং সেটা আমার গায়ে চমৎকার ফিট করেছে অথচ অনুপমা তো ধুমসি। আর পরার কথা যদি বলো, কেউ শিখিয়ে দিলেও জীবনে প্রথমবার কোনো মেয়ে এরকম নিখুঁতভাবে শাড়ি পরতে পারে না। এটা আয়ত্ত করতে আমার সময় লেগেছে প্রায় একমাস। শেখার পর উপলক্ষের অপেক্ষায় ছিলাম, আজ পেয়ে গেলাম। তুমি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছো, তাই শাড়ি পরে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি।' তারপর, অকস্মাৎ, রানার পা ছুঁয়ে সালাম করলো সে।

বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসলো রানা। 'একি! এ কি করলে? এ–সব তোমাকে কে শেখালো?'

'অনুপমার দেশে অনেক মুসলমান আছে, তাদের আদব–কায়দা সম্পর্কে ওর কাছ থেকে জেনেছি—আমার কি কোথাও ভুল হয়েছে?'

একদৃষ্টে সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। মনে মনে স্বীকার করতে হলো, এমন সুন্দরী মেয়ে খুব কমই দেখেছে ও। মনিকার স্মৃতি অনেকদিন অম্লান ছিল ওর মনে, তা না হলে এই মেয়ের প্রেমে না পড়াটা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো ওর জন্যে। খুব বাঁচা বেঁচে গেছে ও, চার্লির সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়নি। সুফিয়া শুধু সুন্দরী নয়, একটা মেয়ের মধ্যে যে–সব দুর্লভ গুণ দেখলে মুগ্ধ হতে পারে রানা, তার প্রায় সবগুলোই রয়েছে ওর মধ্যে। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও আত্মবিশ্বাসী বলেই স্বামী তাকে ফেলে চলে যাবার পরও ভেঙে পড়েনি সে, নিজের চেষ্টায় একটা ব্যবসা

একা ও সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও কলঙ্কের কালিমা
প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছে। একা ও সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও কলঙ্কের কালিমা
স্পর্শ করেনি তাকে। বিশেষ করে অসহায় কালো মেয়েরা তাকে দেবী বলে
মনে করে, সাহায্য চেয়ে কেউ কখনো বিফল হয়নি। ন্যায়নীতির ভক্ত,
কাউকে পরোয়া করে না, কিছুদিন আগে পর্যন্ত গোল্ডফিল্ড এলাকায় একমাত্র
তার হোটেলেই কালোদেরও প্রবেশাধিকার ছিলো। ভালো ছবি আঁকে
সুফিয়া, গানের গলাটাও সুন্দর! যে-কোনো পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ
খাইয়ে নিতে পারাটা ওর মস্ত একটা গুণ। সুফিয়া যদি বাঙালী মেয়ে
হতো, তাকে নিয়ে গর্বের সীমা থাকতো না রানার। কিন্তু এই মুহূর্তে সতর্ক
হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো ও। সুফিয়াকে চার্লি, ওর প্রিয় বন্ধু,
ভালোবাসে। ওদের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। মেয়েটা কি ভাবছে
জানা নেই, না জানাই বরং ভালো; তার মনে যদি সত্যি গোপন কোনো
কথা থেকে থাকে, তা-ও শুনতে না চাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। 'না,
সুফিয়া, তোমার কোথাও ভুল হয়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এ-সব
পছন্দ করি না। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করো, এটুকু জেনেই আমি খুশি, সেটা
প্রমাণ করার জন্যে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে হবে না—নিজেকে তুমি
ছোটো করবে, এ আমি চাই না। তুমি চার্লির বাগদত্তা, তোমার সাথে
আমার সম্পর্কটা বন্ধুর মতো হতে পারে—বন্ধুরা কেউ কারো কাছে ছোটো
বা বড় নয়, সমান।'

'ঠিক আছে, মহাশয়, ঠিক আছে। আজ থেকে আমরা বন্ধু ও সমান
হয়ে গেলাম।' রানার বুকে হাত রেখে চাপ দিলো সুফিয়া। 'বসে আছো
কোন্ সাহসে? তুমি না অসুস্থ? ডাক্তার না দেখা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে হবে
তোমাকে।'

'কিন্তু আমি খাবো না? খেতে হলে মুখ-হাত ধুতে হবে না?'

খাটের তলা থেকে একটা বালতি টেনে বের করলো সুফিয়া। 'সব
ব্যবস্থা করে রেখেছি।' বালতি থেকে এক মগ পানি তুললো সে। 'খাটের

কিনারায় সরে এসো, মুখটা ধুইয়ে দিই।'

'কিন্তু...বাথরুমে যাবো না?'

'কোনো দরকার নেই। ওর সামনেই বাথরুম সারতে পারো তুমি। ও তোমাকে সাহায্য করবে,' দোরগোড়া থেকে সহাস্যে বললো চার্লি।

'অসভ্য শয়তানটাকে নিয়ে আর পারি না!' চোখে রাগ, চার্লির দিকে তাকালো সুফিয়া। 'তুমিই না পাঠালে আমাকে, বললে রানা যেন বিছানা থেকে নামতে না পারে!'

'এখনো তো সে-ই কথাই বলছি—ডাক্তার পরীক্ষা না করা পর্যন্ত বিছানায় বসেই যা করার করতে হবে ওকে।'

'ডাক্তার...কোন্ ডাক্তার?'

হেসে ফেললো চার্লি। 'না, সে ব্যাটা নয়, এ আরেকজন।'

'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, ডাক্তারকে বলে পাঠাও কষ্ট করে আসতে হবে না।' বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো রানা। সুফিয়া ও চার্লি দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়ালো ওকে ধরার জন্যে। হাত তুলে ওদেরকে ঠেকালো সে, একাই বাথরুমের দিকে হেঁটে গেল।

রানা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর টেবিলে নাস্তা নিয়ে বসলো ওরা।

'তোমার কাজের লোকটা, ডমরু, সেই ভোর থেকে আমার পিছু পিছু ছায়ার মতো ঘুরছিল—তোমাকে দেখতে চায়। তাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে সশস্ত্র একজন গার্ড মোতায়েন করেছি দরজায়,' নাস্তা শেষ হতে বললো সুফিয়া।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। 'কোথায় সে?' অপরাধবোধটা আবার ফিরে এলো রানার মনে। প্যান্ট-শার্ট পরতে আপত্তি করায় ডমরুর ওপর মনে মনে খুব রাগ হয়েছিল ওর, সেই রাগ নিয়েই খনিতে নেমেছিল ও, প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের কথা ভুলে গিয়েছিল বেমালুম। পাথর

ধসের নিচে আটকা পড়ার পর চিন্তা-ভাবনা করার প্রচুর সময় পেয়েছে ও, উপলব্ধি করেছে নিজের রুচি বা পছন্দ কারো ওপর চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়, বিশেষ করে তাতে যদি কেউ মনোক্ষুণ্ণ হয়।

রানার সাথে সুফিয়াও দাঁড়ালো, রানার কাঁধ ধরে চাপ দিলো সে। 'তুমি বসো, আমি ডাকছি ওকে।'

দরজার কাছে গিয়ে রানার দিকে ফিরলো সুফিয়া। 'তোমাকে আমরা ফিরে পেয়েছি, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য, রানা।'

টেবিল ছেড়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো রানা।

সুফিয়ার পিছু পিছু চার্লিও বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। একটু পরই দোরগোড়ায় দেখা গেল ডমরুকে। 'বস্, আপনি ভালো তো?'

আয়োডিন-এর দাগ লাগা হাতের ব্যাণ্ডেজটার দিকে তাকালো রানা, তারপর চোখ বুলালো ডমরুর প্যান্ট-শার্টের ওপর। 'আমি আমার কাজের লোককে ডাকলাম, কিন্তু এ তো দেখছি লোহার চেইন পরা একটা বাঁদর।'

অটল দাঁড়িয়ে থাকলো ডমরু, চেহারায় কোনো ভাব নেই, শুধু চোখ দুটোয় বিষাদের ছায়া।

'যাও, আমার কাজের লোককে ডেকে নিয়ে এসো। জুলু বীরদের ড্রেস পরে আছে, দেখলেই চিনতে পারবে তাকে।'

নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ডমরু। রানার দিকে একবারও পিছন ফিরে তাকালো না। বিশ কি পঁচিশ সেকেণ্ড পর আবার তাকে দোরগোড়ায় দেখা গেল। চোখাচোখি হলো দু'জনের, তারপর হাসতে শুরু করলো ডমরু। হাসির দমকে ফুলে ফুলে উঠলো তার বুক, থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো পেট, তার সাথে রানাও নিঃশব্দে হাসছে। প্যান্ট-শার্ট খুলে নেংটি পরে এসেছে ডমরু।

'এই তো! আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, ডমরু।'

'আমিও আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, বস্।'

বিছানার কাছে, মেঝেতে বসতে যাচ্ছিলো ডমরু, তার হাত ধরে নিজের পাশে বসালো রানা। অনেকক্ষণ গল্প করলো ওরা। পাথর ধস বা উদ্ধার পর্বে ডমরুর ভূমিকা নিয়ে কোনো কথা হলো না। পরস্পরকে বোঝে ওরা, পরস্পরের প্রতি কার কতটুকু দরদ জানে, ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে ওদের অতুলনীয় সম্পর্কটার সৌন্দর্যটুকু নষ্ট করা হবে। পরে হয়তো এ-বিষয়ে আলাপ করবে ওরা, তবে এখন নয়।

'কাল কি আপনার ঘোড়ার গাড়ি দরকার হবে, বস্?' এক সময় জানতে চাইলো ডমরু।

'হ্যাঁ। এখন তাহলে যাও তুমি, বিশ্রাম নাও। সারাটা দিন খাও আর ঘুমাও।' হাত তুলে ডমরুর মাথার চুল এলোমেলো করে দিলো রানা। ছোট্ট এই স্পর্শটুকুর মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা রয়েছে, উপলব্ধি করতে পারলো ডমরু। মৃদু হেসে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরই হাতে দু'কাপ কফি নিয়ে এলো চার্লি। 'তোমারটায় সামান্য ওয়াইন মেশানো আছে,' কফির একটা কাপ রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো সে। 'তোমার গলার উপকার হবে।'

কাপে চুমুক দিলো রানা। 'আঁদ্রে জিদের কোনো খবর পেলে?' জানতে চাইলো ও।

গম্ভীর হলো চার্লি। 'আমাকে বলা হয়েছে, এখনো ড্যাফোডিলে আছে সে। খনি থেকে উঠে আসার পর থেকেই নাকি মদ খাচ্ছে। নেশা ছুটলে অফিসে এসে তার পাওনা টাকা নিয়ে যেতে পারে সে।'

বিছানার ওপর উঠে বসলো রানা। 'তুমি কি তাকে বরখাস্ত করছো?'

'ওর ভাগ্য ভালো যে শুধু বরখাস্ত করছি, লাথি মেরে পাঁজরগুলো ভাঙছি না!'

'চার্লি! কি বলছো তুমি? কেন?'

'কেন?' প্রতিধ্বনি তুললো চার্লি। 'কেন? তোমাকে ফেলে পালিয়ে

আসার জন্যে, আবার কেন!'

'চার্লি, কিমবারলিতে পাথর ধসের নিচে চাপা পড়তে যাচ্ছিলো ও, মনে আছে?'

'আছে।'

'একটা পা ভেঙে গিয়েছিল ওর, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে শুনবে? আমার জীবনে এরকম ঘটনা আবার যদি ঘটে, আমিও ছুটে পালাবো।'

কথা না বলে নিজের কাপে চুমুক দিলো চার্লি।

'ড্যাফোডিলে লোক পাঠাও, তাকে বলো লিভারের জন্যে অ্যালকোহল অত্যন্ত ক্ষতিকর। সাংঘাতিক অসুখ হয়ে যেতে পারে। এ–কথা শুনলে মদ খাওয়া বন্ধ হবে তার। বলো, কাল সকালের মধ্যে যদি কাজে না আসে, তার বেতন কাটা যাবে,' বললো রানা।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো চার্লি। 'ব্যাপারটা কি বলো তো, রানা?'

'পাথরের নিচে থাকার সময় চিন্তা–ভাবনা করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছি আমি,' বললো রানা। 'বুঝতে পেরেছি, সাফল্যের চূড়ায় ওঠার জন্যে পথে যার সাথে দেখা হবে তারই ঘাড়ে পা দেয়ার কোনো দরকার নেই।'

'ও, বুঝেছি, নীতি ও আদর্শের কথা বলছো তুমি—একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছো।' ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটলো চার্লির। 'সিদ্ধান্তটা ভালোই। আমি ভাবলাম, রানার মাথায় কি তাহলে সত্যি একটা পাথর পড়েছিল, মাথাটা বিগড়ে গেছে! বেশ, বেশ—আমিও মাঝে মধ্যে এ–ধরনের সিদ্ধান্ত ঝোঁকের মাথায় নিয়ে ফেলি। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই।'

'চার্লি, আমি চাই না আঁন্দ্রে জিদকে তুমি বরখাস্ত করো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে—সে থাকবে। তুমি যদি চাও তো আমাদের

বাগানবাড়িটাকে বুড়ো অথর্বদের আশ্রয় কেন্দ্রও বানাতে পারি, খাওয়া ও থাকার জন্যে কোনো ফী দিতে হবে না।'

'যাও, ভাগো এখান থেকে! আমি শুধু বলছি, জিদকে তাড়াবার কোনো দরকার নেই।'

'কে বলছে দরকার আছে? আমি তো তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি। অন্যের সিদ্ধান্তের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ আছে। আমি তো সুযোগ পেলে ছাড়ি না—হুট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি।' চেয়ারটা বিছানার দিকে টেনে আনলো চার্লি। 'স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার, কিভাবে যেন আমার পকেটে এক প্যাকেট তাস রয়ে গেছে।' ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করলো সে, তাসগুলো ছড়িয়ে দিলো রানার সামনে, বিছানার। 'এসো না, দু'দান রামি হয়ে যাক? দেখি তোমার কিছু টাকা খসাতে পারি কিনা।'

খেলতে বসে বিষম তর্ক বেধে গেল দু'জনে, পরস্পরকে চোর বলে সন্দেহ করলো। দশ মিনিটের মধ্যে দু'হাজার র‍্যাণ্ড হেরে গেল রানা, আরো হারতো, ওকে রক্ষা করলো নতুন ডাক্তারের আগমন। ডাক্তার ওর বুকে টোকা দিয়ে জিভ ও টাকরা সহযোগে টট্‌-টট্‌ করলো, গলার ভেতরটা পরীক্ষা করে টট্‌-টট্‌ করলো, একটা প্রেসক্রিপশন লিখে রায় দিলো, সারাদিন বিছানা ছেড়ে ওঠা নিষেধ। ডাক্তার বিদায় নিচ্ছে, এই সময় সুইটস মাইনের দুই ভাই হেলমুট সোবার ও হেলমুট ডোবার দেখতে এলো রানাকে। ডোবারের হাতে এক গাদা গোলাপ, সোবার এনেছে তিন বাক্স চকলেট। দুই ভাইই সাংঘাতিক মুটিয়ে গেছে। ওদের দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো রানা। ওর মনে পড়লো, মাত্র এই ক'দিন আগে, ওর আর চার্লির মতোই হেলমুট ব্রাদাররা প্রায় কপর্দকহীন ছিলো, আজ সবাই ওরা কোটিপতি। মনে পড়লো, মিল চালাবার টাকা যোগাড় করার জন্যে চার্লি ও আঁন্দ্রে জিদ বক্সিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল, রেফারি

হয়েছিল ডোবার, টাইমকিপারের ভূমিকায় ছিলো সোবার—আর রানা, ও নিজে, হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হোসে হার্নান্দেজের ভয়ে ঝেড়ে দৌড় দিয়েছিল…।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। অল্প সময়ের ভেতর কতো পরিবর্তন হয়েছে গোডফ্রিডের।

এরপর ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করলো ভিড়। এক্সচেঞ্জ থেকে এক এক করে সবাই এলো। কে যেন ছ'টা শ্যাম্পেনের বোতল পাঠিয়েছে, আরেক-জন বগলে করে নিয়ে এসেছে দাবার ছক। কামরার এক কোণে শুরু হলো তাস খেলা, এক কোণে দাবা, আরেক কোণে জমে উঠলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিতর্ক।

'মাইনিং বিজনেসের ওপর এভাবে ট্যাক্স যদি বাড়তেই থাকে, আমাদের ব্যবসা লাটে উঠবে।'

'আর ব্যবসা করতে হবে না, রাষ্ট্রীয়করণ শুরু হলো বলে!'

'চার্লি, টাকা বাকি রাখছো কেন? তোমার কাছে আমি তিন হাজার র‍্যাণ্ড পাওনা হয়েছি।'

গম্ভীর সুরে রানাকে সতর্ক করে দিলো হেলমুট ডোবার। 'অসুস্থ হও আর যা-ই হও, চুরি ধরা পড়লে তোমাকে কিন্তু খেলতে দেয়া হবে না।'

'বারে, আমি আবার কবে চুরি করে ধরা পড়লাম!' প্রতিবাদ জানালো রানা।

'নতুন আইন হতে যাচ্ছে, শুনেছো? প্রতিটি গোল্ড মাইনের শেয়ার অন্তত চল্লিশ পার্সেন্ট বিক্রি করতে হবে কালোদের কাছে?'

'সুফিয়া ডীপ-এর জন্যে এটা কোনো সমস্যা নয়,' বললো চার্লি।

'আরে, বোতলটা দেখছি এরইমধ্যে খালি হয়ে গেছে। চার্লি, আরেকটা খোলো।'

ছ'হাজার র‍্যাণ্ড জিতলো রানা, এই সময় একটা ঝড়ের মতো কামরায়

ঢুকলো সুফিয়া। ঢুকেই রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করলো সে। 'বেরোও, বেরোও সব্বাই!' আক্ষরিক অর্থেই ধাওয়া শুরু করলো। কামরার ভেতর ছুটোছুটি পড়ে গেল। ডোবারের কান ধরে টান মারলো সুফিয়া, টিমোথি ক্লার্ককে ল্যাং মারলো, কনুই চালালো উইলিয়াম ক্লিফোর্ড-এর পাঁজর লক্ষ্য করে। দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল কামরা। সিগারেটের অবশিষ্টাংশ ও ওয়াইনের গ্লাস তোলার জন্যে চারদিকে ছুটোছুটি করলো সুফিয়া। গজগজ করছে, 'আড্ডা মারার আর জায়গা পায়নি! মানুষ এমন নোংরা হয়, ছি! কার্পেটটা পুড়িয়েছে, টেবিলের ওপর শ্যাম্পেন ঢেলেছে...।'

খুক করে কেশে আড়ষ্ট ভাবটা দূর করার চেষ্টা করলো চার্লি, নিজের গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢাললো।

'আবার খাচ্ছো তুমি?' চোখ রাঙালো সুফিয়া। 'আমাকে না তুমি কথা দিয়েছো সারাদিনে এক গ্লাসের বেশি খাবে না?'

গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো চার্লি।

'ডিনারের জন্যে কাপড় পাল্টাবার সময় হয়েছে তোমার,' আদেশের সুরে বললো সুফিয়া।

চেহারায় ভেড়াসুলভ গোবেচারা ভাব, রানার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো চার্লি, তবে তর্ক না করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

আবার সেই সন্ধের দিকে, বৈকালিক নাস্তার পর, রানার কামরায় ফিরে এলো চার্লি ও সুফিয়া। রানার হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে সুফিয়া বললো, 'ডাক্তার বলছে, তোমার গলার জন্যে এটুকু দরকার।' গ্লাসটা খালি হতে না হতে জানালার পর্দা টেনে দিলো সুফিয়া। 'এবার ঘুম,' আদেশ করলো সে।

'কিন্তু এখন তো সবে সন্ধে!' প্রতিবাদ করলো চার্লি, উত্তরে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলো সুফিয়া।

দোরগোড়া থেকে ডাকলো সে, 'বেরিয়ে এসো, চার্লি।'

রানা ক্লান্ত নয়, সারাদিন বিছানায় শুয়ে-বসে ছিলো, তবে নানা বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করায় ভার হয়ে আছে মাথাটা। একটা চুরুট ধরিয়ে আবার সেই চিন্তার জগতেই ফিরে গেল ও। আজ প্রায় আঠারো মাস দেশের বাইরে রয়েছে, মনটা উতলা হওয়া স্বাভাবিক। বি. সি. আই. আর রানা এজেন্সির কাজকর্ম ফেলে একটানা এতোদিন কখনো আত্মগোপন করে থাকতে হয়নি ওকে। দক্ষিণ আফ্রিকার একজন মন্ত্রী, বব ফিদারহোপের মাধ্যমে বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান ওর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চয়ই সব খবর পাচ্ছেন, পরিস্থিতি অনুকূল মনে করলে রানাকে অবশ্যই তিনি ডেকে পাঠাবেন। ইতিমধ্যে চিঠি লিখে বব ফিদারহোপের সাথে যোগাযোগ করেছে রানা, উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে ওর জন্যে কোনো মেসেজ এখনো পাননি। রাহাত খান চুপ করে আছেন দেখে রানা আন্দাজ করছে, আরো কিছুদিন আফ্রিকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হতে পারে ওকে।

এখানকার পাট চুকিয়ে দিতে পারলে খুশিই হয় রানা। প্রথমদিকে গোল্ডফিল্ড ছিলো উত্তেজনা ও রোমাঞ্চে ভরপুর, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতো চার্লি, তার সেই স্বপ্নের অংশীদার হয়ে রানাও গ্রহণ করে চ্যালেঞ্জটাকে, এবং প্রায় ভোজবাজির মতো সফল হয় ওদের স্বপ্ন, বলতে গেলে হুট করে কোটিপতি বনে যায় ওরা। সাফল্য অর্জিত হবার পর রানাকে বেঁধে রাখে এমন আর কিছুর অস্তিত্ব গোল্ডফিল্ডে নেই। কেমন যেন একঘেয়ে লাগছে ওর। অপ্রীতিকর একটা জটিলতার আভাসও পাচ্ছে—সুফিয়ার আচরণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেও ভয় লাগে। কিন্তু যাই বললেই যাওয়াটা অতো সহজ নয়। চার্লির সাথে এই যে মধুর সম্পর্ক, চাইলেই কি তা ছিঁড়ে ফেলতে পারবে ও? সুফিয়ার চোখের পানি আর আবদারও সহজে অগ্রাহ্য করা যাবে না। কঠোর পরিশ্রম করে প্রচুর রোজগার করেছে ওরা, খনিগুলো থেকে আরো আয় হবে ভবিষ্যতে, সব ফেলে চলে যাওয়াটা শুধু

কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভব। অথচ যেতে ওকে হবেই। প্রশ্ন হলো, কিভাবে?

এই বিপুল সম্পদ একটা বোঝার মতো লাগছে রানার। দক্ষিণ আফ্রিকার আইন সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই ওর, ওর আয় করা টাকা এ-দেশ থেকে বৈধ কোনো উপায়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা জানা নেই। যদি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, অন্তত আংশিক হলেও, সমস্যাটা অনেক হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু যদি টাকাগুলো রেখে যেতে হয়? কাকে দেবে রানা, কার কাছে রেখে যাবে? চার্লি নিজেই অঢেল টাকার মালিক—তাছাড়া, ওর ভাগের টাকা নিতেও চাইবে না সে। সুফিয়ারও বিত্ত-বৈভবের কোনো অভাব নেই। তাকে যতোটুকু চেনে রানা, দান গ্রহণ করার অনুরোধ জানালে অপমান বোধ করবে সে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো রানা, সবচেয়ে ভালো হয় একটা ট্রাস্ট গঠন করলে। স্থানীয় ও বিদেশী কালো শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে ওর ভাগের টাকাগুলো।

বিদায়ের প্রস্তুতি এখন থেকেই নেয়া উচিত। মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে সুফিয়া ও চার্লিকে সময় দেয়া দরকার। চার্লির খুব শখ হাতি ও সিংহ শিকারে যাবে ওর সাথে, সেজন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বতসোয়ানা সরকারের কাছ থেকে দুটো কনসেশনও ভাড়া করা হয়েছে—কালাহারি মরুভূমিতে শিকার করতে যাবে ওরা। প্রসঙ্গটা তোলা দরকার, চার্লির সাথে কথা বলে দিনক্ষণ ঠিক করা উচিত।

ভবিষ্যতের একটা ছক তৈরি করার পর অস্থিরতা কমলো রানার, মাঝরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো ও। ঘুম যখন ভাঙলো, ভাঙলো তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারের মধ্যে দিয়ে। আবার সেই অন্ধকার চেপে ধরেছে ওকে, কম্বলটা নাকে মুখে জড়িয়ে থাকায় বন্ধ হয়ে আসছে শ্বাস-প্রশ্বাস। নিজের সাথে ধস্তাধস্তি করে বিছানা থেকে নামলো ও, অন্ধের মতো হাতড়াতে শুরু করলো। তাজা বাতাস দরকার, দরকার আলো। ভীষণ একটা আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করছে। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর পর্দাটা জড়িয়ে গেল মুখে, মুঠোর

ভেতর নিয়ে হ্যাঁচকা টান মেরে ছিঁড়ে ফেললো সেটা। তারপর কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারলো কবাটে। দড়াম করে খুলে গেল ওগুলো, ঝুল–বারান্দায় বেরিয়ে এলো রানা। তাজা বাতাস ঢুকলো ফুসফুসে, হলুদ চাঁদের আলোয় শেষ রাতের শহরটাকে নিঃসাড় ঘুমিয়ে থাকতে দেখলো ও। ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল গায়ের ঘাম, স্বাভাবিক হয়ে এলো শ্বাস। তারপরও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, ভয়টা এখনো দূর হয়নি। ঝেড়ে ফেলতে না পারলে এটা একটা মানসিক রোগ হয়ে উঠবে, উপলব্ধি করলো রানা। রোজ রাতে, ঘুমালেই, দুঃস্বপ্নটা দেখতে হবে তাকে। পাথরের নিচে আটচল্লিশ ঘন্টা চাপা পড়ে থাকার প্রতিক্রিয়া। ধীরে ধীরে, আপনমনে মাথা নাড়লো ও। না, এ হতে দেয়া যায় না। চেহারায় একটা দৃঢ়প্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠলো। দুঃস্বপ্নটা যাতে আর না দেখতে হয় তার জন্যে চিকিৎসা দরকার। চিকিৎসাটা কি, তা–ও ওর জানা আছে।

ঘরে ফিরে এসে আলো জ্বাললো রানা। চার্লির খালি বেডরুমে চলে এলো, কয়েকটা বই নিয়ে ফিরে এলো আবার নিজের কামরায়। মাত্র তিনটে বাজে, ভোর হতে দেরি আছে। বই খুলে বসলেও, পড়ায় মন দিতে পারলো না। চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট ধরালো একটা।

এক সময় ভোরের আলো ঢুকলো ঘরে। বইগুলো চার্লির কামরায় রেখে এলো রানা। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার সারলো, দাড়ি কামালো, কাপড় পরলো। ডমরুকে পাওয়া গেল আস্তাবলে।

'আমার একটা ঘোড়া দরকার, ডমরু,' বললো ও।

'কোথায় যাবেন, বস্?' উৎসাহে লাফিয়ে উঠলো ডমরু।

'এক শয়তানকে খুন করতে।'

'তাহলে আপনার সাথে আমিও যাবো।'

'না, দুপুরের আগেই ফিরে আসবো আমি।'

ঘোড়া ছুটিয়ে সুফিয়া ডীপ–এ চলে এলো রানা, প্রশাসনিক ভবনের

ভেতরে ঢুকে দেখলো সামনের অফিস ঘরে একজন কেরানী চেয়ারে বসে ঝিমাচ্ছে। ওকে দেখে লাফ দিয়ে সিধে হলো লোকটা। 'মি. রানা! গুড মর্নিং স্যার। স্যার আপনি...?'

'আমাকে ওভারঅল আর হেলমেট দিন।'

তিন নম্বর শ্যাফটে চলে এলো রানা। মাটি ও কাঁকরের ওপর এখনো শিশির লেগে রয়েছে, এইমাত্র পুবদিকের পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠে এসেছে সূর্য। লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালো রানা, কথা বললো অপারেটরের সাথে। 'নতুন শিফটের লোকজন কি নেমেছে খনিতে?'

'আধ ঘন্টা আগে, স্যার।' রানাকে দেখে অবাক হয়েছে লোকটা। 'নাইট শিফটের লোকজন বিস্ফোরণের কাজ শেষ করেছে ভোর পাঁচটায়।'

'গুড—চোদ্দ নম্বরে নামিয়ে দাও আমাকে।'

'চোদ্দ নম্বরকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, স্যার। ওখানে কেউ কাজ করছে না।'

'হ্যাঁ, আমি জানি।'

শ্যাফটের মাথা পর্যন্ত হেঁটে এলো রানা। নিজের কারবাইড ল্যাম্পটা জ্বাললো। লিফটের জন্যে অপেক্ষা করছে, চোখ তুলে উপত্যকার দিকে তাকালো একবার। কাঁচের মতো স্বচ্ছ বাতাস, সূর্য এখনো পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি থাকায় ছায়াগুলো লম্বা দেখাচ্ছে। অনেকদিন পর আজ আবার এতো ভোরে খনিতে এসেছে রানা, ভুলেই গিয়েছিল কতো বিচিত্র ও সূক্ষ্ম রঙের সমাহার থাকে নতুন একটা সকালে। ওর সামনে থামলো লিফট, গভীর একটা শ্বাস নিয়ে খাঁচার ভেতর ঢুকলো ও।

চোদ্দ তলায় পৌঁছে লিফট থেকে বেরিয়ে এলো রানা, বোতাম টিপে বাহনটাকে ফেরত পাঠালো সারফেসে। সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লো রানা, চাইলেও কারো সাহায্য পাবে না, ইচ্ছা হলেও নিজের চেষ্টায় ফিরে যেতে পারবে না সারফেসে—বোতাম টিপে লিফটের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে

ওকে।

টানেল ধরে এগোলো রানা, ওর সাথেই এগোলো পদশব্দের প্রতিধ্বনিগুলো। এরই মধ্যে ঘামতে শুরু করেছে, মুখের একটা পেশী তিড়িক তিড়িক লাফালো বার কয়েক। কেস-এ পৌছুলো ও, কারবাইড ল্যাম্পটা নামিয়ে রাখলো সরু পাথুরে কার্নিসে। পকেটে দিয়াশলাই আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিলো, তারপর নিভিয়ে দিলো ল্যাম্প। চারপাশ থেকে চেপে ধরলো অন্ধকার। প্রথম আধঘন্টা অত্যন্ত ভোগালো ওকে। দু'বার পকেটে হাত ভরে দিয়াশলাইয়ের স্পর্শ নিলো, তার মধ্যে একবার পকেট থেকে ওটা বের করে প্রায় জ্বেলেই ফেলেছিল একটা কাঠি, শেষ মুহূর্তে অনেক কষ্টে দমন করলো নিজেকে। বগলের নিচেটা ঘামে ভিজে গিয়ে স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠলো। অন্ধকার যেন ওর খোলা মুখের ভেতরটা ভরাট করে তুললো, দম বন্ধ হয়ে আসার অনুভূতিটা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকলো। শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরার জন্যে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হলো নিজের সাথে, কোনো পরিশ্রম না করলেও সাংঘাতিক হাঁপিয়ে যাচ্ছে। ফুসফুস ভরার পর বাতাসটুকু আটকে রাখলো কিছুক্ষণ, ছাড়লো ধীরে ধীরে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটলো, তারপর একসময় স্বাভাবিক হয়ে এলো শ্বাস-প্রশ্বাস। প্রচুর সময় নিলো বটে, তবে একসময় নিজের নিয়ন্ত্রণে এলো মন, উপলব্ধি করলো বিজয়ী হয়েছে ও। আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করলো রানা, পেশীগুলো শিথিল হয়ে গেছে, টানেলের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে ও। তারপর ল্যাম্পটা জ্বাললো। লিফট স্টেশনের দিকে ফেরার সময় আপনমনে হাসলো রানা। বোতাম টিপে সংকেত দিলো অপারেটরকে।

সারফেসে উঠে এসে একটা চুরুট ধরালো রানা, দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা চৌকো ও কালো শ্যাফট গর্তের ভেতর ফেলে দিলো। 'তোমাকে আর ভয় পাই না, হে অন্ধকার পাতাল!"

দুই

ওদের নতুন বাগানবাড়ির বাংলা নাম রাখা হলো বন্ধু। ইতিমধ্যে চার্লি ও সুফিয়ার কাছে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, গোল্ডফিল্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকায় মাত্র দু'দিনের অতিথি রানা, কোনোভাবেই ওকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। অষ্টাদশ ব্যারন টমাস অর্থাৎ বড় ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ ছিলো চার্লির, বেঈমানীর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে প্রচুর টাকা কামাতে চেয়েছিল সে, কিন্তু কোটিপতি হবার পর তার মন–মানসিকতা বদলে গেছে, এখন আর সে ইংল্যাণ্ডেই ফিরতে চায় না। ইংল্যাণ্ডে, তার নিজের এলাকায়, কিছু জনহিতকর কাজ করার ইচ্ছেটা অবশ্য এখনো আছে তার— সশরীরে উপস্থিত না হয়েও, টাকা পাঠিয়ে কাজগুলো করা সম্ভব। সুফিয়া ও চার্লি গোল্ডফিল্ডেই চিরকাল থাকবে, কিন্তু রানা থাকবে না; তাই ওর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বাড়িটার এই নামকরণ করা হয়েছে। চার্লির প্রস্তাব ছিলো, বাড়িটার নাম রাখা হোক রানা কটেজ বা রানা ভিলা। রাজি হয়নি রানা, নিজের নাম এভাবে ব্যবহার করতে রুচিতে বাধে ওর।

বাড়ির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্ল্যান বদলে চারতলা করা হয়েছে ওটাকে। বাগানের মাঝখানে বিশাল একটা পুল ও ঝর্ণা রয়েছে, দেশী–বিদেশী ফুলের গাছ লাগিয়ে সাজানো হয়েছে বাগান। মখমলের মতো

কোমল ও হালকা সবুজ ঘাস আমদানি করা হয়েছে। বাগানের একধারে কাঁচ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা নার্সারিও আছে। একশো একর জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি, রক্ষণাবেক্ষণের কাজে প্রচুর লোক লাগবে, শুধু দারোয়ান ও মালিই দরকার অন্তত বিশজন। এলাকায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি হলেও , প্রচুর মুসলমান ও হিন্দুও রয়েছে। সুফিয়ার আবদার রক্ষার্থে ওদের বিয়েটা হতে হবে চার্চে, রানার পরামর্শ অনুসারে বাড়িতেই একটা চার্চ তৈরির কাজ চলছে। দেখাদেখি সুফিয়াও তার হিন্দু কর্মচারীদের জন্যে একটা মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব দিয়ে বসলো, ভারসাম্য রক্ষার জন্যে চার্লি প্রস্তাব করলো ওদের মুসলমান কর্মচারীদের জন্যে তাহলে তো একটা মসজিদও বানাতে হয়!

আগের মতোই প্রতি শনিবারে বাড়ির কাজ দেখার জন্যে মার্সিডিজ নিয়ে চলে আসে ওরা তিনজন। আজও এসেছে। 'নির্দিষ্ট সময়সীমার চেয়ে ছ'মাস পিছিয়ে আছে ঠিকাদার—এখন ব্যাটা বলছে ক্রিসমাসের আগেই কাজ শেষ করবে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করতেই সাহস পাচ্ছি না, কোন বছরের ক্রিসমাস?' বললো রানা, চেহারায় অসন্তোষ।

'ঠিকাদারের দোষ দিচ্ছো কেন,' বললো চার্লি। 'সময় লাগছে সুফিয়া বার বার প্ল্যান বদল করায়। ওর আবদার রক্ষা করতে গিয়ে বেচারা এমনই দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে ভুলেই গেছে সে পুরুষ নাকি মেয়ে!'

সুফিয়া যুক্তি দেখালো, 'প্রথমেই যদি তোমরা আমার সাথে পরামর্শ করে নিতে তাহলে এতো অদলবদলের দরকার হতো না।'

মার্বেল পাথরের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো মার্সিডিজ। এরইমধ্যে লন–এর কাজ শেষ হয়েছে, সবুজ ঘাসের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। গাড়িপথের দু'ধারে সার সার দাঁড়িয়ে আছে জাকারান্দা গাছগুলো, কাঁধ সমান উঁচু হয়ে উঠেছে এই ক'দিনেই।

'বন্ধু নামটা কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে,' মন্তব্য করলো সুফিয়া।

খ্রিস্টান আছে। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান, সবাই এখানে বন্ধুর মতো আদর পাবে। রানা আমাদের বন্ধু।'

'মালি লোকটা সত্যি কাজ জানে,' বললো রানা। 'এরকম বাগান আফ্রিকায় কেন, ইউরোপেও খুব কম আছে—দুর্লভ একটা কীর্তি বলা যায়।'

'ওর সামনে ওকে মালি বলো না, শোনামাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়ে বসবে। সে একজন হর্টিকালচারিস্ট!' হাসলো চার্লি।

গাড়িপথের শেষ মাথায় ঠিকাদারের সাথে দেখা হলো ওদের। সে পথ দেখালো, গোটা বাড়ি ঘুরে দেখছে ওরা। শুধু দেখতেই প্রায় আড়াই ঘন্টা লেগে গেল। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে বাগানে এসে ঢুকলো ওরা। উত্তর সীমানায় এসে হর্টিকালচারিস্টের দেখা পেলো। দেশী-বিদেশী কালো শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছে।

'কাজ কেমন এগোচ্ছে?' জানতে চাইলো চার্লি।

'এগোচ্ছে ভালোই, স্যার। তবে, বোঝেনই তো, এ-সব কাজে প্রচুর সময় লাগে।'

'আপনার কাজের প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে,' বললো চার্লি। 'কিন্তু আমি জানতে চাই, আমার গোলকধাঁধার কি হলো?'

হর্টিকালচারিস্টকে হতভম্ব দেখালো, সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকালো সুফিয়ার দিকে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুললো সে, আবার বন্ধ করলো সেটা। চার্লির দিকে ফিরলো সে, পরমুহূর্তে আবার সুফিয়ার দিকে।

সুফিয়া বললো, 'ওনাকে আমিই গোলকধাঁধা তৈরি করতে নিষেধ করেছি।'

চার্লির গোলকধাঁধা হলো লতা গাছ ও ঝোপঝাড় দিয়ে তৈরি গলি-উপগলি, যেখানে একবার ঢুকলে পথ হারাতে বাধ্য হবে মানুষ।

'কেন, নিষেধ করেছো কেন? একটা গোলকধাঁধা আমার খুব শখ, সেই

ছোটবেলায় লণ্ডনে দেখে অবদি...।'

'ছোটবেলার শখ পরিণত বয়সে থাকতে নেই, চার্লি,' বললো সুফিয়া। 'তোমার গোলকধাঁধা বড় বেশি জায়গা দখল করবে। তাছাড়া, দেখতেও ওগুলো আহামরি কিছু হয় না।'

রানার মনে হলো চার্লি তর্ক করবে, যদিও নিজেকে সামলে রাখলো সে। হর্টিকালচারিস্টের সাথে আরো কিছুক্ষণ আলাপ করলো ওরা, তারপর বাগানের তিন কোণে একবার করে থামলো—মসজিদ, মন্দির ও গির্জার সামনে।

গির্জার সামনে এসে সুফিয়া বললো, 'চার্লি, মাথায় রোদ লাগছে—গাড়িতে ছাতাটা রেখে এসেছি, এনে দেবে, প্লীজ?'

চার্লি চলে যাবার পর রানার একটা হাত ধরলো সুফিয়া। 'এই বাড়ি মাটির পৃথিবীতে আমাদের জন্যে স্বর্গ হয়ে উঠবে, তুমি দেখো। এখানে আমরা সবাই খুব সুখী হবো। ভয় শুধু একটাই, তোমাকে না হারাতে হয় আমাদের। তবে কেন যেন মনে হয় আমার, তুমি যদি চলেও যাও, আবার তোমাকে ফিরে আসতে হবে। গোল্ডফিল্ড, বন্ধু ও সুফিয়াকে ভুলে তুমি কি থাকতে পারবে?'

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করলো রানা। 'তোমাদের বিয়ের তারিখ কি ঠিক হয়ে গেছে?'

'আমরা চাই বাড়ির কাজ আগে শেষ হোক। খুব বেশি হলে আর হয়তো মাস দেড়েক লাগবে।' গির্জার দিকে চোখ তুলে তাকালো সুফিয়া। 'চার্লির আইডিয়াটা সুন্দর, কি বলো—নিজেদের চার্চে বিয়ে করবো আমরা।'

অস্থিরতা ও আড়ষ্ট ভাব দূর করার জন্যে এক পা থেকে আরেক পায়ে দেহের ভর চাপালো রানা। 'হ্যাঁ,' সায় দিলো ও। 'আইডিয়াটা রোমান্টিক।' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখলো ছাতা নিয়ে

ফিরে আসছে চার্লি। 'সুফিয়া...যদিও জানি, এ–ব্যাপারে মাথা ঘামা আমার উচিত নয়...তবে, তোমাদের ভালো চাই তো...আসলে অ বলতে চাইছি, বিয়ে সম্পর্কে আমার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তারচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা আছে ঘোড়ার ট্রেনিং সম্পর্কে—ঘোড়ার পিঠে চাপাবার আগে প্রথমে তোমাকে ওটার বাঁধন খুলে দিতে হবে।'

'ঠিক বুঝলাম না,' হতভম্ব দেখালো সুফিয়াকে। 'কি বলতে চা তুমি?'

'কিছু না, স্রেফ ভুলে যাও, এই যে, চার্লি এসে গেছে।'

হোটেলে ফেরার পর রিসেপশনিস্টের ডেস্কে একটা চিরকুট পে রানা। মেইন লাউঞ্জে চলে এলো ওরা, ওখানে ওদেরকে রেখে ডিনা মেনু চেক করতে গেল সুফিয়া। এনভেলাপটা খুলে চিরকুটটা পড়লো রা

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে মি. উডকক ও আপনার সাথে দেখা করতে চাই আমি। ডিনারের পর আমার হোটেলে থাকবো, আশা করবো তখন আপনারা আমার স যোগাযোগ করবেন। বার্কলি ময়নিহান।'

চিরকুটটা চার্লির হাতে গুঁজে দিলো রানা। 'তোমার কি মনে হয়? চায়?'

'তাস খেলায় প্রায়ই তুমি জেতো, কিভাবে চুরি করো শিখতে ব্যাটা।'

'আমরা কি যাবো?'

'যাবো না মানে? তুমি জানো বার্কলি ময়নিহানের সঙ্গ দারুণ করি আমি।'

ভারি তৃপ্তিকর হলো ডিনারটা। রানা ও চার্লি যে–সব খ বিশেষভাবে পছন্দ করে সেগুলোই যত্নের সাথে পরিবেশন করা হলো।

'সুফিয়া, রানা আর আমি ময়নিহানের সাথে দেখা করতে যা

তে একটু রাত হতে পারে,' ডিনারের পর বললো চার্লি।

'তোমার সাথে রানা থাকলে আমার কোনো চিন্তা নেই।' রানার দিকে লো সুফিয়া। 'কিন্তু সাবধান, রানাকে ফাঁকি দিয়ে অপেরা হাউসে গিয়ে া না—ওখানে আমার চর আছে।'

'আমরা কি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে যাবো?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো র্ল।

রানা লক্ষ্য করলো, সুফিয়ার রসিকতায় হাসলো না চার্লি। 'এই তো ছে, হেঁটে গেলেই তো পারি,' বললো ও।

হাঁটার সময় কেউ কোনো কথা বলছে না। অস্বস্তি দূর করার জন্যে টা চুরুট ধরালো রানা। গ্র্যাণ্ড হোটেলের কাছাকাছি চলে এসেছে, এই য় মুখ খুললো চার্লি। 'রানা...' থেমে গেল সে।

'হ্যাঁ?' তাগাদা দিলো রানা।

'সুফিয়ার ব্যাপারে...' আবার থেমে গেল।

'ও, সুফিয়ার ব্যাপারে। খুবই ভালো মেয়ে সে।'

'তোমার কি শুধু এটুকুই বলার আছে?'

'হ্যাঁ, মানে, না! থাক। চলো, শোনা যাক বার্কলি ময়নিহানের কি ার আছে।'

বার্কলি ময়নিহানের স্যুইটের সামনে ম্যাক আব্রাহামের দেখা পেলো । 'গুড ইভনিং, জেন্টলমেন। আপনারা আসতে পেরেছেন দেখে অত্যন্ত ণ হয়েছি আমি।'

'হ্যালো, ম্যাক।' ম্যাক আব্রাহামকে পাশ কাটিয়ে স্যুইটের ভেতর ক পড়লো চার্লি। ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বার্কলি নিহান, সরাসরি তার দিকে এগোলো সে। 'বার্কলি, মাই ডিয়ার লো, হাউ আর ইউ?'

সাড়া দিয়ে মাথা ঝাঁকালো ময়নিহান। তার কোটের সামনেটা ধরে

যন্ত্রের সাথে ভাঁজগুলো ঠিকঠাক করে দিলো চার্লি, তারপর তার থ্যা নাকটা দু'আঙুলে ধরে সামান্য টান দিলো। 'এরকম খাড়া হলে তো চেহারা হতো ঠিক একজন রাজপুত্রের মতো।' মাথাটা একপাশে সা নিলো ময়নিহান। 'তবে তোমার পোশাক বাছাইয়ের মধ্যে চমৎকার রু পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিক বলিনি, রানা—বার্কলির পোশাক বাছাইে মধ্যে চমৎকার রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে? তোমার এই স্যুটের দ পড়েছে কম করেও পাঁচ হাজার র‍্যাণ্ড। এতো দামী স্যুটটাকে কমলা বস্তার মতো লাগছে।' সস্নেহে আদরের ভঙ্গিতে ময়নিহানের মাথায় হ বুলিয়ে দিলো সে। 'হ্যাঁ, ধন্যবাদ, এক গ্লাস শ্যাম্পেন নেবো আমি।' বার লক্ষ্য করে এগোলো সে, নিজেই বোতল থেকে শ্যাম্পেন ঢাল গ্লাসে। 'এবার বলো, তোমরা দুই পাষণ্ড কি উপকারে লাগতে পা আমার?'

চট করে ময়নিহানের দিকে তাকালো ম্যাক, ময়নিহান ম ঝাঁকালো।

'কোনো ভূমিকা না করেই শুরু করছি আমি,' বললো ম্যা আব্রাহাম। 'গোল্ডফিল্ডে আমাদের কোম্পানী দুটোই সবচেয়ে বড়, না?'

কেবিনেটের ওপর হাতের গ্লাসটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলো চা নিঃশব্দ হাসিটা অদৃশ্য হয়েছে মুখ থেকে। একটা আর্মচেয়ারে বসে রানা, ওর চেহারাও গম্ভীর হলো। কেন ডাকা হয়েছে আন্দাজ করতে করছে ওরা।

'অতীতে,' বলে চলেছে ম্যাক আব্রাহাম, 'বহুবার আমরা একস কাজ করেছি, তাতে করে দু'পক্ষই লাভবান হয়েছি। পরবর্তী যৌ পদক্ষেপ হওয়া উচিত, অবশ্যই, আমাদের দুই কোম্পানীর শক্তি সম্পদকে এক করা, তারপর মহান একটা সাফল্যের দিকে এ

না।'

'এটা তাহলে দুই কোম্পানীকে এক করার প্রস্তাব?'

'অবশ্যই, মি. উডকক। দুই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের অধিপতি রা, আপনারা যদি এক হয়ে যান, আপনাদের সামনে কেউ আর নাদিন দাঁড়াতে পারবে না। দুনিয়ার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে তেল, সোনার উৎস ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন আপনারা। ভেবে দেখেছেন, নাদের সম্মিলিত শক্তি ফাইন্যানশিয়াল জগতে কি সাংঘাতিক প্রভাব বে?'

চেয়ারে হেলান দিলো রানা, মৃদু শব্দে শিস দিলো।

গ্লাসটা আবার তুলে নিয়ে চুমুক দিলো চার্লি।

'তাহলে, জেন্টলমেন, প্রস্তাবটা শুনে কি রকম অনুভূতি হলো নাদের?' জানতে চাইলো ম্যাক আব্রাহাম।

'প্রস্তাবের বিশদ বিবরণ লেখা হয়েছে, ম্যাক? এমন কিছু তৈরি ছো যার ওপর ভিত্তি করে চিন্তা-ভাবনা করবো আমরা?'

'অবশ্যই, মি. উডকক, কাগজ-পত্র সব তৈরি করার পরই আলো-র জন্যে ডাকা হয়েছে আপনাদের।' ডেস্কের পিছনে চলে গেল ম্যাক হাম। দেরাজ থেকে একগাদা কাগজ-পত্র বের করলো সে, বুকের চেপে ধরে রানার দিকে হেঁটে এলো।

কাগজগুলো নেড়েচেড়ে দেখলো রানা। 'জটিল ও সময়সাপেক্ষ র, ম্যাক,' বললো ও। 'তোমরা ঠিক কি অফার করছো বোঝার জন্যে রদিন সময় লাগবে আমাদের।'

'তা তো লাগবেই, মি. মাসুদ রানা। যতো খুশি সময় নিন আপনারা। জগুলো তৈরি করতে আমাদের সময় লেগেছে প্রায় দু'মাস, আশা করি ই সময় নষ্ট করিনি। আমার ধারণা, আমাদের প্রস্তাব অত্যন্ত উদার হণযোগ্য বলেই মনে হবে আপনাদের কাছে।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো রানা। 'ক'দিন পর যোগাযোগ করবো আমরা। চার্লি, আমরা এবার যাবো তো?'

গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করলো চার্লি। 'গুড নাইট, ম্যাক। বার্কলির যত্ন নিয়ো। আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান একটা মাংসপিণ্ড সে, তুমি জানো।'

গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে সরাসরি নিজেদের অফিসে চলে এলো ওরা। নিজের কামরায় ঢুকে আলো জ্বাললো রানা, ডেস্কের সামনে একটা অতিরিক্ত চেয়ার টেনে আনলো চার্লি। রাত আড়াইটার দিকে বার্কলি ময়নিহানের দেয়া প্রস্তাবটার সারবস্তু বোধগম্য হলো ওদের। চেয়ার ছেড়ে জানালা খোলার জন্যে এগোলো রানা, চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে গেছে কামরা। ফিরে এসে কাউচের ওপর গা এলিয়ে দিলো ও, মাথার নিচে দুটো কুশন রেখে তাকালো চার্লির দিকে। 'শোনা যাক তোমার কি বলার আছে।'

হাতের পেন্সিল দিয়ে দাঁতে টোকা দিলো চার্লি, কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। 'তার আগে এসো ঠিক করি লোকটার সাথে আমরা এক হতে চাই কিনা।'

'যদি লাভ হয়, এক হতে আপত্তি কিসের,' বললো রানা। 'যদিও লোকটাকে আমি পছন্দ করি না।'

'তোমার সাথে একমত আমি—রাজি আছি, যদি লাভবান হই।' চেয়ারে হেলান দিলো চার্লি। 'পরবর্তী প্রশ্ন। বলো তো, দোস্ত, ময়নিহানের প্রস্তাবটা বোঝার পর প্রথমেই কি মনে হয়েছে তোমার?'

'শ্রুতিমধুর ও গালভরা পদ বা টাইটেল পাবো আমরা, আর পাবো বিপুল টাকা,' বললো রানা। 'ময়নিহান পাবে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।'

'এটাই হলো আসল পয়েন্ট, দোস্ত। ময়নিহান গোটা ব্যাপারটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। এক কথায়, ক্ষমতা চায় সে। ক্ষমতার লোভ টাকার লোভের চেয়ে বেশি তার। ক্ষমতার চূড়ায় বসে নিচে দাঁড়ানো বাকি সবার

দিকে তাকিয়ে যাতে বলতে পারে—দেখ শালারা কোথায় উঠে বসেছি, তোতলা তো কি হয়েছে!' চেয়ার ছাড়লো চার্লি, ডেস্ক ঘুরে চলে এলো রানার কাউচের পাশে। 'এবার তিন নম্বর প্রশ্ন। তাকে কি আমরা ক্ষমতা দেবো?'

'সে যদি মূল্য দিতে রাজি থাকে, তাকে ক্ষমতা দিলে ক্ষতি কি,' বললো রানা।

ঘুরলো চার্লি, খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালো। 'কি জানো, দোস্ত, একক ক্ষমতা ভোগ করার লোভ আমার নিজের মধ্যেও খুব বেশি পরিমাণে রয়েছে,' চিন্তিতভাবে বললো সে।

'এ-ব্যাপারে আমার মতামতকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ো না, চার্লি,' বললো রানা। 'তোমার-আমার এই ব্যবসা খুব তাড়াতাড়ি একা তোমার হতে যাচ্ছে। আমার অংশটুকু আমি একটা ট্রাস্টকে দিয়ে যাবো বলে ঠিক করেছি। তার আগে যদি ময়নিহানের সাথে এক হয়ে আরো কিছু কামানো যায়, মন্দ কি। তবে তুমি যদি মনে করো একাই থাকতে চাও, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি শুধু বলবো, ময়নিহানের ব্যবসাবুদ্ধি প্রখর, তার সাথে এক হলে কোম্পানীর আরো উন্নতিই হবে।'

'কিন্তু...।'

'ময়নিহান আমাদের চেয়ে অনেক বেশি টাকা-পয়সার অধিকারী, দুটো কোম্পানী এক হলে তার সম্পদের বিরাট একটা অংশ আমরা পাবো। তার ডায়মণ্ড খনি আছে, ভুলে যেয়ো না। ফাইন্যানশিয়াল জগতে সে-ই টপ ম্যান, কোনোভাবেই তাকে তুমি ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, একার চেষ্টায়।'

'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে—যে অর্থে টপ ম্যান হতে চাই কোনোদিন আমি তা হতে পারবো না—ময়নিহান সব সময় আমার ওপরেই থেকে যাবে।' খানিক চিন্তা করলো সে, তারপর রানার দিকে ফিরলো।

[illegible] থাকবে [illegible], কিন্তু সেজন্যে তাকে মূল্য দিতে হবে। নিঙড়ে তার সমস্ত রস বের করে নেবো আমরা, যতোক্ষণ না শুকনো ছিবড়ে হয়ে যায়।'

কাউচ থেকে পা নামালো রানা। 'ঠিক। এবার এসো তার প্রস্তাবটা ঢেলে সাজাই আমরা, এমনভাবে পরিবর্তন করি যাতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার হার্ট অ্যাটাক করে।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো চার্লি। 'প্রায় তিনটে বাজে। আপাতত থাক, কাল সকাল থেকে শুরু করা যাবে।'

পরদিন দুপুরে অফিসে লাঞ্চ আনিয়ে খেলো ওরা। সকালেই স্টক এক্সচেঞ্জের ওপর কড়া নজর রাখার জন্যে পাঠানো হয়েছিল বিল অকসনকে, অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে সাথে সাথে অফিসে এসে রিপোর্ট করার কথা তার। বিকেলে ফিরলো সে, ভীষণ উত্তেজিত। 'সারাটা দিন গোরস্থানের মতো থমথমে ছিলো এক্সচেঞ্জের পরিবেশ, স্যার। কতো রকম গুজবই যে ছড়াচ্ছে! কে যেন রাত দুটোর দিকে আমাদের এই অফিসে আলো জ্বলতে দেখেছে। তারপর, আজ সকালে, আপনারা নিজেরা উপস্থিত না হয়ে এক্সচেঞ্জে যখন আমাকে পাঠালেন, চারদিক থেকে ছেঁকে ধরলো ওরা আমাকে। হাজারটা প্রশ্ন, অথচ কিছুই আমার জানা নেই।' কৌতূহলে চকচক করছে বিল অকসনের চেহারা, ডেস্কের দিকে এক পা এগোলো সে। 'স্যার, আপনাদের আমি কোনো ভাবে সাহায্য করতে পারি কি?'

'আমরা নিজেরাই সামলাতে পারবো, বিল। বেরিয়ে যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ো, প্লীজ।'

সন্ধে সাড়ে সাতটার দিকে ওরা সিদ্ধান্ত নিলো যথেষ্ট খাটা-খাটনি হয়েছে। অফিস থেকে নিজেদের হোটেলে ফিরে এলো ওরা। লবিতে ঢুকতে যাচ্ছে, দেখলো ওদেরকে দেখেই লাউঞ্জে অদৃশ্য হলো হেলমুট ডোবার। তার চাপা, উত্তেজিত গলা পেলো ওরা। 'চুপ, চুপ! ওরা আসছে!'

পরমুহূর্তে নিজের ভাইকে পাশে নিয়ে ওদের সামনে হাজির হলো হেলমুট ডোবার, গালভরা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা।

'হ্যালো, বয়েজ!' ওদেরকে দেখে যেন ভারি অবাক হয়েছে হেলমুট সোবার। 'এখানে তোমরা কি করছো?'

'এখানেই থাকি আমরা,' বললো চার্লি।

'ও, হ্যাঁ, এখানে…অবশ্যই। বেশ, বেশ—এসো, শ্যাম্পেন নিয়ে একটা টেবিলে বসি, গল্পগুজব করি।'

'ভেবেছো সারাটা দিন আমরা কি করেছি সব জেনে নিতে পারবে?'

থতমত খেয়ে গেল সোবার। 'কি বলছো কিছুই বুঝতে পারছি না। ভাবলাম দেখা যখন হয়েই গেল, এক টেবিলে বসে দু'ঢোক শ্যাম্পেন খাই…।'

'এখন শ্যাম্পেন খাবার বা গল্প করার সময় নেই, সোবার। সারাটা দিন ব্যস্ত ছিলাম, সরাসরি বিছানায় উঠবো আমরা।' দুই ভাইকে পাশ কাটিয়ে এগোলো চার্লি ও রানা। খানিক দূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকালো চার্লি, বললো, 'তবে একটা কথা বলতে পারি। বিরাট একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এতোই বড়, হজম করতে বেশ সময় লাগবে তোমাদের। তারপর তোমরা উপলব্ধি করবে যে গোটা ব্যাপারটা তোমাদের নাকের সামনে ঝুলছিল, কিন্তু দেখেও খেয়াল করোনি, তখন নিজেদের গালে চড় মারতে ইচ্ছে হবে।' ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো দুই ভাই।

'খুব একটা সদয় আচরণ হলো না,' হেসে উঠলো রানা। 'অন্তত সাতদিনের ঘুম হারাম হয়ে গেল ওদের।'

পরদিন সকালেও যখন রানা বা চার্লিকে এক্সচেঞ্জে দেখা গেল না, লাউঞ্জে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো, চাপা উত্তেজনায়

ছটফট করতে লাগলো সবাই, সেই সাথে রুদ্ধশ্বাসে শোনার মতো গুজবের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। তারপর শুরু হলো অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে শেয়ার মূল্যের উর্ধ্বগতি। উপত্যকায় নতুন একটা সমৃদ্ধ সোনার খনি পেয়েছে রানা ও চার্লি, বিশ্বস্তসূত্রের এই খবর আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিলো, শেয়ারের দাম রকেটে চড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। তারপর, ইতিমধ্যে বিশ মিনিট কেটে গেছে, নতুন খনি পাবার খবর অস্বীকার করে একটা বিবৃতি প্রচার করা হলো। তারপরও রানা–চার্লি স্টক–এর প্রতিটি শেয়ারের দাম কমলো মাত্র পনেরো সেন্ট, গতকালের চেয়ে ত্রিশ র‍্যাণ্ড পঁচাত্তর সেন্ট বেশি। সারাটা সকাল অফিস ও এক্সচেঞ্জের মাঝখানে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটাছুটি করতে হলো বিল অকসনকে। এগারোটার দিকে এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়লো যে কথা বলারও শক্তি থাকলো না।

'এবার একটু শান্ত হও তুমি, শুধু শুধু উত্তেজিত হয়ো না,' তাকে বললো রানা। 'এই নাও,' পাঁচশো র‍্যাণ্ডের একটা নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো ও। 'এটা নিয়ে সোজা গ্র্যাণ্ড হোটেলে চলে যাও, পেট ভরে লাঞ্চ আর শ্যাম্পেন খাও—সারাটা সকাল তোমার ওপর দিয়ে খুব ধকল গেছে।'

হেলমুট ব্রাদারদের একজন চর, ওদের অফিসের ওপর নজর রাখছিল, পিছু নিলো বিল অকসনের। গ্র্যাণ্ড হোটেলের বারম্যানকে ডেকে অর্ডার দিলো বিল অকসন, পিছনে দাঁড়িয়ে শুনলো লোকটা। ছুটতে ছুটতে এক্সচেঞ্জে ফিরে এসে হেলমুট ডোবারকে রিপোর্ট করলো সে। 'ওদের হেড ক্লার্ক এই মাত্র গ্র্যাণ্ড হোটেলে ঢুকে পুরো এক বোতল শ্যাম্পেনের অর্ডার দিয়েছে!' হাঁপাচ্ছে সে।

'গুড গড!' প্রায় লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো হেলমুট ডোবার, তার পাশে বসা হেলমুট সোবার উন্মত্তের মতো হাতছানি দিয়ে নিজেদের ক্লার্ককে ডাকছে।

'কেনো!' ক্লার্কের কানে কানে চাপা গলায় ফিসফিস করে [illegible] 'রানা–চার্লি স্টকের শেয়ার যেখানে যতো পাও সব কেনো [illegible] তাড়াতাড়ি!'

লাউঞ্জের অপরদিকে, চেয়ারের গভীরে আরো একটু [illegible] ময়নিহানের স্থূল শরীরটা, আরো একটু ঢিল পড়লো [illegible] ভুঁড়ির সামনে সন্তুষ্টচিত্তে হাত দুটো এক করলো সে, [illegible] পরস্পরকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলো; মুখে যে ভাবটা ফুটলো [illegible] হাসিই বলা যায়।

মাঝরাতের দিকে পাল্টা প্রস্তাব রচনার কাজ শেষ করলো রানা ও চার্লি।

'এটা দেখে ময়নিহানের প্রতিক্রিয়া কি হবে বলে তোমার ধারণা?' জানতে চাইলো রানা।

'আমার ধারণা তার হার্ট যথেষ্ট শক্তিশালী, ধকলটা সামলে নিতে পারবে।' নিঃশব্দে হাসলো চার্লি। একটিমাত্র [illegible] বাড়ি খাবে না, সেটা হলো চেয়ার ও মেঝের মাঝখানে [illegible] তার বিশাল ভুঁড়িটা।'

'আমরা কি এখুনি তার হোটেলে গিয়ে প্রস্তাবটা [illegible]?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'দোস্ত, দোস্ত!' চেহারায় দুঃখ, মাথা নাড়লো চার্লি। 'তোমার শিক্ষার পেছনে এতো সময় ব্যয় করলাম, অথচ কিছুই তুমি শেখোনি।'

'তাহলে কি করবো?'

'আমরা তাকে ডেকে পাঠাবো, দোস্ত। আমাদের কাছে আসতে বাধ্য করবো তাকে। খেলাটা হবে আমাদের নিজস্ব মাঠে।'

'কি লাভ তাতে?'

'তাৎক্ষণিক একটা সুবিধে পাবো আমরা—এতে করে তার মনে হবে,

আবেদনটা সে-ই জানাচ্ছে।'

পরদিন সকাল দশটায় ওদের অফিসে এলো বার্কলি ময়নিহান। এলো যেন একজন রাজা; দুটো গাড়িকে টেনে আনলো আটটা ঘোড়া। প্রতিটি গাড়িতে একজন করে ইউনিফর্ম পরা কোচোয়ান, সামনেরটায় একা বসে আছে বার্কলি ময়নিহান, পিছনেরটায় ম্যাক আব্রাহাম ছাড়াও দু'জন সেক্রেটারি। অফিসের সামনে তাদের সাথে মিলিত হলো বিল অকসন, পথ দেখিয়ে ওদেরকে রানার অফিসে নিয়ে এলো সে।

'বার্কলি, ডিয়ার বার্কলি, তোমাকে দেখে উল্লাস বোধ করছি আমি,' অমায়িক হেসে বললো চার্লি। খুব ভালো করেই জানে সে যে জীবনে কখনো ধূমপান করেনি ময়নিহান, তা সত্ত্বেও তার পুরু দুই ঠোঁটের মাঝখানে একটা চুরুট গুঁজে দিলো সে।

সবাই আসন গ্রহণ করার পর আলোচনা শুরু করলো রানা। 'জেন্টলমেন, আমরা আপনাদের প্রস্তাব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর যা বুঝেছি তার সার সংক্ষেপ হলো—প্রস্তাবটা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায্য, সবার স্বার্থের জন্যে অনুকূল ও সাদরে গ্রহণযোগ্য।'

'ঠিক তাই, আসলেও তাই,' কোমলসুরে সায় দিলো চার্লি।

'প্রস্তাবটা বিবেচনা করার পর আমরা, আমি ও চার্লি, সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আমাদের কোম্পানী দুটোকে এক করা দরকার…না, একান্ত প্রয়োজন।'

'আসলেও তাই, ঠিক তাই—আসলেও তাই, ঠিক তাই।' চুরুট ধরালো চার্লি।

'যা বলছিলাম,' আবার শুরু করলো রানা। 'পরীক্ষা করার পর আপনাদের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছি আমরা, তবে সামান্য দু'একটা সংশোধন দরকার—সেগুলো আমরা এখানে লিখে রেখেছি।' কাগজের মোটা স্তূপটা দু'হাতে ধরে তুললো রানা। 'আশা করি এগুলোয় একবার চোখ বুলাতে চাইবেন আপনারা, তারপরই আমরা আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্রে

সই করতে পারবো।'

এগিয়ে এসে রানার হাত থেকে কাগজগুলো নিলো ম্যাক আব্রাহাম। থমথম করছে তার চেহারা।

'তোমাদের যদি প্রাইভেসী দরকার হয়, মি. চার্লির অফিস কামরাটা ব্যবহার করতে পারো—পাশেরটাই।'

ম্যাক আব্রাহাম ও সেক্রেটারিদের নিয়ে পাশের কামরায় ঢুকে গেল বার্কলি ময়নিহান। প্রায় তিন ঘন্টা পর আবার রানার অফিসে ফিরে এলো ওরা. চেহারা দেখে মনে হলো বয়স যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে ওদের। ম্যাক আব্রাহামের তো প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা, চোখ তুলে তাকাতেই পারছে না।

'সব ঠিক আছে তো?' সকৌতুকে জানতে চাইলো চার্লি।

চোখ না তুলেই জবাব দিলো ম্যাক আব্রাহাম। 'প্রতিটি আইটেম আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হবে,' কাতর কণ্ঠে বিড়বিড় করলো সে।

তিনদিন পর চুক্তিপত্রে সই করলো ওরা।

গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢাললো চার্লি, প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধরিয়ে দিলো। 'নতুন কোম্পানী থ্রি স্টার কনসলিডেটেড-এর মঙ্গল কামনায়,' বললো সে। 'জন্ম দিতে প্রচুর সময় নিয়েছি বটে, তবে এমন একটা শিশুর জন্ম দিয়েছি যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি।'

নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পেলো বার্কলি ময়নিহান, তবে সেজন্যে তাকে চড়া মূল্যও দিতে হলো। তার সারাজীবনের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও সব কটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে নিতে হলো রানা ও চার্লিকে।

থ্রি স্টার কনসলিডেটেড-এর শুভ সূচনা উপলক্ষে স্টক এক্সচেঞ্জের মেইন ফ্লোরে একটা পার্টির আয়োজন করা হলো। শতকরা দশ পার্সেন্ট শেয়ার বিক্রি করার জন্যে ছাড়া হলো বাজারে। সেদিন সকালে কাজ শুরু হবার আগেই লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল এক্সচেঞ্জ, আশপাশের রাস্তা-

ঘাটে উপচে পড়লো মানুষ, যানজট লেগে যাওয়ায় প্রায় অচল হয়ে পড়লো শহর। এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট থ্রি স্টার কনসলিডেটেড-এর প্রসপেক্টাস পড়ে শোনালেন, পিন পতন নিস্তব্ধতার ভেতর তাঁর প্রতিটি কথা পরিষ্কার ভেসে এলো মেম্বারস' লাউঞ্জে। সবশেষে বেল বাজলো, তারপরও বেশ কিছুক্ষণ অটুট থাকলো নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধতা ভাঙলো বার্কলি ময়নিহানের অনুমোদিত কেরানী। ভয়ে ভয়ে বিড়বিড় করলো সে, 'আই সেল টি.এস.সি. 'জ।'

প্রায় কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। একই সাথে দুশো লোক তার কাছ থেকে শেয়ার কেনার চেষ্টা করছে। প্রথমে তার জ্যাকেট ও শার্ট ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। চশমাটা মেঝেতে পড়তে না পড়তে গুঁড়ো কাঁচে পরিণত হলো। দশ মিনিট পর রীতিমতো যুদ্ধ করে মনিবদের কাছে ফিরে আসতে পারলো সে, রিপোর্ট করলো, 'ওগুলো আমি বিক্রি করতে পেরেছি, জেন্টলমেন।'

হেসে উঠলো রানা ও চার্লি। হাসার কারণ আছে ওদের, ওই দশ মিনিটে টি.এস.সি.-র শতকরা ত্রিশ ভাগ অংশীদার হিসেবে ওদের লাভ হয়েছে প্রায় তিন কোটি র‍্যাণ্ড।

তিন

সুফিয়ার হোটেলে ক্রিসমাস ডিনারটা গতবছরের তুলনায় অন্যরকম হলো। পঁচাত্তরজন লোক বসলো একটা টেবিলে। রাত তিনটের সময়, পার্টি যখন

শেষ হলো, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে পারলো মাত্র অর্ধেক লোক। সেই সন্ধ্যে থেকেই ব্র্যাণ্ডি আর হুইস্কি গিলেছে চার্লি, খানিক পরপর রানার কানে ফিসফিস করছে, 'তোমার সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে পরামর্শ দরকার।' আলোচনাটা কি নিয়ে, আঁচ করতে পেরে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়ে রানা। পার্টিতে উপস্থিত বাকি সবার মতোই মাতলামি শুরু করে ও, যদিও মদ প্রায় ছোঁয়নি বলেই চলে। চার্লির সাথে আলোচনাটা এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই ওর এই অভিনয়।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রেলিঙের সাহায্য নিলো রানা। সিঁড়ির মাথায় উঠে এসে চার্লি ও সুফিয়াকে জড়ানো গলায় বললো, 'তোমাদের আমি ভালোবাসি—তোমাদের দু'জনকেই ভালোবাসি—কিন্তু এখন আমাকে ঘুমাতে হবে।' ওদেরকে পিছনে রেখে প্যাসেজ ধরে নিজের কামরার দিকে এগোলো ও, একদিকের কাঁধ ঘন ঘন বাড়ি খাচ্ছে দেয়ালে। কামরায় ঢুকে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলো।

'বিছানায় তুলে দিয়ে এসো ওকে, তা না হলে হয়তো মেঝেতেই পড়ে থাকবে সারারাত,' চার্লিকে বললো সুফিয়া। 'ব্যাপারটা কি বলো তো? রানা তো কখনো এরকম মাতাল হয় না!'

'একজন অন্ধ আরেকজন অন্ধকে পথ দেখাবে?' টলতে টলতে প্যাসেজ ধরে এগোলো চার্লি, সে–ও দেয়ালে বাড়ি খেলো ঘন ঘন।

রানার কামরায় ঢুকে চার্লি দেখলো, বিছানায় বসে একটা বুটের সাথে কুস্তি লড়ছে রানা। 'কি করছো তুমি, দোস্ত? গোড়ালি ভাঙার চেষ্টা করছো নাকি?' পায়ের আওয়াজটা আরো ক'সেকেণ্ড আগে পেলে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করতো রানা।

'তুমি…কে তুমি?' মাতলামো শুরু করলো ও।

'দোস্ত, দোস্ত, আমাকে তুমি চিনতে পারছো না?' দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো চার্লি। 'এই দেখো,' বলে কোটের ভেতর থেকে

একটা বোতল বের করলো সে, 'কি এনেছি। আরো দু'ঢোক খাও, ঠিক চিনতে পারবে আমাকে। সুফিয়া দেখেনি, জানে না তার প্রিয় চার্লি একটা বোতল চুরি করেছে।'

'বুটটা খুলে দিতে বললে তুমি কিছু মনে করবে?' মাতালদের মতো মাথা দোলাতে দোলাতে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ভারি ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন!' টলতে টলতে এগিয়ে এলো চার্লি, একটা আর্মচেয়ারে ধপাস করে বসলো। 'প্রশ্নটা করায় আমি খুশি হয়েছি। উত্তরটা হলো, হ্যাঁ! মনে করবো!'

পা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো রানা।

'দোস্ত, তোমার সাথে কথা আছে আমার,' ব্যস্তভাবে বললো চার্লি। 'ঘুমিয়ে পড়ো না।'

'বলো, আমি শুনছি,' ঘুম জড়ানো গলা রানার।

'দোস্ত, সুফিয়া সম্পর্কে কি ধারণা তোমার?'

'অত্যন্ত সুন্দরী,' মন্তব্য করলো রানা।

'সে তো আমিও জানি,' বিরক্ত হলো চার্লি। 'আমি জানতে চাইছি, মেয়ে হিসেবে কেমন সুফিয়া?'

'ওর হাসির মধ্যে সেক্স আছে, তোমার ভালো লাগার কথা,' বিড়বিড় করলো রানা।

'দূর ছাই! আমি বলছি...।'

'আরো পরিষ্কার জবাব পেতে চাও? আমি বলবো ভোগ বা প্লেবয় পত্রিকার মডেল হতে পারবে ও। খাসা একখান মা...!'

'কিন্তু শুধু যৌবন নিয়ে একজন পুরুষ সুখী হতে পারে না!'

'না, তবে আমি মনে করি একজন পুরুষকে সুখী করার সব গুণই তার আছে।'

'দোস্ত, আমি সিরিয়াস। তোমার পরামর্শ দরকার আমার। ওকে বিয়ে

করতে যাচ্ছি…কাজটা কি উচিত হচ্ছে? মানে, ভুল করতে যাচ্ছি না তো?'

'বিয়ে সম্পর্কে…আমার…তেমন কোনো…অভিজ্ঞতা নেই…।' কাত হলো রানা, চোখ বন্ধ, মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে।

'তুমি লক্ষ্য করছো, এরই মধ্যে আমার প্রতিটি কাজে কর্তৃত্ব ফলাতে চেষ্টা করছে সুফিয়া! কি, লক্ষ্য করোনি?' উত্তরের জন্যে এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলো চার্লি। না পেয়ে আবার বললো, 'আমার প্রথম স্ত্রীও ঠিক এরকম আচরণ করতো আমার সাথে। এখনো তার কর্কশ গলা আমার কানে বাজছে—চার্লি, এই শূয়র!' কঠিন দৃষ্টিতে বিছানার দিকে তাকালো সে।

'রানা, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে?'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

'দোস্ত, তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

মৃদু নাক ডাকার শব্দ হলো।

'ধুস শালা, ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেছে!' চেহারায় উদ্বেগ, টলতে টলতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল চার্লি।

তার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল, ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো রানা, উঠে বসলো বিছানার ওপর। খোলা দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো ও, কপালে চিন্তার রেখা।

জানুয়ারির শেষ দিকে 'বন্ধু'-র কাজ শেষ হলো, ওদের বিয়ের তারিখ ফেলা হলো ফেব্রুয়ারির বিশে। স্থানীয় থানার সব ক'জন পুলিসকে নিমন্ত্রণ করা হলো, বিনিময়ে রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা বন্ধুর বলরুম পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করলো তারা—বলরুমে বিশটা টেবিলের ওপর প্রতিদিনই জমা হচ্ছে বিয়ের উপহার সামগ্রী। দশ তারিখে সুফিয়া ও চার্লিকে নিয়ে সেগুলো দেখতে এলো রানা। ডিউটিরত পুলিস অফিসারকে একটা সিগার দিলো ও, তারপর বলরুমে ঢুকলো।

'দেখো, ওহ্ চার্লি, দেখো!' উল্লাসে চিৎকার করলো সুফিয়া। 'নতুন উপহারে বাকি সব টেবিলগুলোও ভরে গেছে!'

'এগুলো হেলমুট ভায়েরা পাঠিয়েছে,' কার্ডটা পড়লো রানা।

'তাড়াতাড়ি খোলো, চার্লি, প্লীজ—আমার তর সইছে না!' রানা ও চার্লির কাঁধে ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো সুফিয়া। 'দেখি কি দিয়েছে ওরা!'

বাক্সের ঢাকনিটা খুললো চার্লি। মৃদু শব্দে শিস দিলো রানা।

'সলিড গোল্ড ডিনার সার্ভিস,' হাঁপিয়ে উঠলো সুফিয়া। একটা প্লেট তুলে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরলো সে। 'চার্লি, আমি ভাষা হারিয়ে ফেলছি!'

আরো কয়েকটা বাক্সের কার্ড পড়লো রানা। 'ওহে, চার্লি, এটা তোমাকে বিশেষ আনন্দ দেবে,' বললো রানা। 'বেস্ট উইশেস বার্কলি ময়নিহান।'

'এটা আমাকে দেখতেই হবে,' হঠাৎ সাংঘাতিক উৎসাহী হয়ে উঠলো চার্লি। এরকম উৎসাহ গত একমাসে তার মধ্যে দেখা যায়নি। ব্যস্ত হাতে নিজেই বাক্সটা খুললো সে। 'ওরে শালা হাড়কিপটে বার্কলি!' হতাশায় ম্লান হয়ে গেল তার হাসি। 'তাও মাত্র এক ডজন! আর কিছু পেলি না, এক ডজন রুমাল পাঠিয়ে দায় সারলি!'

'ইট'স দ্য থট দ্যাট কাউন্ট,' হেসে উঠলো রানা।

'ডিয়ার বার্কলি, এগুলোর প্রত্যেকটায় তোমাকে দিয়ে সই করাবো আমি, কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে সামনের হলের দেয়ালে ঝোলাবো।'

উপহারগুলো ভালো করে দেখার জন্যে রয়ে গেল সুফিয়া, দুই বন্ধু চলে এলো বাগানে।

'ভুয়া প্রিস্ট-এর ব্যাপারটা ফাইন্যাল করেছো তো?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'হ্যাঁ, শহরের এক প্রান্তে, অখ্যাত এক হোটেলে লুকিয়ে আছে সে। ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে তার, বিয়ের মন্ত্র মুখস্থ করছে।'

'লোকটা কি অতিরিক্ত ধার্মিক? মনে মনে নিজেকে খাঁটি ফাদার ভাবছে না তো? তাহলে কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিনিধিকেই ঠকানো হয়ে যাবে আমার।'

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে রানার তেমন কোনো শ্রদ্ধাবোধ কখনোই ছিলো না, আজও নেই। ব্যাপারটাকে হালকা ভাবেই নিয়েছে ও। বললো, 'এ-সব কথা এখন আর ভেবে লাভ কি!'

'হ্যাঁ, তা বটে।'

'হানিমুনে কোথায় যাচ্ছো তোমরা?' জানতে চাইলো রানা। ও চাইছে, ভালোয় ভালোয় ওদের বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর আর মাত্র দুটো কাজ বাকি থাকবে। আইনবিদদের পরামর্শ নিয়ে একটা ট্রাস্ট গঠন, কালাহারি মরুভূমিতে হাতি শিকার। এই কাজ দুটো শেষ হলে আফ্রিকা থেকে বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হতে পারবে রানা। কেপটাউনে যাবে ও, দেখা করবে বব ফিদারহোপের সাথে। তার সাথে দেখা হলেই বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর খবর জানতে পারবে ও। বুঝতে পারবে, ওর দেশে ফেরা উচিত হবে কিনা। না হলে অন্য কোথাও চলে যাবে ও।

'আমার তো ইচ্ছে সুফিয়াকে নিয়ে দেশে, মানে ইংল্যাণ্ডে যাবো,' বললো চার্লি। 'সুফিয়া আপত্তি না করলে জুনের দিকে ফিরে আসবো আমরা।'

'তাহলে যাবার সময়ই আমাকে বিদায় জানিয়ে যেয়ো।'

'মানে?' ঝট করে রানার দিকে ফিরলো চার্লি, দাঁড়িয়ে পড়লো।

'তোমাদের তো আগেই বলেছি আমি, আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে।'

ভেবেছো কিছু?'

'আমার ব্যবসার সমস্ত আয় একটা ট্রাস্টের মাধ্যমে খরচ করা হবে দেশী–বিদেশী কালো শ্রমিকদের কল্যাণে,' বললো রানা।

'গুড আইডিয়া,' বললো চার্লি। 'আর বাড়িটা? জমিগুলো? তোমার ব্যাংক–ব্যালেন্স?'

'বাড়িটা তোমাদের বিয়েতে আমার উপহার। জমিগুলো যেমন আছে তেমনি থাকবে, তোমাকে পাওয়ার–অভ–অ্যাটর্নি দিয়ে যাবো। আর টাকাগুলো, যতোটা সম্ভব, পাঠিয়ে দেবো ইংল্যাণ্ডের কোনো ব্যাংকে।'

'তুমি কি আর কোনোদিনই আফ্রিকায় ফিরবে না?'

'কেন ফিরবো না,' হাসলো রানা। 'তোমরা কি আমার পর?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলো ওরা। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙলো চার্লি, 'তোমাকে ধরে রাখবো, সে সাধ্য আমার নেই, দোস্ত। তবে একটা কথা ভেবে মনটা সত্যি খারাপ লাগছে।'

'কি কথা, চার্লি?'

'এতোগুলো দিন একসাথে থাকলাম আমরা, যা কিছু করেছি সব একসাথে করেছি, কিন্তু এখন এমন একটা কাজের আয়োজন চলছে যাতে তোমার কোনো অংশীদারিত্ব নেই।'

'কি বলছো, কোন্ কাজ?'

'দোস্ত, তুমিও বিয়ে করো,' বললো চার্লি। 'জানি, মনিকা রিভেরাকে তুমি আজও ভুলতে পারোনি। এখন আমাদের সামর্থ্য হয়েছে, তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব কোনো কাজ নয়। তুমি বললে দায়িত্বটা আমিই নিতে পারি। বিয়ে করো, কিছুদিন থাকো আমাদের সাথে, তারপর ভালো না লাগলে ফিরে যেয়ো দেশে। তুমি রাজি হলে আমাদের বিয়েটা পিছিয়ে দেয়া যায়। সেটাই ভালো দেখাবে, দু'জন আমরা একই দিনে বিয়ে করবো।'

ম্লান হাসলো রানা। 'মনিকার খোঁজ বের করা অসম্ভব নয় জানি, কিন্তু

তার মনের খবর জানা কি এতো সহজ, চার্লি? কে বলবে, ইতিমধ্যে অন্য কারো প্রেমে পড়েনি সে? তাছাড়া, বিয়ে করে সুখী হওয়া, কেন যেন ব্যাপারটা আমার কাছে অলীক কল্পনা বলে মনে হয়। একজন স্বামীর যে-সব যোগ্যতা থাকা দরকার সেগুলো নিজের ভেতর কখনোই আমি দেখতে পাই না। না, চার্লি, বিয়ের কথা ভুলে যাও। আমি যদি কোনোদিন বিয়ে করি, সেটা হবে আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফসল, ঝোঁকের মাথায় করে বসবো, প্ল্যান করে বিয়ে—উঁহুঁ, সম্ভব নয়।'

'তারমানে নিজে নিরাপদ থেকে একা তুমি আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছো!' চার্লির গলায় ক্ষোভ, অভিমান।

'ভুল ব্যাখ্যা করছো কেন? একা থাকাই তো বিপজ্জনক। তোমার সব দায়িত্ব সুফিয়া তার নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে, এটা দেখে যেতে পারছি বলে ভালো লাগছে আমার। তোমাকে সামলে রাখার জন্যে আমি থাকবো না, কিন্তু সুফিয়া তো থাকবে।'

হঠাৎ শিউরে মতো উঠলো চার্লি। 'হ্যাঁ, সুফিয়া আমার সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে—একটু বোধহয় বেশি পরিমাণেই নিচ্ছে!'

খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানার প্রস্তাবে রাজি হলো বার্কলি ময়নিহান—খনি, কারখানা ও পরিবহন কোম্পানীর সমস্ত কর্মচারীকে বিশ তারিখে সবেতন ছুটি দিতে হবে, তারা সবাই যাতে চার্লির বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারে। এর মানে হলো, গোল্ডফিল্ড শহরের শতকরা প্রায় ষাট ভাগ ব্যবসায়িক তৎপরতা সেদিন বন্ধ থাকবে। ওদের এই সিদ্ধান্ত জানার পর অন্যান্য অনেক কোম্পানীও ছুটি ঘোষণা করলো। আঠারো তারিখ থেকেই খাদ্যবস্তু ও পানীয়বাহী কনভয় ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো, গন্তব্য বাগান বাড়ি 'বন্ধু'। সে-রাতেই ঝোঁকের মাথায়, মাতাল অবস্থায় অপেরা হাউসের সমস্ত শিল্পী ও কর্মচারীকে দাওয়াত দিয়ে বসলো চার্লি পরদিন সকালে ব্যাপারটা অস্পষ্টভাবে মনে পড়লো তার, দাওয়াত

বাতিল করার জন্যে তাড়াতাড়ি একজন লোককে পাঠানো হলো, কিন্তু অপেরা হাউসের পরিচালিকা জানালো, বেশিরভাগ মেয়েই ইতিমধ্যে নতুন কাপড়চোপড় কেনার জন্যে শহরে ছড়িয়ে পড়েছে, এখন আর নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

চেহারা করুণ করে রানার কাছে পরামর্শ চাইলো চার্লি। 'এখন কি হবে, দোস্ত?'

'কি আবার হবে! আসুক মেয়েরা। সুফিয়া ওদেরকে চিনতে না পারলেই হলো।'

উনিশ তারিখ রাতে চার্লির ব্যাচেলর পার্টি, সুফিয়া তার হোটেলের নিচতলার সবগুলো লাউঞ্জ ছেড়ে দিলো। খনির ওঅর্কশপ থেকে বিশেষ একটা সোনার বল ও শিকল তৈরি করে আনানো হয়েছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা চার্লির পায়ে পরিয়ে দেয়ার পর শুরু হলো পার্টি। পরে এক সময়, গোল্ডফিল্ডের সমস্ত অবিবাহিত যুবক একবাক্যে স্বীকার করলো, ক্ষতিগ্রস্ত হোটেল মেরামতের জন্যে যে ঠিকাদারকে নিযুক্ত করা হয়েছে সে ব্যাটা স্রেফ লুটেরা, পাঁচ লাখ র‍্যাণ্ড বিল পেশ করাটা ডাকাতি ছাড়া কিছু নয়। যাই হোক, কেউই অবশ্য অস্বীকার করলো না যে পার্টির এক পর্যায়ে তারা প্রায় একশো জন চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি করেছে, আছাড় মেরে ভেঙেছে ডিশ-গ্লাস-প্লেট ইত্যাদি—যদিও খেলাটা কতোক্ষণ ধরে চলেছিল বা কতোগুলো চেয়ার ভাঙা হয় সে-ব্যাপারে কেউ একমত হতে পারলো না। ঝাড়বাতিটা রানার ওজন সহ্য করতে পারেনি, এটাও স্বীকার করলো সবাই, রানা তিনবার দোল খাওয়ার পর সিলিং থেকে মেঝেতে খসে পড়ে ওটা, বেশ বড় একটা গর্তও সৃষ্টি হয় ওখানে। তবে বিতর্ক সৃষ্টি হলো হেলমুট ভাইদের আচরণ নিয়ে। সোবারের মাথায় ছিপি খোলা একটা শ্যাম্পেনের বোতল খাড়া করে রাখা হয়েছিল, তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে সেটাকে লক্ষ্য করে ছিপি ছুঁড়ছিল ডোবার, উদ্দেশ্য ছিপির আঘাতে ভাইয়ের

মাথা থেকে বোতলটা ফেলে দেবে সে। ছুঁড়ে দেয়া ছিপি বোতলের আগায় আগেই প্রতিবার মাথা ঝাঁকিয়েছে সোবার, ফলে মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেছে বোতল। এক সময় ডাইনিং রুমের মেঝেতে শ্যাম্পেনের বন্যা বয়ে যায়, অনেকের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল। তর্কটা বাধলো, ছিপি ছোঁড়ার কাজে সোবার কতোক্ষণ ব্যস্ত ছিলো, আধ ঘন্টা, নাকি পৌনে এক ঘন্টা? তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত হলো, পার্টিটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাদের জীবনে। প্রথম দিকে সবাই আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠলেও চার্লিকে কেমন যেন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল, ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সতর্ক হয়ে ওঠে রানা। বার-এর সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের অশ্লীল রসিকতা শুনছে চার্লি, গলায় পেঁচানো চেইনের একটা প্রান্ত থেকে বগলের কাছে ঝুলছে বলটা, মাঝেমধ্যে জোর করে হাসছে। ভিড় ঠেলে তার সামনে চলে এলো রানা, জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে তোমার?'

কেমন যেন আঁৎকে মতো উঠলো চার্লি। দ্রুত জবাব দিলো, 'কই, না তো, কি হবে!'

রানা আর কোনো প্রশ্ন করলো না, তবে কড়া নজর রাখলো তার ওপর। খানিক পর ঢিল পড়লো ওর পেশীতে, মনমরা ভাবটা কাটিয়ে উঠে বন্ধুদের সাথে হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিয়েছে চার্লি। এরপর, বন্ধু-বান্ধবদের আবদার রক্ষা করতে গিয়ে কয়েক ঢোক ওয়াইন খেতে হলো রানাকে, তারা ওকে এদিক থেকে ওদিকে বারবার টেনে নিয়ে গেল। এক সময় চার্লির কথা ওর আর মনেই থাকলো না। কে যেন বাজি ধরে বললো, ঝাড়বাতিটা রানার ওজন সহ্য করতে পারবে না। টেবিলের ওপর চেয়ার রেখে তাতে তুলে দেয়া হলো রানাকে, মাথার ওপর হাত তুলে ঝাড়বাতিটা ধরে ঝুলে পড়লো রানা।

সম্ভবত মাঝরাতের দিকে আঁন্দ্রে জিদের সাহায্যে শিকল মুক্ত হয় চার্লি, তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি,

রুম তো নয়ই।

ভোরের দিকে কখন বা কিভাবে বিছানায় উঠেছে বলতে পারবে না রানা। পরদিন সকালে কৌশলে ওর ঘুম ভাঙালো একজন ওয়েটার, সাথে করে কফির ট্রে ও একটা এনভেলাপ এনেছে।

'ক'টা বাজে?' এনভেলাপ খুলে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আটটা, বস।'

'উঠবো না,' বিড়বিড় করলো রানা। ভালো ঘুম না হওয়ায় ভার হয়ে আছে মাথাটা। ছোট্ট একটা চিরকুট পাঠিয়েছে সুফিয়া। লিখেছে, 'প্রিয় নিতবর, এই চিরকুট পাঠাবার উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যে বেলা এগারোটার সময় তোমার ও চার্লির একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তাকে ওখানে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে তোমার ওপর ভরসা রাখছি আমি। লাভ, সুফিয়া।'

কফি খেয়ে মুখের তেতো ভাবটা দূর হলো না। চুরুট নিভিয়ে, কাশতে কাশতে, বাথরুমে ঢুকলো রানা। আধ ঘন্টা পর শরীরটা যথেষ্ট তাজা লাগলো, ভাবলো এবার চার্লির ঘুম ভাঙানো যেতে পারে।

সিটিংরুমে চলে এলো রানা, টোকা দিলো চার্লির দরজায়। সাড়া পাওয়া গেল না। কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকলো রানা। জানালার পর্দাগুলো সরালো ও। রোদের সাথে বাতাস ঢুকলো ভেতরে। বিছানার দিকে ফিরলো রানা। ভুরু কুঁচকে উঠলো বিস্ময়ে। ধীর পায়ে হেঁটে এলো ও। খালি বিছানার কিনারায় বসলো।

'তবে কি সুফিয়ার কামরায় ঘুমিয়েছে চার্লি?' আপনমনে বিড়বিড় করলো রানা, ঘাড় ফিরিয়ে বালিশগুলোর দিকে তাকালো। রাতে ওগুলো ব্যবহার করা হয়নি। এক সেকেণ্ড পর নিজের ভুলটা ধরতে পারলো ও। তাহলে সুফিয়া ওকে চিঠি লিখবে কেন?

দাঁড়ালো রানা। এই প্রথম নিজের ভেতর একটা সতর্কতা অনুভব

করলো। একটা ছবি ভেসে উঠলো চোখের সামনে। চার্লি, মাতাল অবস্থায়, রাস্তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। সময়টা ভোর রাত। চার ঘোড়ার একটা গাড়ি ছুটে আসছে রাস্তা ধরে। অসহায় চার্লিকে থেঁতলে দিয়ে চলে গেল গাড়িটা।

ছুটলো রানা। বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো সিটিংরুমে। খোলা দরজার দিকে এগোচ্ছে, টেবিলে পড়ে থাকা একটা বইয়ের ওপর চোখ পড়ে গেল। বইটার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা এনভেলাপের কোণ। 'ব্যাপারটা কি, পত্র-মিতালি দেখছি মহামারী হয়ে উঠতে যাচ্ছে!' এনভেলাপটা খুলতেই চার্লির হাতের লেখা চিনতে পারলো রানা।

চার্লি লিখেছে, 'প্রথম বিয়েটা ছিলো সেফ নরকযন্ত্রণা, দ্বিতীয়টাও তাই হতে যাচ্ছে। পালিয়ে বাঁচার সময় থাকতে কেন আমি সুযোগটা নেবো না? তুমি নিতবর, কাজেই সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার দায়িত্বটা তোমাকেই নিতে হচ্ছে। সত্যি দুঃখিত, দোস্ত। পরিস্থিতি খানিকটা ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসবো। চার্লি।'

আর্মচেয়ারে বসে আরো দু'বার চিঠিটা পড়লো রানা। তারপর বিস্ফোরিত হলো। 'ওরে শালা, ওরে বেজন্মা কুকুর, এই ছিলো তোর মনে!' তারপরই সুফিয়ার কথা মনে পড়লো ওর! 'ইস, কি নিষ্ঠুর আচরণ—ছি! কি...না, ওর হয়ে সবার কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে—বাস্টার্ড! বাস্টার্ড! বাস্টার্ড!'

পিছনে উড়ছে ড্রেসিং গাউন, সিটিংরুম থেকে বেরিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো রানা। 'তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোকেই করতে হবে, দরকার হলে গলায় দড়ি বেঁধে টেনে আনবো তোকে!'

হোটেলের পিছনে, আস্তাবলের সামনের উঠনে পাওয়া গেল ডমরুকে। তিনজন সহিসের সাথে কথা বলছে।

'মি. চার্লি কোথায়?' গর্জে উঠলো রানা।

শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো তারা।

'কোথায় সে? তাকে কেউ দেখোনি তোমরা?'

'বস্ তো একটা ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন,' ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো সহিসদের একজন।

'কখন?' হুঙ্কার ছাড়লো রানা।

'রাতে... সাত কি আট ঘণ্টা আগে। বসের নিশ্চয়ই ফেরার সময় হয়ে গেছে।'

লোকটার দিকে রাগমুখো হয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা, ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। 'কোন দিকে গেছে সে?'

'বস্, তা তো তিনি বলেননি।'

আট ঘণ্টা আগে, তারমানে ইতিমধ্যে পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে গেছে সে। ঘুরলো রানা, নিজের কামরায় ফিরে এলো। ধপাস করে বিছানায় বসে আবার কফি ঢাললো কাপে। 'বেচারি সুফিয়া... তাকে এভাবে কষ্ট দেয়ার কোনো অধিকার চার্লির নেই...' কল্পনায় দেখতে পেলো রানা, চোখের জলে ভাসছে মেয়েটা। লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে কি না কি করে বসে সে! 'ড্যাম ইউ টু হেল, চার্লি।' বালিশের ওপর সজোরে একটা ঘুসি মারলো ও। তারপর কাপে চুমুক দেয়ার সময় ভাবলো, আমি কেন তার ঝামেলা মাথায় নিতে যাই? তার মতো আমিও পালিয়ে যেতে পারি! একটা ঘোড়া নিয়ে যেদিকে খুশি চলে যাই...।

কফি শেষ করে কাপড় পরলো রানা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুণী বুলাচ্ছে, কল্পনায় দেখতে পেলো গির্জার সামনে ওদের অপেক্ষায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে সুফিয়া, পরনে কনের পোশাক। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে সে, তারপর উন্মাদিনীর মতো হাসতে শুরু করলো।

'চার্লি, তুমি একটা নেড়ি কুত্তা!' না, সুফিয়াকে গির্জা পর্যন্ত যেতে দিতে পারে না ও। তার আগেই কিছু একটা করতে হবে ওকে। করার আর

আছেই বা কি? চার্লিকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়, হাতে সময় নেই। সুফিয়াকে সব জানাতে হবে। এখুনি।

ড্রেসিং টেবিল থেকে হাতঘড়িটা তুললো রানা। এরইমধ্যে ন'টা বেজে গেছে।

'ড্যাম ইউ, চার্লি!'

প্যাসেজ ধরে এগোলো রানা, থামলো সুফিয়ার দরজার সামনে। ভেতর থেকে মেয়েদের গলা ভেসে আসছে। ভেতরে ঢোকার আগে নক করলো ও। সুফিয়ার দুই বান্ধবীকে চিনতে পারলো রানা, চিনতে পারলো অনুপমাকে। ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো তারা।

'সুফিয়া কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বেডরুমে…কিন্তু ওখানে আপনার যাওয়া চলবে না। বিয়ের দিন সকালে ওকে দেখলে অমঙ্গল হবে।'

'অমঙ্গল হতে আর কিছু বাকি আছে?' এগিয়ে গিয়ে বেডরুমের দরজায় নক করলো রানা।

'কে?' ভেতর থেকে জানতে চাইলো সুফিয়া।

'রানা।'

'ভেতরে ঢোকা নিষেধ…কি চাও?'

'কাপড় পরে আছো তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ভেতরে ঢুকতে পারো না!'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো রানা, দেখলো পাঁচ-সাতটা মেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে আঁৎকে উঠে পিছিয়ে গেল।

'বেরোও সবাই,' কর্কশস্বরে হুকুম করলো রানা। 'সুফিয়ার সাথে একা কথা বলতে হবে আমাকে।'

পড়িমরি করে ছুটলো সবাই। খালি কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো রানা। ড্রেসিং গাউন পরে রয়েছে সুফিয়া, চেহারায় অদ্ভুত

একটা লাবণ্য ফুটে আছে। কালো মখমলের মতো চুল ঝুলে আছে কাঁধের ওপর, চকচক করছে। আজ আবার উপলব্ধি করলো রানা, মেয়েটা সত্যি অপরূপ সুন্দরী। বিছানার ওপর বিয়ের সাজ-পোশাকগুলো পড়ে রয়েছে, সেদিকে একবার তাকালো রানা।

'সুফিয়া, খারাপ খবর,' প্রায় কর্কশ স্বরে বললো রানা। 'সহ্য করতে পারবে তো?' প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করার সময় নিজের প্রতি ঘৃণা জাগলো মনে।

সুফিয়ার চেহারা থেকে প্রত্যাশার আলো ধীরে ধীরে নিভে গেল। তার মুখের সবটুকু লাবণ্য ঝরে পড়তে দেখলো রানা। এক সময় মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো সে। রানা যেন নিষ্প্রাণ একটা পাথুরে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'ও চলে গেছে,' বললো রানা। 'তোমাকে ফেলে পালিয়েছে।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো সুফিয়া, চেহারায় কোনো ভাবই ফুটলো না। রানার সন্দেহ হলো, ওর কথা হয় শুনতে পায়নি মেয়েটা, নয়তো বুঝতে পারেনি। আবার বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলো ও, সামান্য ঝুঁকে ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে চিরুণীটা তুলে নিয়ে চুলের ভেতর গুঁজে দিলো সুফিয়া, ধীরে ধীরে চুল আঁচড়াচ্ছে। কামরার ভেতর জমাট বেঁধে থাকলো নিস্তব্ধতা।

'আমি দুঃখিত, সুফিয়া।'

রানার দিকে না তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো সুফিয়া। তার দৃষ্টি দেখে মনে হলো সে যেন নির্জন মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে, যার নাম ভবিষ্যৎ। কেঁদে-কেটে শোক প্রকাশের চেয়ে এটা অনেক বেশি খারাপ লক্ষণ, নিঃশব্দে মেনে নেয়া। নাকের পাশটা চুলকালো রানা, সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে। 'আমি দুঃখিত—যদি সম্ভব হতো, যদি সাধ্যে কুলাতো যা কিছু করার সবই আমি করতাম।' সুফিয়ার দিকে পিছন ফিরে দরজার

দিকে এগোলো ও।

'রানা, ধন্যবাদ। বলার জন্যে নিজেই চলে এসেছো, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।' সুফিয়ার গলার আওয়াজে কোনো আবেগ নেই, চেহারার মতোই প্রাণহীন।

'আমাকে ক্ষমা করো, সুফিয়া!' কথাটা কেন বললো, নিজেও জানে না রানা; কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ও।

ঘোড়া ছুটিয়ে সরাসরি বাগান বাড়িতে চলে এলো রানা। কয়েকটা তাঁবু ফেলা হয়েছে লনে, তাঁবুগুলোর চারপাশে অনেক লোকের ভিড় দেখলো ও। তাদের হাসির বহর লক্ষ্য করে বুঝতে অসুবিধে হলো না, এরইমধ্যে ওয়াইন খেতে শুরু করেছে তারা। রোদ খুব উজ্জ্বল হলেও, এখনো তেমন তেতে ওঠেনি, ম্যানশনের চওড়া বারান্দায় ব্যাণ্ড-পার্টি বাজনা বাজাচ্ছে। সবুজ লনের গায়ে মেয়েদের রঙচঙে কাপড়-চোপড় আরো যেন গাঢ় উজ্জ্বলতা পেয়েছে। তাঁবুর মাথায় 'আনন্দোৎসব' লেখা পতাকাগুলো পতপত করে উড়ছে। যেদিকেই তাকালো রানা, হাসি আর আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

গাড়িপথ ধরে দুলকি চালে এগোলো ওর ঘোড়া। চিৎকার করে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো অনেকে, ছোটো করে মাথা ঝাঁকালো রানা, মাঝেমধ্যে হাত নেড়ে সাড়া দিলো। চোখের কোণ দিয়ে আঁন্দ্রে জিদ ও এলভিস পামারকে দেখতে পেলো ও, হাতে গ্লাস, বাড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছে অপেরা হাউসের দুটো মেয়ের সাথে। ঘোড়ার লাগাম একজন সহিসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওদের দিকে এগোলো রানা।

'হ্যালো, বস্!' রানাকে দেখতে পেয়ে স্যালুট করলো এলভিস পামার। 'আপনার তো স্যার আজ এতো গম্ভীর থাকার কথা নয়, বিয়ে তো আপনি করছেন না!' উৎসবমুখর পরিবেশে ছোটো বড় ভেদাভেদ প্রায় ঘুচে যায়, মনিবের সাথেও নির্দোষ কৌতুক করার অধিকার পেয়ে যায় অধস্তনরা।

তাছাড়া, রানার আচরণে মনিবসুলভ কর্তৃত্ব কখনোই প্রকাশ পায় না, সবার সাথেই বন্ধুর মতো আচরণ করে ও। পামারের কথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠলো সবাই।

'জিদ, পামার—আমার সাথে এসো তোমরা, প্লীজ!'

'কোনো সমস্যা, মি. রানা?' ওদেরকে নিয়ে একপাশে সরে আসার পর জানতে চাইলো আঁন্দ্রে জিদ।

'পার্টি বাতিল করা হয়েছে,' গম্ভীর সুরে বললো রানা। 'বিয়েটা হচ্ছে না।'

হাঁ হয়ে গেল সবাই।

'যাও, সবাইকে কথাটা জানিয়ে দাও। বলবে, উপহারগুলো সবাইকে ফেরত দেয়া হবে।' ফেরার জন্যে ওদের দিকে পিছন ফিরলো রানা।

'কি ঘটেছে, বস্?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো এলভিস পামার।

'ওদের শুধু জানাও, চার্লি ও সুফিয়া তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টেছে।'

'আপনি চান, সবাইকে আমরা বাড়ি ফিরে যেতে বলি?'

ইতস্তত করলো রানা। 'কি এসে যায়...থাকুক না! সবাই চলে গেলে খাবারগুলো শুধু শুধু পচবে। তারচেয়ে খাইয়ে দাও। শুধু বলো, বিয়েটা হচ্ছে না।'

বাড়ির ভেতর ঢুকলো রানা। নিচতলার স্টাডিতে ভুয়া ফাদার অপেক্ষা করছে। রানাকে দেখে নার্ভাস হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। 'আপনাকে আমাদের দরকার হবে না,' তাকে বললো রানা। পকেট থেকে চেক বই বের করলো ও। ডেস্কে বসে চেকে সই করলো।

'মি. রানা, আমি কি...?'

'আপনার কোনো দোষ নেই। বিয়েটা হচ্ছে না।' চেকটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো রানা। 'এই নিন আপনার মজুরি। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা স্টেশনে চলে যাবেন, উঠে বসবেন কেপটাউনের ট্রেনে।'

চেকটা নিয়ে টাকার অঙ্কের ওপর চোখ বুলালো ভুয়া ফাদার। 'ধন্যবাদ, মি. রানা।' চেহারায় পরম স্বস্তির ভাব, দরজার দিকে এগোলো সে।

'শুনুন,' পিছন থেকে বললো রানা। 'এ-ব্যাপারে কখনো যদি কারো কাছে মুখ খোলেন, আপনার হাড়গোড় সব আমি গুঁড়ো করে দেবো। মনে থাকবে তো?'

স্টাডি থেকে বলরুমে চলে এলো রানা। পকেট হাতড়ে একশো র্যাণ্ডের কয়েকটা নোট বের করে গুঁজে দিলো পুলিস অফিসারের হাতে। 'বলরুম থেকে সবাইকে বের করে দিন।' লোকজনের ভিড়ের দিকে ইঙ্গিত করলো রানা, ঘুরে ঘুরে উপহার সামগ্রী দেখছে তারা। 'তারপর সব ক'টা দরজায় তালা লাগান।'

শেফকে কিচেনে পেলো রানা। 'সমস্ত খাবার বাইরে নিয়ে যাও। এখুনি পরিবেশন শুরু করো। তারপর তালা মারো কিচেনে।'

গোটা বাড়ির সব ক'টা কামরায় একবার করে ঢুকলো রানা, জানালার পর্দা টেনে দিয়ে প্রতিটি দরজায় তালা লাগালো। দোতলার স্টাডিতে ফিরে এসে দেখলো, কাউচে একটা মেয়েকে নিয়ে শুয়ে রয়েছে চার্লির একজন বন্ধু। মেয়েটা প্রায় উলঙ্গ, খিল-খিল করে হাসছে।

'এটা কি অপেরা হাউস?' চিৎকার করলো রানা, পড়িমরি করে ছুটে পালালো তারা।

একটা চেয়ারে বসলো রানা। লন থেকে লোকজনের কথা ও হাসির শব্দ ভেসে আসছে। ব্যাণ্ড থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজ, এখনো ওদেরকে কেউ থামতে বলেনি।

গালে হাত দিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক চুপচাপ বসে থাকলো রানা। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়লো, কারো দিকে না তাকিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চললো শহরের ভেতর দিয়ে।

শহরটাকে পিছনে ফেলে এলো রানা। ঢালের মাথা থেকে নেমে এলো গভীর অরণ্যে। খানিক পর সামনে পড়লো লম্বা একটা ঘাসবন। ঘোড়া থেকে নেমে সরু একটা খালের পাশে বসলো রানা। প্রায় ঘন্টা দেড়েক ঘোড়া ছুটিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একসময় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো ও। ধীরে ধীরে শিথিল হলো পেশী।

শেষ বিকেলের দিকে গোল্ডফিল্ডে ফিরে এলো রানা। আস্তাবলের সামনে এসে লাগামটা ধরিয়ে দিলো ডমরুর হাতে। পরিশ্রম ও তাজা বাতাসে কাজ হয়েছে, হালকা হয়ে গেছে মাথা, শরীরের আড়ষ্ট ভাবটাও দূর হয়েছে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলো বেশ কিছুক্ষণ, চার্লির ওপর রাগটা ধীরে ধীরে কমে এলো, সেই সাথে ফিরে এলো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ। কাপড়চোপড় পরে বেডরুমে ঢুকলো।

ওর বিছানায় বসে রয়েছে সুফিয়া।

'হ্যালো, রানা।' হাসলো সে, আড়ষ্ট ও ভঙ্গুর হাসি। তার চুল খানিকটা এলোমেলো হয়ে আছে, মুখটা ম্লান, রুজ-লিপস্টিক কিছুই নেই। সেই সকালের ড্রেসিং গাউনটাই পরে আছে সে।

'হ্যালো, সুফিয়া।' আয়নার সামনে দাঁড়ালো রানা, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ড্রেসিং টেবিল থেকে চিরুণীটা তুলে নিলো।

'আমি তোমার সাথে দেখা করতে আসায় তুমি কিছু মনে করোনি তো, রানা?'

'সে কি! না, মনে করার কি আছে!' চুলে চিরুণী বুলাচ্ছে রানা। 'একটু পর আমিই তো তোমার সাথে দেখা করতে যেতাম।'

বিছানার ওপর পা তুললো সুফিয়া, হাটুর ওপর চিবুক ঠেকিয়ে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে। 'আমাকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাওয়াতে পারো, রানা?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'দুঃখিত—আমার ধারণা ছিলো, জিনিসটা জীবনে কখনো ছোঁওনি

তুমি।'

'ছুঁইনি, তবে আজকের কথা আলাদা।' হেসে উঠলো সুফিয়া। ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালো রানা। শুধু যে হাসিটা বেমানান লাগলো তা নয়, মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে চোখ থেকে উপচে পড়া আনন্দের ভাবটুকুও।

বার-এর সামনে এসে দাঁড়ালো রানা। একটা গ্লাসে সামান্য ব্র্যাণ্ডি ঢাললো, গ্লাসটা সুফিয়ার হাতে ধরিয়ে দেয়ার সময় তার দিকে তাকালো না। মেয়েটার দুঃখে কাতর হয়ে পড়ছে রানা, চার্লির ওপর রাগটা দ্রুত ফিরে আসছে আবার। গ্লাসটায় চুমুক দিলো সুফিয়া। মুখ বাঁকালো। 'য়্যাক, বিচ্ছিরী গন্ধ!'

'তোমার উপকার হবে।'

'কনের,' বলে দুই ঢোকে গ্লাসটা খালি করে ফেললো সুফিয়া।

'আরেকটু দেবো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না, ধন্যবাদ।' বিছানা থেকে নেমে জানালার দিকে এগোলো সুফিয়া। 'আশ্চর্য, এখুনি অন্ধকার হয়ে গেল...জানো, অন্ধকারকে আমি ঘৃণা করি। দিনে তবু ভুলে থাকা যায়, কিন্তু রাতে নিঃসঙ্গতা আর সহ্য করার মতো থাকে না। অন্ধকারকে আমি খুব ভয় পাই।'

'দুঃখিত, সুফিয়া। তোমার কোনো উপকারে লাগতে পারলে খুশি হতাম।'

ঝট করে রানার দিকে ফিরলো সুফিয়া, এগিয়ে এলো ওর দিকে। হাত দুটো তুললো সে, রানার গলাটা জড়িয়ে ধরলো, রানার গালে চেপে ধরলো নিজের গাল, তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। 'রানা, ধরো আমাকে, শক্ত করে ধরো, প্লীজ! আমার ভয় করছে!'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সুফিয়াকে ধরলো রানা।

'বলতে পারো, এখন কি করবো আমি?' বিড়বিড় করছে সুফিয়া। 'কি করলে সব ভুলে থাকা যায়? এই অন্ধকারে ও-সব কথা আমি ভাবতে চাই

না। প্লীজ, আমাকে সাহায্য করো! প্লীজ রানা, সব কথা আমাকে তুমি ভুলিয়ে দাও।'

'শান্ত হও, সুফিয়া। এভাবে ভেঙে পড়ো না। আমি তো আছি। এসো, বসবে এসো। তোমাকে আরেকটু ব্র্যাণ্ডি দিই?'

'না–না!' রানাকে ধরে প্রায় ঝুলে পড়লো সুফিয়া। 'ও–সব ছাইপাঁশ আমার সহ্য হবে না। রানা, একা হতে ভয় করছে আমার। মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাবো। চিন্তাগুলোকে থামাই কিভাবে, বলে দাও তুমি। প্লীজ, আমাকে তুমি সাহায্য করো!'

'তোমাকে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সুফিয়া। ভয় দূর করার জন্যে তোমার সাথে কিছুক্ষণ থাকতে পারি, তার বেশি আর কিছু করার নেই আমার।' জ্বলন্ত কয়লার মতো রাগের আঁচ অনুভব করছে রানা, অসহায় লাগছে নিজেকে। নিজের অজান্তেই সুফিয়ার কাঁধে ডেবে গেল আঙুলের নখ, নখের ধারালো প্রান্ত হাড় স্পর্শ করলো।

'হ্যাঁ, ব্যথা দাও আমাকে, প্লীজ!' গুঙিয়ে উঠলো সুফিয়া। 'তবু যদি কিছুক্ষণ ভুলে থাকতে পারি। যদি বলি আমাকে চড় মারো, মারবে তুমি, রানা? চুলগুলো টেনে ছিঁড়বে? প্লীজ, রানা, আমি ব্যথা পেতে চাই! ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে বিছানায় তুলতে পারো, যতো খুশি ব্যথা দিতে পারো...ভালো লাগবে আমার...রানা, প্লীজ!'

দম বন্ধ হয়ে গেল রানার। 'কি বলছো নিজেও জানো না। সুফিয়া, তুমি কি পাগল হলে?'

'কিন্তু এটাই আমার দরকার এখন—কিছুক্ষণ ভুলে থাকার জন্যে। প্লীজ, রানা, প্লীজ!'

'এ অন্যায়, সুফিয়া। চার্লি আমার বন্ধু!'

'আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে ও। ও আমার কেউ নয়। আমিও তো তোমার বন্ধু—কি, ভুলে গেছো? ওহ্, গড! আমি এরকম একা হয়ে

গেলাম কখন! রানা, তোমার মনে কি একটুও দয়া নেই? আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো না?' জোর খাটালো সুফিয়া, রানাকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। 'এই উপকারটুকু আজ তোমাকে করতেই হবে। কোনো কথাই আমি শুনবো না! ব্যথা পেতে চাই আমি…।'

ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো রানা, তারপর ঠাস করে চড় মারলো সুফিয়ার গালে। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

চোখ ভরা পানি, রানার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো সুফিয়া। কেঁপে উঠলো চোখের পাতা, টপ টপ করে পানি পড়লো মেঝেতে। তারপর বিষণ্ন হাসি ফুটলো সুফিয়ার ঠোঁটে। 'এটাই তো চাইছি, রানা। কেউ যদি দয়া করে মারে আমাকে, ভুলে থাকার উপায় হয়।' গালটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। 'মারো, আরো মারো!'

রানার ইচ্ছে হলো বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয় সুফিয়াকে, হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসায়, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে।

রানার গায়ে আছড়ে পড়লো সুফিয়া। 'কি হলো, থেমে গেলে কেন?' রানার বুকে মাথা ঠুকতে শুরু করলো সে। 'কেমন পুরুষ তুমি, একটা অসহায় মেয়েকে সাহায্য করতে পারো না? আমাকে ফিরিয়ে দিতে তোমার পৌরুষে বাধছে না?' মুখ তুলে রানার ঠোঁট কামড়াবার চেষ্টা করলো সে। পিছিয়ে গেল রানা, যদিও লাভ হলো না কোনো—আবার ওর বুকে আছড়ে পড়লো সুফিয়া।

দ্বিতীয় চড়টা আরো জোরে মারলো রানা। পাক খেয়ে বিছানার ওপর পড়লো সুফিয়া। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে— কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠলো তার পিঠ। করুণা ও দুঃখে অবশ হয়ে এলো রানার হাত-পা।

বিছানার পাশে পাথর হয়ে থাকলো ও, কামরা থেকে বেরিয়ে যাবে কিনা বুঝতে পারলো না। কয়েক সেকেণ্ড পর লক্ষ্য করলো, কান্না থামছে সুফিয়ার। ঘুরে দাঁড়ালো ও, এগোলো দরজার দিকে।

ওর পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুললো সুফিয়া। 'শোনো।'

থমকে দাঁড়ালো রানা, দরজার দিকে মুখ।

'জানি তুমি কি ভাবছো।' বিছানায় উঠে বসলো সুফিয়া। 'আমি একটা খারাপ মেয়ে…।'

সুফিয়াকে বাধা দিলো রানা, তার দিকে ফিরে বললো, 'না, সুফিয়া…।'

এবার রানাকে বাধা দিলো সুফিয়া। 'তাই তো ভাবা উচিত। তোমার বন্ধুর সাথে বিয়ে হতে যাচ্ছিল আমার, তারপর কি করে আমি তোমাকে চাইতে পারি? আমি অসতী হতে চেয়েছি, কিন্তু কেন? এর উত্তর তুমি শুনতে চাও না?'

'সবই তো আমি জানি, সুফিয়া,' নরম সুরে বললো রানা। 'চার্লির এই নিষ্ঠুরতার জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।'

'কিছুই তুমি জানো না,' তিক্ত হাসি ফুটলো সুফিয়ার ঠোঁটে। 'বা জেনেও না জানার ভান করছো।'

রানার চোখে বিস্ময়। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'বিয়েটা ভেঙে গেছে ভালোই হয়েছে, রানা। প্রতারণার শিকার হতে যাচ্ছিল চার্লি, বোধহয় সেটা টের পেয়েই পালিয়েছে ও।'

'প্রতারণার শিকার হতে যাচ্ছিল চার্লি? কি বলছো?'

'চার্লি প্রথম যেদিন একা আমার সাথে দেখা করে, সেদিনই জেনে ফেলে সে। জেনে ফেলে আমি একজনকে ভালোবাসি।'

'সুফিয়া! তুমি আরেকজনকে…কে সে?'

'জিজ্ঞেস করো, আরেকজনকে ভালোবাসি অথচ চার্লিকে কেন বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম।' চোখ থেকে পানি মুছলো সুফিয়া, তিক্ত ক্ষীণ হাসিটুকু এখনো লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে। 'চার্লি আমাকে জানায়, যাকে ভালোবাসি তাকে কেনোদিনই আমি পাবো না বা পাবার আশা করতে পারি

না। কারণ, অন্য একটি মেয়েকে ভালোবাসে সে। তার কথা আমাকে ভুলে যাবার পরামর্শ দেয় ও, সেই সাথে আমাকে তার ভালোবাসার কথা জানায়।'

রানা যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে। বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না ও। এরকম সন্দেহ একটা ওর মনেও জেগেছিল, দেখা যাচ্ছে সন্দেহটা মিথ্যে ছিলো না।

'অগত্যা বাধ্য হয়েই তার কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করি আমি,' শান্ত গলায় ধীরে ধীরে বলে চলেছে সুফিয়া। 'তাকে যাতে ভুলে যেতে পারি সেজন্যে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে চার্লি। এরকম সন্দেহও আমার মনে জেগেছে, চার্লি বোধহয় আমাকে বিয়ে করতে চায়নি। তবু সে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। ব্যাপারটা ছিলো আমার প্রতি তার করুণা বা দয়া। আমি যাতে তাকে ভুলে যেতে পারি। চেষ্টা করেও আমি যে তাকে ভুলতে পারছি না, কষ্ট পাচ্ছি, চার্লি তা জানতো।

'সংশয় ও দ্বন্দ্ব কুরে কুরে খাচ্ছিল চার্লিকে। পালিয়ে গিয়ে ভালোই করেছে সে। নিজেকে প্রতারণার শিকার হতে দেয়নি। বিয়ে হলে আমি তার সাথে ঘর–সংসার করতাম, স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতাম, কিন্তু মনে মনে ভালোবাসতাম আরেকজনকে। এটা বোঝার পর কেন কেউ আমাকে বিয়ে করবে?

'কাজেই, রানা, ক্ষমা চাওয়া উচিত আমার—তোমার নয়। তাকে কোনোদিন আমি পাবো না, এই কঠিন সত্যটা আমি মেনে নিতে পারিনি, আর পারিনি বলেই একটা জেদ চেপে যায়—কলঙ্কিনী হতে হয় তাও হবো, তবু একদিনের জন্যে হলেও তাকে আমার পেতে হবে।' বিছানা থেকে নামলো সুফিয়া। দীর্ঘশ্বাস ফেলার সময় তার বুক ও কাঁধ কেঁপে উঠলো। 'আজ আমার এইটুকুই সান্ত্বনা যে তাকে আমি পাবো না ঠিকই, তবে তাকে ভালোবেসে আমি ভুল করিনি। সৎ একজন মানুষকে ভালোবাসার

ভাগ্য ক'জন মেয়েরই বা হয়! স্বেচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিতে চাইলো সুন্দরী এক মেয়ে, আমার প্রেমিক তাকে গ্রহণ করলো না। সত্যি আমি ভাগ্যবতী, রানা।' রানার সামনে দিয়ে দরজার দিকে হেঁটে গেল সুফিয়া। নির্বাক তাকিয়ে থাকলো রানা, কি বলবে ভেবে পেলো না।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে সুফিয়া, রানা ডাকলো, 'সুফিয়া।'

'না গো, না—ভেবো না এতো সহজে বিদায় হবে আপদ। আমি যাচ্ছি না।' দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করলো সুফিয়া, ফিরে এলো রানার সামনে। 'যা বলে বলুক লোকে, আজ রাতে আমি তোমার সাথে থাকবো। ভয় নেই, চারিত্রিক প্রশংসাপত্র আগেই পেয়ে গেছো তুমি, দ্বিতীয়বার তোমাকে পরীক্ষায় ফেলা হবে,না। শুধু অনুরোধ, মনের গোপন সাধটা পূরণ করতে দাও আমাকে। তার দ্বারা কলঙ্কিত হবার ভাগ্যও আমার হবে না, জানি; তবে মিথ্যে কলঙ্কের অপবাদ থেকে অন্তত আমাকে তুমি বঞ্চিত কোরো না। এই স্মৃতিটুকুই আমার জীবনের পরম পাওয়া বলে মনে করবো।' চোখে দুষ্ট হাসি নিয়ে পিছিয়ে এলো সুফিয়া, শুয়ে পড়লো বিছানায়, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। হাতছানি দিয়ে ডাকলো সে। 'এসো, শোও আমার পাশে। রাতটা আমরা গল্প করে কাটিয়ে দিই। তুমি কথা বলো, আমি শুনি। সারাটা রাত তোমাকে আমি দেখবো, চেহারাটা যাতে কোনোদিন ঝাপসা হয়ে না যায়।' বিছানার ওপর পা ছুঁড়লো সুফিয়া। 'কই, এসো!' ধৈর্য হারিয়ে ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে ডাকলো।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বিছানার কিনারায় বসলো রানা। ওর একটা হাত তুলে নিলো সুফিয়া।

প্রেম, চার্লি, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে কোনো কথা হলো না। যে যার ছেলেবেলায় ফিরে গেল ওরা। সুফিয়ার তখন এগারো বছর বয়স, পাশের বাড়ির বাগান থেকে ফুল চুরি করতে গিয়ে মালির হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল—ভয়ে যে কান্নাটা শুরু হয়েছিল; গোটা গ্রামের লোক বাগানে

জড়ো হয়ে অভয় ও সান্ত্বনা দেয়ার পরও তা থামেনি। থামলো তার অবনার মেনে নেয়ার পর—যেদিন ভোরে ফুল চুরি করতে আসবে সুফিয়া, মালিকে তার ঘরে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে হবে, সে তার বাঘের মতো চেহারা সুফিয়াকে দেখাতে পারবে না। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল ওদের। সুফিয়ার জানার সুযোগ হলো ছোট্ট খোকা ডানপিটে মাসুদ রানার রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী। ভালোবাসার পাত্রটিকে আরো একটু গভীরভাবে চিনতে পারলো সুফিয়া—বুকে সাহস, মনে দেশপ্রেম, সব মিলিয়ে এই হলো মাসুদ রানা। কখনো পরস্পরের দিকে ফিরে কাত হয়ে শুয়ে থাকলো ওরা, কখনো পদ্মাসনে মুখোমুখি বসলো, পরস্পরের হাঁটু ছুঁয়ে থাকলো। গভীর রাতে দু'জন বেরুলো ওরা, কিচেন থেকে কফি বানিয়ে আনলো। খোলা ছাদে উঠে চাঁদের সাথে মেঘের লুকোচুরি খেলাও দেখলো কিছুক্ষণ। সারাটা রাত একসাথে থাকায় ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল বারবার—কখনো সকৌতুকে সুফিয়ার চুল ধরে টানলো রানা, কখনো রানার কাঁধে চিবুক ঠেকালো সুফিয়া—তবে এ-সবের মধ্যে নোংরামি বা অশ্লীলতার লেশমাত্র থাকলো না। সবশেষে আবার বিছানায় কাত হলো ওরা। হঠাৎ করেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লো দু'জন। দু'জনেই চুপ। সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙলো সুফিয়া, বললো, 'রানা, এখন তুমিই শুধু ওকে সাহায্য করতে পারো।'

'ওকে সাহায্য করবো...কোন্ কাজে?'

'কি সে চায় বা কি সে খুঁজছে সেটা জানার কাজে। হয়তো শান্তি খুঁজছে, হয়তো নিজেকে বুঝতে চাইছে। ও পথ হারিয়ে ফেলেছে, রানা। পথ হারিয়ে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ওর অসহায়ত্ব ও নিঃসঙ্গতা বুঝতে পারি আমি, কারণ আমিও ওর মতোই নিঃসঙ্গ, অসহায়। আমি পারতাম, কিন্তু আমার সাহায্য নিলোই তো না। অন্তত চেষ্টা করে দেখতে তো পারতাম সাহায্য করা যায় কিনা।'

অশোক দাস (বাবুল)

'চার্লি পথ হারিয়ে ফেলেছে?' বিস্মিত হলো রানা। 'কি বলছো তুমি, সুফিয়া?'

'চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ো না, রানা। ওর রাজকীয় হাবভাব আর বড় বড় বুলি শুনে ভুল করো না। ছোটোখাটো, তুচ্ছ ব্যাপারগুলো খেয়াল করো।'

'যেমন?'

কয়েক সেকেণ্ড পর সুফিয়া বললো, 'চার্লি তার বাপকে ঘৃণা করে, তুমি জানো।'

'ওর কথা শুনে সে-কথাই মনে হয় বটে।'

'শৃংখলা ও নিয়মের প্রতি ওর বিতৃষ্ণা। বার্কলি ময়নিহানের সাথে ওর আচরণ। নারী সম্পর্কে ওর দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন সম্পর্কে ওর মনোভাব। এ-সব ব্যাপারে চিন্তা করো, রানা, তারপর আমাকে বলো ওকে কি একজন সুখী মানুষ বলা যায়?'

'ময়নিহান এক সময় ওর সাথে অন্যায় আচরণ করে—চার্লি স্রেফ তাকে পছন্দ করে না,' চার্লির পক্ষ নিয়ে তর্ক করতে চাইছে রানা।

'আরে না, ব্যাপারটা আরো গভীর। এক অর্থে বার্কলি ময়নিহান ওর বাপের ভাবমূর্তি নিয়ে আছে। ভীতি আর অসহায়বোধ ওকে সাংঘাতিক কাহিল করে রেখেছে, রানা। সেজন্যেই তোমাকে ধরে ঝুলে আছে ও। তুমিই ওকে সাহায্য করতে পারো।'

শব্দ করে হেসে উঠলো রানা। 'সুফিয়া, মাই ডিয়ার, আমি আর চার্লি পরস্পরকে পছন্দ করি—আমাদের সম্পর্কের মধ্যে আর কিছু নেই। তোমার ঈর্ষাবোধ করার কোনো কারণ নেই।'

বিছানায় উঠে বসলো সুফিয়া। শিরদাঁড়া খাড়া করে বসায় তার স্তন জোড়া কাপড় ভেদ করে বেরিয়ে আসবে বলে মনে হলো। 'তোমার ভেতর একটা শক্তি আছে, রানা, নিরেট আশ্রয় বা ভরসার মতো। ওটা বোধহয়

আজও তুমি বুঝতে পারনি। চার্লি সেটা দেখতে পেয়েছে। অসুখী মানুষমাত্রই তোমার এই শক্তিটা টের পেয়ে যায়, তোমার ওপর ভরসা করতে শুরু করে। তোমাকে তার দরকার, রানা। আমার হয়ে ওর ওপর খেয়াল রেখো তুমি।'

'ননসেন্স, সুফিয়া,' বিড়বিড় করলো রানা। বিব্রত বোধ করছে।

'তুমি আমাকে কথা দাও, ওর ওপর খেয়াল রাখবে।'

জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকছে ঘরে। 'এবার তোমার চলে যাওয়া দরকার,' বললো রানা। 'কেউ দেখে ফেললে ক্ষতি হবে তোমার।'

'কথা দাও, রানা।'

'ঠিক আছে, দিলাম।'

বিছানা থেকে নামলো সুফিয়া। রানার দিকে ঝুঁকে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলো। 'ধন্যবাদ, রানা। গুড মর্নিং।' কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সুফিয়া। তার গমনপথের দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো রানা।

চার

চার্লি না থাকায় গোল্ডফিল্ড যেন সমস্ত উজ্জ্বলতা হারিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। রাস্তাগুলো ফাঁকা লাগে রানার, ক্লাবে মন বসে না, স্টক এক্সচেঞ্জের ওঠা-নামায় আগের মতো উত্তেজনা নেই। কাজ অনেক বেড়ে যাওয়ায় বেঁচে

গেছে ও, চার্লির অভাব ভুলে থাকার একটা উপায় হয়েছে। নিজের কাজ তো আছেই, এখন ওকে চার্লির কাজগুলোও করতে হচ্ছে। ম্যাক আব্রাহাম ও বার্কলি ময়নিহানের সাথে মিটিং শেষ করে হোটেলে ফিরতে রোজই সন্ধ্যা পার হয়ে যায় ওর, সারাদিন কাজ ও উদ্বেগের মধ্যে থাকার পর মন খারাপ করার আর সময় পায় না। তবু সন্ধের পর সময় কাটানো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। গোল্ডফিল্ডে আড্ডা দেয়ার মতো বন্ধু ওর তেমন কেউ নেই, চার্লির পর প্রথমেই যার নাম মনে আসে সে হলো সুফিয়া, কিন্তু সুফিয়া ও রানা দু'জনেই পরস্পরকে সযত্নে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে—নিজেদের স্বার্থেই। একই হোটেলে আছে ওরা, তবু চার্লি চলে যাবার পর চারদিনে মাত্র একবার দেখা হয়েছে ওদের।

সোমবারে ঘোড়ায় চড়ে 'বন্ধু'-তে এলো রানা, চার্লি চলে যাবার পর এই প্রথম। বিল অকসন অফিসের চারজন লোককে নিয়ে উপহারগুলো প্যাকেট করে লেবেল লাগাচ্ছে বলরুমে। 'এখনো তোমাদের কাজ শেষ হয়নি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'প্রায় শেষ, মি. রানা। কাল দুটো গাড়ি পাঠাবো, প্রত্যেকের ঠিকানায় ফিরিয়ে দিয়ে আসবে উপহারগুলো।'

'ঠিক আছে।' সাদা-কালো মার্বেল সিঁড়ি বেয়ে উঠলো রানা, থামলো ওপরের ল্যান্ডিঙে। গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে আছে, যেন শোকে কাতর। বাড়ির মূল্য কি, যদি না কেউ সেখানে বসবাস করে? একটা বাড়ির প্রাণই তো হলো মানুষ। করিডর ধরে এগোলো রানা, সুফিয়ার বাছাই করা পেইন্টিংগুলোর নিচে একবার করে থামলো। কোনোটাতেই গাঢ় কোনো রঙ নেই, মেয়েরা বোধহয় কোমল রঙই বেশি পছন্দ করে। চার্লির কথাগুলো মনে পড়ে গেল রানার। 'বিয়ের পর এ-সব ছবি সরিয়ে ফেলা হবে। আমি গাঢ় উজ্জ্বল, ঘন নীল আর কালো রঙের ছবি চাই।'

নিজের বেডরুমের দরজা খুললো রানা। মেঝেতে ইরানী কার্পেট,

দেয়ালে কাঠের চকচকে আবরণ, বিছানাটা এতো বড় যেন পোলো খেলার মাঠ। বিছানায় লম্বা হয়ে ঝাড়বাতির দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। চার্লি ফিরে গেলে এই বাড়িতেই উঠবে, ভাবলো ও। কিন্তু এ-বাড়ির বউ হয়ে কোনোদিনই আসবে না সুফিয়া। আশ্চর্য, কি থেকে কি হয়ে গেল। নিজের কথা ভাবলো রানা, আর বেশি দিন নয়, চলে যেতে হবে ওকে। পোড়াকপালে, একই শহরে থাকবে চার্লি ও সুফিয়া, অথচ ওদের সম্পর্কটা আর কোনোদিনই জোড়া লাগবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা থেকে উঠলো রানা।

সিঁড়ির নিচে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল অকসন। 'আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, স্যার।'

'শুভ। তাহলে চলে যাও।'

অকশনকে বিদায় করে দিয়ে স্টাডিতে চলে এলো রানা, ধীর পায়ে হেঁটে এলো গান র‍্যাক-এর সামনে। র‍্যাক থেকে একটা শটগান তুলে নিলো, হেঁটে এলো জানালার সামনে। আলোয় দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করলো অস্ত্রটা। গান অয়েলের গন্ধ পেয়ে সামান্য ফাঁক হলো নাকের গর্ত। শটগানটা কাঁধে তুললো রানা, ব্যারেলটা ঘোরালো কাল্পনিক একটা পাখির গমনপথ অনুসরণ করে, কামরার একদিক থেকে আরেকদিক পর্যন্ত। হঠাৎ চার্লির মুখটা চলে এলো সাইটে। এতোই হকচকিয়ে গেছে রানা, চার্লির কপালে তাক করা অবস্থায় স্থির হয়ে থাকলো অস্ত্রটা।

'গুলি করো না, আমি শান্তভাবে ঢুকবো,' গম্ভীর সুরে বললো চার্লি।

শটগানটা নামালো রানা, র‍্যাকের দিকে হেঁটে এলো। 'হ্যালো।'

'হ্যালো,' জবাব দিলো চার্লি। এখনো দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে পিছন ফিরে র‍্যাকে ঠিকমতো শটগানটা ঝুলিয়ে রাখার ভান করছে রানা।

'কেমন আছো তুমি, দোস্ত?'

'চমৎকার! চমৎকার!'

'বাকি সবাই কেমন আছে?'

'কার কথা জানতে চাইছো, বিশেষ করে?' প্রশ্ন করলো রানা।

'যেমন ধরো···সুফিয়ার কথা।'

ধীরে ধীরে র‍্যাক-এর দিকে পিছন ফিরলো রানা। ভাব দেখে মনে হলো, প্রশ্নটা বিবেচনা করছে ও। তারপর বললো, 'শুধু গলা টিপে মেরে ফেলতে বাকি রেখেছো।'

'এতোটা খারাপ?'

'এতোটাই।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা।

'ধরে নিতে পারি, তোমার মন-মানসিকতা আমার প্রতি খুব একটা অনুকূলে নেই, কি বলো?' অবশেষে জানতে চাইলো চার্লি।

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফায়ারপ্লেস-এর দিকে এগোলো রানা। 'চার্লি, তুমি একটা শূয়র,' শান্ত গলায় বললো ও।

যেন ধাক্কা খেয়ে কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে গেল চার্লি। 'মন্দ নয়, নিজের পরিচয় জানার সুযোগ হলো। আমার ধারণা এখান থেকে আমাদের পথ আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তাই না?'

'প্রলাপ বকো না, চার্লি, অযথা সময় নষ্ট করছো তুমি। গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে চুমুক দাও, তারপর আমাকে বলো শূয়র হবার পর তোমার অনুভূতি কি। আমি আরো জানতে চাই, ওপরতলার করিডরে সুফিয়ার বাছাই করা ছবিগুলোর কি হবে—ওগুলো কি রাখতে চাও, নাকি বদলে ফেলবে?'

চৌকাঠে হেলান দিয়ে ছিলো চার্লি, সিধে হয়ে দাঁড়ালো। চেহারায় সদ্য ফুটতে শুরু করা স্বস্তির ভাবটুকু গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে। খুক খুক করে কাশলো।

রানা তাড়াতাড়ি বললো, 'প্রসঙ্গটা চিরকালের জন্যে চাপা দেয়ার আগে

আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে। তোমার আচরণ আমার ভালো লাগেনি। কাজটা কেন করেছো বুঝতে পারি, তবে আমার পছন্দ হয়নি। এর বেশি কিছু বলার নেই আমার। এর সাথে তুমি কিছু যোগ করতে চাও?'

'না,' বললো চার্লি।

'তাহলে ঠিক আছে। বারটা তুমি দেখতে পাচ্ছো, দু'ঢোক ব্র্যাণ্ডি খেয়ে শান্ত করো নিজেকে।'

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুফিয়ার হোটেলে এলো রানা। অফিসেই তাকে পেলো ও। 'ও ফিরে এসেছে, সুফিয়া।'

'ওহ্!' দম আটকে গেল সুফিয়ার। 'কেমন আছে ও, রানা?'

'একটু মনমরা, তবে বেশি নয়।'

'তা জানতে চাইছি না—জানতে চাইছি, ও ভালো আছে তো?'

'আগের মতোই। সাহস করে জানতে চেয়েছে, কেমন ছিলে তুমি।'

'কি বলেছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো সুফিয়া।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডেস্কের পাশের একটা চেয়ারে বসলো রানা। টেবিলের ওপর টাকা পয়সার স্তূপগুলোর দিকে তাকালো। একা বসে ওগুলোই গুণছিল সুফিয়া। 'কাল রাতের আয় বুঝি?' প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো রানা।

'হ্যাঁ।' সুফিয়া অন্যমনস্ক।

'কতো আছে এখানে?'

দরজার পর্দার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুফিয়া। 'হাজার পনেরো হবে।'

'রীতিমতো ধনী মহিলা,' মন্তব্য করলো রানা।

রানার দিকে তাকালো সুফিয়া। 'হ্যাঁ, আমার টাকা আছে। কিন্তু টাকা দিয়ে কি হবে? টাকা দিয়ে কি সব জিনিস কেনা যায়?'

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা। তারপর, এক সময় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো রানা, কথা না বলে জানালার দিকে এগোলো।

'তোমরা তো এবার নিজেদের বাড়িতে উঠে যাবে,' বললো সুফিয়া। জবাবে মাথা ঝাঁকালো রানা। ওর কামরাটা হেলমুটরা নেবে বলেছে, আর তোমারটা এমনি খালি পড়ে থাকবে। নিজেদের বাড়িতে ভালোই থাকবে তোমরা। রোজ রাতে পার্টি দেবে, সম্ভবত। আমার জন্যে চিন্তা করো না। তোমরা থাকছো না, এটা আমি মেনে নিতে শুরু করেছি।'

জানালার সামনে থেকে সুফিয়ার পাশে ফিরে এলো রানা। তার হাত ধরে দাঁড় করালো। কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরালো তাকে। পকেট থেকে সিল্ক রুমালটা বের করে হাতে গুঁজে দিলো চোখ মোছার জন্যে। 'তুমি কি ওর সাথে দেখা করতে চাও, সুফিয়া?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলো ও।

মাথা নাড়লো সুফিয়া, ভয় পেলো কথা বলতে গেলে কেঁদে ফেলবে।

'যেমন কথা দিয়েছি, ওর ওপর খেয়াল রাখবো আমি।' ঝুঁকে সুফিয়ার কপালে আলতোভাবে চুমো খেলো রানা, তাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরলো ফেরার জন্য।

'রানা,' পিছন থেকে ডাকলো সুফিয়া।

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো রানা।

'তুমি কিন্তু মাঝে-মধ্যে আমার সাথে দেখা করবে। তোমার সাথে গল্প করবো, ডিনার খাবো, কেমন? যাই ঘটুক, এখনো আমরা বন্ধু আছি, তাই না?'

'অবশ্যই, সুফিয়া। অবশ্যই, মাই ডিয়ার।'

সামান্য হাসির রেখা ফুটলো সুফিয়ার ঠোঁটে। 'কালই আমি তোমাদের সব জিনিস-পত্র বাক্সে ভরে পাঠিয়ে দেবো, কেমন?'

'ঠিক আছে।'

*

বোর্ডরুম টেবিলের পরিবেশ উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠলো। উল্টোদিকে বসা চার্লির দিকে তাকালো রানা, সমর্থনের আশায়। চুরুটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি করলো চার্লি। মেজাজ তিক্ত হয়ে উঠলো রানার, বুঝতে পারলো চার্লি ওকে সমর্থন করবে না। কাল রাতে তিন ঘন্টা তর্ক করেছে ওরা। রানা আশা করেছিল, চার্লি তার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে। এখন বুঝতে পারছে, মিথ্যে আশা করেছিল ও। তবু শেষ একবার চেষ্টা করে দেখলো। 'শ্রমিকরা মাত্র দশ পার্সেন্ট বেতন বাড়াতে বলেছে। আমি বিশ্বাস করি, এটা তাদের ন্যায্য দাবি—বাজারে জিনিস-পত্রের দাম হু-হু করে বাড়ছে, কিন্তু অনেক দিন হলো বেতন সেই আগের মতোই আছে। শ্রমিকদের বউ আছে, বাচ্চাকাচ্চা আছে—ওদেরকে খেয়ে-পরে বাঁচার সুযোগ তো দিতে হবে!'

আরো একটা ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি করলো চার্লি। হাতটা চোখের সামনে তুলে সময় দেখলো বার্কলি ময়নিহান।

'মি. ময়নিহান আগেই বলেছেন,' বললো ম্যাক আব্রাহাম। 'দুটো আলাদা পে স্কেল হওয়া দরকার। বেতন বাড়াবার প্রস্তাব তিনি মেনে নিতে রাজি আছেন, কিন্তু কালোদের চেয়ে কিছুটা হলেও বেশি বেতন দিতে হবে সাদাদের। এর পিছনে যুক্তিও আছে। কালোদের চেয়ে সাদাদের খরচ বেশি, সাদাদের জীবনযাপন পদ্ধতি অনেক বেশি উন্নত। কালোরা স্বাস্থ্যসচেতন নয়, রোগ হলে চিকিৎসা না করে ওঝার কাছে যায়, বিনা পয়সায় ঝাড়ফুঁক করায়; কিন্তু সাদাদের রোগ হলে মেলা টাকা বেরিয়ে যায় বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসায়।'

'কালোরা ওঝার কাছে যায় কারণ তাদের হাতে টাকা থাকে না,' বললো রানা। 'ওদেরকে স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্যেই বেতন বাড়ানো দরকার। তাছাড়া,' রানার চেহারা কঠোর হলো। 'আলাদা পে স্কেল হতেই

পড়বে না। একই যাত্রায় দু'রকম ফল হবে কেন? কালোরা কি কম যায়? মি. বার্কলি, আপনাকে আমি অনুরোধ করবো, প্রস্তাবটা আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলবেন না। যদি তোলেন, কালো শ্রমিক নেতাদের আমি পরামর্শ দেবো ওরা যেন লেবার কোর্টে কেস করে,' রীতিমতো হুমকি দিয়ে বসলো রানা। 'আপনিও জানেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান সরকার কালো-সাদার বৈষম্য কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে। কেসের রায় কি হবে আপনিও তা আন্দাজ করতে পারেন।'

'আলাদা পে স্কেল আমিও মানবো না,' বললো চার্লি।

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যাক আব্রাহামকে ইশারা করলো ময়নিহান। আব্রাহাম বললো, 'ঠিক আছে, জেন্টলমেন, প্রস্তাবটা আমরা তুলবো না।' নিজের পরাজয় মেনে নিলো বার্কলি ময়নিহান। আবার হাতঘড়ি দেখলো সে। খুক করে কাশলো ম্যাক আব্রাহাম।

'তাহলে বেতন বাড়াবার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হবে?' জানতে চাইলো রানা।

ময়নিহান বা চার্লি, কেউই নড়লো না।

ম্যাক আব্রাহাম বললো, 'এ-ব্যাপারে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছি আমরা, মি. রানা। প্রস্তাবটা কি এবার আমরা ভোটে দেবো?'

রানা দেখলো, ওর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, হাত তুললো ময়নিহান। চার্লির দিকে ওর তাকাতে ইচ্ছে করলো না। সে ময়নিহানের পক্ষে ভোট দিচ্ছে, এটা দেখতে চায় না। ময়নিহানের ওপর মনে মনে সাংঘাতিক খেপে আছে ও। ওদের বিরুদ্ধে, চার্লি আর ওর বিরুদ্ধে, নানারকম আজেবাজে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে লোকটা। কিছু কিছু ষড়যন্ত্রের আভাসও পাওয়া গেছে। শেয়ার বেচা-কেনার হিসাবে একটা বড় ধরনের গরমিল চার্লির চোখেই ধরা পড়ে গেছে, প্রায় বিশ লাখ র‍্যাণ্ড থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছিল ওরা। প্রশ্ন করায় জবাব দিয়েছে ময়নিহান, হিসাবের ভুল। লোকমুখে শোনা গেছে,

এ-ব্যাপারে ম্যাক আব্রাহামও নাকি তার কর্তার ওপর অসন্তুষ্ট, যদিও মুখে কিছু বলতে সাহস হয়নি তার। এই অবস্থায় চার্লি কিভাবে ময়নিহানের পক্ষে ভোট দেয়ার কথা ভাবতে পারে?

চার্লির হাত টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। আরো একটা ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি করলো সে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে, চার্লির হাতটার দিকে তাকালো রানা।

'প্রস্তাবের পক্ষে যারা ভোট দেবেন,' বললো ম্যাক আব্রাহাম।

রানা ও চার্লি একসাথে ওদের ডান হাত ওপরে তুললো। এতোক্ষণে উপলব্ধি করলো রানা, চার্লি ওর বিরুদ্ধে ভোট দিলে কি পরিমাণ হতাশ হতো ও। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো চার্লি, নিঃশব্দে হাসলো রানা।

'প্রস্তাবের পক্ষে ত্রিশটা ভোট পড়েছে, বিরুদ্ধে পড়েছে ষাটটা,' ঘোষণা করলো ম্যাক আব্রাহাম। 'কাজেই মি. রানার প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। খনি শ্রমিকদের ইউনিয়নকে সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেবো আমি। মিটিং শেষ করার আগে আর কোনো বিষয়ে আলোচনা বাকি আছে কি?'

চার্লিকে সাথে নিয়ে নিজের অফিসে ফিরে আসছে রানা।

'একটি মাত্র কারণে তোমাকে সমর্থন করলাম, জানতাম ময়নিহান জিতবে,' বললো চার্লি।

'হুঁম।'

'তার কথায় যুক্তি আছে, রানা,' অফিসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো চার্লি। 'দশ পার্সেন্ট বেতন বাড়লে প্রতি মাসে অতিরিক্ত ব্যয় হবে বিশ লাখ র‍্যাও।'

ভেতরে ঢুকে পায়ের ধাক্কায় কবাট বন্ধ করলো রানা।

'ফর গডস সেক, রানা, শ্রমিকদের প্রতি তোমার এই দরদ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অসুবিধে হবে। ময়নিহান ঠিক বলেছে—সরকার যে-কোন দিন নতুন ট্যাক্স বসাবে বলে গুজব রয়েছে বাজারে। তাছাড়া, ইস্ট

জানের ডেভলপমেন্ট স্কীম-এর জন্যে পুঁজি লাগবে আমাদের। অন্তত এই মুহূর্তে আমরা প্রোডাকশন কস্ট বাড়াতে পারি না।'

'এতো কথার দরকার কি,' ভারি গলায় বললো রানা। 'যা হবার তা তো হয়েছেই। শ্রমিকরা এখন ধর্মঘটে না গেলেই হয়।'

'ধর্মঘট সামাল দেয়ার উপায়ও আছে। টাকা দিয়ে পুলিসকে বশ করে রেখেছে ময়নিহান, তারা আমাদের পক্ষে কাজ করবে। প্রয়োজনে কিমবারলি থেকে একশো লোক আনতে পারবো আমি।'

'ড্যাম ইট, চার্লি, ইট'স রঙ। তুমিও তা জানো। দুর্বৃত্তসর্বস্ব ওই ব্যাটাও জানে। কিন্তু...আমার কি করার আছে! রীতিমতো অসহায় বোধ করছি আমি!'

'সেকি, ওকে কন্ট্রোলিং পাওয়ার দেয়ার পক্ষে তুমিই না বক্তব্য রেখেছিলে?' হেসে উঠলো চার্লি। 'দুনিয়াটাকে বদলে দেয়ার চেষ্টা বাদ দিয়ে চলো বাড়ি ফিরি।'

আউটার অফিসে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ম্যাক আব্রাহাম। চোরের মতো লাগলো তাকে, নার্ভাস ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ওদেরকে দেখে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলো। 'এক্সকিউজ মি, জেন্টলমেন, আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

'কে কথা বলছে,' সাথে সাথে জানতে চাইলো চার্লি। 'তুমি, না ময়নিহান?'

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত, মি. উডকক,' গলা অনেকটা খাদে নামালো ম্যাক আব্রাহাম।

'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?' তাকে পাশ কাটালো রানা, দরজার দিকে এগোলো।

মরিয়া হয়ে রানার কনুই ধরে ফেললো ম্যাক আব্রাহাম।

'ব্যাপার কি বলো তো, ম্যাক?' জানতে চাইলো চার্লি।

'আপনাদের সাথে একা কথা বলতে হবে আমাকে,' গলাটা আরো নিচু করলো ম্যাক আব্রাহাম। চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকালো দরজার দিকে।

'বেশ তো, কি বলবে বলো,' উৎসাহ দিলো চার্লি। 'এখানে তো আমরাই শুধু রয়েছি।'

'এখানে নয়। আপনারা আমার সাথে পরে দেখা করতে পারেন?'

একটা ভুরু উঁচু করলো চার্লি। 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। ম্যাক, তবে কি আমাকে শুনতে হবে যে তুমি আজকাল নোংরা ছবি বিক্রি করছো?'

'মি. ময়নিহান আমার জন্যে হোটেলে অপেক্ষা করছেন। তিনি জানেন ভুল করে ফেলে যাওয়া কিছু কাগজ নিতে এসেছি আমি। ফিরতে দেরি হলে সন্দেহ করবেন।' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো ম্যাক আব্রাহামের। তার প্রকাণ্ড কণ্ঠা লুকোচুরি খেলছে, বারবার কলারের আড়ালে নেমে গিয়ে আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। তার কি বলার আছে শোনার জন্যে হঠাৎ খুব-উৎসাহী হয়ে উঠলো চার্লি। 'তুমি চাও না ময়নিহান ব্যাপারটা জানুক?' প্রশ্ন করলো সে।

'মাই গুডনেস, নো!'

'কখন তুমি আমাদের সাথে দেখা করতে চাও?'

'আজ রাতে, দশটার পর মি. ময়নিহান যখন শুতে যাবেন।'

'কোথায়?' জানতে চাইলো চার্লি।

'সুইটস মাইনের লাগ দক্ষিণে একটা সাইড রোড আছে, গুঁড়ো পাথরের পাহাড় রয়েছে যেদিকটায়। রাস্তাটা আজকাল আর ব্যবহার করা হয় না।'

'চিনি,' বললো চার্লি। 'ওখানে আমরা সাড়ে দশটার সময় যাবো।'

'ধন্যবাদ, মি. উডকক—আপনারা হতাশ হবেন না।' ত্রস্ত পায়ে, চোরের মতো, দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাক আব্রাহাম।

হাতের ছড়িটা দিয়ে রানার বাহুতে বাড়ি মারলো চার্লি। 'গন্ধ শোঁকো.

তারপর বলো জিনিসটা কি।' রানার সাথে সে-ও সশব্দে বাতাস টানলো।

'আমি তো কিছুই পাচ্ছি না,' ঘোষণা করলো রানা।

'বাতাস ভারি হয়ে আছে ওটার গন্ধে, আর তুমি বলছো কিছুই পাচ্ছো না?'

'কিসের গন্ধ?'

'বেঈমানীর মিষ্টি গন্ধ।'

বাগান বাড়ি থেকে ঠিক দশটায় বেরুলো ওরা। চার্লি জেদ ধরলো তার মতো রানাকেও কালো আলখেল্লা পরতে হবে। 'বেশভূষা হতে হবে পরিবেশের সাথে মানানসই, দোস্ত। এ-ধরনের একটা অ্যাডভেঞ্চারে স্যুট বা প্রচলিত পোশাক একেবারেই অচল। অপেরা হাউসে আলখেল্লার কোনো কমতি নেই। ইতিমধ্যে আমি আনিয়েও রেখেছি।'

রানা রাজি হলো না। বললো, 'তুমি পরো, কে মানা করছে। কিন্তু আমি এই স্যুট পরেই যাবো।'

'যদি বলি বেল্টে একটা পিস্তল গুঁজে নাও, তুমি কি তাতেও আপত্তি করবে?' জানতে চাইলো চার্লি।

'করবো।' হেসে উঠলো রানা।

'তুমি বড় বেশি সাহসী, দোস্ত। মানুষের ওপর তোমার বড় বেশি আস্থা।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো চার্লি। গান র‍্যাক থেকে একটা পিস্তল নিয়ে কোমরে গুঁজলো সে।

আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা। শহরের প্রধান সড়কগুলো এড়িয়ে গেল, দুটো মাঠ পেরিয়ে উঠে এলো অন্ধকার কেপ রোডে। ইতিমধ্যে শহরটাকে পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। কালো আকাশে সরু ও ম্লান এক ফালি চাঁদ দেখা গেল, তবে তারাগুলো খুব উজ্জ্বল, পথ চিনতে অসুবিধে হলো না। গুঁড়ো পাথরের সাদা পাহাড়গুলো চকচক করছে ওদের সামনে। চার্লির মতো রানাও উত্তেজনা বোধ করছে, সন্দেহ নেই

নাটকীয় কিছু একটা ওদেরকে জানাবে ম্যাক আব্রাহাম। তার বক্তব্য যে বার্কলি ময়নিহানের বিরুদ্ধে যাবে, এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে ও। সেজন্যেই আগ্রহ বোধ করছে। বার্কলি ময়নিহানকে ইতিমধ্যে শত্রু হিসেবে চিনে ফেলেছে রানা, জানে ওদের ক্ষতি করার জন্যে সারাক্ষণ প্যাঁচ কষছে লোকটা।

পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে এগোচ্ছে ওরা, চার্লির আলখেল্লা বাতাসে পত পত করে উড়ছে। বাতাসের প্রবল বেগে রানার মুখে চুরুটের ডগা টকটকে লাল হয়ে আছে।

'লাগাম টেনে ধরো, চার্লি,' সাবধান করলো রানা। 'ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা পড়ে আছে বাঁকটা, দেখতে না পেলে অসুবিধে হবে।'

আস্তে ধীরে এগোলো ঘোড়াগুলো।

'ক'টা বাজে?' জানতে চাইলো চার্লি।

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখলো রানা। 'দশটা পঁচিশ। সময়ের আগে চলে এসেছি আমরা।'

'আরো আগে থেকে ওখানে অপেক্ষা করছে ম্যাক...এই যে, রাস্তাটা পেয়েছি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে রাস্তায় উঠলো চার্লি, রানা তাকে অনুসরণ করলো। তিন নম্বর সুইটস মাইন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে অনেক দিন থেকে, পাশেই মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে গুঁড়ো পাথরের আকাশ ছোঁয়া সাদা পাহাড়। ওটাকে মাঝখানে রেখে ঘুরছে ওরা, গায়ে ছায়া পড়লো। চার্লির ঘোড়া হাঁচি দিলো, তারপর চিঁহি-হিঁ করে ডাকলো একবার, সবশেষে নাচের ভঙ্গিতে গোটা শরীর ঘুরিয়ে নিলো আরেকদিকে। রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো ম্যাক আব্রাহাম।

'আমাদের তাহলে চাঁদের আলোয় দেখা হলো, কেমন, ম্যাক?' চাপা গলায় হেসে উঠলো চার্লি।

'প্লীজ, ঘোড়া দুটোকে রাস্তা থেকে নামিয়ে আনুন,' বললো ম্যাক।

এই কেসের অস্থিরতা এখনো ছাড়েনি তাকে।

ঝোপের আড়ালে, ম্যাকের ঘোড়ার পাশে নিজেদের ঘোড়া বাঁধলো ওরা, তারপর হেঁটে এলো ম্যাকের কাছে।

'তারপর, ম্যাক?' জানতে চাইলো চার্লি। 'তোমার ছেলেপুলেরা সব ভালো তো? দ্বিতীয় বউটাকে খুন করার পর আর তো বোধহয় বিয়ে করোনি, তাই না?' ম্যাক আব্রাহামের ছেলেমেয়ে নেই, সে বিয়েই করেনি, চার্লি এ-সব জানে।

'প্রসঙ্গটা তোলার আগে, জেন্টলমেন, আপনাদেরকে কসম খেতে হবে, এ থেকে কোনো ফল পাওয়া যাক বা না যাক, আজ রাতে আপনাদের আমি যা বলবো তার একটি শব্দও কখনো কাউকে বলতে পারবেন না।' মড়ার মতো ফ্যাকাসে লাগলো ম্যাক আব্রাহামের চেহারা, কিংবা হয়তো তারার আলোয় এমন দেখাচ্ছে।

'কথা দিলাম,' বললো রানা।

'খোদার কসম?'

'খোদার কসম।'

'আমিও কথা দিলাম,' বললো চার্লি।

'ঈশ্বর কিরে?'

'ঈশ্বর কিরে।'

কোটের সামনেটা খুললো ম্যাক আব্রাহাম, ভেতর থেকে লম্বা একটা এনভেলাপ বের করলো। 'প্রথমে আপনারা এগুলো দেখুন, তাহলে আমার প্রস্তাবটা ব্যাখ্যা করা সহজ হবে।'

এনভেলাপটা তার হাত থেকে নিলো রানা। 'কি এগুলো, আব্রাহাম?'

'যে চারটে ব্যাংকের সাথে লেন-দেন করেন মি. ময়নিহান, সেগুলোর সর্বশেষ স্টেটমেন্ট।'

'লাইটার জ্বালো, দোস্ত, লেট দেয়ার বি লাইট,' ব্যগ্র হয়ে উঠলো

'আমার সাথে পেন্সিল টর্চ আছে,' বলে মাটির ওপর উবু হয়ে বসলো ম্যাক আব্রাহাম। দেখাদেখি চার্লি ও রানাও। পেন্সিল টর্চের আলোয় হাঁটুর ওপর রেখে একটা করে কাগজ পরীক্ষা করলো ওরা। গম্ভীর, থমথমে হয়ে উঠলো ওদের চেহারা, এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো যে শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। কাগজগুলো খুঁটিয়ে দেখার সময় একটা কথাও বললো না কেউ।

অবশেষে সিধে হলো রানা, এক পা পিছিয়ে চুরুট ধরালো। 'ভালো লাগার মতো একটা জিনিসই দেখতে পেলাম,' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো ও, 'অতো টাকা দেনা নেই আমার।' কাগজগুলো ভাঁজ করে এনভেলাপে ভরে রাখলো ও। সাথে সাথে, প্রায় ছোঁ দিয়ে সেটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিলো ম্যাক আব্রাহাম, সযত্নে রেখে দিলো কোটের ভেতরে।

'আর কষ্ট না দিয়ে যা বলার বলে ফেলো, আব্রাহাম,' তাগাদা দিলো রানা।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করলো চার্লি।

হঠাৎ পেন্সিল টর্চটা নিভিয়ে দিলো ম্যাক আব্রাহাম। কথাগুলো অন্ধকারে বলতে পারাটা তার জন্যে সহজ। 'দুই কোম্পানী এক হওয়ার সময় মি. ময়নিহান আপনাদেরকে বিপুল নগদ টাকা দিয়েছেন। ওদিকে নতুন কার্টেল এগ্রিমেন্টের দরুন ডায়মণ্ড মাইন থেকে আউটপুট কমে যায়। ফলে তিনি তাঁর ব্যাংকগুলো থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ধার করতে বাধ্য হন।' গলা পরিষ্কার করার জন্যে বিরতি নিলো ম্যাক আব্রাহাম। 'তাঁর দেনার বহর আপনারা দেখেছেন। টাকা ধার দেয়ার নিয়ম মতো ব্যাংকগুলো সিকিউরিটি চেয়েছে। মি. ময়নিহান তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর সমস্ত টি. এস. সি. শেয়ার।

'ব্যাংকগুলো প্রতিটি শেয়ারের মূল্যসীমা নির্ধারণ করেছে এগারো শো র‍্যাণ্ড। আপনারা জানেন, বর্তমানে টি. এস. সি.-র প্রতিটি শেয়ার

এক্সচেঞ্জে বিক্রি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ শো পঁয়ত্রিশ র‍্যাণ্ডে, অর্থাৎ ব্যাংক কোনো ঝুঁকি নিচ্ছে না। তারপরও শেয়ারের দর কোনো কারণে যদি এগারো শো র‍্যাণ্ডে নেমে আসে, ব্যাংক ম্যানেজাররা ওগুলো বিক্রি করে দেবে। অর্থাৎ মি. ময়নিহানের প্রতিটি টি. এস. সি. শেয়ার বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে।'

'বলে যাও, ম্যাক,' উৎসাহ দিলো চার্লি। 'তোমার গলার আওয়াজ আমার কানে মধু বর্ষণ করছে।'

'আমার মনে হয়েছে যে মি. ময়নিহান যদি সাময়িকভাবে গোল্ডফিল্ডে অনুপস্থিত থাকেন—ধরুন, নতুন মেশিন কেনার জন্যে ইংল্যাণ্ডে গেলেন তিনি—তাহলে টি. এস. সি.-র দাম এগারো শো র‍্যাণ্ডে নামিয়ে আনা আপনাদের দ্বারা সম্ভব। সব কিছু ঠিকঠাক মতো করা গেলে এতে সময় লাগবে তিন কি চার দিন। আপনারা বাজারে শেয়ার ছাড়তে শুরু করবেন, সেই সাথে বাজারে গুজব ছড়াবেন খনির গভীরে লিডার রীফের কোনো অস্তিত্ব নেই। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যে মি. ময়নিহান এখানে থাকবেন না, কাজেই শেয়ারের দাম দ্রুত পড়ে গিয়ে নেমে আসবে এগারো শো র‍্যাণ্ডে, ব্যাংকগুলো তখন নিজিদের স্বার্থেই তাড়াহুড়ো করে তাঁর সব শেয়ার ছেড়ে দেবে বাজারে। এগারো শো র‍্যাণ্ড পানির দর। আপনাদের হাতে রয়েছে নগদ টাকা। আসল দামের চেয়ে অনেক কমে ওগুলো সব আপনারা কিনে নিতে পারবেন। শেয়ারগুলো কেনার পর আপনারাই হবেন থ্রি স্টার কনসলিডেটেড-এর একমাত্র মালিক, সেই সাথে মোটা অঙ্কের টাকাও কামাবেন। ছয় লাখ শেয়ার, প্রতিটি এগারো শো র‍্যাণ্ডে কিনবেন আপনারা, দাম পড়বে ছেষট্টি কোটি র‍্যাণ্ড। এক বা দু'দিন পর ওগুলোই আবার বিক্রি করতে পারবেন দুশো দশ কোটি র‍্যাণ্ডে।'

অনেকক্ষণ কথা বললো না কেউ। তারপর জানতে চাইলো রানা, 'এ থেকে তুমি কি আশা করো, আব্রাহাম?'

'আপনাদের সই করা দশ লাখ র‍্যাণ্ডের একটা চেক, মি. রানা।'

'ইহুদিরা টাকার লোভী হয় জানতাম, কিন্তু কতোটা জানা ছিলো না!' ক্ষোভ প্রকাশ করলো চার্লির কথায়।

'তুমি চুপ করো!' ধমক দিলো রানা, আবছা অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ম্যাক আব্রাহামের দিকে। 'শুধু এই টাকাটাই চাও তুমি, আব্রাহাম? আর কিছু না? স্পষ্ট করেই বলি, আমার কেন যেন খটকা লাগছে। শুধু টাকার জন্যে মি. ময়নিহানের সাথে তুমি বেঈমানী করছো, এটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। তুমি তো এমনিতেই যথেষ্ট টাকা কামাও।'

ঝট করে ওদের দিকে পিছন ফিরে ঘোড়ার দিকে হাঁটা ধরলো ম্যাক আব্রাহাম। তবে ঘোড়ার কাছে পৌঁছুবার আগেই আবার সবেগে ওদের দিকে ফিরলো সে। চিৎকার করে কথা বললো, তিক্ত কণ্ঠস্বর ভাবাবেগে কেঁপে গেল। 'আপনারা শুধু দেখতে পাচ্ছেন, মি. ময়নিহানের সাথে বেঈমানী করছি আমি। কিন্তু উনি যে আমার কতোটুকু ক্ষতি করেছেন সে-খবর রাখেন কি? মি. চার্লি উডকক, মাফ করবেন, ব্যাপারটা আপনার মনে আঘাত দিতে পারে—ময়নিহানের বোনকে আমিও ভালোবাসতাম। ময়নিহান আমাকে কথা দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে তাঁর বোনকে বিয়ে করার অনুমতি দেবেন। শুধু তাই নয়, তিনি কথা দিয়েছিলেন, বিয়ের পর তাঁর ব্যবসার একজন পার্টনারও করে নেবেন আমাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ঘটলো? আজ লিজ কোথায় আর আমি কোথায়? একটা বুড়ো হাঙরের সাথে তার বিয়ে দিয়েছেন উনি। নিজের দুর্বিষহ জীবনের কথা চিঠি লিখে আমাকে জানাচ্ছে সে। অথচ আমি কিছু করতে পারছি না। এরকম অবস্থায় যার দ্বারা আমাদের দু'জনের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে তার ক্ষতি করাটাই এখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা আমাকে ভালোই বলুন আর মন্দই বলুন!' কথা শেষ করে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললো

ম্যাক আব্রাহাম, দু'হাতে মুখ ঢাকলো।

লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলো না রানা, এমনকি চার্লিও চোখ নামিয়ে নিলো। দু'জনেই ওরা বিব্রত বোধ করছে।

খানিক পর নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললো ম্যাক আব্রাহাম, 'মি. উডকক, কাল যদি আপনি আপনার হলুদ ওয়েস্টকোটটা পরে এক্সচেঞ্জে আসেন, তাহলে আমি ধরে নেবো আপনারা আমার পরামর্শ মেনে নিয়েছেন, রাজি হয়েছেন আমার শর্তে। এরপর আমি মি. ময়নিহানকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।' ঘোড়ার বাঁধন খুললো সে, লাফ দিয়ে পিঠে চড়লো, অন্ধকারের ভেতর ফিরে যাচ্ছে কেপ রোডে।

রানা বা চার্লি, কেউই নড়লো না। ম্যাক আব্রাহামের ঘোড়ার পায়ের শব্দ এক সময় মিলিয়ে গেল দূরে। আরো কয়েক সেকেণ্ড পর নিস্তব্ধতা ভাঙলো চার্লি, 'ব্যাংক স্টেটমেন্টগুলো জাল নয়, সইগুলো চিনি আমি। সীলগুলোও নকল নয়।'

'আব্রাহামের ভাবাবেগেও ভেজাল আছে বলে মনে হয়নি আমার।' ঝোপের ভেতর চুরুটটা ফেলে দিলো রানা। 'কারো অভিনয় ক্ষমতা এতোটা ভালো হওয়া সম্ভব নয়। তবে, চার্লি, তার কথা শোনার সময় অসুস্থবোধ করছিলাম, আমার বমি পাচ্ছিলো। এরকম ঠাণ্ডা মাথায় কিভাবে একজন মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে! তার আবেগ নির্ভেজাল বলে মনে হলেও, যে ঘটনার কথা বললো সেগুলো সত্যি বলে মনে হয়নি আমার। তোমার কি ধারণা? ময়নিহান কি আব্রাহামের সাথে তার বোনের বিয়ে দিতে চাইবে? ভুলে যেয়ো না, আব্রাহাম স্রেফ তার একজন কর্মচারী।'

'লাভ দেখলে কর্মচারীর সাথে কেন, লাইটপোস্টের সাথেও বোনের বিয়ে দেবে ওরা—ইহুদিরা। ময়নিহানকে চিনি তো, তাই ম্যাকের কথা আমার মিথ্যে বলে মনে হয়নি। তবে, দোস্ত, ম্যাকের নীতিবোধ আমাদের

আলোচ্য বিষয় নয়। এসো, আমরা ফ্যাক্টস নিয়ে মাথা ঘামাই। গতকাল ময়নিহানকে কেটে-বেছে, মশলা মাখিয়ে আমাদের সামনে পরিবেশন করা হয়েছে—তার দু'কানে যথেষ্ট পরিমাণে রসুনও পুরে দেয়া হয়েছে। আমি বলি, এসো রান্না করে খেয়ে ফেলি।'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো রানা, তারপর বললো, 'গোটা ব্যাপারটাই আমার পছন্দ নয়, চার্লি।'

'কেন?' চিৎকার করলো চার্লি।

'উত্তেজিত হয়ো না। আব্রাহামের প্রস্তাবটায় রাজি হবার পিছনে কি যুক্তি আছে সেগুলো আগে দেখাও আমাকে। আমাকে তোমার কনভিন্স করতে হবে। আজ বিকেলের মিটিঙের পর, সে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে জানার পর, আমাকে কনভিন্স করা তোমার জন্যে কঠিন হওয়ার কথা নয়।'

'এক,' একটা আঙুল খাড়া করলো চার্লি। 'ময়নিহানের এটা পাপ, ও আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'দুই,' চার্লির আরো একটা আঙুল খাড়া হলো, 'নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হাতে পেলে নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবো আমরা। নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করো তুমি, সেগুলো বাস্তবায়িত করা সহজ হবে। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রমিকদের বেতন বাড়াতে পারবে। এবং আবার আমি টপ ম্যান হিসেবে নিজের আসন ফিরে পাবো।'

'হুঁ,' দু'আঙুলে নতুন গজানো গোঁফের প্রান্ত ধরে বার বার টানছে রানা, চিন্তিত।

'তিন। টাকা কামাবার সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতে নেই। এ-ধরনের সুযোগ আর কখনো পাবো না আমরা। চার—শত্রুর শেষ রাখতে নেই। পাঁচ, এটাই সবচেয়ে বড় কারণ—দোস্ত, হলুদ ওয়েস্ট কোটে দারুণ

মানায় আমাকে। কাল সকালে ওটা পরা অবস্থায় আমাকে দেখতে পাবার সুযোগ এক হাজার টি. এস. সি. শেয়ারের বিনিময়েও নিশ্চয়ই হারাতে রাজি হবে না তুমি।'

'যুক্তিগুলো জোরালো, সন্দেহ নেই,' বললো রানা। 'তবে নীতিগত-ভাবে তোমার সাথে একমত নই আমি। ময়নিহান আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তা ঠিক, কিন্তু তাতে তার সফল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, বিশেষ করে আমরা যদি সতর্ক থাকি। শুধু সুযোগ এসেছে বলে বিজনেস পার্টনারের সর্বনাশ করবো, এতে আমার মন সায় দিচ্ছে না।'

'প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তোমার যুক্তিগুলোও তুমি আমাকে শোনাও,' আহ্বান জানালো চার্লি। 'দেখি সেগুলো কতটা জোরালো।'

'আমার যুক্তি মাত্র দুটো। ময়নিহানকে এতো বড় শত্রু বলে মনে করার দরকার নেই যে তার এরকম ক্ষতি করতে হবে। আর, আব্রাহামের প্রস্তাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা ঘাপলা আছে বলে মনে হয়েছে আমার—স্রেফ সন্দেহ, কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবো না।'

'তোমার দুটো যুক্তিই অত্যন্ত দুর্বল, ধোপে টেকে না। ময়নিহান যথেষ্ট বড় শত্রু, এবং একমাত্র শত্রুও বটে। তোমার কি মনে হয়, প্রস্তাবটা যদি ময়নিহান পেতো, কি করতো সে? সানন্দে লুফে নিতো না?'

'তা হয়তো নিতো।'

'আর ঘাপলার কথা যেটা বলছো, সেটা মনের ভুল। প্রমাণ ছাড়া, শুধু সন্দেহের কারণে, এরকম একটা সুযোগ আমরা হাতছাড়া করতে পারি না। আমার কাছে তো ম্যাকের প্রস্তাবটা নিরেট ও নিখুঁত বলেই মনে হয়েছে। তোমার কাছেও তাই মনে হয়েছে, অন্তত তুমি কোনো খুঁত বের করতে পারোনি।'

'তুমি যাই বলো, কাজটা অন্যায় হবে। আমি এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।'

'তোমার কথা আমি মানলে তো!'

পাঁচ

বার্কলি ময়নিহানকে গোল্ডফিল্ড থেকে কিভাবে সরানো যায় তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে হলো না চার্লিকে। কাজ আছে, লণ্ডনে একজনকে যেতেই হবে। নতুন খনির জন্যে মেশিন কিনতে হবে ওখান থেকে, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে কয়েক শো বৃটিশ এঞ্জিনিয়ার চাকরি পাবার আশায় আবেদন-পত্র জমা দিয়েছে, তাদের সাক্ষাৎকারও নিতে হবে। আভাসে-ইঙ্গিতে চার্লি ভাব দেখালো এর আগে প্রতিবারই ময়নিহান বিদেশে গেছে, তাই এবার সে যেতে চায়। ময়নিহান যুক্তি দেখালো, মাইনিং মেশিন সম্পর্কে তার পড়াশোনা ব্যাপক, কাজেই মেশিন কেনার জন্যে তাকেই যেতে হবে। মনে মনে ভারি খুশি হলো চার্লি, যদিও ভাব দেখালো অসন্তুষ্ট ও হতাশ হয়েছে সে।

'একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি দেবো আমরা,' সেদিন রাতে ডিনারে বসে রানাকে বললো চার্লি। 'না…মানে, ঠিক ফেয়ারওয়েল পার্টি নয়…আপদ বিদায় হওয়া উপলক্ষ্যে আনন্দভোজ বলতে পারো।' টেবিলে তবলা বাজাতে শুরু করলো সে।

মৃদু হাসলো রানা।

'অনুষ্ঠান হবে সুফিয়ার হোটে…,' শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো

চার্লি। 'অনুষ্ঠানটা হবে এখানে, আমাদের বাগানবাড়িতে। বিরাট আয়োজন করবো, কাউকে দাওয়াত দিতে বাদ রাখবো না, নাচ-গানের ব্যবস্থাও থাকবে, পরে যাতে ময়নিহান বলতে পারে—শালার আমার সব কেড়ে নিয়েছে বটে, তবে পার্টি একখান দিয়েছিল বটে!'

'পার্টি খুব একটা পছন্দ করে না সে,' বললো রানা।

'বিশেষ করে সেজন্যেই তো দেবো!' হাসতে লাগলো চার্লি।

এক হপ্তা পর, সকালের ট্রেনে চড়ে গোল্ডফিল্ড ত্যাগ করলো ম্যাক আব্রাহাম ও বার্কলি ময়নিহান। সান্ধ্য পোশাক পরা অন্তত ত্রিশজন স্টক এক্সচেঞ্জ সদস্য স্টেশনে উপস্থিত থাকলো তাকে বিদায় জানাবার জন্যে। সারারাত মদ খাওয়ার পর কেউই পুরোপুরি সুস্থির নয়। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে নাতিদীর্ঘ একটা ভাষণ দিয়ে ফেললো চার্লি, ময়নিহানের সুস্বাস্থ্য কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো সে, ফিরে এসেই সে যেন খবর পায় গোল্ডফিল্ডে আরো একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছে ওরা। সবশেষে ময়নিহানকে এক তোড়া গোলাপ উপহার দিলো সে। ট্রেন ছেড়ে দেবার পর প্রধান সড়ক ধরে পায়ে হেঁটে অফিসে ফিরলো চার্লি ও রানা, সবাই সকৌতুকে দেখলো পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে ওরা, তবে একা শুধু চার্লিই টলছে।

অফিসে ফিরে একটা গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢাললো চার্লি, রানার জন্যে কফি আনার আদেশ করলো। 'কি ব্যাপার, দোস্ত? তুমি অমন গুম মেরে আছো কেন? আজ না আমাদের আনন্দ করার দিন?'

'না, ভাবছি।'

'কি ভাবছো, দোস্ত?'

'ভাবছি কাজটা আমরা ঠিক করছি কিনা।'

'ঠিক করছি না মানে? এখনো তুমি দ্বন্দ্বে ভুগছো? শোনো, পার্টিতে ম্যাকের সাথে গোপনে কথা বলার সুযোগ পাই আমি। সেন্ট লুইস থেকে

একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে ও, ময়নিহানকে নিয়ে জাহাজে চড়ার পর। ওই টেলিগ্রাম না পাওয়া পর্যন্ত এখানে আমরা কিছু শুরু করবো না।'

'এই ব্যাপারটা আমি বুঝলাম না। প্লেন বাদ দিয়ে ওদের জাহাজে চড়ার মানে কি?'

'এর আগেও তো জাহাজে চড়েই ইংল্যাণ্ডে গেছে ময়নিহান,' বললো চার্লি। 'প্লেনে চড়তে ভয় পায়, তার বুক কাঁপে।'

কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেল, ইতিমধ্যে প্রায় মাতাল হয়ে গেছে চার্লি। এক সময় রানা বললো, 'চলো, বাড়ি ফিরি এবার। তোমার ঘুম দরকার।'

'অনেক দূর,' জড়ানো গলায় বললো চার্লি। 'আমি এখানেই শোবো।' সোফার ওপর গা এলিয়ে দিলো সে।

জুতো খুলে রানাও একটা সোফায় লম্বা হলো। চার্লিকে এখানে একা রেখে ওরও বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়।

কেপটাউনে কিছু কাজ ছিলো, জাহাজে চড়তে দেরি হলো ময়নিহানের। দশ দিন পর ম্যাক আব্রাহামের টেলিগ্রাম পেলো ওরা। নিজেদের ক্লাবে বসে লাঞ্চ খাচ্ছিল রানা ও চার্লি, ওদের টেবিলে ডেলিভারি দেয়া হলো টেলিগ্রামটা। এনভেলাপ খুলে মেসেজটা চার্লিকে পড়ে শোনালো রানা।

'আজ বিকেলে জাহাজে চড়ছি। গুড লাক। ম্যাক।'

'আমি ওর স্বাস্থ্য কামনা করে পান করছি,' বলে ওয়াইনের গ্লাসটা মুখে তুললো চার্লি।

'কাল,' বললো রানা। 'সুফিয়া ডিপ-এ যাবো আমি, আঁন্দ্রে জিদকে বলবো মাইনের বটম লেভেল থেকে সমস্ত লোককে যেন তুলে আনা হয়। কাউকে ওখানে নামতে দেয়া হবে না।'

'চোদ্দ নম্বরের মুখে পাহারা বসাও,' পরামর্শ দিলো চার্লি। 'তাহলে

আরো নিশ্চিন্ত মনে হবে।'

'গুড আইডিয়া,' মন্তব্য করলো রানা। 'যা-ই করি না কেন, শয়তানী অন্ততও তাড়াতাড়ি করা উচিত।'

টেবিলের পাশ দিয়ে এক লোককে এগোতে দেখে ঘাড় ফেরালো চার্লি। 'দোস্ত, বলো তো কে ওই লোক?' হঠাৎ হাসতে শুরু করলো সে।

'কার কথা বলছো?' রানা অবাক হলো।

'এইমাত্র লাউঞ্জে ঢুকলো। ওই যে, টয়লেটে যাচ্ছে...।'

'চিনলাম না?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'জার্নালিস্ট ভদ্রলোক?'

'সানডে মিররের এডিটর।' মাথা ঝাঁকালো চার্লি। 'এসো, দোস্ত, তাড়াতাড়ি।' গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' রানাও দাঁড়ালো।

'একটু পাবলিসিটির ব্যবস্থা করতে।'

চার্লির পিছু পিছু ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো রানা, লাউঞ্জ হয়ে ঢুকে পড়লো পুরুষদের টয়লেট এলাকায়। একটা খুপরির দরজা বন্ধ দেখলো ওরা, ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে ভেতর থেকে গলা খাঁকারি দিলো কেউ। রানার দিকে ফিরে চোখ মটকালো চার্লি। প্রস্রাব করার জন্যে পাশাপাশি দাঁড়ালো ওরা, বললো, 'এখন শুধু, রানা, আমরা আশা করতে পারি ইন্সপেক্টর আবার একটা মিরাকল ঘটাবে ময়নিহান। ও ব্যাটা যদি ব্যর্থ হয়—,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করলো সে।

তার কথার খেই ধরে শুরু করলো রানা, 'ওটার ওপর ভরসা রেখে আসলে আমরা সাংঘাতিক ঝুঁকি নিচ্ছি। আমি এখনও বলছি, আর দেরি না করে শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিই এসো। আজ সকালে টি. এস. সি.-র দর ছিলো তিন হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ র‍্যাণ্ড, তারমানে খবরটা এখনো ফাঁস হয়নি। কিন্তু ফাঁস হবার পর ওগুলো আর আমরা বিক্রি করার সুযোগ পাবো না। এখনো সময় আছে, চার্লি। আমার কথা শোনো।'

'না,' বললো চার্লি। 'ময়নিহান একটা খবর না পাঠানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবো আমরা। জানি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, তবে ভুলো না, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে।' দু'জন একসাথে পিছিয়ে এলো ওরা, তারপর দরজার দিকে এগোচ্ছে। 'থ্রি স্টার ধসে পড়লে আমাদের হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে যাবে, সে-কথা ভেবেছো?'

বাইরে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করলো রানা। 'তুমি একটা পাকা বদমাশ, চার্লি,' ফিসফিস করে বললো ও।

'বলতে আনন্দই লাগছে যে তোমার সাথে পুরোপুরি একমত আমি,' চার্লিও ফিসফিস করলো।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার সাথে সাথে উত্তেজনা অনুভব করলো রানা, জানে আজ সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে। চুপচাপ শুয়ে থেকে বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনাটুকু উপভোগ করলো ও, মনে মনে উত্তেজনার কারণটা খুঁজছে। তারপর ঝট করে বসলো ও, কফি টেবিলে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো। কাগজটার একটা কোণ ধরে ঝাঁকালো, খুলে গেল ভাঁজ। সামনের পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে খবরটা ছেপেছে গোল্ডফিল্ড নিউজ। হেডিং দিয়েছে—'থ্রি স্টার কোম্পানীর সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি? বার্কলি ময়নিহানের রহস্যময় অভিযান।'

থ্রি স্টারকে নিয়ে রীতিমতো রোমাঞ্চকর একটা গল্প তৈরি করা হয়েছে, যদিও কাহিনীর কোথাও নিরেট কোনো তথ্য নেই। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ ও অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এ ধরনের গৎ ব্যবহার করে পাঠকদের বলার চেষ্টা করা হয়েছে, থ্রি স্টার কনসলিডেটেডের ব্যবসা যে-কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে।

পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলো রানা, চার্লির বেডরুমের দিকে এগোলো।

বিছানা ও চাদরের সবটুকু একাই দখল করে নিয়েছে চার্লি, তার পাশে দ আকৃতি নিয়ে শুয়ে আছে একটা মেয়ে। চার্লি নাক ডাকছে, ঘুমের মধ্যে হাসছে মেয়েটা। ড্রেসিং গাউনের কর্ডটা ধরলো রানা, ডগা দিয়ে সুড়সুড়ি দিলো চার্লির নাকে। নাকের ডগা কুঁচকে উঠলো তার, বন্ধ হলো নাক ডাকা। বিছানায় উঠে বসলো মেয়েটা, রানার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালো।

'লুকাও, জলদি!' চিৎকার করলো রানা। 'ডাকাত পড়েছে বাড়িতে!'

সরাসরি শূন্যে লাফ দিলো মেয়েটা, বিছানা থেকে তিন ফুট দূরে গিয়ে পড়লো, আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র সে, কাজেই তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতে আড়ষ্ট বোধ করলো রানা। 'ঠিক আছে, শান্ত হও,' বললো ও। 'ডাকাতরা পালিয়েছে। কাপড়চোপড় নিয়ে কেটে পড়ো।'

এতোক্ষণে নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হলো মেয়েটা। হাত দিয়ে লজ্জা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে, বিছানা থেকে কুড়িয়ে নিলো কাপড়গুলো, এক ছুটে ঢুকে পড়লো বাথরুমে।

চাদরের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে গোটা ব্যাপারটা দেখলো চার্লি। মেয়েটা বাথরুমে ঢুকতেই হাতজোড় করলো সে। 'এবারের মতো মাফ করে দাও, দোস্ত। আসলে হয়েছে কি জানো, মেয়েটাকে আমি আসতে বলিনি, ও নিজেই কাল রাতে চলে আসে···আমার মনে ছিলো এ–বাড়িতে ওদের ঢোকা নিষেধ, কিন্তু মেয়েটা বললো যে ওর থাকার কোনো জায়গা নেই, অন্তত রাতটুকু যদি তাকে থাকতে দিই···।'

'আমি কোনো ব্যাখ্যা শুনতে চাইনি,' বললো রানা। 'কাজটা তুমি ভালো করোনি, আশা করবো ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা আর ঘটবে না।' কাগজটা চার্লির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিছানার কিনারায় বসলো ও।

কথা বলার আগে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো চার্লির মুখ।

'সকালেই আমি একবার এডিটরের অফিসে যাবো, রেগেমেগে গালিগালাজ করে এলে তার সন্দেহ আরো বাড়বে। তুমি, দোস্ত, সুফিয়া ডিপ-এ চলে যাও, সবগুলো বটম লেভেল বন্ধ করে দেবে। এক্সচেঞ্জে তোমার সাথে দেখা হবে আমার, খোলার সময়। ভালো কথা, মুখ থেকে হাসি হাসি ভাবটুকু মুছে ফেলতে ভুলো না যেন আবার। দেখে যেন মনে হয়, দুশ্চিন্তায় সারা রাত ঘুম হয়নি তোমার।'

সকাল দশটায় এক্সচেঞ্জের সামনে এসে রানা দেখলো, রাস্তা পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ভিড়ের ভেতর দিয়েই ধীরে ধীরে এগোলো ঘোড়ার গাড়ি, চিৎকার করে পথ ছাড়ার অনুরোধ করছে ডমরু। গম্ভীর থমথমে চেহারা, নাক বরাবর সোজা তাকিয়ে আছে রানা। চারপাশ থেকে অসংখ্য প্রশ্ন ছুটে এলো, শেয়ার হোল্ডাররা চিৎকার করে জানতে চাইছে থ্রি স্টার-এর ভবিষ্যৎ কি। কারো প্রশ্নের উত্তর দিলো না রানা, কারো দিকে তাকালো না। প্রধান প্রবেশপথের মুখে গাড়ি থামালো ডমরু, ভিড়টাকে ঠেকিয়ে রাখলো ছ'জন পুলিস। পাকা চাতাল পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা।

ওর খানিক সামনে চার্লিকে দেখা গেল, সদস্য ও ব্রোকাররা চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে তাকে। রানাকে দেখতে পেয়ে লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে ঘন ঘন হাতছানি দিলো সে। ব্যস, আর যায় কোথা, চার্লিকে বাদ দিয়ে লোকগুলো ছুটে এলো রানার দিকে। মারমুখো জনতা বা গণপিটুনি কি জিনিস, রানা জানে। ও কিছু বলার আগেই হ্যাটটা অদৃশ্য হয়ে গেল মাথা থেকে। টান পড়লো কোটে, ছিটকে পড়লো কয়েকটা বোতাম। ওর চোখের সামনে ঘামে ভেজা একটা মুখ দেখা গেল, হিসহিস করে জানতে চাইলো লোকটা, 'ঘটনা কি সত্যি?' তার মুখ থেকে থুথু বেরোচ্ছে। 'সত্যি কিনা জানার অধিকার আছে আমাদের। বলুন...।'

প্রতিবাদে কোনো কাজ হচ্ছে না দেখে হাতের ছড়িটা মাথার ওপর বন

বন করে বার কয়েক ঘোরালো রানা। চিৎকার করে বললো, 'কেউ আহত হলে আমি দায়ী নই!' পরমুহূর্তে ছড়িটা ভিড়ের মাথা লক্ষ্য করে নামিয়ে আনলো। যদিও লাগলো না কাউকে, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিবশত পিছিয়ে গেছে লোকগুলো।

একা হতেই ছড়িটা বগলে গুঁজে রাখলো রানা, বললো, 'পরে আমি একটা বিবৃতি দেবো। তার আগে পর্যন্ত আমি আশা করবো সবাই আপনারা ভদ্রতার পরিচয় দেবেন।' ভিড়ের দিকে হাত পাতলো ও। 'আমার হ্যাট।'

কে যেন বললো, 'ঘটনা সত্যি হলে শুধু হ্যাট নয়, মাথাটাও চাই আমরা।'

গুঞ্জন উঠলো ভিড়ের মধ্যে থেকে, আবার রানার দিকে এগোতে শুরু করলো লোকজন।

'ইউ বাস্টার্ডস, শাট আপ!' গর্জে উঠলো রানা। বগল থেকে খসে পড়লো ছড়ি, ওর হাতে বেরিয়ে এলো পিস্তল। 'কেউ আর এক পা এগোলেই আমি গুলি করবো।' খালি হাতটা আবার পাতলো ও। 'আমার হ্যাট।'

ভিড় থেকে বেরিয়ে এলো এক যুবক, রানার হাতে তুলে দিলো হ্যাটটা। 'সরি, মি. রানা।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো রানা। মাথায় হ্যাটটা পরে চার্লির দিকে এগোলো ও। লক্ষ্য করলো, চার্লির ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটতে যাচ্ছে। চোখের ভাষায় নিঃশব্দে তাকে সাবধান করলো রানা। বাঘের মতো গম্ভীর চেহারা নিয়ে মেম্বারস' লাউঞ্জে এসে ঢুকলো ওরা।

'তোমার ওদিকের খবর কি?' নিচু গলায় জানতে চাইলো চার্লি।

'ভালো।' চেহারায় বিশ্বাসযোগ্য উদ্বেগ ফুটিয়ে তুললো রানা। 'চোদ্দ নম্বরে সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে এসেছি। খবরটা এখানে পৌঁছুতে যা দেরি, লোকগুলো উন্মাদ হয়ে যাবে। তোমার খবর?'

'গোল্ডফিল্ড নিউজের এডিটরকে শুধু মারতে বাকি রেখেছি। কোনো সন্দেহ নেই, আমি চলে আসার পরপরই কাল ছাপার জন্যে রিপোর্ট লিখতে বসে গেছে সে। দোস্ত, শোনো, বিবৃতি দেয়ার সময় এমন সব শব্দ ব্যবহার করবে, লোকে যেন বুঝতে পারে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছো। মানে লক্ষ্য রাখতে হবে বিবৃতিটা যেন বিশ্বাসযোগ্য না হয়। সব যদি এভাবে এগোয়, কেনা-বেচা শুরু হবার ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে শেয়ারের দাম এগারো শো র‍্যাণ্ডে নেমে আসবে।'

কেনা-বেচা শুরু হবার পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে প্রেসিডেন্টের বক্স-এ দাঁড়ালো রানা। সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিলো ও। শোনার সময় মনে মনে ওর প্রশংসা করলো চার্লি। রানার আন্তরিক আশ্বাসবাণী ও ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল লক্ষ্য করে যে-কোনো অটল আশাবাদীও হতাশায় মুষড়ে পড়তে বাধ্য। বক্তৃতা শেষ করে বক্স থেকে নেমে এলো রানা, এই প্রথম বক্তৃতা দেয়ার পর হাততালির শব্দ শোনা গেল না। ঘন্টা বেজে উঠলো, শুরু হলো কেনা-বেচা। ব্রোকাররা একা বা জোট বেঁধে মেঝেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথমেই রোমাঞ্চকর প্রস্তাব শোনা গেল, 'আই সেল টি. এস. সি.।'

কেনার তেমন কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। দশ মিনিট পর বোর্ডে একটা বিক্রির কথা লেখা হলো, তিন হাজার পাঁচশো র‍্যাণ্ডে—গতকালের চেয়ে পঁয়ত্রিশ র‍্যাণ্ড কম দরে। রানার দিকে ঝুঁকলো চার্লি। 'ঘটনার চাকা ঘোরাবার জন্যে নিজেদের কিছু শেয়ার বিক্রি করতে হবে আমাদের, তা না হলে সবাই পাঁচিলের ওপর বসে থাকবে, ঝাঁপ দেবে না।'

'হয়তো তাই,' সায় দিলো রানা। 'পরে ওগুলো আমরা পানির দামে কিনে নিতে পারবো। তবে সুফিয়া দ্বীপের খবরটা ফাঁস না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

বেলা এগারোটার দিকে ব্যাপারটা ঘটলো। প্রতিক্রিয়া হলো তীব্র,

লোকজন উন্মাদের মতো শেয়ার বিক্রি শুরু করলো, দশ মিনিটের মধ্যে দাম নেমে এলো দু'হাজার র‍্যাণ্ডে। কিন্তু ওই দু'হাজারেই স্থির হয়ে থাকলো, আশা ও সন্দেহের দোলায় সামান্য এদিক ওদিক দুলছে।

'এবার মাঠে নামতে হয় আমাদের,' ফিসফিস করলো চার্লি। 'এরই মধ্যে টান পড়ে গেছে শেয়ারের। আমরা যদি না ছাড়ি, ওখানেই স্থির হয়ে থাকবে দাম।'

রানা অনুভব করলো, ওর হাত কাঁপছে। হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে পকেটে ভরলো ও। নার্ভাস হয়ে পড়ছে চার্লিও, তার মুখের একটা শিরা তড়াক তড়াক করে বার কয়েক লাফালো, চোখ দুটো লালচে হয়ে উঠেছে। জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ও সাফল্য বাজি ধরেছে সে। এতো বড় জুয়া পৃথিবীর ইতিহাসে আর বোধহয় কেউ কখনো খেলেনি।

'বেশি বাড়াবাড়ি করো না, পঞ্চাশ হাজার শেয়ার বিক্রি করো।'

থ্রি স্টারের বাজারদর পঞ্চাশ হাজার শেয়ারের চাপে খানিকটা নামলো, তবে দেড় হাজারে নামার পর আবার স্থির হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে সময়। শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। দর আগের মতোই, কোনো উত্থান-পতন নেই। দেখতে দেখতে এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল। রানার গোটা শরীর উত্তেজনায় শক্ত হয়ে উঠেছে। বগলের নিচে ঠাণ্ডা ঘাম অনুভব করলো ও।

'আরো পঞ্চাশ হাজার বিক্রি করো,' নিজেদের ক্লার্ককে নির্দেশ দিলো চার্লি। তার নিজের কানেই বেসুরো শোনালো গলার আওয়াজটা। চুরুটটা ফেলার জন্যে অ্যাশট্রের দিকে হাত বাড়ালো সে, হাত লেগে টেবিল থেকে মেঝেতে পড়ে গেল চীনামাটির অ্যাশট্রে। নিস্তব্ধ হলরুমে ভাঙার শব্দটা হলো বোমা ফাটার মতো। সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

এখন আর ওদেরকে অভিনয় করতে হচ্ছে না, এমনিতেই উদ্বেগে কাহিল হয়ে গেছে চেহারা। চোদ্দ শো র‍্যাণ্ডে নেমে এলো শেয়ারের দাম, তারপর আর নড়ে না। ঘটনার চাকা ঘোরাবার জন্যে আরো এক লাখ

শেয়ার বিক্রি করলো চার্লি। সাড়ে তেরোশো র‍্যাণ্ডে নামলো দর।

'কেউ কিনছে,' বিড়বিড় করলো রানা। 'চার্লি, ভালো করে খোঁজ নাও—কোথাও বড় রকমের কোনো ঘাপলা আছে বলে মনে হচ্ছে আমার।'

'আরে ধ্যাত্—কিসের ঘাপলা! এ নিশ্চয়ই গ্রীক বানচোত ফানটুসের কাজ: তার খাঁই মেটাতে হলে আরো কিছু শেয়ার ছাড়তে হবে আমাদের, তা না হলে দাম কমবে না।'

বিকেলের দিকে চার্লি ওদের শেয়ার পঞ্চাশ হাজার হাতে রেখে বাকি সবই বিক্রি করে দিলো। তারপরও গোঁয়ারের মতো এগারো শো পঁচাত্তর র‍্যাণ্ডে স্থির হয়ে থাকলো দর। মাত্র পঁচাত্তর র‍্যাণ্ডের জন্যে ভেলকিটা শুরু হচ্ছে না। শেয়ারের দাম এগারো শো র‍্যাণ্ডে নামলেই অপ্রস্তুত বাজারে বন্যা বইয়ে দেবে বার্কলি ময়নিহানের শেয়ার। কিন্তু ইতিমধ্যে চার্লি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে ইচ্ছে থাকলেও দাম কমাবার জন্যে নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়তে পারছে না।

মার্কেট বন্ধ হয়ে গেল। নিজেদের চেয়ারে নেতিয়ে পড়লো রানা ও চার্লি। ধীরে ধীরে খালি হয়ে গেল লাউঞ্জ, তারপরও ওরা দু'জন নড়লো না। আরো অনেকক্ষণ পর সামনের দিকে ঝুঁকে চার্লির কাঁধে হাত রাখলো রানা। 'সব ঠিক হয়ে যাবে,' বললো ও। 'কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা, শক্তি বিনিময় করলো, একজন অপরজনের কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করার পর, একসাথে হাসলো দু'জন। উঠে দাঁড়ালো রানা। 'চলো, বাড়ি ফেরা যাক।'

ছয়

খেতে বসে কোনো কথা হলো না, ওয়াইন ছাড়া তেমন কিছু খেতেও পারলো না ওরা। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে যার কামরায় শুতে চলে গেল।

ক্লান্ত হলেও সহজে ঘুম এলো না রানার। মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর যদি বা ঘুম এলো, একের পর এক বিদঘুটে সব স্বপ্ন দেখে বারবার আঁৎকে উঠলো ও। ভোরের আলোয় জানালাগুলো স্পষ্ট হতে দেখে স্বস্তিবোধ করলো রানা। ব্রেকফাস্ট নিয়ে টেবিলে বসে শুধু এক কাপ কফি খেলো ও, বাকি সব খাবার প্লেটেই পড়ে থাকলো, খিদে নেই। দিনটা আজ কেমন যাবে ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিলো ওর। চার্লিও খুব অস্থির হয়ে আছে, সে-ও সারারাত ঘুমোতে পারেনি। নাস্তার টেবিলে বসে খুব সামান্যই কথা হলো। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে একচেঞ্জে যাওয়ার সময় কোনো কথাই হলো না।

আজও এক্সচেঞ্জের বাইরে লোকজনকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ওরা। ভিড় ঠেলে বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকলো দু'জন। লাউঞ্জে নিজেদের চেয়ারে বসলো ওরা, চোখ ঘুরিয়ে সদস্যদের দিকে তাকালো রানা। সবারই ক্লান্ত চেহারা, রাতে ঘুমাতে পারেনি। হেলমুট সোবারকে

হাই তুলতে দেখলো ও। হাই তোলার জন্যে রানাও মুখের সামনে হাত তুললো, লক্ষ্য করলো হাতটা কাঁপছে। কাঁপুনি থামাবার জন্যে চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরলো ও। লাউঞ্জের আরেক মাথা থেকে ওদের দিকে তাকালো রিপ র‍্যাথকিন, রানার সাথে চোখাচোখি হতেই তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো সে, তারপর সে–ও বিশাল একটা হাই তুললো।

রানার দিকে ঝুঁকলো চার্লি। 'কেনা–বেচা শুরু হবার সাথে সাথে শেয়ার ছাড়বো আমরা। সবাইকে আতঙ্কিত করার চেষ্টা করবো। তুমি একমত?'

'সাডেন ডেথ,' বলে মাথা ঝাঁকালো রানা। আরো একটা গোটা দিন মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করার মতো শক্তি নেই ওর। 'আচ্ছা, আমরা কি এক হাজার পঞ্চাশ র‍্যাণ্ডে বিক্রি করার প্রস্তাব দিতে পারি না?'

চার্লির মুখে দেঁতো হাসি দেখা গেল। 'পারি না। সবাই টের পেয়ে যাবে। বাজার দরেই ছাড়তে হবে, শেয়ারের ভারে দর আপনা থেকেই কমবে।'

'কিন্তু যদি না কমে?'

'কমতে বাধ্য,' কেঁপে গেল চার্লির গলা। 'আমাদের শেষ সম্বলটুকু বাজি ধরতে যাচ্ছি আমরা। মার্কেট খোলার সাথে সাথে বাকি সব শেয়ার ছেড়ে দেবো আমরা। তারপরও দর কিভাবে না কমে পারে আমি জানি না।'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

হাতছানি দিয়ে নিজেদের ক্লার্ককে ডাকলো চার্লি। লাউঞ্জের ঢোকার মুখে, দরজার কাছে, শান্তভাবে অপেক্ষা করছিল সে। লোকটা কাছে আসতে চার্লি তাকে বললো, 'যতোটা সম্ভব ভালো দামে পঞ্চাশ হাজার টি.এস.সি. বিক্রি করো।'

চোখ মিটমিট করলো ক্লার্ক, তবে প্যাডে সংখ্যাটা লিখে নিয়ে মেইন

ফ্লোরের দিকে চলে গেল তখুনি। এরইমধ্যে অন্যান্য ব্রোকাররা ভিড় জমাতে শুরু করেছে ওখানে। ঘন্টা বাজতে এখনো কয়েক মিনিট দেরি আছে।

'যদি কাজ না হয়?' জিজ্ঞেস করলো রানা। পেটের পেশী এতো বেশি টান হয়ে আছে যে বমি পাচ্ছে ওর।

'কাজ হতে বাধ্য—হতেই হবে,' শুধু রানার উদ্দেশ্যে নয়, নিজের উদ্দেশ্যেও ফিসফিস করলো চার্লি। ছড়ির মাথাটা মুঠোর ভেতর নিয়ে আঙুলগুলো মোচড়াচ্ছে সে, দাঁতে দাঁত চেপে আছে।

চেয়ারে বসে ঘন্টা বাজার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। গোটা পরিবেশ ভৌতিক ও অচেনা লাগছে রানার, যেন একটা স্বপ্নের ভেতর রয়েছে ওরা। ওদের মতো সদস্যরাও খুব কম কথা বলছে, মাঝে মধ্যে যা-ও বলছে তা-ও ফিসফিস করে। খুব একটা হাঁটাচলাও নেই, যে যার চেয়ারে বসে আছে। ওদের দিকে তাকালেও, চোখাচোখি হলেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে লোকজন।

তারপর এক সময় ঘন্টা বাজলো। প্রায় লাফিয়ে উঠলো চার্লি, সামনের দিকে ঝুঁকে টেবিল থেকে ছোঁ দিয়ে চুরুটের বাক্সটা তুলে নিলো রানা। ক্লার্কের গলা শুনতে পেলো ওরা, তীক্ষ্ণস্বরে বলছে, 'আই সেল টি.এস.সি.।' গুঞ্জন শুরু হলো, শুরু হলো কেনা-বেচা। লাউঞ্জের দরজা দিয়ে বোর্ডের দিকে তাকালো রানা, চক দিয়ে লেখা হলো প্রথম বিক্রির দর। 'এগারো শো সত্তর র‍্যাণ্ড।'

চুরুটে লম্বা টান দিলো রানা, চেয়ারে হেলান দিয়ে নিজেকে বাধ্য করলো শান্ত থাকতে। ওর পাশের চেয়ারের হাতলে আঙুল নাচাচ্ছে চার্লি, শব্দটা শুনেও না শোনার ভান করলো ও। বোর্ডের লেখা মুছে ফেলা হলো, নতুন অঙ্ক বসলো সেখানে। 'এগারো শো ষাট র‍্যাণ্ড।'

ফুসফুস খালি করে লম্বা ধোঁয়া ছাড়লো রানা। 'নামছে,' ফিসফিস

করলো ও।

আঙুল নাচানো বন্ধ হলো চার্লির, চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরলো সে, আঙুলের ডগা সাদা হয়ে গেল।

'এগারো শো পঞ্চাশ।' উত্তেজনায় হাঁসফাঁস করছে রানা। লক্ষ্যই করলো না, মেইন ফ্লোর থেকে ফিরে এসেছে ওদের ক্লার্ক।

টেবিল থেকে পানির গ্লাসটা তুলে নিয়েও রেখে দিলো চার্লি, নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না, সন্দেহ হচ্ছে বিষম খাবে।

'এগারো শো পঁচিশ।' ঠোঁট নড়ে উঠলো রানার, আওয়াজটা শুধু নিজে শুনতে পেলো ও।

আরো দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। এগারো শো দশে স্থির হয়ে থাকলো দর।

চার্লির নির্দেশ পেয়ে আবার ছুটে গেল ক্লার্ক। আরো পঞ্চাশ হাজার শেয়ার বিক্রি করতে বলা হয়েছে তাকে।

'এগারো শো পাঁচ,' বিড়বিড় করলো রানা।

ত্রিশ সেকেণ্ডও পেরুলো না, থ্রি স্টার শেয়ারের দাম নেমে এলো এগারো শো র‍্যাণ্ডে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো চার্লি। 'এবার! ভেলকি শুরু হলো বলে, দোস্ত! এবার ব্যাংক আসবে। তৈরি হও, দোস্ত, তৈরি হও!'

রেকর্ডার বোর্ডে লিখলো, 'এক হাজার নব্বুই র‍্যাণ্ড।'

'এবার ওদেরকে আসতেই হবে,' আবার বললো চার্লি। 'সত্যিকার ধনী হবার জন্যে তৈরি হও, দোস্ত।'

ওদের ক্লার্ককে ফিরে আসতে দেখা গেল। লাউঞ্জে ঢুকে ওদের সামনে দাঁড়ালো সে। 'ওগুলো আমি বিক্রি করতে পেরেছি, স্যার।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল চার্লির। 'এতো তাড়াতাড়ি!' জানতে চাইলো সে।

'জ্বী, স্যার। পঞ্চাশ হাজার শেয়ার মাত্র তিনজনে ভাগ করে কিনে নিলো। তবে, স্যার, শেষ পনেরো হাজার বিক্রি করতে হয়েছে এক হাজার নব্বুই র‍্যাণ্ডে।'

ওদের কথায় কান নেই রানার, গভীর মনোযোগের সাথে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে ও। চার্লিও সেদিকে তাকালো। এখনো সেখানে লেখা রয়েছে এক হাজার নব্বুই র‍্যাণ্ড।

'চার্লি, আমরা জানি না এমন কিছু একটা ঘটছে এখানে,' বললো রানা। 'ব্যাংকগুলো এখনো আসেনি কেন?'

'শেয়ার ছাড়তে ওদেরকে আমরা বাধ্য করবো,' চার্লির গলা অস্বাভাবিক কর্কশ। 'বেজন্মাগুলোকে বাধ্য করবো!' চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লো সে। খেঁকিয়ে উঠলো ক্লার্কের উদ্দেশ্যে, 'এক হাজার পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড দরে আরো এক লাখ…না, আরো দু'লাখ শেয়ার বিক্রি করো।' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল লোকটা। 'জলদি, জলদি! আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না? দাঁড়িয়ে আছো কি মনে করে?' চার্লির সামনে থেকে সভয়ে পিছিয়ে গেল ক্লার্ক, ঘুরেই ছুটল মেইন ফ্লোরের দিকে।

'চার্লি, ফর গডস সেক!' আঁতকে উঠে তার বাহু খামচে ধরলো রানা। 'তুমি কি পাগল হলে?'

'ওদেরকে আমরা বাধ্য করবো,' বিড়বিড় করলো চার্লি। 'শেয়ার ছাড়তে বাধ্য হবে ওরা।'

'আমাদের হাতে আর কোনো শেয়ারই নেই, দু'লাখ বিক্রি করছো কিভাবে?' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো রানা। 'ওকে বারণ করে আসি!' লাউঞ্জ ধরে ছুটলো ও, কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই বিক্রির হিসাবটা বোর্ডে লেখা হয়ে গেল—এক হাজার পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড। ভিড় ঠেলে ক্লার্কের পাশে চলে এলো রানা। 'আর বেচো না,' ফিসফিস করলো ও।

হতভম্ব দেখালো লোকটাকে। 'কিন্তু স্যার আমি তো এরইমধ্যে বিক্রি

করে ফেলেছি।'

'পুরো দু'লাখ?'

'জী, স্যার, এক লোক সবগুলো কিনে নিলো।'

চার্লির কাছে ফিরে এলো যেন একটা মাতাল, টলতে টলতে। বসলো না, চেয়ারটার ওপর ধপাস করে পড়ে গেল। 'ওগুলো বিক্রি হয়ে গেছে,' এমন সুরে বললো রানা, যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ওদেরকে আমরা বাধ্য করবো, শেয়ার ছাড়তে বাধ্য হবে ওরা,' আবার চার্লিকে বিড়বিড় করতে শুনে সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরালো রানা। দরদর করে ঘামছে চার্লি, তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'চার্লি, ফর গডস সেক,' নিচু গলায় বললো রানা। 'শান্ত হও, ভাই।' রানা জানে, লাউঞ্জের সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কৌতূহলে ভরপুর মুখগুলো অকস্মাৎ আকারে বাড়তে শুরু করলো, যেন টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখছে ও। তাদের গুঞ্জন ওর কানে প্রতিধ্বনি তুলছে। দিশেহারা বোধ করলো রানা—যেন দুঃস্বপ্নের ভেতর সব কিছু অত্যন্ত ধীরে ঘটছে। আবার একবার মেইন ফ্লোরের দিকে তাকালো ও। বোর্ডের গায়ে টি.এস.সি.-র পাশে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, এক হাজার পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড। ব্যাংকগুলো কোথায়? তারা বিক্রি করেনি কেন?

'ওদেরকে আমরা বাধ্য করবো, শেয়ার ছাড়তে বাধ্য হবে ওরা,' চার্লিকে আবার বলতে শুনলো রানা। উত্তর দিতে চাইলো রানা, কিন্তু গলা থেকে কোনো শব্দ বেরুলো না। মেইন ফ্লোরের দিকে চোখ পড়লো ওর। এতোক্ষণে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো, সত্যিই ওরা একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর রয়েছে। ওখানে ম্যাক আব্রাহাম আর বার্কলি ময়নিহানকে দেখতে পেলো ও। দরজা দিয়ে লাউঞ্জে ঢুকছে।

সাত

ওদেরকে ঘিরে ভিড় জমে গেল। ময়নিহান হাসছে। তার হাত তোলার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল সবাই একযোগে প্রশ্ন করায় থামতে বলছে সে। দরজা পেরিয়ে লাউঞ্জে ঢুকলো ওরা, ফায়ারপ্লেসের সামনে নিজের চেয়ারে বসলো ময়নিহান। বিশাল ভুঁড়ির ওপর টান টান হয়ে উঠলো ওয়েস্টকোট। সারাক্ষণ হাসছে সে, দেখে রানার মনে হলো এরকম স্নায়ু-বিধ্বংসী হাসি জীবনে কখনো দেখেনি ও। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ওর, পাশে বসা চার্লির অবস্থাও একইরকম, যেন বজ্রাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। ময়নিহানের সাথে দ্রুত কথা বললো ম্যাক আব্রাহাম, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো ময়নিহান। দাঁড়ালো ম্যাক, এগিয়ে আসছে রানা ও চার্লির দিকে।

লাউঞ্জের সবাই ঘাড় ফেরালো ওদের দিকে।

রানা ও চার্লির সামনে এসে দাঁড়ালো ম্যাক আব্রাহাম। 'ক্লার্ক আমাদেরকে জানালো আপনারা টি.এস.সি.-র সাড়ে পাঁচ লাখ শেয়ার বিক্রি করার জন্যে চুক্তি করেছেন।' তার চোখের পাতা ও পাপড়ি চোখ ছাড়িয়ে ইঞ্চিখানেক নিচে নেমে এলো, যেন শোকে কাতর হয়ে আছে সে। 'টি.এস.সি.-র সর্বমোট শেয়ার, আপনারা জানেন, দশ লক্ষ। ছয় লক্ষের মালিক মি. বার্কলি ময়নিহান, তিন লক্ষের মালিক আপনারা, বাকি এক

লক্ষ সাধারণ সদস্যদের মধ্যে বিক্রি করা হয়। গত দু'দিনে মি. বার্কলি ময়নিহান আপনাদের বিক্রি করা শেয়ারগুলো কিনে নিয়েছেন, কিনে নিয়েছেন সাধারণ সদস্যদের বিক্রি করা বাকি সব শেয়ারও, অর্থাৎ এখন তিনি সাড়ে বারো লক্ষ টি.এস.সি. শেয়ারের মালিক। এর অর্থ হলো, অস্তিত্ব নেই এমন আড়াই লক্ষ শেয়ার আপনারা বিক্রি করেছেন। মি. বার্কলি ময়নিহান ধারণা করছেন, চুক্তি পূরণ করতে আপনাদের অসুবিধেয় পড়তে হবে।'

রানা ও চার্লি তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো। ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো ম্যাক আব্রাহাম। পিছন থেকে হড় বড় করে বললো চার্লি, 'কিন্তু ব্যাংকগুলো—ব্যাংকের শেয়ারগুলো বাজারে এলো না কেন?'

শোক বিহ্বল চেহারা, ম্লান হাসলো ম্যাক আব্রাহাম। 'পোর্ট নাটালে পৌঁছেই মি. বার্কলি ময়নিহান তাঁর ওখানকার অ্যাকাউন্ট থেকে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা ট্র্যান্সফার করেন গোল্ডফিল্ডে, ব্যাংকের দেনাগুলো শোধ করার জন্যে। টাকা ট্র্যান্সফার করার পর দৈহিক ও মানসিক প্রশান্তির জন্যে ক'টা দিন নৌ-বিহারে কাটান তিনি। তারপর তিনি আপনাদেরকে ওই টেলিগ্রামটা পাঠান। ঘন্টাখানেক আগে গোল্ডফিল্ডে ফিরে এসেছি আমরা।'

'কিন্তু...তুমি...তুমি মিথ্যে...আমাদের ঠকিয়েছো তুমি!'

ওপর-নিচে মাথা দোলালো ম্যাক আব্রাহাম। 'মি. চার্লি উডকক, সততা নিয়ে এমন কোনো লোকের সাথে আলোচনা করতে রাজি নই আমি যে শব্দটার অর্থ জানে না।' বার্কলি ময়নিহানের পাশে ফিরে গেল সে। লাউঞ্জে উপস্থিত প্রতিটি প্রাণী তার কথা শুনতে পেয়েছে।

অঢেল ঐশ্বর্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বসে আছে রানা ও চার্লি। ওদিকে মেইন ফ্লোরে শুরু হয়ে গেছে টি.এস.সি. শেয়ার কেনার ধুম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দর চড়লো তিন হাজার পঞ্চাশ র‍্যাণ্ডে, প্রতি মুহূর্তে আরো উঠছে। দর চার হাজারে চড়ার

পর চার্লির বাহু স্পর্শ করলো রানা। 'চলো, ফেরা যাক।'

একসাথে উঠে দাঁড়ালো ওরা, পাশাপাশি এগোলো লাউঞ্জের দরজার দিকে।

ময়নিহানের পাশ দিয়ে হাঁটছে ওরা, ময়নিহান কথা বলে উঠলো, 'ইয়েস, মি. চার্লি উডকক, তুমি সব সময় জিততে পারো না।' কোথাও আটকালো না, প্রায় স্পষ্ট কণ্ঠেই উচ্চারণ করলো সে, শুধু দু-একটা শব্দ উচ্চারণের চেষ্টা না করে বাদ দিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে পড়লো চার্লি, ময়নিহানের দিকে ফেরার জন্যে ঘুরলো, জবাবে কিছু বলার জন্যে হ্যাঁ করলো। তার ঠোঁট নড়ছে, শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়লো, মাথাটা নাড়লো বার কয়েক, মুখটা ফিরিয়ে নিলো অন্যদিকে। তাকে টেনে নিয়ে আসছে রানা, পরিষ্কার মেঝেতে তবু একবার হোঁচট খেলো সে। ব্রোকারদের ভিড় ঠেলে এগোলো ওরা। কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে পথ তৈরি করে নিলো রানা, অপর হাত দিয়ে ধরে আছে চার্লিকে। নিজেরাও জানে না, কখন যেন ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। আশপাশে প্রচুর লোক, কিন্তু কেউ ওদের সাথে কোনো কথা বললো না। হাত তুলে ডমরুকে ডাকলো রানা। গাড়ি নিয়ে ওদের সামনে চলে এলো সে। গাড়িতে উঠে বসলো ওরা। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলো ডমরু।

নিজেদের বাগান বাড়িতে ফিরে এলো ওরা। ড্রইংরুমে বসলো।

'আমাকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি দাও, প্লীজ, রানা।' নীল হয়ে গেছে চার্লির চেহারা, মুখটা ঝুলে পড়েছে। দুটো গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে সোফায় ফিরে এলো রানা, একটা ধরিয়ে দিলো চার্লির হাতে।

দুই চুমুকে গ্লাসটা শেষ করলো চার্লি, খালি গ্লাসের ভেতর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। 'আমি দুঃখিত—মাথাটা ঠিক রাখতে পারিনি। ভেবেছিলাম ব্যাংকের শেয়ার বাজারে ছাড়া মাত্র পানির দরে ওগুলো কিনে

নিতে পারবো।'

'কিছু এসে যায় না,' ক্লান্তস্বরে বললো রানা। 'ওই ঘটনার আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গিয়েছিল। খোদা! কী নিখুঁত একটা ফাঁদ!'

'বোঝার কোনো উপায় ছিলো না, ছিলো কি, রানা? এমন কৌশলে কাজটা করা হয়েছে, ধরতে পারার কথা নয়, তাই না?' নিজেকে ক্ষমা করার অজুহাত খুঁজছে চার্লি।

পা ছুঁড়ে জুতো খুললো রানা, শার্টের কয়েকটা বোতাম আলগা করলো। 'সেদিন রাতে, পরিত্যক্ত সুইটস মাইনের পাশে...আমি আমার জীবন বাজি ধরতে রাজি ছিলাম—ম্যাক আব্রাহাম মিথ্যে কথা বলছে না।' চেয়ারে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে গা এলিয়ে দিলো ও, চুমুক দিলো গ্লাসে। 'ওহ গড, আমাদেরকে সর্বস্বান্ত হতে দেখে কি হাসাটাই না হাসছে ওরা!'

'কিন্তু আমরা একেবারে শেষ হয়ে যাইনি, রানা, গেছি কি?' কেমন যেন করুণ শোনালো চার্লির গলা। আশার সামান্য একটু আলো দেখতে পাবার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠেছে সে। 'এই বিপদ থেকে ঠিকই আমরা উদ্ধার পাবো, তুমিও তা জানো, তাই না? আবার শুরু করার জন্যে ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছু পুঁজি ঠিকই আমরা বের করে নিতে পারবো, কি বলো? আবার আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াবো, দোস্ত, তাই না?'

'নিশ্চয়ই,' নিষ্ঠুরভাবে হেসে উঠলো রানা। 'ড্যাফোডিল বারে থালা-বাসন ধোয়ার একটা চাকরি পেতে পারো তুমি। আর অপেরা হাউসে পিয়ানো বাজানোর কাজ নেব আমি।'

'কিন্তু...কিন্তু...আমরা পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে যাইনি! দু'চার লাখ র‍্যাণ্ডও কি পাবো না? কেন, এই বাড়িটা বিক্রি করতে পারি...।'

'স্বপ্ন দেখো না, চার্লি। এই বাড়ির মালিক এখন বার্কলি ময়নিহান। আমাদের যা কিছু ছিল সব এখন তার।' শেষ একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করলো রানা। দাঁড়ালো, দ্রুত হেঁটে গেল বার-এর দিকে। 'ব্যাখ্যা

করেছি সব। আমাদের কাছে আড়াই লাখ শেয়ার পাবে ময়নিহান। বাজার থেকে কিনে দিতে হবে আমাদের। কে বেচবে? একমাত্র ময়নিহানের কাছে অতোগুলো শেয়ার আছে। কিনতে হলে তার নির্ধারিত দামে কিনতে হবে আমাদের। তারমানে প্রতিটি শেয়ার কমপক্ষে চার হাজার র‍্যাণ্ডে কিনবো আমরা। আড়াই লাখ শেয়ার, প্রতিটি চার হাজার র‍্যাণ্ড—কতো টাকার ব্যাপার, হিসেব করেছো?'

'এ-এক শো কোটি র‍্যাণ্ড...।'

'আমাদের অতো টাকা নেই, কাজেই ময়নিহানের পাওনা শেয়ার আমরা দিতে পারবো না। অর্থাৎ, সর্বস্বান্ত তো হয়েইছি, জালিয়াতির অভিযোগে জেল খাটতেও হতে পারে। ছিলাম রাজা, হলাম পথের ফকির।' নিজের গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢাললো রানা, খানিকটা ছলকে পড়লো কার্পেটে। 'এই যে ব্র্যাণ্ডি খাচ্ছি, এটাও ময়নিহানের। কার্পেটটা যে ভিজে গেল, ময়নিহান চোখ রাঙাতে পারে।' ড্রইংরুমের ফার্নিচারগুলোর দিকে হাত তুললো ও। 'সব ভালো করে দেখে নাও শেষবারের মতো। কাল সকালে পুলিস এসে ঘাড় ধরে বের করে দেবে আমাদের। আইন তার নিজস্ব পথে চলবে, যথা সময়ে এই বাড়ি ও আমাদের যা কিছু আছে সবই তুলে দেয়া হবে ময়নিহানের হাতে।' নিজের চেয়ারের দিকে পিছু হটতে শুরু করলো রানা, পরমুহূর্তে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। 'আইন তার নিজস্ব পথে চলবে,' নরম সুরে পুনরাবৃত্তি করলো ও। 'ভাবছি...কাজ হলেও হতে পারে।'

চেহারায় ব্যাকুল ভাব, চেয়ারে সিধে হলো চার্লি। 'কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছো, রানা?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'পাচ্ছি, তবে কাজ হবে কিনা জানি না। শোনো, চার্লি, আমি যদি কোনোভাবে লাখ খানেক র‍্যাণ্ড আদায় করতে পারি, তুমি কি রাজি হবে—এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে?'

'কোথায়...কোথায় যাবো আমরা?'

'কনসেশন ভাড়া নেয়া আছে আমাদের, মনে আছে? লিমপোপো নদীর ওপারে, বতসোয়ানায় অনেক হাতি আছে—আপাতত চলো শিকার করে সময় কাটাই। ধাক্কাটাও সামলানো হবে।'

'কিন্তু এখানে থাকতে অসুবিধে কি আমাদের? স্টক মার্কেটের কেনা-বেচায় ভালোই তো লাভ হয়, আমরাও নাহয় তাই শুরু করবো।' চেহারায় অনিশ্চিত ভাব চার্লির, প্রায় আতঙ্কিত দেখালো তাকে।

'দুত্তোরি, চার্লি, তুমি বুঝতে চাইছো না কেন! এখানকার পাট শেষ হয়েছে আমাদের। তোমার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকলে স্টক মার্কেটের কেনা-বেচায় মাতব্বরি ফলানো কঠিন নয়। কিন্তু মাত্র এক লাখ র‍্যাণ্ড নিয়ে নামলে কোনো পাত্তাই পাবে না—ময়নিহানের টেবিলের তলায় পড়ে থাকা হাড্ডি নিয়ে একদল কুকুর কামড়াকামড়ি করবে, তাদের সাথে পাল্লা দিতে হবে আমাদেরও।'

চুপ করে থাকলো চার্লি।

'আমার নিজের জন্যে চিন্তা করি না,' নরম সুরে বললো রানা। 'চিন্তা তোমার জন্যে। ভেবে-চিন্তে যাহোক কিছু স্থির করতে হবে। আপাততঃ কালাহারি মরুভূমিতে যাই চলো, ওখানে লোকবসতি নেই। গভীর জঙ্গলে কিছুদিন থাকলে মনটা হালকা হয়ে যাবে, সেই সাথে হাতি শিকারও করা হবে।'

'কিন্তু এর মানে হলো এতোদিন ধরে যা কিছু অর্জন করেছি আমরা সব ফেলে যাওয়া!' আহত পশুর মতো প্রায় গুঙিয়ে উঠলো চার্লি।

'হায় খোদা! চার্লি, তুমি বুঝতে পারছো না, নাকি বুঝতে চাইছো না?' ঝাঁঝালো গলায় বললো রানা। 'এখানকার কোনো জিনিসই তোমার নয়, যা তোমার নয় তা তুমি ফেলে যাও কিভাবে? ময়নিহানের কাছে যাচ্ছি আমি, দেখি তার সাথে সমঝোতায় আসতে পারি কিনা। তুমি আসছো?'

রানার দিকে তাকালো চার্লি, যদিও রানাকে দেখতে পাচ্ছে না। তার

ঠোঁট কাঁপছে, মাথা নড়ছে। অবশেষে নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছে সে, খুব অস্বচ্ছন্দ বোধ করছে।

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

ময়নিহানের সুইটে প্রচুর লোকজন ভিড় করেছে, হাসাহাসি করছে সবাই। ওদের প্রায় সবাইকেই চেনে রানা, চার্লিকে নিয়ে যে সিংহাসনে বসতো ও, সেটার আশপাশে মোসাহেবদের মতো ঘুর ঘুর করতো। রাজা মারা গেছেন, রাজা দীর্ঘজীবী হোন! ওরা ওকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। কথা ও হাসির শব্দ ধীরে ধীরে থেমে গেল। রানা দেখলো, দ্রুত পায়ে একটা ডেস্কের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো ম্যাক আব্রাহাম, দেরাজ খুলে হাত ঢোকালো ভেতরে। এই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। এক এক করে গোল্ডফিল্ডের ব্যবসায়ীরা নিজেদের হ্যাট নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ রানাকে পাশ কাটানোর সময় বিড়বিড় করে শুভেচ্ছা জানালো, কেউ হাসি চাপার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। এক সময় কামরায় থাকলো শুধু ওরা তিনজন। দোরগোড়ায় শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে রানা, ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে পিস্তল ধরে আছে ম্যাক আব্রাহাম, ফায়ারপ্লেসের সামনে চেয়ারে বসে আধবোজা হলুদ চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে বার্কলি ময়নিহান।

'তুমি আমাকে ভেতরে ডাকবে না, আব্রাহাম?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

দ্রুত ময়নিহানের দিকে তাকালো ম্যাক। ময়নিহান ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো। আবার রানার দিকে ফিরলো ম্যাক। 'ইয়েস, মি. রানা—প্লীজ, কাম ইন।'

ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো রানা। 'পিস্তলটা তোমার দরকার নেই, আব্রাহাম—খেলা শেষ হয়ে গেছে।'

'আমরা জিতেছি, তাই না, মি. রানা?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'হ্যাঁ, তোমরাই জিতেছো। আমাদের হাতে

যতোগুলো শেয়ার আছে সব আমরা তোমাদের হাতে তুলে দিতে রাজি আছি, আব্রাহাম।'

ম্লান মুখে মাথা নাড়লো ম্যাক। 'আমি দুঃখিত, মি. রানা। ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। আপনারা নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার বিক্রি করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আমাদের সাথে। চুক্তি অনুসারে সবগুলো শেয়ার পেতে চাই আমরা।'

'কোথেকে পাবো বলে দিতে পারো?'

'স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে কিনতে পারেন।'

'তোমাদের কাছ থেকে?'

কাঁধ ঝাঁকালো ম্যাক আব্রাহাম, জবাব দিলো না।

'তারমানে ছুরিটা মোচড়াতে চাইছো?'

'আপনার ভাষার মাধুর্য কবিতা লেখায় দারুণ সহায়ক হবে,' মন্তব্য করলো ম্যাক আব্রাহাম।

'আমাদেরকে দেউলিয়া হতে বাধ্য করার পরিণতি সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি, আব্রাহাম?'

'আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবো, আপনাদের পরিণতি সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই।'

মৃদু হাসলো রানা। 'তুমি আমাকে ভুল বুঝছো, আব্রাহাম। আমি তোমাদের সুবিধে-অসুবিধের কথা আলোচনা করছি। যৌথ ব্যবসা থেকে একজনকে সরিয়ে দিতে হলে দায়-দায়িত্ব ভাগ করতে হবে, আলাদা করতে হবে সয়-সম্পত্তি, মিটিং করতে হবে পাওনাদারদের সাথে। তুমি নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারো, সচিব পর্যায়ের কাউকে লিকুইডেটর নিয়োগ করা হবে। কেস হবে, কোর্টে দাঁড়াতে হবে তোমাদের, রায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছরও কেটে যেতে পারে। শুধু উকিলের পিছনে কতো খরচ পড়বে, হিসেব করে

দেখেছো?'

চোখ দুটো সরু হয়ে গেল ম্যাক আব্রাহামের। খানিকটা অসহায় ভঙ্গিতে ময়নিহানের দিকে তাকালো সে। তার অবস্থা লক্ষ্য করে সামান্য স্বস্তিবোধ করলো রানা। 'তারচেয়ে আমার পরামর্শ শোনো, অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবে। আমাদেরকে পাঁচ লাখ র‍্যাণ্ড নগদ নিয়ে যেতে দেবে তোমরা। ঘোড়া ও ব্যক্তিগত জিনিস-পত্রও থাকবে আমাদের সাথে। বিনিময়ে বাকি সব তোমাদেরকে ছেড়ে দেবো আমরা—শেয়ার, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সম্পত্তি, সবকিছু। আমাদেরকে দেউলিয়া হতে বাধ্য করলে এরবেশি কিছু পাবার আশা করতে পারো না।'

ম্যাককে চোখ নাচিয়ে সংকেত দিলো ময়নিহান।

রানার দিকে ফিরলো ম্যাক। 'আপনি কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করবেন, প্লীজ? আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা।'

'নিচে নেমে বারে বসছি আমি,' বললো রানা। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো। 'বিশ মিনিট পরে আসি?'

'ঠিক আছে, মি. রানা।'

বারে প্রচুর লোক, তবে খালি একটা টেবিল পাওয়া গেল পিছন দিকে। বসার পর লক্ষ্য করলো রানা, আশপাশের টেবিল খালি হয়ে যাচ্ছে, পরিচিত লোকজন ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্য টেবিলে বসছে। সবাই কথা বলছে, তবে রানার সাথে নয়। কেউ ওর দিকে ভুলেও একবার তাকালো না। নিজেদের আলোচনা থেকেও সযত্নে বাদ রাখলো ওকে তারা। কফির কাপে চুমুক দিয়ে ভাবলো রানা, এরা সবাই তার পুরানো বন্ধু, অন্তত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে সবার সাথে, এদের অনেকেই বিপদে পড়ে ওর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে—এখন যদি উল্টোটা ঘটে, অর্থাৎ ওদের কাছে ধার চায় ও, প্রতিক্রিয়াটা কি হবে? হাসি পেলো রানার। ওরা বোধহয় ওর কথা শুনতে না পাবার ভান করবে।

হাতঘড়ি দেখলো রানা। বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। কাউন্টারের পাশ দিয়ে দরজার দিকে এগোলো ও। হেলমুট ডোবার ও তার ভাই হেলমুট সোবার ওকে আসতে দেখলো। অকস্মাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কাউন্টারের পিছনের দেয়ালে শেলফের ওপর সাজিয়ে রাখা বোতলগুলোর দিকে তাকালো তারা, যেন বোতল গুণছে। সোবারের পাশে দাঁড়িয়ে খুক করে কাশলো রানা, বললো, 'সোবার, তোমার সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

ধীরে ধীরে ঘুরলো সোবার। 'আরে, রানা, তুমি। হ্যাঁ, কি ব্যাপার?'

'আমি আর চার্লি গোল্ডফিল্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমাকে একটা জিনিস দিতে চাই আমি, যাতে আমাদের কথা মনে থাকে তোমার। আমি জানি, চার্লিও জিনিসটা তোমাকে দিতে চাইবে।'

বিব্রত দেখালো সোবারকে, লালচে হয়ে উঠলো মুখ। 'এসবের কোনো দরকার নেই, রানা,' বলে কাউন্টারের দিকে ঘুরতে শুরু করলো সে।

'প্লীজ, সোবার।'

'ঠিক আছে, এতো করে যখন বলছো,' সোবারের গলায় অস্বস্তি। 'জিনিসটা কি?'

'এটা,' বলে সামনে বাড়লো রানা। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুসি মারলো সোবারের মুখে। সোবারের বিশাল নাকটাকে অরক্ষিত টার্গেট হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। কাউন্টারের ওপর ডিগবাজি খেয়ে ওপাশে গিয়ে পড়লো সোবার। তার গ্লাসটা তুলে নিয়ে ডোবারের মাথার ওপর খালি করলো রানা। 'পরের বার দেখা হলে হাসবে তোমরা, হ্যালো বলবে,' ডোবারকে পরামর্শ দিলো ও। 'তার আগে পর্যন্ত—অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকবে।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো রানা, নক করে ময়নিহানের স্যুইটে ঢুকলো। ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল তারা। 'কি ঠিক করলে তোমরা?' সরাসরি

জানতে চাইলো রানা।

'মি. বার্কলি ময়নিহান অত্যন্ত উদারতা দেখিয়ে জানিয়েছেন...।'

'কতো?' তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলো রানা।

'মি. বার্কলি ময়নিহান আপনাদেরকে বিশ হাজার র‍্যাণ্ড নিয়ে যেতে দেবেন। আপনাদের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্রও নিয়ে যেতে পারবেন আপনারা। চুক্তিতে লেখা থাকবে, আগামী তিন বছর গোল্ডফিল্ডের কোনো ব্যবসায়ে আপনারা হাত দিতে পারবেন না।'

'নিষেধাজ্ঞাটা খুব কম সময়ের জন্যে হয়ে গেল,' বললো রানা। 'টাকাটা কম করেও এক লাখ র‍্যাণ্ড হওয়া উচিত। ভেবে দেখো, চুক্তিতে সই করেই তাহলে বাড়ি ফিরি।'

'প্রস্তাবটা আলোচনাযোগ্য নয়,' জানিয়ে দিলো ম্যাক আব্রাহাম।

রানা বুঝলো, ওদেরকে টলানো যাবে না। 'ঠিক আছে, আমি রাজি।'

'মি. বার্কলি ময়নিহান তাঁর লইয়ারকে খবর পাঠিয়েছেন। আপনি অপেক্ষা করবেন তো, মি. রানা?'

'কেন অপেক্ষা করবো না—তুমি ভুলে গেছো, অবসর নেয়ার পর অলস সময় কাটাচ্ছি আমি।'

বাগান বাড়ির ড্রইংরুমে যে চেয়ারে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল, ফিরে এসে সেই চেয়ারেই চার্লিকে বসে থাকতে দেখলো রানা। শক্ত মুঠোর ভেতর ধরা ব্র্যাণ্ডির বোতলটা খালি হয়ে গেছে, জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে। ওয়েস্টকোটের সামনেটা ব্র্যাণ্ডি পড়ে ভিজে গেছে, তিনটে বোতাম খোলা হয়নি। বড় চেয়ারটায় কুঁকড়ে বসে আছে সে, যেন আকারে ছোটো হয়ে গেছে শরীরটা, তার মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল কপালের ওপর নেমে আসায় মুখের রেখাগুলো চাপা পড়ে গেছে। মুঠো থেকে বোতলটা বের করে নিলো রানা, অস্থিরভাবে নড়েচড়ে উঠলো চার্লি, বিড়বিড় করে কি যেন বললো.

মাথা নাড়লো একবার।

'বাচ্চাদের এখন শোবার সময়,' বললো রানা। চেয়ার থেকে একটানে কাঁধে তুলে নিলো তাকে।

গলগল করে বমি করলো চার্লি।

'এই তো চাই, ময়নিহানকে বুঝিয়ে দাও তার কার্পেট সম্পর্কে তোমার কি ধারণা,' উৎসাহ দিলো রানা। 'আরো একবার বমি করো, তবে আমার জুতোর ওপর নয়।'

ওকে কাঁধে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো রানা। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ও, নিজের অনুভূতি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলো। কী আশ্চর্য, তার আনন্দই তো লাগছে! ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এরকম আনন্দ অনুভব করা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। করিডর ধরে এগোলো রানা, চার্লির বেডরুমে ঢোকার পরও নিজের অনুভূতি নিয়ে, চিন্তা-ভাবনা করছে। চার্লিকে বিছানায় শুইয়ে দিলো ও, কাপড়চোপড় খুলে নিলো, ঢেকে দিলো একটা চাদরে। বাথরুম থেকে প্লাস্টিকের একটা বালতি এনে রাখলো বিছানার পাশে। 'এটা তোমার দরকার হতে পারে। লম্বা ঘুম দাও, দোস্ত। কাল আমাদের অনেক পথ যেতে হবে।'

সিঁড়ির মাথায় আবার একবার থামলো রানা, সাদা-কালো মার্বেল ধাপগুলোর দিকে তাকালো, নেমে গেছে লবিতে। গোল্ডফিল্ডে যা কিছু অর্জন করেছে ওরা তার সবই পিছনে ফেলে চলে যেতে হচ্ছে, এর মধ্যে আনন্দিত হবার কিছু নেই। সশব্দে হেসে উঠলো রানা। এমন হতে পারে, একেবারে সর্বস্বান্ত হবার পর নিজেদের জন্যে সামান্য পথ খরচা সংগ্রহ করতে পেরেছে বলে মনটা এতো খুশি হয়ে আছে। ওদের কপালে আরো অনেক খারাপ কিছু ঘটতে পারতো, সেটা থেকে উদ্ধার পাওয়াটাই হয়তো খুশির কারণ। তাই কি? আপনমনে মাথা নাড়লো রানা, উপলব্ধি করলো ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্যি নয়। আনন্দের পাশাপাশি আরো একটা অনুভূতি

কাজ করছে ওর ভেতর। নিজেকে হালকা লাগছে ওর, আবার যেন স্বাধীন হতে পেরেছে ওর আত্মা। হ্যাঁ, এটাই আসল কারণ, বাঁধন ছিঁড়ে নিজেকে মুক্ত করেছে ও। সোনার খনি, বাগান বাড়ি, ব্যাংক-ব্যালেন্স, প্রভাব-প্রতিপত্তি—এসবই এক একটা শক্ত বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছিল ওকে। সব হারিয়ে রানা এখন মুক্ত, স্বাধীন।

গভীর অরণ্য ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। চার্লিকে নিয়ে এমন এক জায়গায় চলে যাবে, যেখান থেকে সভ্যতা অন্তত পাঁচ-সাত শো মাইল দূরে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নামলো রানা, কিচেন হয়ে চলে এলো আস্তাবলের সামনে। 'ডমরু!' চিৎকার করলো ও। 'বলি কোথায় গেলে তুমি?'

দোচালার ভেতর একটা টুল উল্টে পড়ার শব্দ হলো, দড়াম করে খুলে গেল একটা দরজা। 'বস্, এই তো আমি!' রানার গলার জরুরী ভাব উত্তেজিত করে তুলেছে ডমরুকে।

'কোন্ ছ'টা আমাদের সেরা ঘোড়া?' জানতে চাইলো রানা।

নামগুলো এক এক করে উচ্চারণ করলো ডমরু, চেহারায় উপচে পড়া কৌতূহল গোপন রাখার কোনো চেষ্টাই করলো না।

'সম্পূর্ণ সুস্থ ওগুলো?'

'সম্পূর্ণ, বস্।'

'গুড। কাল ভোরে রওনা হবো আমরা। দুটোর পিঠে জিন চড়াবে, বাকিগুলো মাল বইবে।'

দাঁত বের করে হাসলো ডমরু। 'বস্, জানতে ইচ্ছে করে, আমরা কি শিকারে বেরুচ্ছি?'

'অসম্ভব নয়,' হাসিমুখে জবাব দিলো রানা।

'কতোদিনের জন্যে যাচ্ছি আমরা, বস্?'

'কতোদিনে চিরকাল হয়? যে-সব মেয়েদের সাথে তোমার পরিচয়

হয়েছে, তাদের কাছ থেকে আজ রাতেই বিদায় নিয়ে নাও। গোল্ডফিল্ডে তোমার আর ফেরা না-ও হতে পারে। ছুরি আর বর্শাটা সাথে নিতে ভুলো না, জঙ্গলে ওগুলো কাজের জিনিস। রওনা তো হই আগে, তারপর দেখা যাবে পথ আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।'

নিজের বেডরুমে ফিরে এসে ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলো রানা। খুব সামান্যই নিলো ও, তারপরও দুটো চামড়ার ব্যাগ ফুলে উঠলো। গান র‍্যাক থেকে একজোড়া শটগান নিলো, রাইফেল নিলো চারটে। কাজ শেষ করে সুফিয়ার কাছে বিদায় নিতে এলো ও।

নিজের স্যুইটে ছিলো সুফিয়া, নক করতেই খুলে দিলো দরজা।

'শুনেছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ, শহরের সবাই জানে। ওহ্! রানা, সাংঘাতিক দুঃখ পেয়েছি আমি—প্লীজ, ভেতরে এসো।' দরজার কবাট ধরে একপাশে সরে দাঁড়ালো সুফিয়া। 'চার্লি কেমন আছে?'

'ভালোই থাকবে ও—এই মুহূর্তে নেশা করে ঘুমিয়ে আছে।'

'ওর কাছে যাবো আমি,' দ্রুত বললো সুফিয়া। 'এখন ওর আমাকে দরকার।'

জবাবে একটা ভুরু সামান্য উঁচু করলো রানা, ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে এক সময় মাথাটা নিচু করলো সুফিয়া।

'না, বোধহয় তোমার কথাই ঠিক...উচিত হবে না। অন্তত এখুনি নয়। পরে যখন প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠবে, তখন যাবো।' চোখ তুলে তাকালো সুফিয়া, কি যেন খুঁজলো রানার মুখে। তারপর মিষ্টি হেসে বললো, 'তোমার বোধহয় গলা ভেজানো দরকার। ব্যাপারটা তোমার জন্যেও তো কম আঘাত নয়।' দ্রুত পায়ে বার-এর দিকে এগোলো সে। নীল ড্রেসিং গাউন পরে আছে সুফিয়া, হাঁটার সময় ঘন ঘন ঝাঁকি খেলো নিতম্ব ও স্তন। হাতে গ্লাস নিয়ে ফেরার সময় তার দিকে তাকিয়ে থাকলো

রানা। মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী, আবারও ভাবলো ও। সুন্দরী আর একা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো ও।

সুফিয়ার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সামান্য উঁচু করলো রানা। 'যতোদিন না আবার দেখা হয়, সুফিয়া।'

চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো সুফিয়ার। 'বুঝলাম না। এ-কথা কেন বললে?'

'কাল সকালে আমরা চলে যাচ্ছি।'

'কি! না! তুমি ঠাট্টা করছো!' যদিও মনে মনে জানে, ঠাট্টা নয়। এরপর আর বেশি কিছু বলার থাকলো না। নিজের গ্লাসটা শেষ করলো রানা, টুকটাক কিছু কথা হলো, তারপর সুফিয়াকে চুমো খেলো রানা।

'সুখী হও,' আদর-মাখা নির্দেশ দিলো রানা, 'প্লীজ।'

'চেষ্টা করবো। খুব শিগগিরই একদিন ফিরে এসো। এসে দেখবে তোমার কামরাটা এখনকার মতোই খালি পড়ে আছে।'

'যদি অনেক বছর পর ফিরি—এক যুগ বা আরো অনেক পরে?'

'তখনও খালি থাকবে কামরাটা, ঠিক যেমন খালি থাকবে আমার বুক। যদি কোনদিন ফেরো, আমি বুঝবো তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছো—শুধু আমারই কাছে।'

'ফিরবো, শুধু যদি কথা দাও ফিরে এসে দেখবো সুদর্শন এক যুবককে বিয়ে করেছো তুমি।'

রানার বুকে আলতোভাবে ঘুসি মারলো সুফিয়া। 'সময় থাকতে পালাও, রানা—আমি হয়তো তোমাকেই পছন্দ করে জেদ ধরে বসবো...।'

সত্যি সত্যি পালিয়ে এলো রানা, কারণ জানে এরপর আর কান্নাটা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না সুফিয়া—সেটা ও দেখতে চায় না।

আট

প্রথম দিন পনেরো মাইল এগোলো ওরা। ছোট্ট একটা পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে ক্যাম্প ফেলা হলো। অনেকদিন ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস নেই, সারা শরীর ব্যথা করছে রানার। আগুনের ধারে বসে একটা চুরুট ধরালো ও, তাকালো চার্লির দিকে।

সারা দিন কারো সাথে কথা বলেনি চার্লি। এই মুহূর্তে তাকে ক্লান্ত ও নির্লিপ্ত লাগলো রানার।

রানার নির্দেশে বারোজন জুলুকে ভাড়া করেছে ডমরু, তাদের সাহায্য নিয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে। আকাশে, গাছপালার মাথায়, চাঁদ উঠলো। সুর করে গান ধরলো জুলুরা।

রানার সাথে ম্যাপ আছে, আগুনের আলোয় সেটা মেলে ধরলো ও। প্রথম দিনেই জঙ্গলের সীমানায় পৌঁছে গেছে ওরা, সামনে ছোটোখাটো কয়েকটা শহর পড়বে। রানার ইচ্ছে, শহরগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া। শহুরে পরিবেশ দেখলেই গোল্ডফিল্ডের কথা মনে পড়ে যাবে চার্লির।

জুলুদের সুরেলা গানে বাধার সৃষ্টি করলো শেয়ালের ডাক, তবে দূরেই থাকলো ওগুলো, কাছাকাছি এলো না। খাওয়াদাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো ওরা। ভোর অন্ধকার থাকতে কাল আবার রওনা হতে হবে।

পরের দু'দিন পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে এলো ওরা। রানার ভাব দেখে মনে হলো, যেন কোথাও পৌঁছুবার জন্যে জরুরী তাগাদা অনুভব করছে ও। এক সকালে মাথা চুলকাতে চুলকাতে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো ডমরু, সবিনয়ে জানতে চাইলো, 'আমরা কি কারো সাথে দেখা করতে যাচ্ছি, বস্?'

'না। কেন জানতে চাইছো?'

'কোনো লোক যখন তাড়াহুড়ো করে, তার পিছনে সাধারণত একটা কারণ থাকে—আমাদের ব্যস্ততার কারণটা খুঁজছি আমি।' নেংটি পরা জুলুদের যতোই অসভ্য মনে হোক, ওদের কথাবার্তায় দার্শনিকসুলভ গভীরতা আছে।

'কারণটা হলো…' থেমে গেল রানা। চারদিকে তাকালো, যেন কারণটা খুঁজছে। তারপর গলা পরিষ্কার করে নাকের পাশটা চুলকালো, '…কারণটা হলো, আমরা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব হারিয়ে যেতে চাই।' ডমরুর দিকে পিছন ফিরে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোলো ও।

সেদিন ঘোড়ার গাড়িগুলোকে পিছনে রেখে দু'তিন মাইল এগিয়ে থাকলো রানা ও চার্লি। পথ থেকে সরে এলো ওরা, দলের দেখা পাবার জন্যে পিছিয়ে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই। রানা বললো, 'চলো, ওই পাহাড়টায় চড়ি। ঘোড়াগুলো নিচে বাঁধা থাক।'

'কেন?' জানতে চাইলো চার্লি।

'দূর ব্যাটা, আয় না!'

ঘোড়াগুলো একটা গাছের সাথে বেঁধে পাথুরে ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠে এলো ওরা। ইতিমধ্যে ঘেমে গোসল হয়ে গেছে দু'জনেই। সামান্য হাঁপাচ্ছে চার্লি। চূড়ায় পৌঁছে একটা বিশাল বোল্ডারের ছায়ায় দাঁড়ালো ওরা, তারপর মসৃণ পাথরের ওপর বসে পড়লো। চার্লির দিকে একটা চুরুট ছুঁড়ে দিলো রানা। চুরুটে টান দিয়ে তাকিয়ে থাকলো নিচে, খোলা ম্যাপের মতো

ওদের সামনে পড়ে রয়েছে বিশাল বনভূমি।

বহুদূর পর্যন্ত শুধু ঘাসবন চোখে পড়লো। মাঝে মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে আছে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে গাছপালার ঘন সারি। আরো অনেক দূরে, সবুজ রেখা দেখে নদীর দু'পাশের গাছপালা চিনতে পারা গেল। তারপরই শুরু হয়েছে ধূসর রঙের বিস্তৃতি। কালাহারি মরুভূমির কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। নদীটা ওরা কাল পেরুবে। তারপর সীমান্ত। তারপর বতসোয়ানা। রানার যতোদূর ধারণা, সীমান্তে কোনো পাহারার ব্যবস্থা নেই।

দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ঘাসবনের ভেতর তাকালো রানা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে দু'একটা হরিণ বা জিরাফ চোখে পড়ে। হাসি পেলো রানার, দিনের বেলাও শিয়াল ডাকছে।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙলো চার্লি, বললো, 'এই বিশাল জঙ্গলে নিজেকে আমার বড়ই ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছে। তবে নিরাপদও লাগছে—এখানে কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না।' গোল্ডফিল্ড ছাড়ার পর এই প্রথম একটু হাসলো সে।

রানা লক্ষ্য করলো, চার্লির মুখে মানসিক যন্ত্রণার ছাপগুলো এখন অনেক কম। মনে মনে স্বস্তিবোধ করলো ও। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো ওরা, হেলান দিলো বোল্ডারের গায়ে। গাড়িগুলোকে দেখতে পেলো এক সময়, ওদের ঘোড়াগুলোকে গাছের সাথে বাঁধা দেখে সবাইকে থামার নির্দেশ দিলো ডমরু। ঘোড়া ও কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেয়া হলো। ঘাসবনের ভেতর ছুটোছুটি শুরু করলো কুকুরগুলো। এক সময় পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এলো ওরা।

সেদিন রাতে আগুনের ধারে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকলো রানা ও চার্লি। আজ কিছু কথাবার্তাও হলো। ধীরে ধীরে পুরানো অনুভূতিগুলো ফিরে আসছে ওদের মধ্যে। নতুন একটা রীফ আবিষ্কার করেছে ওরা, যার

নাম বন্ধুত্ব। ওদের এই বন্ধুত্ব সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তো বটেই, উদার প্রকৃতি ও মূল্যবান সময় সম্পর্কটাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

আরো এক হপ্তা পর কালাহারি মরুভূমির কিনারায় পৌঁছুলো ওরা। এই প্রথম হাতির চিহ্ন দেখতে পেলো রানা—গাছপালা ভেঙে রেখে গেছে। ভাঙা ডালগুলো এরইমধ্যে শুকিয়ে গেছে, তারমানে অন্তত এক মাস আগের ঘটনা—তবু রোমাঞ্চ অনুভব করলো ও, সেদিন রাতে এক ঘন্টা ধরে পরিষ্কার করলো রাইফেলগুলো। মরুভূমির সীমানায় পৌঁছুলেও, এদিকটা জঙ্গল এখনো খুব ঘন ও গভীর। খোলা উপত্যকায় বুনো মোষের পাল দেখতে পেলো ওরা। সারাদিন মাথার ওপর উড়ে বেড়ায় ঝাঁক ঝাঁক পাখি। নদীর কিনারায় প্রচুর শিকার, বিশেষ করে জেব্রা ও হরিণের কোনো কমতি নেই।

গোল্ডফিল্ড থেকে রওনা হবার পর পাঁচশো মাইল পেরিয়ে এসেছে ওরা। ম্যাপ দেখে নিশ্চিত হয়েছে রানা, চারদিকে পাঁচ–সাত শো মাইলের মধ্যে কোনো শহর নেই।

ডমরুকে নিয়ে সেদিন মাইল খানেক এগিয়ে থাকলো রানা। কথা বলতে বলতে এগোচ্ছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো ডমরু। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কয়েকটা ভাঙা ডালের দিকে তাকালো রানা। ডালগুলো সদ্য ভাঙা হয়েছে, এখনো রস বেরুচ্ছে ক্ষত থেকে। তারপরই চোখে পড়লো মাটির ওপর পায়ের ছাপ। 'তিনটে মদ্দা,' বললো ডমরু। 'একটা খুব বড়।'

পেনডুলার কথা মনে পড়ে গেল রানার, ওর প্রিয় ট্র্যাকার। 'অপেক্ষা করো এখানে,' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরলো ও।

কনভয়ের কাছে ফিরে এলো রানা, দেখলো প্রথম গাড়িতে কোচোয়ানের আসনে শুয়ে আছে চার্লি, হ্যাট দিয়ে মুখ ঢাকা, হাত দুটো মাথার পিছনে। গাড়ি চলছে, ফলে অদ্ভুত এক ছন্দে দোল খাচ্ছে চার্লি।

'চার্লি! হাতি!' চিৎকার করলো রানা। 'নাগাল পেতে মাত্র ঘন্টাখানেক লাগবে। ঘোড়ায় জিন চাপাও, দোস্ত!'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল চার্লি। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ডমরু, এরইমধ্যে ছাপগুলো কোনদিকে গেছে জেনে নিয়েছে সে। তাকে অনুসরণ করলো ওরা।

'তুমি তো আগেও হাতি শিকার করেছো, তাই না, রানা?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'অনেকবার,' আশ্বস্ত করলো রানা।

'স্বস্তি বোধ করছি,' বললো চার্লি। 'আশা করি কোনো বিপদ হবে না।'

'বস্, কথা বলা উচিত হবে না এখন,' সাবধান করলো ডমরু।

হাসি চেপে চার্লির দিকে তাকালো রানা, ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলো। খানিক পর হাঁটু সমান উঁচু হলুদ বিষ্ঠার স্তূপ দেখলো ওরা, এখনো বাষ্প উঠছে। ওটাকে পাশ কাটিয়ে ধীর গতিতে এগোলো ওদের ঘোড়া, সামনে দেখা যাচ্ছে হাতির পায়ের তাজা ছাপ।

শিরদাঁড়া খাড়া করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে রানা, রাইফেলটা কোলের ওপর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের জঙ্গলে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো ডমরু, দ্রুত রানার পাশে চলে এলো। 'এখানে ওরা প্রথম বার থেমেছে,' বললো সে। 'রোদে গরম হয়ে ছিলো জায়গাটা, তাই পছন্দ হয়নি, আবার এগিয়েছে। একটু পরই দেখতে পাবো আমরা।'

'কিন্তু জঙ্গলটা বড় বেশি ঘন হয়ে উঠছে,' বললো রানা কাঁটাঝোপগুলোর দিকে তাকালো। 'মালাবিকে ডাকো, ঘোড়াগুলো পাহারা দিক সে। আমরা হেঁটে এগোবো।'

'দোস্ত, বেশ তো আরামেই আছি, আবার হাঁটতে বলছো কেন!'

'নামো!' ধমক দিলো রানা, ইশারায় পথ দেখাতে বললো ডমরুকে।

পায়ে হেঁটে এগোলো ওরা। ঘামছে রানা, ফোঁটাগুলো ভুরু থেকে ঝুলে আছে। উত্তেজনায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে ওর।

ঠোঁটে হাসি, রানার পাশে রয়েছে চার্লি। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে সে। হাত–ইশারায় ওদেরকে সাবধান করলো ডমরু, দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা।

ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল কয়েকটা মিনিট। তারপর আবার হাত ঝাঁকালো ডমরু। সংকেতটা ধরতে পারলো রানা। 'ফলস অ্যালার্ম! পিছু নিন।'

আবার এগোলো ওরা। রানার চোখের কোণে ভিড় জমে গেছে মোপানি মাছির। চোখ মিটমিট করে সেগুলোকে তাড়ালো ও। মাছিগুলো এতো জোরে ভন ভন করছে, সন্দেহ হলো হাতিগুলোও শুনতে পাচ্ছে। শুধু দৃষ্টিশক্তি নয়, রানার ঘ্রাণশক্তিও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো–বুনো ফুল ও ডমরুর গায়ের গন্ধ চিনতে পারলো ও। অকস্মাৎ ওর সামনে আবার স্থির হয়ে গেল ডমরু। হাত–ইশারায় সংকেত দিলো সে। 'হাতিগুলো এখানে আছে।'

ডমরুর পিছনে ওত পেতে বসে থাকলো ওরা। সবুজ ঝোপ ও ছাই রঙা ছায়া ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে ওরা, চার্লি এখন আর হাসছে না। ধীরে ধীরে হাত তুলে ওদের সামনে লতা–পাতার একটা পাঁচিল দেখালো ডমরু।

পাঁচিলটার গায়ে চোখ বুলালো ওরা। কিন্তু কোথায় হাতি?

অলস ভঙ্গিতে নড়ে উঠলো একটা কান, পরমুহূর্তে পরিষ্কার ফুটে উঠলো একটা আকৃতি। হাতিটা প্রকাণ্ড, ছাই রঙের ছায়ার ভেতর ছাই রঙা গা। ডমরুর বাহু স্পর্শ করলো রানা, অর্থ হলো, 'আমিও দেখতে পেয়েছি।'

ধীরে ধীরে আবার হাত তুললো ডমরু। আবার শুরু হলো অপেক্ষার পালা। রুদ্ধশ্বাসে খুঁজছে ওরা। হঠাৎ বিদঘুটে একটা শব্দ হলো, চমকে উঠলো ওরা। শব্দটা চিনতে পারলো রানা–হাতির পেট থেকে বেরিয়েছে।

প্রকাণ্ড একটা পেট, প্রায় হজম হওয়া লতাপাতার অর্ধেকটা তার আছে গভীর নিস্তব্ধতার ভেতর এমন অদ্ভুত শোনালো আওয়াজটা, গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো রানার। দ্বিতীয় হাতিটাকে দেখতে পেলো ও, এটাও গাছ ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। হলদেটে আইভরি অসম্ভব লম্বা। হাতিটার চোখ দুটো বন্ধ।

চার্লির কানে ঠোঁট ঠেকালো রানা। 'দ্বিতীয়টা তোমার,' ফিসফিস করলো ও। 'প্রথমটাকে ভালমতো পাবার জন্য পজিশন নিই আমি, অপেক্ষা করো।' এক পাশে সরে যাচ্ছে ও। যতই সরলো রানা, ততই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠলো প্রথম হাতির আকৃতি। এক সময় হাতির কাঁধ স্পষ্ট দেখতে পেলো ও। ওর এই পজিশন থেকে হৃৎপিণ্ডে গুলি করা সম্ভব। চার্লির উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালো ও, রাইফেলটা তুললো, তারপর গুলি করলো।

কাঁটাঝোপের ভেতর গুলির শব্দ হলো অত্যন্ত জোরালো। হাতির কাঁধ থেকে ধুলো উড়তে দেখলো রানা। গুলির সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো সে। ওটার সামনে দাঁড়ানো তৃতীয় হাতিটার ঘুম ভেঙ্গে গেল, সাথে সাথে ছুটলো সে। দ্রুত হাতে রাইফেল রিলোড করলো রানা, আবার ট্রিগার টানলো। গুলিটা লাগতে দেখলো ও, বুঝতে পারলো আঘাত খুব গুরুতর। একযোগে ছুটলো হাতি দুটো, তাদের সামনে খুলে গেল জঙ্গল, ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। আহত অবস্থায় যথেষ্ট জোরে পালাতে পারবে না, পিছু ধাওয়া করলো রানা।

ওর পাশ থেকে চিৎকার করলো ডমরু, 'এদিকে, বস! জলদি, তা না হলে ধরতে পারবো না!'

পলায়নের শব্দ অনুসরণ করে ছুটলো ওরা। একশো গজ পেরিয়ে এলো, তারপর দুশো গজ। প্রচণ্ড রোদে পুড়ে যাচ্ছে গায়ের চামড়া। হাঁপাচ্ছে দু'জনেই। আচমকা কাঁটা-ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, সামনে নদী,

মনে হলো শুকনো খটখটে।

নদীর কিনারায় পৌঁছুলো ওরা, দেখলো মাঝখানে সামান্য পানি রয়েছে। একটা হাতি এরইমধ্যে মারা গেছে, ক্ষীণ স্রোতের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছে শরীরটা, রক্তে লাল হয়ে উঠছে পানি। অপর হাতিটা উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। প্রায় খাড়া ঢাল, বারবার পিছলে যাচ্ছে পা। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকালো হাতি, হড়কে আরো খানিক পিছিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর ছুটে এলো আক্রমণ করার জন্যে।

সাবধানে রাইফেল তুললো রানা। লক্ষ্যস্থির করে গুলি করলো। নরম বালির ওপর পড়ে গেল হাতি। মগজ ভেদ করে গেছে বুলেটটা।

ঢাল বেয়ে নিচে নামলো ওরা। মরা হাতির গায়ে হাত বুলালো রানা। 'চার্লি কোথায়?' হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে গেছে ওর। 'সে-ও কি লাগাতে পেরেছে?' উত্তেজনার মধ্যে খেয়ালই করেনি গুলির আর কোনো শব্দ হয়েছে কিনা।

মাথা নাড়লো ডমরু। 'উনি গুলি করেননি,' বললো সে।

'কি!' ঝট করে ডমরুর দিকে ফিরলো রানা। 'কেন?'

নাকের ভেতর এক চিমটি নস্যি ভরে হাঁচি দিলো ডমরু, তারপর কাঁধ ঝাঁকালো। হাতির গায়ে হাত বুলালো সে, বললো, 'এটার দাঁত বেচে অনেক টাকা পাবো আমরা, বস্।'

'চলো চার্লিকে খুঁজি,' রাইফেলটা তুলে নিয়ে ছুটলো রানা। ওকে অনুসরণ করলো ডমরু।

কাঁটাঝোপের ভেতর একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখলো ওরা চার্লিকে, রাইফেলটা পায়ের সামনে পড়ে আছে, বোতল থেকে ওয়াইন খাচ্ছে সে। রানাকে দেখে মুখ থেকে বোতলটা নামালো। 'স্বাগতম, বিজয়ী বীরকে স্বাগতম—হে মহান শিকারী, সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য!' তার চোখে কি যেন একটা রয়েছে, চিনতে পারলো না

রানা।

'তুমি গুলি করোনি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না, করিনি,' বললো চার্লি। 'করতে পারিনি।' বোতলটা তুলে আবার ওয়াইন খেলো সে।

চার্লি নিজেকে কাপুরুষ ভাবছে বুঝতে পেরে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলো রানা। লজ্জায় চোখ দুটো নামিয়ে নিলো ও, মনের ভাব গোপন করার জন্যে। 'চলো, গাড়ির কাছে ফিরে যাই,' বললো ও। 'দাঁতগুলো নেয়ার জন্যে ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসবে ডমরু।'

আসার পথে পাশাপাশি ছিলো ওরা, ফেরার পথে থাকলো না।

নয়

ক্যাম্পে ফিরে আসতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। জুলুদের একজনের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে বালতি থেকে পানি নিয়ে হাত-মুখ ধুলো ওরা, তারপর আগুনের পাশে এসে বসলো। একা শুধু রানাকে কফি দেয়া হলো, চার্লির হাতে ওয়াইনের বোতলটা রয়েছে এখনো। তার দিকে তাকাতে পারছে না রানা, কফির কাপটা অহেতুক নাড়াচাড়া করছে। আড়ষ্ট বোধ করছে ও। বিষয়টা নিয়ে কথা হওয়া দরকার, প্রসঙ্গটা কিভাবে তোলা যায় ভাবছে। শিকারে বেরিয়ে, শিকার নাগালের মধ্যে পেয়ে, গুলি করতে না পারাটাকে

কাপুরুষতা বলেই ধরে নেয়া হয় সাধারণত। চার্লির পক্ষ অবলম্বন করলো রানা, মনে মনে একের পর এক অজুহাত তৈরি করছে। ওর গুলির শব্দে চার্লির মনোযোগ হয়তো ছুটে গিয়েছিল। কিংবা হয়তো হাতিটাকে আরো ভালো পজিশন থেকে গুলি করতে চেয়েছিল সে, সময় বেশি নেয়ায় ছুটে পালাবার সময় পেয়েছে। যাই ঘটুক না কেন, ব্যাপারটাকে এভাবে ঝুলে থাকতে দেবে না রানা—দু'জনের মাঝখানে তিক্ত একটা গাম্ভীর্যের পাঁচিল মাথাচাড়া দিয়েছে, ওটাকে সরাতে হবে। খোলাখুলি কথা বলবে ওরা, তারপর ভুলে যাবে।

উঠে গিয়ে একটা গ্লাস আনলো রানা, বাড়িয়ে দিলো চার্লির দিকে, মৃদু হাসলো। 'এটায় ঢেলে খাও।'

'বেশ—বেশ, হাসি দিয়ে আড়াল করে রাখো!' রানার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে বললো চার্লি, খানিকটা ওয়াইন ঢেলে গ্লাসটা উঁচু করলো। 'আমাদের দুঃসাহসী শিকারী, বিজয়ী বীরের স্বাস্থ্য কামনা করছি। ড্যাম ইট, দোস্ত, এ কাজ তুমি করো কিভাবে?'

চার্লির দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'কি বলতে চাও?'

'খুব ভালো করেই জানো কি বলতে চাই। তোমার অপরাধবোধ এতোই প্রবল যে আমার দিকে তাকাতেই পারছো না। হাতি কি? বনভূমির সৌন্দর্য। কিভাবে ওদের খুন করতে পারো তুমি? আরো ভীতিকর ব্যাপার হলো, খুন করে আনন্দ পাও কি করে?'

নিজেকে দুর্বল লাগলো রানার, ধীরে ধীরে চেয়ারটায় বসে পড়লো। ঠিক বুঝতে পারলো না মনে কোন্ অনুভূতিটা প্রবল হয়ে উঠেছে—স্বস্তি নাকি বিস্ময়।

আবার মুখ খুললো চার্লি। 'জানি কি বলতে চাইবে তুমি। এ-সব যুক্তি আমি আমার পিতৃদেবের কাছ থেকে অনেক শুনেছি। আমরা একটা অসহায় শিয়ালকে তাড়া করে মারলাম, এরপর শিকারের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা

করে শোনানো হলো আমাকে। আমরা, মানে বিশজন ঘোড়সওয়ার ও চল্লিশটা হাউণ্ড।'

উকিলের ভূমিকা নেয়ার প্রস্তুতি ছিলো রানার, হঠাৎ নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় আবিষ্কার করে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। 'তুমি শিকার পছন্দ করো না?' রানার গলায় অবিশ্বাস, যেন জানতে চাইছে, 'তুমি খেতে পছন্দ করো না?'

'শিকার কি জিনিস আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার উত্তেজনা আমার ভেতরও ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু যেই তুমি খুন করতে শুরু করলে অমনি সব মনে পড়ে গেল আমার।' গ্লাসে চুমুক দিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকলো চার্লি। 'ওদের কোনো সুযোগই দেয়া হয়নি। বেচারিরা আরাম করে ঘুমোচ্ছিল, চোরের মতো এগিয়ে গিয়ে একেবারে কাছ থেকে গুলি করে মারলে তুমি ওদের—ঠিক যেমন হাউণ্ডগুলো শিয়ালটাকে ফেড়ে ফেলে। ওদের তুমি কোনো সুযোগই দাওনি।'

'কিন্তু, চার্লি, শিকার মানে প্রতিযোগিতা নয়…।'

'হ্যাঁ, জানি, আমার প্রিয় বাবা তাও ব্যাখ্যা করেছিল। আপন অস্তিত্ব রক্ষার প্রবণতাকে যদি অস্ত্র বলা যায়, শিকার হলো সেই অস্ত্রে বা ছুরিতে শান দেয়া। আরো ব্যাখ্যা আছে, জানি। স্রেফ শখ, কিংবা নিজের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই। বাবার আসলে উচিত ছিলো আমাকে বাদ দিয়ে শিয়ালটাকে এসব ব্যাখ্যা করে শোনানো।'

এবার রেগে উঠেছে রানা। 'তুমি ভুল বুঝছো।'

'যদি বলো হাতিগুলোকে তুমি শখের বশে খুন করেছো, আমি তোমাকে মিথ্যেবাদী বলবো। শিকার তুমি ভালোবাসো, দোস্ত। এ তোমার একটা নেশা। গড, গুলি করার সময় যদি নিজের মুখটা তুমি দেখতে পেতে!'

'বেশ, তবে শোনো—শিকার করতে ভালোবাসে না এমন একজন

লোককেই চিনি আমি। সে একটা কাপুরুষ!' চার্লির উদ্দেশ্যে চিৎকার করলেন রানা।

ম্লান হয়ে গেল চার্লির চেহারা, রানার দিকে মুখ তুললো সে। 'কি বলতে চাইছো তুমি?' এতো নিচু গলায় ফিসফিস করলো, কোনো রকমে শুনতে পেলো রানা।

নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, এই নিস্তব্ধতার ভেতর এখনই রানাকে বেছে নিতে হবে—রাগটাকে বাড়তে দেবে, নাকি সামলে নিয়ে আপোষে আসবে। ঠোঁটে ভিড় জমিয়েছে এমন সব শব্দ, যা উচ্চারণ করলে চিরকালের জন্যে শেষ হয়ে যাবে ওদের সকল সম্পর্ক। শক্তভাবে চেয়ারের হাতল ধরা হাত দুটোকে শিথিল করলো রানা। 'কথাটা আমি বলতে চাইনি···বলিনি।'

'আমারও তাই ধারণা।' কথার আগেই ঠোঁটে ফিরে এলো চার্লির আগের সেই নিঃশব্দ হাসি। 'বলো তো, দোস্ত, কেন তুমি শিকার ভালোবাসো? বোঝার চেষ্টা করবো, তবে আশা কোরো না আর কখনো তোমার সাথে আমি শিকারে যাবো।'

এ যেন এক জন্মান্ধকে রঙ চেনানো। একজন শিকারীর আকুল আকাঙ্ক্ষা তাকে কি ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব, যে এই আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই জন্মেছে? তবু ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করলো রানা। ওকে বাধা না দিয়ে চুপ করে থাকলো চার্লি। রানা বললো, শিকার মানে উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ, এই উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ শিকারীর সারা শরীরের সমস্ত রক্তকে নাচিয়ে দেয়। রক্তে বান ডাকে, রানা শুনতে পায় ওর রক্ত গান গাইছে। শুধু তাই নয়, ওর সব ক'টা ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, এবং এমন একটা ভাবাবেগে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়ার সুযোগ করে দেয় যা যৌনমিলনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার মতোই প্রাচীন। রানা বোঝাবার চেষ্টা করলো, শিকার যতো সুন্দর ও শক্তিশালী হবে, সেটাকে জয় করার আকুলতাও ততো বেশি তীব্র

হবে; বোঝাতে চাইলো, এর মধ্যে কোনো রকম সচেতন নিষ্ঠুরতা নেই, বরং বলা যায় এ এক ধরনের ভালোবাসারই প্রকাশ; ভালোবেসে পেতে চাওয়ার তীব্র আকুতি। একান্তভাবে নিজের দখলে আনার জন্যে অনেক জিনিসই ধ্বংস করে মানুষ; অনেকটাই হয়তো স্বার্থপরতা থাকে তার মধ্যে, কিন্তু কে না জানে যে প্রবৃত্তি কোনো নীতি মানে না। গোটা ব্যাপারটা রানার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার, শিকারের রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা এতো গভীরভাবে অনুভব করে ও যে তা কখনো ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। চার্লিকে ব্যাখা করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেলো ও, একই কথা কয়েকবার বললো, সঠিক শব্দের অভাবে অসহায় বোধ করলো। এক সময় থামলো ও, চার্লির মুখ দেখে বুঝলো, তাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে সে।

'আর এই তুমিই কিনা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য ময়নিহানের সাথে লড়েছিলে,' নরম সুরে বললো চার্লি। 'এই তুমিই তো সব সময় মানুষকে আঘাত না দেয়ার কথা বলতে ভালোবাসো।'

প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুললো রানা, ওকে থামিয়ে দিয়ে আবার বললো চার্লি, 'তুমি হাতি শিকারের শখ মেটাও, আমি দেখি এদিকটায় সোনা পাওয়া যায় কিনা—এসো, যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তুমি হাতিগুলোর ওপর যে অন্যায় করছো তা আমি ক্ষমা করবো, আমি সুফিয়ার ওপর যে অন্যায় করেছি তা তুমি ক্ষমা করবে। এখনো সমান অংশীদার, রাজি?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। মৃদু কণ্ঠে বললো, 'আমি ভেবেছিলাম, শিকার তুমি পছন্দ করবে, চার্লি। সত্যি বলতে কি, তোমার জন্যেই এসেছি আমি। হাতির দাঁত বা দাঁত বেচা টাকা—কোনোটারই আমার দরকার নেই, আপন গড!'

ওর দিকে গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরলো চার্লি। 'অনেক আগেই খালি হয়ে

গেছে, একটু ভরে দেবে, দোস্ত?'

।

শিকার শেষ। ঠিক হলো, আরও ক'টা দিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ফিরে যাবে ওরা কেপ টাউনে। ওখানেই বিদায় নেবে পরস্পরের কাছ থেকে। দু'জনের কেউই মনে রাগ বা ক্ষোভ পুষে রাখেনি, সন্দেহ বা ঈর্ষাতেও ভুগছে না, ফলে সম্পর্কটা আগের মতোই মধুর থাকলো ওদের। দু'জনেরই পছন্দ, এমন ব্যাপারগুলো উপভোগ করে ওরা; পছন্দ দু'রকম হলে স্রেফ মেনে নেয়। আগুনের ধারে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে ওরা, পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকে বিছানায়। কোনো কোনো রাতে দাবার বোর্ড নিয়ে বসে দু'জন, কিংবা হয়তো চার্লিকে দস্তয়েভস্কির উপন্যাস থেকে পড়ে শোনায় রানা।

একদিন প্রসঙ্গটা উঠেই পড়লো।

চুরুটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিলো চার্লি। তারপর মৃদুস্বরে, হঠাৎ করেই জানতে চাইলো সে, 'আচ্ছা, বলো তো, রানা—এরকম একটা ঘটনা ঘটলো কেন? ছিলাম রাজা, রাতারাতি হলাম পথের ফকির—কেন, কারণটা কি?'

মনে মনে চাইছিল রানা প্রসঙ্গটা উঠুক। কেন এরকম ঘটলো, তার একটা ব্যাখ্যা চার্লির পাওয়া দরকার, যাতে ভবিষ্যতে একই ভুল না হয়, নিজেকে শুধরে নিতে পারে। 'কারণ হলো লোভ, চার্লি। আমাদেরকে অন্যায় লোভে পেয়েছিল। ময়নিহানকে সর্বস্বান্ত করতে চাওয়াটা উচিত হয়নি আমাদের।'

'কিন্তু ভুলে যেয়ো না আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল সে!'

'মানলাম ষড়যন্ত্র করছিল, কিন্তু ভেবে দেখেছো কি, কেন ষড়যন্ত্র করছিল?'

'কেন?'

'এখানে তোমার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রসঙ্গ এসে পড়ে,' মৃদুকণ্ঠে বললো রানা। 'প্রশংসা করছি না, মানুষ হিসেবে তুমি সত্যি চমৎকার। তোমার বন্ধুত্ব, তুলনা হয় না। টাকা-পয়সার ব্যাপারে তোমার সততা, দৃষ্টান্ত হতে পারে। অদ্ভুত কোমল একটা সুন্দর মন আছে তোমার। কিন্তু এ-সবের প্রকাশ কার বেলায় ঘটে? কার কাছে তুমি চমৎকার মানুষ? শুধু যাদেরকে ভালো লাগে তোমার, তাদের কাছে। তোমার বন্ধুত্ব, সততা ও কোমলতা আমি উপলব্ধি করি, ডমরু উপলব্ধি করে, কিন্তু বাকি সবাই? বাকি সবাই জানে তুমি তাদেরকে হয় করুণা করো, নাহয় ঘৃণা করো। সত্যি হয়তো ব্যাপারটা সেরকম নয়, কিন্তু তোমার আচরণে সেটাই প্রকাশ পায়। সবাই জানে তোমার ভেতর একটা অহংবোধ আছে—থাক বা না থাক, লোকের এই জানাটা খুব খারাপ, তোমাকে তারা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তোমার আরেকটা ত্রুটি, মাঝে-মধ্যে শুধু নিজের দিকটাই দেখো, অন্যের সুবিধে-অসুবিধের কথা চিন্তা করো না। সুফিয়ার কথা ভাবো। তাকে গোল্ডফিল্ডে চিরকাল থাকতে হবে অথচ এমন অপমান করলে যে বেচারি মুখ দেখাতে পারছে না কারও কাছে।

'তুমি জানতে ময়নিহান অতি ধুরন্ধর লোক, তার কূটবুদ্ধির প্রমাণও তুমি পেয়েছো, তারপরও অকারণে তাকে খোঁচাতে থাকো। শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তাকে তুমি পরম শত্রুতে পরিণত করলে, নিজেকে গার্ড করবার কোনো ব্যবস্থা না রেখেই। আমি তোমার দোষ দিচ্ছি না, তোমার স্বভাবের এই দিকগুলো আমার চোখে পড়েছে, তাই বন্ধু হিসেবে জানিয়ে দিচ্ছি। এগুলো যদি কাটিয়ে উঠতে পারো, যদি ঝেড়ে ফেলতে পারো অহংবোধটুকু, তুমি একজন অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে—আমি জানি।'

চুপচাপ রানার কথাগুলো শুনলো চার্লি। অনেকক্ষণ পর বিড়বিড় করে

বললো সে, 'অনেক দেরি করে ফেলেছো, দোস্ত। এই কথাগুলোই আরো আগে আমাকে বলা উচিত ছিলো তোমার। এখন সে নিজেকে আর শুধরে নেয়ার সময় নেই। সেই বললেই যখন, সব শেষ হয়ে যাবার পর বললে!'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলো রানা। 'পাগল! শোধরানোর সময় কখনই শেষ হয় না। আর কে বললো তোমাকে, সব শেষ হয়ে গেছে? কিছুই শেষ হয়নি, চার্লি।'

তিক্ত হাসলো চার্লি। 'মিথ্যে প্রবোধ দিয়ো না তো!'

'মিথ্যে প্রবোধ! ঠিক আছে, বলো, কি দরকার তোমার? কি পেলে খুশি হও তুমি?'

'থাক,' হতাশার কালো ছায়া পড়লো চার্লির চেহারায়। 'এ-বিষয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না। যা ঘটার ঘটেছে, ব্যাপারটা আমি মেনেও নিয়েছি। আমি জানি, আর কোনোদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো না। অষ্টাদশ ব্যারনকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব ঈশ্বর ও প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দিলাম, ইংল্যাণ্ডে আমার এলাকার কালো লোকগুলোর ভবিষ্যৎও ছেড়ে দিলাম তাদের নিয়তির ওপর। আমি···উন্নতির শখ আমার মিটে গেছে, রানা···এখন থেকে লোকে আমাকে জানবে অকর্মা ভবঘুরে।'

এমন সুরে কথা বললো রানা, চার্লির কথা যেন শুনতেই পায়নি। 'এক মিলিয়ন পাউণ্ড কিন্তু খুব কম টাকা নয়, কি বলো, চার্লি? আমরা একটা কোম্পানী খুলতে পারি। আমি সময় দিতে পারবো না। কিন্তু তোমার মতো ব্যবসা-বুদ্ধি আছে এমন কোনো লোকের হাতে এক মিলিয়ন পাউণ্ড দিলে, বছর দুয়েকের মধ্যে বেড়ে দিগুণ বা এমনকি তিনগুণও হয়ে যেতে পারে টাকাটা—কি, ঠিক বলিনি?'

'স্বপ্ন দেখতে ভালোই লাগে।' রানার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো চার্লি। 'আমার ঘুম পাচ্ছে, দোস্ত।' হাঁটতে শুরু করলো সে।

পিছন থেকে মৃদুকণ্ঠে রানা বললো, 'সুইস ব্যাংকে আমার একটা

অ্যাকাউন্ট আছে।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো চার্লি, রানার দিকে ফিরলো। 'কি বললে?' তার মনে হয়েছে, শুনতে ভুল করেছে।

'ভুল শোনোনি। সুইস ব্যাংকে আমার একটা গোপন অ্যাকাউন্ট আছে। গোপন অ্যাকাউন্ট, তবে টাকাগুলো বৈধ ব্যবসার মাধ্যমে রোজগার করা। ওখান থেকে এক মিলিয়ন পাউণ্ড তোমাকে আমি দেবো। হঠাৎ করে নয়, গোল্ডফিল্ড ছাড়ার আগেই নিয়েছি সিদ্ধান্তটা। আমি চাই আবার তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও, ব্যবসা করো, তোমার এলাকার কালো লোকগুলোর জন্যে ভালো কিছু একটা করো, অষ্টাদশ ব্যারনকে উচিত শিক্ষা দাও।'

ধীরে ধীরে ফিরে এলো চার্লি, রানার পাশে বসে ওর একটা হাত চেপে ধরলো। কথাগুলো চমকে দিয়েছে ওকে, নড়িয়ে দিয়েছে ওর ভিত। অনেকক্ষণ কথা বললো না, শুধু চোখ মিট মিট করে দেখলো রানাকে, তারপর ফিসফিস করে বললো, 'আমার গায়ে চিমটি কাটো, প্রমাণ করো আমি স্বপ্ন দেখছি না।'

একটা হাত তুলে চার্লির মাথার চুল এলোমেলো করে দিলো রানা। 'ইচ্ছে করলে আফ্রিকাতেই থেকে যেতে পারো তুমি, খুঁজে বের করতে পারো নতুন কোনো সোনার খনি। কিংবা যদি চাও ইংল্যাণ্ড বা ক্যানাডায় ব্যবসা করবে, তাই হবে। মোট কথা, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে আমার তরফ থেকে ওই টাকাটা মূলধন দেয়া হচ্ছে তোমাকে—কোনো শর্ত ছাড়াই, কোনোদিন ফেরত দেয়ার সামর্থ্য হলে দিয়ো, না দিলেও কোনো অভিযোগ থাকবে না।'

'কে তুমি, মাসুদ রানা?' চার্লির গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চায় না। 'তোমার আসল পরিচয় কি? কোনও রাজা–মহারাজা–বাদশা?'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, তোমরা যা জানো তার বাইরেও আমার কিছু পরিচয় আছে, কিন্তু প্রকাশ করার উপায় নেই। আমি আসলে

কি বা কে, আমাদের বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তা প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। শুধু জেনে রাখো, দেশের কাজে নিয়োজিত আমি, নিজের দেশকে ভালোবাসি, এবং অন্যায় কোনো কাজে আমি নেই।'

অকপটে বিশ্বাস করলো চার্লি রানার সব কথা।

'তাহলে…তাহলে…গোল্ডফিল্ডে সব হারাবার পর তুমি আমাকে নিয়ে জঙ্গলে চলে এলে কেন? আমি তো জানি সব হারানোর পর তুমিও আমার মতো দিশেহারা বোধ করছো, আর কিছু করার নেই দেখে পালিয়ে এসেছো এখানে…।'

হাসলো রানা। 'জঙ্গলে এসেছি, তোমার শিকারের শখ মেটাবার জন্যে। চেয়েছিলাম প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে ক'টা দিন থাকলে তোমার মনে শান্তি ফিরে আসবে। আরেকটা উদ্দেশ্য ছিলো, তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা।'

'তুমি আমাকে সত্যি এক মিলিয়ন…কিন্তু রানা, কতো টাকা আছে তোমার? এ আমি বিশ্বাস করবো কিভাবে! এতো টাকা কে কাকে দেয়!'

'তুমি আমাকে দিতে না, যদি তোমার থাকতো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা।

লজ্জা পেলো চার্লি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো সে। তারপর বললো, 'কি জানি। তোমাকে আমি সত্যি ভালোবাসি। তোমার মতো বন্ধু পাওয়া সত্যি দুর্লভ ভাগ্য। দিতাম, তবে কতো টাকা থাকলে এক মিলিয়ন দিতে চাইতাম তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। জিজ্ঞেস করো না টাকাটার নিরাপত্তার কথা ভেবে কি কি শর্ত দিতাম। তোমার ওপর কোনো চাপ পড়বে না তো…?'

'নাহ্! আরও কয়েকটি দেশে আমার টাকা আছে। আমি চাই না পুঁজির অভাবে ব্যবসায় মার খাও তুমি।' চার্লির ধরা নিজের হাতটার দিকে তাকালো রানা। 'হাতটা এবার ছাড়লে হয় না, আর কতো চাপ দেবে?'

ঝট করে হাতটা সরিয়ে নিলো চার্লি। 'দুঃখিত, দোস্ত। এখন তাহলে কি হবে...মানে, কি করবো আমরা?'

'এবার ফেরার পালা। জঙ্গল ছেড়ে কেপটাউনে চলে যাবো আমরা। ওখান থেকে আমাদের পথ আলাদা হয়ে যাবে। তার আগে চেকটা লিখে দেবো আমি।'

আবার রানার হাতটা চেপে ধরলো চার্লি। 'কিন্তু তারপর? আর আমাদের দেখা হবে না কখনো?'

'দেখা হবে না কেন? লণ্ডনের একটা ঠিকানা দেবো তোমাকে, ওখানে চিঠি লিখলে বা ফোন করলে মেসেজটা দু'দিনের মধ্যে পেয়ে যাবো— দুনিয়ার যেখানেই আমি থাকি না কেন। বিপদে আমার সাহায্য চাইলে দেখবে উড়ে চলে এসেছি।'

'কিন্তু রানা, তোমার এই ঋণ আমি শোধ করবো কিভাবে?'

গম্ভীর হলো রানা। 'ঋণ বলছো কেন? আমি কি টাকাগুলো তোমাকে ধার দিচ্ছি, না দান করছি? ওগুলো তো এক বন্ধুকে আরেক বন্ধুর উপহার।'

'কিন্তু আমি, রানা? আমি তোমাকে কি উপহার দেবো? আমার তো এমন কিছু নেই...।'

'তুমি আমাকে উপহার দেবে তোমার চরিত্রের মাধুর্য, চার্লি। তুমিই বলেছ, অহংবোধ ঝেড়ে ফেলে শুদ্ধ মানুষ হয়ে উঠবে তুমি, সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।'

'চেষ্টা করবো রানা, কথা দিলাম,' আবেগে চার্লির গলা কেঁপে গেল। 'চেষ্টা করবো আমি যেন একজন গ্রহণযোগ্য মানুষ হয়ে উঠতে পারি।' মৃদু চাপ দিয়ে রানার হাতটা ছেড়ে দিলো সে। চোখে ফিরে এসেছে আশার জ্যোতি।

*

খাবারের প্রয়োজনে টুকটাক শিকার চলছে, সেই সাথে ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে ফিরে চললো দলটা। একটা পাহাড়শ্রেণীকে পেরিয়ে এলো ওরা, সামনে দিগন্তবিস্তৃত সমতলভূমি। ঝোপ-ঝাড় বেশি এদিকে, মাঝে মধ্যে দু'চারটে ব্যাওবাব গাছ দেখা যায়। পানি একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো, ক্যাম্প স্থানান্তরের আগে একা ঘোড়া ছুটিয়ে সামনের ওয়াটারহোল দেখে আসতে হলো রানাকে।

ওদের পরবর্তী ক্যাম্পটা খুবই ভালো। আশপাশে প্রচুর ঘাস রয়েছে, গরু ও ঘোড়াগুলোর পেট ভরবে। সরু একটা নালাও পাওয়া গেল, যদিও হাতির পাল নিয়মিত প্রস্রাব করায় নালার পানি অসম্ভব লোনা। ওরা সিদ্ধান্ত নিলো, এখানে বেশ কিছুদিন থাকবে ওরা। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ওদের বিশ্রাম দরকার। মেরামত করা দরকার গাড়িগুলোও।

সেদিন সন্ধ্যার আগে ক্যাম্পের সামনে বসে আছে রানা আর চার্লি, দিগন্তরেখার নিচে নেমে যেতে দেখছে সূর্যটাকে। এক সময় গোটা পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠলো, পুবদিকে কালো মেঘ জমেছে। 'বৃষ্টি আসবে নাকি?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি। গায়ের শার্ট খুলে ফেললো সে। 'ভিজতে পারলে মন্দ হতো না।'

আগুন জ্বাললো মালাবি, দু'কাপ কফি দিয়ে গেল ডমরু। পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করছে ওরা, কেউ তেমন কথা বলছে না। রাত আরো গভীর হতে খেতে বসলো ওরা। হরিণের কলিজা প্রধান খাবার, মশলা দিয়ে চমৎকার রেঁধেছে ডমরু। খাওয়ার পরও আগুনের ধারে বসে থাকলো দু'জন, বিছানা পর্যন্ত হেঁটে যেতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ শুকনো একটা ডালের নিচ থেকে কি যেন বেরিয়ে এলো, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলো রানা। চোখ ফেরাতেই চিনতে পারলো, কাঁকড়া বিছে। আগেই দেখতে পেয়েছে চার্লি, ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর চিবুক ঠেকিয়ে তাকিয়ে আছে

ওটার দিকে। কাঁকড়াটার বাঁচার কোনো আশা নেই। কাঠের ডালটা মোটা বটে, তবে দুই প্রান্তেই আগুন জ্বলছে। ডাল থেকে কাঁকড়া যদি নিচে নামে বা পড়ে যায়, আগুনের মধ্যেই পড়বে।

'আগুনের শিখা ছুঁয়ে দেবার আগে ওটা কি হুল ফুটিয়ে নিজেকে মেরে ফেলবে?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি। 'কে যেন আমাকে বলেছিল, কাঁকড়া বিছে তাই করে।'

'না,' বললো রানা।

'কেন?'

'অনিবার্য পরিণতিকে এগিয়ে আনার ইন্টেলিজেন্স একমাত্র মানুষেরই আছে, বাকি সব প্রাণীদের বেঁচে থাকার প্রবণতা অত্যন্ত বেশি,' বললো রানা। দেখলো সবচেয়ে কাছের শিখা থেকে গা বাঁচাবার জন্যে একদিকে কাত হলো বিছেটা, উঁচু করা হুল ঝাঁকি খেলো সামান্য। 'যদিও ওর পজিশন একটা ফাঁদ হয়ে উঠেছে, ওর আগ বাড়িয়ে কিছুই করার নেই।'

'কেন, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপারটার ইতি ঘটাতে পারে,' বিড়বিড় করলো চার্লি।

নিরাপদ বৃত্তটা ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে, ছোট্ট একটা জায়গার ভেতর মোচড় খেতে শুরু করলো বিছেটা। লেজটা নত হলো, কর্কশ ছালের গায়ে পাগুলো টলছে। আগুনের আঁচে সেদ্ধ হচ্ছে, বাঁকা হয়ে যাচ্ছে পা। আগুনের শিখা হলুদ জিভ দিয়ে ছুঁয়ে দিলো, চকচকে শরীরটা বিবর্ণ হতে শুরু করলো। কাত হলো ডালটা, আগুনের ভেতর অদৃশ্য হলো বিছে।

'কিন্তু তুমি?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'ওর জায়গায় তুমি হলে কি ঝাঁপ দিতে?'

আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ছাড়লো চার্লি। 'আমি জানি না,' বলে উঠে দাঁড়ালো সে। খানিকদূর হেঁটে ক্যাম্পের শেষ সীমায় থামলো। কোথাও একটা শিয়াল ডাকছে, মনে হলো কান পেতে আওয়াজটা শুনছে চার্লি।

বনভূমিতে প্রবেশ করার পর শিয়ালের ডাক প্রায় রোজই শুনতে পাচ্ছে ওরা, তবে আজ পর্যন্ত একটাও ওদের কাছাকাছি আসেনি। আফ্রিকায় রাতেরই একটা অংশ বলা যায় শিয়ালকে, ওদের উপস্থিতি বিশেষভাবে খেয়াল করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আজ হঠাৎ করে ব্যাপারটা যেন অন্যরকম লাগলো রানার। মাত্র একটা শিয়ালই ডাকছে, ডাকটা এতোই তীক্ষ্ণ ও কর্কশ, যেন তীব্র ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে সে। কান পেতে শোনার সময় গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। সুস্থ, স্বাভাবিক কোনো প্রাণী এভাবে ডাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো ও, অনিশ্চিতভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকলো অন্ধকারে। শিয়ালটা ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে, আসছে খুব দ্রুত।

কি ঘটছে হঠাৎ উপলব্ধি করতে পারলো রানা।

'চার্লি!' চিৎকার করলো ও। 'দৌড় দাও! ফিরে এসো, চার্লি, জলদি!'

রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো চার্লি, মুখে অসহায় হাসি। তার হাত দুটো নাভির নিচে স্থির হয়ে রয়েছে, ট্রাউজারের বোতাম খোলা, আগুনের আভায় দেখা গেল পানির একটা রূপালি ধারা তার নাভির নিচ থেকে মাটি পর্যন্ত বাঁকা হয়ে রয়েছে।

''চার্লি!' গলার রগ ফুলে উঠলো রানার। 'ওটা পাগলা শিয়াল! দৌড় দাও, গর্দভ! ওটার জলাতঙ্ক হয়েছে!' ইতিমধ্যে কাছে চলে এসেছে পাগলা শিয়াল, তবে এতোক্ষণে চার্লিও ফিরে আসতে শুরু করেছে।

কয়েক পা এগিয়েই আছাড় খেলো চার্লি, পড়ে থাকা একটা গাছের ডালে হোঁচট খেয়েছে। পড়েই একটা গড়ান দিলো ও, পা দুটো ভাঁজ করে শরীরের নিচে জড়ো করলো, আবার দাঁড়াবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকালো, যেদিক থেকে আসবে ওটা। ঠিক এই সময় শিয়ালটাকে দেখতে পেলো রানা।

হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রয়েছে চার্লি, কালো একটা ছায়ার

মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো পাগলা শিয়াল। শূন্যে লাফ দিয়েছে শিয়াল, চার্লিকে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে দেখলো রানা। শরীরটা মুচড়ে ডমরুর হাত থেকে ছুটে গেল একটা কুকুর, রানার পায়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে পাশ কাটালো ওকে। আগুন থেকে জ্বলন্ত একটা ডাল তুলে নিয়ে ওটার পিছু নিলো রানা, কিন্তু এরইমধ্যে মাটিতে পিঠ দিয়ে গড়াগড়ি খেতে শুরু করেছে চার্লি, শরীরের সামনে হাত দুটো উন্মত্তের মতো ঝাঁকাচ্ছে শিয়ালটাকে গা থেকে সরাবার ব্যর্থ চেষ্টায়। পিছন থেকে শিয়ালটাকে কামড়ে ধরলো ওদের কুকুরটা, টেনে হটিয়ে আনলো। শিয়াল ও কুকুর কামড়াকামড়ি শুরু করলো, ছুটে এসে শিয়ালটার পিঠে মোটা ডাল দিয়ে বাড়ি মারলো রানা, ওটার শিরদাঁড়া ভেঙে দিলো। যেন পাগল হয়ে গেছে ও, একের পর এক ঘন ঘন বাড়ি মেরে শিয়ালটাকে আকৃতিহীন একটা মাংস পিণ্ডে পরিণত করতে চাইছে। তারপর ফিরলো ও চার্লির দিকে।

দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে চার্লি। পকেট থেকে রুমাল বের করে গাল থেকে রক্ত মুছছে সে, যদিও মোছার পরও নাকের পাশ থেকে রক্ত ঝরছে অনর্গল, বুকের কাছে শার্টটাও লাল হয়ে রয়েছে। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে তার। তাকে ধরে আগুনের পাশে নিয়ে এলো রানা। মুখ থেকে চার্লির হাত দুটো নামিয়ে দিয়ে ক্ষতগুলো পরীক্ষা করলো ও। নাকটা ছিঁড়ে গেছে, গালের দু'জায়গায় ঝুলছে মাংস।

'বসো!'

লক্ষ্মী ছেলের মতো রানার নির্দেশ পালন করলো চার্লি, রুমালটা আবার গালে চেপে ধরেছে। তাড়াতাড়ি আগুনের সামনে উবু হয়ে বসলো রানা, একটা ডাল দিয়ে খুঁচিয়ে জ্বলন্ত কয়লাগুলো এক জায়গায় জড়ো করলো, তারপর স্তূপটার ভেতর ঢুকিয়ে দিলো নিজের হান্টিং নাইফের ফলা।

'ডমরু!' ডাকলো রানা। আগুনে ধরা ছুরিটা থেকে চোখ দুটো সরালো না। 'শিয়ালটাকে পোড়াও। প্রচুর কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালো। লাশটা

হাত দিয়ে ছোঁবে না। কাজটা শেষ করে কুকুরটাকে বাঁধো, বাকি কুকুরগুলোকে ওটার কাছে ঘেঁষতে দিয়ো না।' আগুনের ভেতর ছুরিটা ওল্টালো রানা। 'চার্লি, যতোটা পারো ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নাও তুমি।'

'কেন, কি করতে চাও?'

'কি করতে চাই তুমি জানো।' আফ্রিকায় জলাতঙ্ক রোগের ভালো কোনো চিকিৎসা নেই, জানে রানা। আর চিকিৎসা থাকলেই বা কি, সবচেয়ে কাছের শহর থেকে অন্তত ছ'শো মাইল দূরে রয়েছে ওরা, দুর্গম পাহাড় ও বনভূমি পেরিয়ে ডাক্তার ও ওষুধ আনতে হলে একজন ঘোড়সওয়ারের সময় লাগবে এক মাসেরও বেশি। ততোদিনে যা ঘটার ঘটে যাবে—ভালো বা মন্দ।

'আমার কব্জিতেও কামড় দিয়েছে,' বলে ক্ষতগুলো দেখাবার জন্যে একটা হাত তুললো চার্লি। এরই মধ্যে কালো হয়ে গেছে ওগুলো, পানির মতো স্বচ্ছ রক্ত বেরুচ্ছে।

'খাও।' চোখ-ইশারায় ব্র্যাণ্ডির বোতলটা দেখিয়ে দিলো রানা। এক সেকেণ্ডের জন্যে পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো ওরা। চার্লির চোখে আতঙ্কের ছায়া নড়তে দেখলো রানা। গরম ছুরির আতঙ্ক, আতঙ্ক মাংসে ঢুকে পড়া জীবাণুর। ওই জীবাণু রক্তে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ওগুলোকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে। তা না হলে রক্তের ভেতর সংখ্যায় বাড়বে ওগুলো, তারপর এক সময় ওর স্নায়ু ও মগজে হামলা চালাবে—সম্পূর্ণ একটা উন্মাদে পরিণত হবে সে, আক্রোশে অন্ধ বাঘের মতো গর্জন করবে, ব্যথায় গোঙাবে, যতোক্ষণ না মৃত্যু তাকে যন্ত্রণামুক্ত করে।

'ব্র্যাণ্ডি খাও,' আবার বললো রানা। বোতলটা মুখে তুললো চার্লি। সামনের দিকে ঝুঁকে আগুনের ভেতর থেকে ছুরিটা বের করলো রানা, অপর হাতের উল্টোপিঠ থেকে এক ইঞ্চি দূরে ধরলো ফলাটা। এখনো যথেষ্ট গরম হয়নি। কয়লার ভেতর আবার ফলাটা ঢুকিয়ে দিলো ও।

কথা বলার সময় চার্লির দিকে তাকালো না রানা। 'ডমরু, মালাবি—এদিকে এসো। বসের দু'দিকে দাঁড়াও, চেয়ারের দু'পাশে। রেডি থাকো, ওকে ধরতে হবে।' কোমর থেকে বেল্টটা খুলে চার্লির দিকে বাড়িয়ে ধরলো ও। 'দাঁতের ফাঁকে আটকে কামড়াও এটা।'

আগুনের দিকে ফিরলো রানা। ছুরিটা তুলে দেখলো, এবার ফলাটা লাল হয়েছে। চার্লির দিকে তাকালো ও। 'ঠিক আছে?'

'যে কাজটা তুমি করতে যাচ্ছো, এক হাজার কুমারী ডুকরে কেঁদে উঠবে।' কর্কশ স্বরে কৌতুক করার চেষ্টা করলো চার্লি।

'ধরো ওকে,' বললো রানা।

গরম ছুরির স্পর্শ পেয়ে গুঙিয়ে উঠলো চার্লি। এক সেকেণ্ড পর চিৎকার শুরু হলো তার, ধনুকের মতো বেঁকে গেল শিরদাঁড়া, তবে নির্দয়ভাবে তাকে ধরে রাখলো জুলুরা। ক্ষতের কিনারাগুলো কালো হয়ে গেল, হিসহিস শব্দে চামড়া ও চর্বি পুড়ছে, আরো গভীরে ঢোকাচ্ছে রানা ফলাটা। মাংস পোড়ার গন্ধে বমি পেলো ওর। দাঁতে দাঁত চেপে থাকলো ও। এক সময় পিছিয়ে এলো, দেখলো জুলুদের হাতের ভেতর নেতিয়ে পড়ছে চার্লি, ঘামে ভিজে গেছে শার্ট ও চুল। ছুরিটা আবার গরম করলো রানা, কব্জির ক্ষতটা পোড়ালো। চেয়ারে বসে মোচড় খেতে লাগলো চার্লি, ফোঁপাতে শুরু করলো। সবশেষে ক্ষতগুলোর মুখে গ্রিজ মাখালো রানা, পরিষ্কার একটা শার্ট ছিঁড়ে কব্জিটা জড়ালো। ধরাধরি করে একটা গরুর গাড়িতে তোলা হলো চার্লিকে। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলো সে। গাড়ি থেকে নেমে কুকুরটার কাছে চলে এলো রানা, ডমরু ওটাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। কুকুরটার কাঁধে, লোমের নিচে, ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেলো ও। জুলুরা একটা বস্তার ভেতর ভরলো ওটার মাথা, যাতে কামড় দিতে না পারে, তারপর ওটারও ক্ষতগুলো পোড়ালো রানা। ডমরুকে বললো, 'শেষ গাড়িটার সাথে বাঁধো এটাকে। অন্য কোনো কুকুর যেন এর কাছে যেতে না

পারে। পানি আর খাবার দিতে ভুলো না।'

'জ্বী, ঠিক আছে, বস্।'

'ডমরু।'

'ইয়েস, বস্?'

'হপ্তার পর হপ্তা ঘোড়ার পিঠে থাকতে পারে, বুকে সাহস আছে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ চিনে নিতে পারবে, এমন লোক কোথায় পাবো আমি, বলতে পারো?'

'আছে, বস্,' আশ্বস্ত করলো ডমরু। 'আমাদের সাথেই সেরকম লোক আছে।'

'কে?'

'আমি ছাড়াও আরেকজন আছে, বস্। নকুনি। কি কাজ তার, বস্?'

'আমি একটা চিঠি লিখে দেবো, কেপটাউনের একটা হাসপাতাল থেকে ওষুধ নিয়ে ফিরে আসতে হবে তাকে। কতোদিন লাগবে তার, বলতে পারো?'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল ডমরুর। মনে মনে হিসাব করলো সে। 'এক মাস দশ দিন, বস্। পথে যদি কোনো বিপদ না ঘটে।'

'পনেরো বা বিশ দিনের মধ্যে সম্ভব নয়?'

'সোজা পথ ধরে গেলে তাকে পাহাড় টপকাতে হবে, বস্। ঘুরপথে গেলে সময় আরো বেশি লাগবে।'

'ঠিক আছে। নকুনিকে বলে দেখো সে রাজি কিনা। বিশ দিনের মধ্যে ফিরতে পারলে তার পুরস্কার দশ হাজার র‍্যাণ্ড। একমাসের মধ্যে ফিরলে পাঁচ হাজার।'

কেপটাউনের বিখ্যাত একটা হাসপাতালের পরিচালককে উদ্দেশ্য করে চিঠিটা লিখলো রানা। পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো প্রথমে, ভদ্রলোক যাতে বুঝতে পারেন রোগীকে হাসপাতালে হাজির করার কোনো উপায় নেই।

সবশেষে লিখলো, ওষুধগুলোর ব্যবহারবিধি যেন বিস্তারিতভাবে লিখে দেয়া হয়, এদিকে কোনো ডাক্তার নেই।

ডমরুর প্রস্তাবে উৎসাহের সাথেই রাজি হলো নকুনি। এক হাজার র‍্যাণ্ড পথ খরচা দিয়ে রানা তাকে জানালো, মজুরী হিসেবে একটা গরুর গাড়ি পাবে সে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে গেল নকুনি। তাকে বিদায় জানিয়ে চার্লির কাছে চলে এলো রানা। ব্যথায় ও মদের নেশায় প্রলাপ বকছে চার্লি, সারারাত এক মিনিটের জন্যেও ঘুমালো না। সকাল পর্যন্ত তার মাথার কাছে বসে থাকলো রানা।

দশ

ক্যাম্প থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে বুনো ডুমুর গাছের তলায় চার্লির জন্যে একটা ঘর তৈরি করলো জুলুরা। বাঁশ ও কাঠের থাম ব্যবহার করা হলো কাঠামোয়, তার ওপর চাপানো হলো চওড়া তেরপল। তার জন্যে বিছানাও তৈরি করা হলো, গরুর গাড়ি থেকে বয়ে আনা হলো কম্বল বালিশ ও চাদর। কয়েকটা লোহার শিকল এক করে জোড়া লাগালো রানা, শিকলের একটা প্রান্ত গাছের গোড়ায় জড়ালো। গরুর গাড়ির ছায়ায় বসে ওদেরকে কাজ করতে দেখছে চার্লি। তার আহত হাতটা একটা স্লিং-এর সাথে ঝুলছে,

ফুলে আছে মুখ, ক্ষতগুলোর রঙ হয়েছে উজ্জ্বল লাল। শিকলটা গাছের সাথে জড়িয়ে বেঁধে সিধে হলো রানা, হেঁটে এলো চার্লির কাছে। 'দুঃখিত, চার্লি, এছাড়া কোনো উপায় নেই।'

'তুমি বোধহয় খবর রাখো না, দাস ব্যবসা কবেই শেষ হয়েছে।' হাসতে গিয়ে আরো বিকৃত করে তুললো চেহারা, তবে উঠে দাঁড়িয়ে রানার পিছু পিছু সদ্য তৈরি ঘরের দিকে এগোলো চার্লি। শিকলের মুক্ত প্রান্তটা চার্লির কোমরে জড়ালো রানা, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দুটো গিঁট এক করে জোড়া লাগালো। 'তোমাকে আটকে রাখার জন্যে যথেষ্ট।'

'আমার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বললো চার্লি। 'এবার চলো, আমার নতুন বাড়িটা দেখে আসি।' তার পিছু পিছু ঘরের ভেতর ঢুকলো রানা।

ভেতরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়লো চার্লি। ক্লান্ত ও অসুস্থ লাগছে তাকে। 'কতোদিনে জানতে পারবো আমরা?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো সে।

ঠোঁট ওল্টালো রানা। 'ঠিক জানি না। আমার ধারণা তোমার বোধহয় এখানে অন্তত মাসখানেক থাকা উচিত—তারপর তোমাকে আমরা আবার সমাজে ফিরিয়ে নেবো।'

'এ–ক মা–স! বোঝাই যাচ্ছে, সময়টা ভারি মজায় কাটবে। এখানে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করবো, কবে গলার ভেতর থেকে কুকুরের মতো আওয়াজ বেরোয়, কবে সবচেয়ে কাছের একটা গাছের গায়ে পা তুলে পানি ছাড়ি।'

চার্লি হাসলেও, রানার মুখে হাসি নেই। 'ছুরির কাজটায় আমি কোনো খুঁত রাখিনি। আমি আমার সর্বস্ব বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার কিছু হবে না। আমরা শুধু সাবধান থাকছি।'

'অভয় দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' মাথার পিছনে হাত রেখে

ছাদের দিকে তাকালো চার্লি। বিছানার কিনারায় বসলো রানা।

চার্লি নিস্তব্ধতা ভাঙার আগে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। 'ঠিক কি ঘটবে, রানা? তুমি কোনো জলাতঙ্ক রোগী দেখেছো কখনো?'

'না।'

'তবে পরিষ্কার হয়ে গেছে, রোগটা সম্পর্কে অনেক কিছু জানো তুমি। সব আমাকে বলো, রানা। আমি শুনতে চাই।'

'ফর গডস সেক, চার্লি। তোমার কিছু হবে না!'

'যা জানো বলো আমাকে, দোস্ত!' হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসে রানার একটা হাত চেপে ধরলো চার্লি। 'প্লীজ, রানা!'

জবাব দেয়ার আগে একদৃষ্টে কয়েক সেকেণ্ড চার্লির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা, তারপর বললো, 'শিয়ালটাকে দেখেছো তুমি, তাই না?'

বালিশের ওপর নেতিয়ে পড়লো চার্লি। 'ওহ্, মাই গড!' ফিসফিস করলো সে।

শুরু হলো ওদের দীর্ঘ অপেক্ষার পালা। আরেকটা তেরপল টাঙিয়ে ঘরের বাইরে বসার জায়গা তৈরি করা হলো, পরবর্তী দিনগুলো ওখানে বসেই সময় কাটালো ওরা।

প্রথম দিকে রানার জন্যে একটা সমস্যা হয়ে উঠলো চার্লি। আশঙ্কা ও হতাশায় এমনই মুষড়ে পড়লো সে যে না তাকে খাওয়ানো যায়, না তার ওপর রাগ করা যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা কোমরে শিকল নিয়ে ঘরের সামনে পায়চারি করলো চার্লি, কারো সাথে কথা বললো না। হতাশার কালো জগৎ থেকে অত্যন্ত কৌশলে তাকে উদ্ধার করে আনলো রানা। চার্লি কিছু মুখে দেবে না, কাজেই রানা ঘোষণা করলো সে-ও না খেয়ে ঘুমাতে যাচ্ছে। ক্লান্ত ও অসুস্থ শরীর নিয়ে সারাটা দিন পায়চারি করছে চার্লি, সব কিছু ফেলে রানাও তার পাশে থাকলো প্রতিটি সেকেণ্ড। এমনকি সাহায্যের হাত

বাড়িয়ে দিলো ডমরুও, সে-ও ওদের দু'জনের সাথে পায়চারির মহড়া দিতে শুরু করলো— তার আর রানার একটাই উদ্দেশ্য, চার্লিকে হাসানো। অবশেষে হার মানলো চার্লি। রানাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিলো সে, ওর ওপর সে-ও আছাড় খেয়ে পড়লো। দু'জনের হাত ধরে টেনে তুললো ডমরু, তিনজনের মিশ্রিত হাসির আওয়াজ শুনে চারদিক থেকে ছুটে এলো জুলুরা।

সেদিন থেকে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো চার্লি, আবার কথা বলতে শুরু করলো। এমন সব প্রসঙ্গে কথা বললো সে, আগে যেগুলো তোলেনি কখনো। চার্লি সম্পর্কে অনেক অজানা কথা জানার সুযোগ হলো রানার। তারপরও মাঝে-মধ্যে রানার সামনে পায়চারি করলো সে, লেজের মতো পিছনে ঝুলে থাকলো শিকলটা। বেশিরভাগ সময় তেরপলের নিচে, খোলা জায়গাটায়, চেয়ারের ওপর বসে থাকে সে, টেবিলে কনুই রেখে মজার মজার গল্প শোনে রানার মুখ থেকে। রানা তাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করে শোনায়, কখনো বা জীবনানন্দ দাশের কবিতা আবৃত্তি করে।

ঘুরেফিরে বারবার মায়ের কথায় ফিরে আসে চার্লি। জ্ঞান হবার পর থেকেই মাকে সে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখেছে। 'মার ধারণা ছিলো ক্যান্সার ছোঁয়াচে, তাই আমাকে কাছে ঘেঁষতে দিতে চাইতো না। কিন্তু প্রায়ই আমি মার পায়ের কাছে বসে রূপকথার গল্প পড়ে শোনাতাম, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত—ঠিক তুমি যেমন আমাকে পড়ে শোনাও। আমার মা রূপকথার গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতো।'

কিন্তু বাবার প্রসঙ্গ উঠলেই চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে চার্লির। 'দ্যাট ওল্ড বাস্টার্ড,' এভাবে শুরু করে সে।

ধীরে ধীরে ক্ষতগুলো শুকিয়ে এলো। ক্ষতের শুকনো ছালগুলো খসে পড়লো এক সময়। দাগগুলোও মুছে যেতে শুরু করলো। যতোই দিন যাচ্ছে, প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠছে চার্লি। রানাকে দাবা খেলায় হারিয়ে দিতে

পারলে তার হাসিটা হয় দেখার মতো।

হঠাৎ একদিন পায়চারি থামিয়ে ঝট করে রানার দিকে ফিরলো চার্লি, পুরানো প্রসঙ্গ তুলে বললো, 'আচ্ছা দোস্ত, একটা কথা ভেবে দেখেছো? আমার অনেক ভুল হয়েছে, অনেক দোষ করেছি, মানলাম। নিজ দোষে তোমাকেও সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছি। কিন্তু ময়নিহানকে বিপদে ফেলার জন্যে আমরা জেনে ফাঁদ পাতিনি। ফাঁদটা সে-ই পাতে, আমরা তাতে বোকার মতো পা দিই। তাই না? আমরা আব্রাহামের কাছে কোনো ষড়যন্ত্রের প্রস্তাব নিয়ে যাইনি, ময়নিহানই তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল—অসৎ উদ্দেশ্যে।'

রানা ভাবলো, তাই তো! চার্লি ঠিক বলছে। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'এর শাস্তি ওদেরকে পেতে হবে,' বিড়বিড় করে বললো ও।

উত্তেজনায় চকচকে দেখালো চার্লির চোখ জোড়া। 'কি করতে চাও তুমি, দোস্ত?'

'ভেবে দেখতে হবে,' বললো রানা। 'শুধু জেনে রাখো অন্যায় মেনে নেয়ার লোক আমি নই।' এ-প্রসঙ্গ এখানেই ইতি হলো। পরদিনও প্রসঙ্গটা তোলার চেষ্টা করলো চার্লি, কিন্তু রানা নিরুত্তর থাকলো।

কাঠের একটা থামকে ক্যালেণ্ডার বানিয়ে ফেললো চার্লি। একটা দিন যায়, থামের গায়ে একটা করে আঁচড় কাটে ও। অত্যন্ত যত্ন করে প্রচুর সময় নিয়ে কাজটা করে সে। একটা করে দাগ দেয়, পিছিয়ে এসে সশব্দে এক দুই করে গোণে, যেন এভাবে গুণলে সংখ্যাটা তাড়াতাড়ি ত্রিশে পৌঁছে যাবে। একদিন গোণা শেষ করে বললো সে, 'ত্রিশ দিনে মাস হতে হবে, এটা কার আইডিয়া? বিশ দিনে হলে ক্ষতি কি ছিলো?'

থামের গায়ে আঠারোটা দাগ পড়ার পর কুকুরটা পাগল হয়ে গেল।

তখন বিকেল। ঘরের বাইরে বসে চার্লির সাথে তাস খেলছে রানা। মাত্র তাস বাঁটা শেষ করেছে ও, গাড়িগুলোর আড়াল থেকে বিরতিহীন ঘেউ

ঘেউ শুরু করলো কুকুরটা। লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে চেয়ারটা ফেলে দিলো রানা। দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা ছিলো রাইফেলটা, ছোঁ দিয়ে সেটা তুলে নিয়ে ছুটলো ও। গাড়িগুলোর আড়ালে ওকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলো চার্লি, প্রায় সাথে সাথে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলো। এরপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এলো ক্যাম্পে, ধীরে ধীরে দু'হাতে মুখ ঢাকলো চার্লি।

প্রায় এক ঘন্টা পর ফিরে এলো রানা। চেয়ারটা সিধে করলো ও, টেবিলের সামনে টেনে এনে নিঃশব্দে বসলো। 'তোমার কল,' বললো ও। 'তাস টানবে?' গম্ভীর থমথমে পরিবেশ, ইস্পাতের মতো ভারি, গভীর মনোযোগের সাথে যে যার তাসের দিকেই তাকিয়ে আছে শুধু, অথচ দু'জনেই জানে টেবিলে এখন বহিরাগত একজন উপস্থিত রয়েছে।

'তুমি কথা দাও আমার বেলায় এ-কাজ করবে না,' অবশেষে ফিসফিস করে বললো চার্লি।

মুখ তুলে তার দিকে তাকালো রানা। 'কোন্ কাজ করবো না?'

'কুকুরটাকে যা করলে।'

কুকুর! শালার কুকুর! ওটাকে বাঁচিয়ে রাখাই ভুল হয়েছে, ওর উচিত ছিলো প্রথম রাতেই গুলি করে মেরে ফেলা। 'কুকুরটার হয়েছে বলে এ-কথা মনে করার কারণ নেই যে তোমারও...।'

'কসম খাও, রানা,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিলো চার্লি। 'কসম খেয়ে কথা দাও, তুমি আমার কাছে রাইফেল নিয়ে আসবে না।'

'চার্লি, কি বলছো তুমি নিজেও জানো না। একবার যদি আক্রান্ত হও...,' থেমে গেল রানা, তারপর আবার বললো, 'কিন্তু সেরকম যদি কিছু ঘটেই, রাইফেল নিয়ে আসাই তো উচিত হবে আমার। আমি চাইবো না অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিই তোমাকে!'

'প্রতিজ্ঞা করো,' চার্লির সেই একই জেদ। 'প্লীজ, রানা! আমি তোমার হাতে মরতে চাই না, প্লীজ!'

'বেশ, ঠিক আছে, তাই নিলাম।'

চর্বির ভাঁজে উঁচিয়ে হয়ে উঠল মুবিনের [illegible] তার দিকে ঝুঁকে আর তাকায় না সে। দিন দিন বাড়ছিল, বাড়ছিল ভয়। রোমহর্ষক স্বপ্ন দেখছে পর্যন্ত, হঠাৎ ঘুমের ঘোরে আঁতকে উঠে পড়ে। দিনের বেলাটা যদি অতিবাহিত হয়, রাতটার কথা চিন্তা করে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে মুবিন। প্রায় রাতেই [illegible] খানিক পরেই প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে সে, ঘুমিয়ে পড়লে আবার বই পড়ে, কিংবা হঠাৎ করে উঠে [illegible] পায়চারি করে—জানালায় মুখ দিয়ে পানি বাজে গাছের পাতা, দূরে কোথাও একটা পাখির ডানার শব্দ শুনতে পায়। কিন্তু এক সময় ঘুমাতেই হয় তাকে, আর ঘুমালেই স্বপ্ন দেখে।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছে টুনি। ওর সামনে পিছনে ধু-ধু সবুজ প্রান্তর। কোথাও কোন গাছ নেই, পাহাড় নেই, শুধু সবুজ কার্পেটের মতো ঘাস ঢেকে আছে। আকাশের কোন শেষ নেই—হয়ত ঘোড়া সব সময় পিছন ফিরে তাকায় সে, দেখতে না পেয়ে অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে বুক। তারপর একটা পুকুর দেখতে পেল ও। স্বচ্ছ পরিষ্কার পানি, নীল, সুন্দর স্বচ্ছ, যেন একটা আয়না। পুকুরটা কেন যেন ওর মনে ভয় ধরিয়ে দেয়, তবু কি এক তীব্র আকর্ষণে সেদিকে এগিয়ে যায় সে। পুকুরের কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে, পানির দিকে তাকায়। নিজের প্রতিবিম্ব তাকিয়ে থাকে ওর দিকে—মুখ পশুর মতো বড়, চোখ ছাড়া মুখের বাকি অংশ কালো লোমে ঢাকা, দু'পাশে বেরিয়ে আছে দাঁত, সাদা ও লম্বা। নিজের এই চেহারা দেখে ঘুমের মধ্যে চিৎকার শুরু করে সে, ঘুম ভাঙার পর সকাল না হওয়া পর্যন্ত আতঙ্কে কেঁপে যায়।

নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে অস্থির হয়ে পড়ছে, তারপরও চাকিকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে রানা। চাকির [illegible] বলে, চাকিও ওকে

ভালোবাসে বলে, তার সাথে ওকেও ভুগতে হচ্ছে। মাঝে মধ্যে চার্লির কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করে রানা, এক বা দু'ঘন্টার জন্যে সফলও হয়, কিন্তু তারপরই আবার চার্লির মুখটা ভেসে ওঠে মনের পর্দায়, বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। চার্লি মরতে যাচ্ছে—চার্লি নিদারুণ কষ্ট পেয়ে মরতে যাচ্ছে। হৃদয়ের গভীরে কাউকে স্থান দেয়া কি মানুষের একটা ভুল? তা না হলে তার সমস্ত যন্ত্রণা ওকেও কেন ভোগ করতে হবে? একজন মানুষ তার নিজের যন্ত্রণাতেই কি যথেষ্ট জর্জরিত নয়, তারপরও কেন তাকে আরেকজনের কষ্ট সইতে হবে?

ক'দিন থেকে প্রচণ্ড গরম পড়েছে, চার্লির জন্যে পানি ভর্তি বালতিতে ওয়াইনের তিনটে বোতল রাখলো রানা। সেদিন সন্ধ্যার দিকে ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে বোতলগুলো চার্লির কাছে নিয়ে এলো ও। ওকে আসতে দেখে পায়চারি থামালো চার্লি। তেরপলের নিচে এসে টেবিলের ওপর বোতলগুলো রাখলো রানা। ওর দিকে তাকিয়ে আছে চার্লি। তার মুখের ক্ষতের আর প্রায় কোনো দাগই অবশিষ্ট নেই। 'ঠাণ্ডা, ইচ্ছে হলে কয়েক ঢোক এখুনি খেতে পারো,' বললো রানা।

'ওয়াইন খেয়ে কি লাভ?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। এক সেকেণ্ড পর বললো, 'খেতে ইচ্ছে না করলে থাক।'

'দুঃখিত, দোস্ত,' তাড়াতাড়ি বললো চার্লি। 'বিশ্বাস করো, আমি অকৃতজ্ঞ হতে চাইনি। আজ রাতে ওয়াইন আমার মেজাজের জন্যে সহায়ক হবে বলে মনে হচ্ছে। তুমি জানো, ওয়াইন আসলে বিষাদের প্রতীক?'

'ননসেন্স!' একটা বোতলের মুখ খুলছে রানা। 'কিছুর যদি প্রতীক হয়ই, ওয়াইনকে আমি বলবো আনন্দের প্রতীক।' চার্লির জন্যে গ্লাসে খানিকটা ওয়াইন ঢাললো ও। গ্লাসটা নিয়ে আগুনের ওপর ধরলো চার্লি, গ্লাসের ভেতরটা যাতে আলোকিত হয়ে ওঠে।

'তুমি শুধু বাইরেটা দেখছো, রানা। ভালো যে-কোনো ওয়াইনের সাথে ট্যাজেডির একটা যোগসূত্র আছে। ওয়াইন যতো ভালো হবে, বিষাদের মাত্রাও তত্তো বেশি হবে।'

হেসে উঠে প্রতিবাদ করলো রানা। 'ব্যাখ্যা করো,' আমন্ত্রণ জানালো ও।

গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো চার্লি। 'পরিশোধিত হয়ে এই পর্যায়ে পৌছুতে কতোদিন সময় লেগেছে, বলতে পারো?'

'দশ, কিংবা হয়তো পনেরো বছর।'

মাথা ঝাঁকালো চার্লি। 'অথচ বাকি আছে শুধু গিলে ফেলা। এতো বছরের কাজ এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। এর মধ্যে তুমি বিষাদ দেখতে পাচ্ছো না?'

'মাই গড, চার্লি! এতো হতাশার কোনো কারণই নেই আসলে। এতো মরবিড হয়ো না তো!'

কিন্তু রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি চার্লি। 'ওয়াইন আর মানবজাতির মধ্যে এ-ব্যাপারে মিল আছে। দুটোকেই সময় বা কালই শুধু নিখুঁত বা পরিশোধিত করতে পারে, সারাজীবন ধরে তল্লাশির ফসল। অথচ শেষ পরিণতি নিজেদের ধ্বংস ছাড়া কিছু নয়।'

'তারমানে তোমার ধারণা কোনো লোক যদি অনেক দিন বাঁচে তাহলে নিখুঁত হয়ে উঠবে সে?' চ্যালেঞ্জ করলো রানা।

গ্লাসের ওপর চোখ রেখে জবাব দিলো চার্লি, 'কিছু আঙুর অসার মাটিতে জন্মায়, কিছু আঙুরে পোকা ধরে, যে মদ বানায় তার গাফলতিতে কিছু নষ্ট হয়—সব আঙুর থেকে ভালো ওয়াইন হয় না।' গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকালো সে। তারপর আবার বললো, 'একটা মানুষ আরো বেশি সময় নেয়, এবং পরিশোধিত হবার জন্যে বোতলের ভেতর চুপচাপ পড়ে

থাকার সুযোগ নেই তার, তাকে জীবন নামের হাঙ্গামার ভেতর দিয়ে আসতে হয়; কাজেই তার ট্র্যাজেডি আরো অনেক বেশি বেদনাদায়ক।'

'তা বটে, কিন্তু কেউই চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না,' বললো রানা।

'তাতে কি বিষাদের মাত্রা কমলো?' মাথা নাড়লো চার্লি। 'বলাই বাহুল্য, ভুল করছো তুমি। যখন তুমি জানলে শেষ পরিণতি অস্তিত্ব হারানো, তখন গোটা ব্যাপারটাই তো পুরোপুরি বিষাদময় হয়ে উঠলো। ইস্, শুধু যদি অমোঘ নিয়তিকে এড়াবার কোনো পথ থাকতো, যদি এমন কোনো ব্যবস্থা থাকতো যে যা কিছু ভালো সব টিকে যাবে, অস্তিত্ব হারাবে না, কি ভালোই না হতো তাহলে! কিন্তু না, টোটাল হোপলেসনেস ছাড়া আর কিছু তুমি দেখতে পাবে না। আর কিছু নেই।'

চেয়ারে প্রায় শুয়ে পড়লো চার্লি, তার ম্লান মুখে বিচিত্র সব রেখা ফুটে উঠেছে। 'ঠিক আছে, অমোঘ নিয়তি, তা-ও আমি মেনে নিতে রাজি আছি, শুধু যদি আরো খানিক সময় দেয়া হয় আমাকে...।'

'তোমার কথা অনেক শুনেছি। এসো অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করি। কি নিয়ে এতো দুশ্চিন্তা করছো বুঝতে পারছি না। পান করার মতো পরিশোধিত এখনো তুমি হওনি, নিখুঁত হতে আরো ত্রিশ কিংবা চল্লিশ বছর বাকি আছে তোমার।'

রানা থামতেই এই প্রথম মুখ তুলে তাকালো চার্লি। 'সত্যিই কি তাই, রানা? আমাকে সময় দেয়া হবে?'

চার্লির চোখের দিকে তাকাতে পারলো না রানা। ও জানে, চার্লি মারা যাচ্ছে। ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটলো চার্লির, গ্লাসের ভেতর তাকালো আবার। ধীরে ধীরে হাসিটা মুছে গেল। আবার মুখ খুললো সে, 'সময় পেলে নিজেকে আমি শুধরে নিতে পারতাম। নিজের ত্রুটি আর দুর্বলতাগুলোকে তো চিনি, সময় পেলে হয়তো সংশোধন করে নেয়া কঠিন হতো না।

বিশ্বাস করো, রানা, সময় পেলে আমি ভালো হয়ে উঠতে পারি। বিশ্বাস করো! আমার সময় দরকার! শুনছো, ঈশ্বর? আমার সময় দরকার! প্লিজ আমাকে শেষ করে দিয়ো না, প্লীজ! যাবার জন্যে আসলে এখনো আমি তৈরি নই!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করছে চার্লি, চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যেন নালিশ করছে বন্ধুর কাছে, 'খুব কম সময় দেয়া হচ্ছে আমাকে, রানা! খুব কম!'

সহ্য করার মতো নয় ব্যাপারটা। লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো রানা, চার্লির কাঁধ ধরে ঘন ঘন ঝাঁকালো। 'চুপ করো, গর্দভ, চুপ করো!' চিৎকার করছে, গলাটা ধরে এলো। হাঁপাচ্ছে চার্লি, ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট দুটো কাঁপছে। আঙুলের চাপ দিয়ে ওগুলোর কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা করছে সে।

তারপর বললো, 'দুঃখিত, দোস্ত। বুঝতে পারিনি ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে।' তার কাঁধ থেকে হাত নামালো রানা।

'দু'জনেই আমরা অস্থির হয়ে আছি,' বললো ও। 'তুমি দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ—সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রভু, যেন সত্যিই সব ঠিক হয়ে যায়!' মাথায় আঙুল চালালো চার্লি, কপাল থেকে চুলগুলো সরালো। 'গ্লাসটা আরেকবার ভরে দেবে, দোস্ত?'

সেদিন রাতে রানা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর দুঃস্বপ্নটা আবার দেখলো চার্লি। প্রচুর ওয়াইন খেয়েছে, ফলে ঘুম ভাঙলো না। নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়ে গেল ও, দুঃস্বপ্নটা থেকে বাঁচার জন্যে জেগে উঠতে চাইছে, কিন্তু ঘুম ভাঙছে না। একই স্বপ্ন বারবার দেখতে হলো তাকে। বারবার... বারবার।

পরদিন খুব সকালে চার্লির ঘরে এলো রানা। রাতের ঠাণ্ডা ভাবটুকু

ডুমুর গাছের ছড়ানো শাখার নিচে এখনো রয়েছে [illegible] রোদের আঁচে আভাস পাওয়া যায় দিনটা আজ সাংঘাতিক গরম হবে। পশুরা ব্যাপারটা অনুভব করতে পেরেছে। গাছের নিচে জড়ো হয়েছে শকুনগুলো, মোষের পাল নদীর দিকে হাঁটছে, ঘন ঝোপের দিকে সরে যাচ্ছে হরিণগুলো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা, ভেতরের অন্ধকার ধীরে ধীরে সয়ে এলো চোখে। জেগেই রয়েছে চার্লি।

'বিছানা ছাড়ো, তা না হলে ঘা হবে পিঠে।'

বিছানা থেকে পা নামাতে গিয়ে কাতরে উঠলো চার্লি। 'কাল রাতে ওয়াইনের সাথে কি মিশিয়েছিলে বলো তো? খুলির ভেতর ইঁদুর নাচছে কেন?' কপালটা টিপে ধরলো সে। 'এরকম ব্যথা জীবনে কখনো হয়নি আমার।'

ভয়ে বুকটা শুকিয়ে গেল রানার। চার্লির নগ্ন কাঁধে হাত রেখে জ্বর আছে কিনা দেখলো ও। না, ঠাণ্ডা। ভয়টা মন থেকে তাড়িয়ে দিলো ও। 'এসো, নাস্তা দেয়া হয়েছে।'

খেতে বসে প্রায় কিছুই মুখে দিলো না চার্লি। হরিণের কলিজা তেতো লাগলো তার। রুটিতে নাকি কিচ কিচ করছে বালি। রানা বললো, 'কই! আসলে তোমার খিদে নেই। বোঝাই যাচ্ছে, রাতে ভালো ঘুম হয়নি।'

রোদের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে চার্লির, সারাক্ষণ চোখ কুঁচকে থাকলো। কফি শেষ করার পর চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো সে। 'মাথাটা খসে পড়বে মনে হচ্ছে, যাই শুয়ে পড়ি।'

'ঠিক আছে,' রানাও দাঁড়ালো। 'মাংসে টান পড়েছে, দেখি দু'একটা কচি হরিণ পাই কিনা।'

'না, আমার কাছে থাকো, গল্প করো,' তাড়াতাড়ি বললো চার্লি। 'দু'এক দান তাসও খেলা যাবে।'

বেশ কয়েকদিন খেলেনি ওরা, খুশি মনে রাজি হলো রানা। চার্লির বিছানার শেষ মাথায় বসলো ও, আধ ঘন্টার মধ্যে চার্লির কাছ থেকে পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড জিতে নিলো।

'কিভাবে চুরি করো একদিন আমাকে শিখিয়ে দিয়ো, কেমন?' মুখ ভার করে বললো চার্লি।

নিঃশব্দে হেসে আবার তাস বাঁটতে শুরু করলো রানা।

'দূর, খেলতে আমার ভালো লাগছে না আর।' চোখ বন্ধ করলো চার্লি, বন্ধ চোখের পাতায় আঙুলের চাপ দিলো। 'মাথার ব্যথায় খেলায় মন দিতে পারছি না।'

'তুমি কি ঘুমাতে চাও?' তাসগুলো বাক্সে ভরে রাখলো রানা।

'না। তুমি বরং আমাকে কিছু পড়ে শোনাও।'

বিছানার পাশ থেকে দস্তয়েভস্কির 'জুয়াড়ি' তুলে নিয়ে রানার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলো চার্লি।

'কোত্থেকে শুরু করবো?' জানতে চাইলো রানা।

'যেখান থেকে খুশি, প্রায় পুরোটাই আমার মুখস্থ।' শুয়ে পড়লো চার্লি, চোখ বন্ধ করলো।

পড়া শুরু করলো রানা। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মুখ তুলে তাকালো চার্লির দিকে। আধ ঘন্টা পেরিয়ে গেল, একবারও চোখ মেলেনি চার্লি। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখলো রানা। নকুনি গেছে আজ আঠাশ দিন, মনে মনে হিসাব করলো ও। যে-কোনো দিন, আজ বা কাল, ফিরে আসতে পারে সে—কিন্তু তখন কি আর সময় থাকবে?

চার্লির শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। শান্তভাবে শুয়ে আছে সে। রানা ভাবলো, হয়তো কিছুই নয়, শুধু শুধু ভয় পাচ্ছে সে। চার্লি শুনছে কিনা জানে না, তবু পড়ে যাচ্ছে ও। প্রায় এক ঘন্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, এবার ঘুম পাচ্ছে রানার। তারপর নিজেও জানে না, কখন বন্ধ হয়ে গেছে চোখ দুটো,

কোলের ওপর থেকে পড়ে গেছে বইটা।

চার্লির শিকল মৃদু শব্দ করায় ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো রানার; জেগে উঠে বিছানার দিকে তাকালো ও। বানরের মতো গুঁড়ি মেরে রয়েছে চার্লি, হাতের তালু ও পায়ের হাঁটু বিছানায় ঠেকিয়ে উঁচু করে রেখেছে মাথাটা। তার চোখে আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে পাগলামি। গালের দু'পাশের মাংস জ্যান্ত প্রাণীর মতো মোচড় খাচ্ছে। হলদেটে ফেনায় ঢাকা পড়ে গেছে দাঁতগুলো, ঠোঁটের দুই কোণ থেকে গড়িয়ে নেমে আসছে লালা।

'চার্লি—,' বললো রানা। আঙুলগুলো আঙটার মতো বাঁকা করে ওকে ধরার জন্যে লাফ দিলো চার্লি, গলার ভেতর এমন একটা শব্দ হচ্ছে যা কোনো মানুষের হতে পারে না, আবার ঠিক পশুরও নয়। আওয়াজটা এতোই রোমহর্ষক, রানার পেটের ভেতর সব যেন নরম ছাতু হয়ে গেল, উধাও হলো পায়ের সমস্ত শক্তি।

'না!' চিৎকার করলো রানা। খাটের একটা পায়ায় বেধে গেল শিকলটা, রানার শরীরে দাঁত বসাবার আগেই পিছন দিকে ঝাঁকি খেয়ে বিছানার ওপর হাত–পা ছড়িয়ে পড়ে গেল চার্লি।

রানা ছুটলো। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ছুটলো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। একটা আতঙ্ক তাড়া করলো ওকে, দিশে হারিয়ে কোন দিকে যাচ্ছে নিজেও জানে না। নিঃশ্বাস ফেলতে বিষম কষ্ট হলো ওর, কেউ যেন গলাটা দু'হাতে চেপে ধরেছে। তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। দড়াম করে আছাড় খেলো ও, ভাঙা ডালে হোঁচট খেয়েছে। দাঁড়ালো, আবার ছুটলো। তারপর এক সময় ফুরিয়ে গেল দম, ছোটার গতি আপনা থেকেই কমে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে ফেলে আসা পথের দিকে, ফেলে আসা ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে থাকলো ও।

সময় নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো রানা। প্রথমে শান্ত হলো শরীরটা, ধীরে ধীরে ঢিল পড়লো পেশীতে। এরপর আতঙ্কটা মুছে ফেলার

চেষ্টা করলো মন থেকে। আধ ঘন্টা পেরিয়ে গেল, ভয়ে ভয়ে ফিরে এলো রানা ক্যাম্পের কাছাকাছি। কাঁটাঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে ক্যাম্পটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করলো। অবশেষে ক্যাম্পে ঢুকলো ও, এখান থেকে চার্লির ঘর সবচেয়ে দূরে।

গোটা ক্যাম্প খালি পড়ে আছে, রানার মতো জুলুরাও পালিয়েছে আতঙ্কে। মনে পড়লো, ওর রাইফেলটা এখনো চার্লির বিছানার পাশে রয়েছে। নিজের গাড়িতে উঠে তাড়াতাড়ি একটা বাক্স খোলার চেষ্টা করলো ও, ভেতরে কয়েকটা রাইফেল আছে। হাত দুটো এতো কাঁপছে, তালার ফুটোয় চাবি ঢোকানো সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। মনে আশংকা, লোহার শিকল ছিঁড়ে যেতে পারে। যে-কোনো মুহূর্তে রোমহর্ষক সেই চিৎকারটা শুনতে হতে পারে। যে -কোনো মুহূর্তে ওর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে চার্লি। অবশেষে, অনেক কষ্টে, তালাটা খুলতে পারলো ও। কাপড়ের একটা থলে থেকে কার্টিজগুলো বের করলো।

রাইফেল লোড করে কক করলো রানা। হাতে একটা অস্ত্র থাকায় স্বস্তিবোধ করছে ও। রাইফেলটা যেন আবার ওকে স্বাভাবিক হতে সাহায্য করলো।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নিচে নামলো রানা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে গাড়িগুলো, সেগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সাবধানে এগোলো ও, বাগিয়ে ধরে আছে রাইফেলটা। গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো।

শিকল ছেঁড়েনি। বুনো ডুমুর গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে চার্লি, ওটা ধরে টানছে। সদ্যজাত কুকুরছানার মতো আওয়াজ করছে সে। রানার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে, পরনে কাপড় নেই। ছেঁড়া কাপড়গুলো তার চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। সাবধানে, একটু একটু করে তার দিকে এগোলো রানা। তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো, শিকলটা যাতে ওর নাগাল না পায়।

'চার্লি!' রানার গলায় অনিশ্চিত ভাব। আধ পাক ঘুরেই হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গি নিলো চার্লি, তার সোনালি দাড়িতে একরাশ ফেনা জমা হয়েছে। রানার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষলো সে। পরমুহূর্তে রোমহর্ষক চিৎকার করেই লাফ দিলো রানাকে লক্ষ্য করে। বাধা পেলো কোমরে জড়ানো শিকলে, মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো। আঁচড়াআঁচড়ি করে উঠে দাঁড়ালো আবার, শিকলটার সাথে যুদ্ধ করছে, ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। পিছু হটলো রানা। রাইফেলটা তুললো ও, চার্লির দু'চোখের মাঝখানে লক্ষ্য স্থির।

'কসম খাও, রানা। কসম খেয়ে কথা দাও তুমি আমার কাছে রাইফেল নিয়ে আসবে না।' দূর থেকে যেন ভেসে এলো চার্লির গলা।

হাত কেঁপে গেল রানার, সাইট থেকে সরে গেল টার্গেট। এখনো পিছু হটছে ও। চার্লির শরীর থেকে রক্ত ঝরছে এখন। লোহার শিকল তার ঠোঁটের চামড়া তুলে ফেলেছে, কিন্তু তারপরও দাঁত দিয়ে কামড়ে ওটা ভাঙার চেষ্টা করছে সে, রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। প্রায় একইভাবে রানাকেও বেঁধে রেখেছে একটা শিকল—প্রতিজ্ঞা। করুণ ঘটনাটার সমাপ্তি টানতে পারছে না ও। রাইফেল নামিয়ে নিয়ে অকারণে মার খাওয়া অভিমানী শিশুর মতো তাকিয়ে থাকলো শুধু।

অবশেষে ওর পাশে এসে দাঁড়ালো ডমরু।

'চলে আসুন, বস্। যদি শেষ করতে না পারেন, ফিরে আসুন। আপনাকে ওনার আর দরকার নেই। আপনাকে দেখলেই খেপে উঠছেন।'

শিকলটার সাথে এখনো যুদ্ধ করছে চার্লি। কোমরের ছেঁড়া মাংস থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, জমা হচ্ছে পায়ের লোমে। প্রতিবার মাথা ঝাঁকাবার সময় মুখের ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, ভিজে যাচ্ছে বুক ও হাত।

রানার হাত ধরে টেনে আনলো ডমরু।

জুলুরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। তাদের সাথে কথা বলার

জন্যে দাঁড়ালো রানা। 'সবাই তোমরা চলে যাও। সাথে পানি আর খাবার নাও। নালার ওপারে গিয়ে ক্যাম্প ফেলো। আমার কাজ শেষ হলে তোমাদের আমি খবর দেবো।'

জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলো জুলুরা। দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল তারা। রওনা হয়ে গেছে সবাই, পিছন থেকে ডমরুকে ডাকলো রানা।

ওর সামনে এসে দাঁড়ালো ডমরু।

'আমার কি করা উচিত?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ঘোড়ার যদি পা ভাঙে?' পাল্টা প্রশ্ন করে জবাব দিলো ডমরু

'আমি ওকে কথা দিয়েছি।' দিশেহারা বোধ করছে রানা, এখনো চার্লির ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হিংস্র পশুর গর্জন ভেসে আসছে ওদিক থেকে।

'হয় মন্দ লোক, নয় সাহসী লোক, শুধু এরা দু'জন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারে,' জবাব দিলো ডমরু। 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো, বস।' ঘুরলো সে, সঙ্গী জুলুদের পিছু নিলো।

তারা চলে যাবার পর একটা গাড়িতে লুকালো রানা, ক্যানভাসের একটা ফুটোয় চোখ রেখে চার্লিকে দেখছে। বোকার মতো সারাক্ষণ মুখ নাড়ছে চার্লি, শিকলের শেষ সীমায় রয়েছে সে, একটা বৃত্ত তৈরি করে টলতে টলতে হাঁটছে। রানা দেখলো, ব্যথা তীব্র হয়ে উঠলে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে চার্লি, দু'হাতে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে, দশ আঙুলে খামচে তুলে নিচ্ছে মুখের মাংস। পাগলামির আওয়াজগুলো রানার বুকের রক্ত হিম করে দিলো। কখনো কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করছে চার্লি, কখনো ফোঁপাচ্ছে, খানিক পরপরই বিস্ময় মেশানো কাতর গর্জন বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, আবার কখনো খিঁচুনির মতো শব্দ বেরোচ্ছে। মুখের প্রতিটি পেশী জ্যান্ত প্রাণীর মতো মোচড় খাচ্ছে সারাক্ষণ।

দশ-বারো বার রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করলো রানা। এক সময়

ঘামের ফোঁটা ভুরু থেকে গড়িয়ে চোখে পড়লো, ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি, বাধ্য হয়ে বাঁটটা কাঁধ থেকে নামাতে হলো ওকে, মুখ ফিরিয়ে তাকাতে হলো অন্য দিকে।

ওখানে, শিকলের শেষ মাথায়, কড়া রোদ লাগায় চামড়া ওঠা মাংস লাল হয়ে উঠছে, ওটি নিঃসন্দেহে রানারই একটি অংশ বটে—ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি সাক্ষী; রানা নিজেও সাক্ষী। ওর একটা অংশ মারা যাচ্ছে ওখানে। ওর খানিকটা যৌবন, ওর খানিকটা হাসি, জীবনের প্রতি ওর খানিকটা বেপরোয়া ভালোবাসা, হারিয়ে যাচ্ছে চিরকালের জন্যে। কাজেই বারবার মাথা নত করে ক্যানভাসের ফুটোর কাছে ফিরে আসতে হলো ওকে, চাক্ষুষ করতে হলো নিজের মৃত্যু। বারবার স্মৃতি এসে ঝাপসা করে দিলো দৃষ্টি। কী আশ্চর্য প্রাণবন্ত ছিল মানুষটা…এখন কী!

মাথার ওপর উঠে এলো সূর্য, তারপর আবার নামতে শুরু করলো, সময়ের সাথে সাথে শিকলে বাধা বস্তুটি দুর্বল হয়ে পড়লো। এক সময় মাটিতে পড়ার পর অনেকক্ষণ আর উঠলো না, দুর্বলভাবে গড়াগড়ি খেতে থাকলো কেবল।

সূর্য ডোবার এক ঘন্টা আগে প্রথম খিঁচুনি শুরু হলো চার্লির। দাঁড়িয়ে আছে সে, রানার গাড়ির দিকে চোখ, মাথাটা এক দিক থেকে আরেক দিকে দোলাচ্ছে, নিঃশব্দে নড়াচড়া করছে মুখের পেশী। হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। ঠোঁট যতোটা সম্ভব বিস্ফারিত হলো, বেরিয়ে পড়লো সবগুলো দাঁত। কোটরের ভেতর উল্টে গেল চোখ, সামনের দিকে থাকলো শুধু সাদা অংশটুকু। সবশেষে শরীরটা পিছন দিকে বাঁকা হতে শুরু করলো।

কী সুন্দর শরীর চার্লির। কোথাও এক ছটাক অতিরিক্ত মাংস নেই। এতো সুন্দর শরীরটা এভাবে বেঁকে যাচ্ছে, দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না। পিছন দিকে ঝুলে পড়লো মাথা। প্রতি মুহূর্তে মনে হলো, আর বাঁকা হবে না, এবার থামবে, কিন্তু না। শিরদাঁড়া পিছন দিকে বাঁকা হতে হতে

ধনুকের আকৃতি পাচ্ছে। এক সময় চার্লির মাথা গোড়ালি ছুঁয়ে গেল বলে মনে হলো। তারপরই মট করে উঠলো মেরুদণ্ড। পড়ে গেল চার্লি।

পড়ে পড়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে সে। নরম সুরে গোঙাচ্ছে। মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়ায় ভাঁজ হয়ে রয়েছে তার পিঠ, মোচড় খেয়ে অদ্ভুত আকৃতি পেয়েছে ঘাড়।

আর সহ্য করতে পারলো না রানা। হাউমাউ করে কেঁদে উঠে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে এলো চার্লির দিকে। একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো বন্ধুর অন্তিম কষ্ট। আরও দশটা মিনিট কষ্ট পেলো চার্লি, ছটফট করলো, শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করলো হাঁ করে, তারপর শেষ একটা খিঁচুনি দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। গাড়ি থেকে একটা কম্বল এনে লাশটা জড়িয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো রানা, শুইয়ে দিলো বিছানায়। বিছানার পাশে চেয়ারটায় ধপ করে বসলো ও।

বাইরে সন্ধে নামছে। গভীর রাতে একটা হায়েনা এলো, রানা একটু নড়ে উঠতেই পালিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। নালার পশ্চিম দিক থেকে কয়েকটা সিংহ গর্জন করলো, ভোর হবার দু'ঘন্টা আগে পর্যন্ত নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকলো তারা, শিকার বোধহয় ভালোই জুটলো কপালে।

সারাটা রাত অন্ধকারে চোখ মেলে বসে থাকলো রানা। দু'একবার চার্লির সাথে কথাও বললো। বিড় বিড় করে কি বললো তা শুধু ও-ই জানে। অদ্ভুত একটা শূন্যতা অনুভব করছে ও। ওই তো শুয়ে আছে চার্লি—মনে পড়ছে ওর ছেলেমানুষী, অট্টহাসি, লজ্জা, কৌতুক, ভয়, জেদ, রাগ। সব শেষ। জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল আজ।

ভোর হতে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়লো রানা, গাড়িগুলোর কাছে ফিরে এলো। ক্যাম্প ফায়ারের সামনে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ডমরু।

'ওরা সবাই?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

দাঁড়ালো ডমরু। 'আপনি যেখানে পাঠিয়েছেন সেখানেই অপেক্ষা করছে। আমি একা ফিরে এসেছি, জানি আমাকে আপনার দরকার হবে।'

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'দুটো কুঠার বের করো গাড়ি থেকে।'

গাছ থেকে প্রচুর ডাল কেটে এনে জড়ো করলো ওরা। শুকনো কাঠ ও ডাল চার্লির বিছানার চারপাশে সাজানো হলো। তারপর স্তূপটায় আগুন দিলো রানা। যতক্ষণ না পুড়ে ছাই হয়ে গেল চার্লি, নড়লো না।

রানার জন্যে একটা ঘোড়ায় জিন চাপালো ডমরু। ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো রানা। ডমরু জানতে চাইলো, 'এবার, বস্?'

'আর কোথাও যাওয়ার নেই, ডমরু। এবার ফিরবো আমরা।'

'আবার সেই গোল্ড...'

'না, ডমরু। কেপ টাউন। আমি চলে যাচ্ছি এদেশ ছেড়ে।'

অনেকক্ষণ অবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে রইলো ডমরু, তারপর জানতে চাইলো, 'আর আমি?'

'তুমি ফিরে যাবে তোমার গাঁয়ে।'

ডমরু জানে কি বলতে চায় রানা। অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল, এমনই কিছু একটা ঘটতে চলেছে। গত ছয়মাস ধরে একেকবারে একশো একর, দুশো একর করে জমি কিনেছে রানা ডমরুর নামে, ওদেরই গ্রামে। এখন প্রায় দু'হাজার একর খেত-খামার ও জঙ্গলের মালিক সে। কিছুদিন আগে সর্দারের ষোড়শী কন্যার সাথে ঠিক হয়েছে ওর বিয়ের কথাবার্তা। মেয়েটিকে খুব পছন্দও হয়েছে তার। কিন্তু রানার সঙ্গে থাকতে পেলে কিছুই চায় না সে আর।

'আমাকে সঙ্গে নেয়া যায় না, বস্? আপনি জানেন, ওসব জায়গা-জমি কিছুই...'

'না। আমি যা বলবো, তাই করবে তুমি। এখন তোমার সংসারী হওয়া দরকার।'

চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো জুলু বীরের। 'পথ কি তাহলে আলাদা হয়ে গেল, বস্?'

'আরে, বুদ্ধু, একটা সময়ে তো হবেই ওটা। এই দেখ না, চলে গেল চার্লি। পারলাম আটকে রাখতে?' ডমরুর কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। 'তবে তোমার তিন ছেলে হওয়ার আগেই আবার দেখা হবে আমাদের, কথা দিচ্ছি।'

'সত্যিই?' চোখ ভরা পানি নিয়েই হেসে উঠলো ডমরু। 'সত্যিই ফিরে আসবেন, বস্?'

'আসবো। অল্পদিনের জন্যে যদিও—তবে সত্যিই আসবো।'

ডমরুকে তার নিজের গ্রামে পৌঁছে দিয়ে কেপটাউনে যাবার পথে চলে এলো রানা গোল্ডফিল্ডে। ঠিক সন্ধ্যার সময় ঘোড়া থেকে সুফিয়ার হোটেলের সামনে নামলো ও, পেটমোটা ক্যানভাসের একটা ব্যাগ ছাড়া সাথে আর কিছু নেই। রেস্তোরাঁয় ঢুকে খালি একটা চেয়ারে বসলো, একজন ওয়েটারকে ডেকে বললো, 'কফি।'

সমস্ত গুঞ্জন আর আলাপ থেমে গেছে, অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে খদ্দেররা। খানিক পর ফিসফাস শুরু হলো। সবার মনেই প্রশ্ন, নির্বাসিত দুই রাজার এক রাজা ফিরে এলো কি মনে করে? রাজাদের আরেকজনই বা কোথায়? রানা বসেছে দুই মিনিটও হয়নি, সিঁড়ির মাথায় উদয় হলো সুফিয়া। 'রানা, মাই লাভ!' ঢোলা, সাদা শিফনের একটা ড্রেস পরে আছে সে। মণিমুক্তো ও ফুল দিয়ে সাজানো মাথার কালো চুল ঠিক যেন একটা মুকুট। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে এলো…না, ঠিক যেন উড়ে এলো অপরূপ এক ডানা কাটা পরী, উড়ে এসে আছড়ে পড়লো সদ্য দাঁড়ানো রানার বুকে। 'ফিরে এসেছো, আমি জানি তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছো!'

কামরা ভরা লোকের সামনে রানার গালে, চোখের পাতায় ও কপালে উন্মত্তের মতো চুমু খেতে শুরু করলো সুফিয়া। 'হ্যাঁ, আমি নির্লজ্জ! আমি অস্থির! কে কি ভাবলো আমি জানতে চাই না।' রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে টেনে নিয়ে চলেছে সুফিয়া সিঁড়ির দিকে। 'এ তোমার আমার কাছে ফেরা! ভেবেছিলাম যুগ যুগ অপেক্ষা করতে হবে, ভাবিনি এতো তাড়াতাড়ি আমার প্রার্থনায় সাড়া দেবেন ঈশ্বর!' সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওঠার সময় তাল হারিয়ে ফেলছে ওরা, পরস্পরের গায়ের ওপর ঢলে পড়ছে, এখনো রানাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে সুফিয়া, তবে কথা বলছে ফিসফিস করে। 'তুমি ফিরে আসায় প্রমাণ হলো আমার ভালোবাসা মিথ্যে নয়!' তারপর হঠাৎ, সিঁড়ির মাথায় উঠে, আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। 'রানা...ও কোথায়?'

'ও নেই...পরে শুনো,' তাড়াতাড়ি বললো রানা। বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো।

রানাকে নিয়ে সরাসরি নিজের বেডরুমে চলে এলো সুফিয়া। এমন আচরণ শুরু করলো সে, রানা যেন সদ্য আবিষ্কৃত অষ্টম আশ্চর্য কিছু, জীবনে এই প্রথম দেখছে ওকে। কখনো পিছিয়ে গেল সুফিয়া, কয়েক হাত দূর থেকে দেখলো। কখনো এতোটা সামনে দাঁড়ালো, মনে হলো নাক দুটো ছুঁয়ে যাবে। আবার কখনো দু'পাশ থেকে বা পিছন থেকে দেখলো। তারপর এক সময় রানার হাত ধরে বিছানায় বসালো সে, পাশে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।

'এতোটা খুশি হয়ো না,' সাবধান করে দিলো রানা। 'আমি মাত্র দু'দিনের অতিথি।'

'দু'দণ্ডের অতিথি হলেও আমার আর কোনো দুঃখ নেই। আমার কাছে ফিরে এসেছো তুমি, এটাই আমার পরম পাওয়া। আমার প্রেম ব্যর্থ, এই বোধ নিয়ে সারাটা জীবন বেঁচে থাকা যে কি কষ্টকর হতো, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, রানা। এখন আমি জানি, সত্যিকার প্রেম কোনোদিন

ব্যর্থ হয় না।'

হঠাৎ দুষ্ট হাসি ফুটলো রানার ঠোঁটে। 'ফিরে তো এলাম, কিন্তু আমি থাকবো কোথায়?'

'কেন, তোমার জন্যে খালি রাখা জায়গাটায়, এখানে,' বলে নিজের বুকের মাঝখানে একটা আঙুল রাখলো সুফিয়া। 'এই কামরায়, আমার সাথে। নাকি এখনও তুমি অজুহাত তৈরি করবে?'

দুষ্টামির হাসিটা এখনো লেগে রয়েছে রানার ঠোঁটে। 'আমার যেন মনে পড়ছে, তুমি বলেছিলে, হোটেলের একটা কামরা চিরকাল খালি থাকবে...।'

মুহূর্তের জন্যে চেহারাটা ম্লান হয়ে গেল সুফিয়ার, তারপর কৌতুকে নেচে উঠলো তার চোখের তারা। 'তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও? ভেবেছো ওটা স্রেফ আমার কথার কথা ছিলো, আসলে তোমার জন্যে কামরাটা আমি খালি রাখিনি?'

'সত্যি রেখেছো?'

'কেন, তোমার সন্দেহ আছে?'

'চলো তাহলে দেখে আসি,' প্রস্তাব দিলো রানা।

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালো সুফিয়া, হাত ধরে দাঁড় করালো রানাকে। করিডরে বেরিয়ে এলো ওরা। অফিস কামরা থেকে চাবি নিয়ে রানার জন্যে নির্দিষ্ট কামরাটার সামনে এসে থামলো সুফিয়া, তালা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো সে, বললো, 'ভেতরে ঢুকতে মর্জি হোক জাহাঁপনার।'

ভেতরে ঢুকে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা। প্রথমেই দেখা হলো নিজের সাথে। ফটো নয়, বিশাল একটা পোর্ট্রেট, ওর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। প্রতিভাবান কোনো শিল্পীর কাজ, একেবারে নিখুঁত, দীর্ঘদিন সময় নিয়েছে কাজটা শেষ করতে। কামরার সব কিছু সাদা দেখলো রানা। সাদা সিল্কের পর্দা দিয়ে দেয়ালের বেশিরভাগ ঢেকে রাখা হয়েছে। বিছানার

চাদর থেকে শুরু করে গদী মোড়া চেয়ারের কাভার পর্যন্ত সব সাদা। ফুলদানিতে সাদা ফুল দেখে এগিয়ে গেল রানা, নাকটা সামনে বাড়িয়ে গন্ধ নেয়ার সময় পিছন থেকে সুফিয়া বললো, 'আজ বিকেলে রাখা হয়েছে। রোজই রাখা হয়—সকালে ও বিকেলে।'

রজনীগন্ধার তাজা গন্ধে মনটা ভরে উঠলো রানার।

'কি , পরীক্ষায় পাস করেছি তো?'

এই প্রথম সুফিয়াকে আলিঙ্গন করলো রানা। বিড়বিড় করে বললো, 'আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম, সুফিয়া।'

হাসি—আনন্দে ক'টা দিন কিভাবে যে কেটে গেল, বলতে পারবে না ওরা। ব্যবসা দেখাশোনার কাজ একরকম বাদই দিয়েছে সুফিয়া, সারাটা দিন রানার সাথে সময় কাটায়। ইতিমধ্যে চার্লির পরিণতি সম্পর্কে জেনেছে সে। দুঃখ পেয়েছে, নীরবে চোখের পানি ফেলেছে, তার আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে ঈশ্বরের কাছে। চার্লির হয়ে সুফিয়ার কাছে আবেদন জানিয়েছে রানা, 'তুমি ওকে ক্ষমা করো।'

জবাবে সুফিয়া বলেছে, 'সামাজিকভাবে আমি অপদস্থ হয়েছি, সত্যি। কিন্তু ভেবে দেখো রানা, আসলে আমার উপকারই করেছিল চার্লি। বিয়ের ব্যাপারে ভয় ছিলো ওর, সেজন্যে পালিয়ে যায় ও? নাকি আমি তোমাকে ভালোবাসি, এ—কথা জানার পর সরে যায়? আজ আর প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে একটা কথা ঠিক, বিয়েটা হলে দু'জনের কেউই আমরা সুখী হতে পারতাম না।'

'কিন্তু এখন কি তুমি সুখী হবে? এ—কথা জেনেও যে যাকে ভালোবাসো তাকে তুমি বেঁধে রাখতে পারবে না?'

'আমি তো কোনো কিছু আশা করে ভালোবাসিনি, রানা। তোমাকে যে আমি পাবো না বা পাবার আশা করি না, তার প্রমাণ চার্লির বিয়ের প্রস্তাবে

আমি রাজি হয়েছিলাম। পরিস্থিতি তো সেই একইরকম আছে—আজ চর্লি নেই, শুধু তুমি আছো, কিন্তু কই—তোমাকে তো আমি চিরকাল বেঁধে রাখার কথা ভাবছি না। আমার যতোটুকু পাবার ছিলো তা তো আমি পেয়েছিই—তুমি আমার ভালোবাসার মর্যাদা দিয়েছো, ফিরে এসেছো আমার কাছে। যখন ইচ্ছে হবে চলে যেয়ো আবার, আমি বাধা দেবো না।'

'তোমার খারাপ লাগবে না, সুফিয়া?'

'কেন লাগবে? আমি কি এতোই বোকা যে জানি না তোমাকে ধরে রাখে এমন মেয়ে দুনিয়ার বুকে জন্মায়নি? এ-সব কথা থাক, রানা। তারচেয়ে এসো স্বর্গের হাতছানিতে সাড়া দিই।'

'স্বর্গের হাতছানি...মানে?'

আড়চোখে বিছানার দিকে তাকালো সুফিয়া। 'মহাশয় অন্ধ নাকি, সেই কখন থেকে ডাকছে, দেখতে পাচ্ছেন না?'

পঞ্চমদিন গভীর রাতে সুফিয়ার কোমল বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলো রানা। পা টিপে টিপে নিচে নেমে গেলো ও, নিঃশব্দে পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো উঠনে, চারদিকটা ভালো করে দেখে নিয়ে ঢুকে পড়লো আস্তাবলে। খানিক পর ঘোড়া ছুটিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর। গোটা গোল্ডফিল্ড শহর ঘুমে বিভোর হয়ে আছে।

ভোর হবার আধ ঘন্টা আগে ফিরে এলো রানা। আবার নিঃশব্দে সুফিয়ার কামরায় ঢুকলো ও। ওর চলে যাওয়া এবং ফিরে আসা, দুটোরই নীরব সাক্ষী হয়ে থাকলো সুফিয়া, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলো না। আগেই তাকে জানিয়েছে রানা, জরুরী একটা কাজে এক রাতে হয়তো কিছুক্ষণের জন্যে বেরুতে হবে ওকে।

পরদিন সকালে যথারীতি আটটায় ঘুম ভাঙলো রানার। শাওয়ার সেরে কাপড়চোপড় পরলো ও, বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলো ওর জন্যে নাস্তা নিয়ে টেবিলে অপেক্ষা করছে সুফিয়া। 'আজ আমার সাথে স্টক এক্সচেঞ্জে

যাচ্ছো তুমি,' বললো ও। 'পুরানো বন্ধুরা কে কেমন আছে দেখে আসি চলো।'

'কিন্তু এক্সচেঞ্জে যেতে চাইছো...,' সুফিয়ার চেহারায় উদ্বেগ। '...ওরা তোমাকে ভালোভাবে গ্রহণ না–ও করতে পারে, রানা।'

'জানি। তবু একবার যেতে হবে। ও, ভালো কথা, আমার রুমের দরজায় তালা দিয়ো না, কেমন? দরজাটা খোলা থাকুক।'

'কেন বলো তো?' ভুরু সামান্য কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো সুফিয়া।

কৃত্রিম রাগে চোখ রাঙালো রানা। 'কোনো প্রশ্ন নয়।' পকেট থেকে সিগারেট কেস আকৃতির একটা যন্ত্র বের করলো ও। 'সব প্রশ্নের জবাব পাবে, পরে।'

সুফিয়ার ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ঠিক দশটার সময় স্টক এক্সচেঞ্জে পৌঁছুলো ওরা। রানার সদস্যপদ বাতিল হয়ে গেলেও, বিভিন্ন কোম্পানীর প্রচুর শেয়ার কিনে ইতিমধ্যে সদস্য হয়েছে সুফিয়া, আজ তারই অতিথি হিসেবে সরাসরি সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত এলাকায় ঢোকার অনুমতি পেলো রানা। ওকে দেখে একেক জনের এক এক রকম প্রতিক্রিয়া হলো। ডোবার ও সোবার ওকে দেখা মাত্র একগাল হাসলো। রানার মনে পড়লো ওকে দেখামাত্র হাসার পরামর্শ ও–ই দিয়েছিল, ঘুসি মেরে নাক থেঁতলে দেয়ার পর। এলভিস পামার, এখন বার্কলি ময়নিহানের কর্মচারী, রানাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলো। 'মি. রানা, স্যার, মি. বার্কলি ময়নিহান এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্টের কাছে লেখা এক আবেদনে জানিয়েছেন, আপনাকে যেন তাঁর সম্মানীয় অতিথি হিসেবে গণ্য করা হয় আজ।'

মুচকি হেসে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো রানা, চেহারায় আশ্চর্য একটা সন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠলো। এলভিস পামারের কথা শুনতে পেয়েছে সবাই, ফলে মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু হলো। সবার মনেই প্রশ্ন, সর্বস্ব খুইয়ে বিদায়

নেয়ার পর মাসুদ রানা আবার এক্সচেঞ্জে এলো কি মনে করে? ওর পরম শত্রু ময়নিহানই বা ওকে বিশেষ অতিথি হিসেবে পেতে চাইবে কেন?

সবাই ফিসফাস করছে, এই সময় ম্যাক আব্রাহামকে সাথে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো বার্কলি ময়নিহান। সরাসরি নিজের আসনের দিকে না গিয়ে, স্থূল দেহটা রানার দিকে টেনে আনলো সে, বড় বড় লোমে ঢাকা মাংসল হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে বললো, 'গুড মর্নিং, মি. রানা।' ময়নিহান ও আব্রাহাম, দু'জনেই দরদর করে ঘামছে।

রানার সাথে করমর্দন করলো ম্যাক আব্রাহামও, রানার অপর হাতে ধরা কালো যন্ত্রটার দিকে এমন ভাবে তাকালো, ওটা যেন বিষধর একটা সাপ।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেছে গোটা এক্সচেঞ্জের লোকজন, হাঁ করে তাকিয়ে আছে সবাই। কিন্তু এ তো সবে শুরু। বিস্মিত হবার আরো অনেক উপাদান রয়েছে।

সুফিয়ার পাশে বসে চুরুট ধরালো রানা, নিজের আসনের দিকে ময়নিহানকে ফিরে যেতে দেখছে। কেউ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলো কিনা বলা মুশকিল, তবে রানার চোখে ঠিকই ধরা পড়লো, ময়নিহান ও আব্রাহামের পেট সামান্য একটু ফুলে আছে।

বসেই হাত ঝাপটা দিয়ে নির্দেশ দিলো বার্কলি ময়নিহান। তার এই সংকেতের অর্থ একমাত্র আব্রাহামই বোঝে। 'দলিল লেখকরা এদিকে আসুন, প্লিজ,' গলা চড়িয়ে বললো সে।

হলরুম থেকে সাত-আটজন দলিল লেখক এগিয়ে এলো।

'স্ট্যাম্প আছে তো?' জানতে চাইলো ম্যাক আব্রাহাম।

দলিল লেখকরা মাথা ঝাঁকালো।

'প্রথমে খসড়া করুন, তারপর মূল দলিল লেখা হবে,' বললো আব্রাহাম। 'তবে সময় নষ্ট করা যাবে না। সব কাজ এক ঘন্টার মধ্যে

সারতে হবে। আপনারা রেডি?'

আবার নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো দলিল রচয়িতারা।

'লিখুন,' বলে চলেছে ম্যাক আব্রাহাম, ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে, 'থ্রি স্টার কনসলিডেটেড-এর ষোলোআনা মালিকানা বিনা শর্তে দান করে দেয়া হলো সদ্য গঠিত চার্লি উডকক মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে। লিখুন, চার্লি উডকক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর সমস্ত আয় ও সম্পদ শুধু মাত্র দেশী-বিদেশী কালো শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণে ব্যয় করা যাবে। এটা হবে এক নম্বর দলিল। আপনাদের লেখা শেষ?'

হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই। যন্ত্রচালিতের মতো মাথা ঝাঁকালো লেখকরা। প্রথমে সংবিৎ ফিরলো ডোবারের, ছুটে ময়নিহানের সামনে চলে এলো সে, ফিসফিস করে বললো, 'এ কি করছেন আপনি, মি. ময়নিহান! আপনার কি মাথা খারাপ হলো! আপনার এতো বড় ব্যবসা…!'

ম্যাক আব্রাহাম কনুই দিয়ে ডোবারের পাঁজরে গুঁতো মারলো। 'আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, মি. হেলমুট ডোবার, আমাদের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকুন আপনি!' ম্যাক আব্রাহাম ময়নিহানের স্রেফ একজন কর্মচারী, তার কাছ থেকে এ-ধরনের আচরণ আশা করেনি হেলমুট ডোবার, প্রায় আতঙ্কিত দেখালো তাকে, সভয়ে পিছিয়ে গেল। লেখকদের দিকে ফিরলো আব্রাহাম। 'আলাদা একটি প্যারায় লিখুন। থ্রি স্টারের সমুদয় শেয়ার দান করা হচ্ছে সদ্যগঠিত চার্লি উডকক মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে, এই ট্রাস্ট-এর পরিচালক নির্বাচন করা হয়েছে এলভিস পামারকে। উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করা হলো, মশিয়ে আঁন্দ্রে জিদকে। আরো একটা প্যারাগ্রাফে লিখুন, থ্রি স্টারের শেয়ার মি. বার্কলি ময়নিহান ছাড়া আর যাঁদের কাছে আছে তাঁরা ন্যায্য দাম পাবেন, বাজার-দর হিসেবে তাঁদের পাওনা মি. ময়নিহান তাঁর নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মিটিয়ে দেবেন আজই, কিছুক্ষণের মধ্যে।'

হলরুমে পিন–পতন স্তব্ধতা।

ময়নিহান ও আব্রাহাম এতো ঘামছে যে কাপড়চোপড় সব ভিজে গেছে। অথচ, কি আশ্চর্য, দুজনেই ওরা হাসছে। তবে কেউ যদি সন্দেহ করে ওদের হাসিটা কৃত্রিম, তাকে দোষ দেয়া যাবে না।

'এবার দ্বিতীয় দলিল। লিখুন, শেয়ারহোল্ডারদের ন্যায্য দাম মিটিয়ে দেয়ার পর মি. বার্কলি ময়নিহানের সব ক'টা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যতো টাকা অবশিষ্ট থাকবে, সে টাকাও দান করা হলো চার্লি উডকক মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা এতোই প্রবল যে কেউ কেউ রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়লো। ময়নিহানকে বাধা দেয়ার জন্যে এগিয়ে এলো ডোবারের মতো আরো অনেকে, মারমুখো হয়ে সবাইকে তাড়া করলো ম্যাক আব্রাহাম। পরিচিত অন্তত দু'জনকে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে দেখলো রানা।

'এবার তৃতীয় দলিল। মি. বার্কলি ময়নিহানের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি চার্লি উডকক মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে বিনা শর্তে দান করা হলো।'

এভাবে মোট ছ'টা দলিলের খসড়া তৈরি হলো। নিজের বলতে প্রায় কিছুই থাকলো না বার্কলি ময়নিহানের। দলিল লেখকরা স্ট্যাম্প–এর ওপর লেখার জন্যে পাশের কামরায় চলে গেছে, এই সময় নাতিদীর্ঘ একটা ভাষণ দিলো ম্যাক আব্রাহাম। 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে একটা ব্যাখ্যা না দিলেই নয়। আসলে বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয়, অনেক সময় বরং উল্টোটাই সত্যি। আপনাদের সম্ভবত সবারই ধারণা, মি. বার্কলি ময়নিহান কালো লোকদের দু'চোখে দেখতে পারেন না। কথাটা আসলে ঠিক নয়, বরং উল্টোটাই সত্যি।তিনি কালোদের কিছু কিছু আচরণের সমালোচক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন। তার প্রমাণ আজকের দলিলগুলো। তিনি সুস্থ-

মস্তিষ্কে, সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় কালোসের কল্যাণে নিজের যা কিছু সব দান করে দিলেন। আপনাদের হয়তো আরো একটা ভুল ধারণা আছে—তিনি সেটাও আজ ভেঙে দিলেন। পরলোকগত চার্লি উডককে তিনি কখনোই শত্রু বলে মনে করেননি, বরং ঠিক তার উল্টোটাই সত্যি। তার প্রমাণও আজ আপনারা পেয়েছেন। আশা করি আজ আপনারা উপলব্ধি করতে পারছেন মানুষ হিসেবে মি. বার্কলি ময়নিহান কতোটা উদার ও মহৎ।'

আধ ঘন্টার মধ্যে সব ক'টা দলিল চূড়ান্ত করা হলো। বার্কলি ময়নিহানের বিশেষ অনুরোধে প্রতিটি দলিলে সাক্ষী হিসেবে সই করতে হলো সুফিয়া, রানা এবং আরও কয়েকজন গণ্যমান্য সদস্যকে। সব কাজ শেষ হওয়া মাত্র আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ময়নিহান, প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে দরজার দিকে রওনা হলো সে। ইতিমধ্যে খবর দিয়ে পুলিস আনানো হয়েছে, তারাই তাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করলো। এর খানিকক্ষণ পর ঘোড়ার গাড়িতে করে রওনা হয়ে গেল সুফিয়া ও রানাও। ভিড়ের ভেতর থেকে হাজার রকম প্রশ্ন করা হলো রানাকে, হাসিমুখে নিরুত্তর থাকলো ও।

ফেরার পথে রানার হাতে কালো যন্ত্রটার দিকে তাকালো সুফিয়া, চোখে সন্দেহ। 'কি ওটা, রানা?' জানতে চাইলো সে।

'তুমিই বলো কি হতে পারে।'

'আমার যেন মনে হচ্ছে টিভির রিমোট কন্ট্রোল।'

'দেখতে সেরকমই বটে। একটু পরই এটার আসল পরিচয় জানতে পারবে। ধৈর্য ধরো।'

'ওখানে ব্যাপারটা কি ঘটলো বলো তো? কাল রাতে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'সময়মতো সব জানতে পারবে। প্রশ্ন করা মানা।'

হোটেলের সামনে থামলো ওদের ঘোড়ার গাড়ি। বার্কলি ময়নিহানের ক্যাডিলাক দেখে মুচকি হাসলো রানা, হোটেলের সামনে খালি পড়ে

রয়েছে। গাড়িটা সুফিয়াও দেখলো, তবে তার চেহারায় কোনো বিস্ময় ফুটলো না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় রানা বললো, 'ওরা বোধহয় আমার রুমে অপেক্ষা করছে—বা—বা—বার্কলি ম—ম—ম—ম—'

হেসে ফেললো সুফিয়া রানাকে অবিকল চার্লির নকল করতে দেখে।

আসলেও তাই। রানার রুমে বসে আছে ওরা। রানা ঢুকতেই হাউমাউ করে উঠলো ওরা দু'জন, বার্কলি ময়নিহান ও ম্যাক আব্রাহাম। হড়বড় করে ওরা যা বললো তার সরল অর্থ দাঁড়ায়—ওদের পেটে বাঁধা বোমাগুলো এবার যেন খুলে নেয় রানা। আর হাতের রিমোট কন্ট্রোলটাও যেন ওভাবে নাড়াচাড়া না করে, অসতর্ক মুহূর্তে বোতামে চাপ লাগতে পারে।

ওদের দিকে তেমন খেয়াল দিলো না রানা। বিছানার ওপর বসলো ও সুফিয়াকে পাশে নিয়ে। নির্লিপ্তস্বরে বললো, 'নিজেদের কাজ নিজেরা করে নাওগে, যাও। বাড়ি ফিরে পেট থেকে খুলে ফেলো ওগুলো।'

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ময়নিহান ও আব্রাহাম। তারপর আব্রাহাম বললো, 'কিন্তু কাল রাতে আপনি না বললেন, আমরা খুলতে চেষ্টা করলে ওগুলো বার্স্ট করবে? প্লীজ, মি. রানা, এবার আমাদের মুক্তি দিন। আপনি যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন, এবার আমাদের বাঁচার ব্যবস্থা করুন, ঈশ্বরের দোহাই, আপনার দুটো পায়ে পড়ি। আপনার প্রতিটি নির্দেশ আমরা পালন করেছি...!'

তোতলামি শুরু করলো ময়নিহান, 'আ—আ—প—না—না—র— হা—হা—তে—র ওটা না—নামি—য়ে রা—রাখু—ন, মি—মিস্টার রা—না।'

'কেন, নামিয়ে রাখবো কেন?'

'সুইচে চাপ পড়লে সবাই আমরা মারা পড়বো!' প্রায় কেঁদে ফেললো আব্রাহাম।

হাতের কালো যন্ত্রটা আব্রাহামের নাকের সামনে ধরলো রানা। পরমুহূর্তে ঝট করে টিপে দিলো বোতামটা। অমনি দক্ষিণ আফ্রিকার

রেডিও স্টেশন থেকে ভেসে এলো ম্যাডোনার একটা গান।

হাঁ হয়ে গেল ওরা দু'জন। 'ওটা…ওটা…ওটা…।'

আব্রাহামকে থামিয়ে দিয়ে রানা বললো, 'হ্যাঁ, এটা একটা মিনি ট্র্যানজিসটর রেডিও, বোমা ফাটাবার রিমোট কন্ট্রোল নয়।'

'তাহলে আমাদের পেটে এগুলো…।'

তোমাদের পেটে ওগুলো প্লাস্টিকে মোড়া কয়েকটা নাট-বল্টু। ভয় নেই, বোমা নয়। যাও, বেরোও,' দাঁড়ালো রানা। দু'জনকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলো কামরা থেকে। 'বাড়িতে গিয়ে খুলে ফেলোগে। এবার যাও, আমাদের একটু আরাম করতে দাও।'

ওদের দু'জনকে কামরা থেকে বের করে দিয়ে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো রানা। হেসে উঠলো সুফিয়া। বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে আর দুই হাতে পেট চেপে ধরে খিলখিল করে হাসছে সে। থামতে পারছে না। কোনমতে উচ্চারণ করলো, 'তুমি ভয়ানক পাজি লোক, মাসুদ রানা!'

—ঃ শেষ ঃ—